# দীপরক্ষী

## ৩য় খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

*Mobile:* *+8801787898470*
*+8801915137084*
*+8801674140670*

*Facebook Page* :
*Satsang Narayangonj, Bangladesh*

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

## কিছু কথা

**কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।**

**(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)**

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

**'দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।**

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

# শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

**আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

**আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

**আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

**অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

**অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

**অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

**অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

**অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

**অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

**অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

**পুণ্য-পুঁথি**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

**সত্যানুসরণ**

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

## সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

## ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

## দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

## দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

## দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

## দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

## দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

## দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

## কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

## কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

## কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

## নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

## নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

## নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

## নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

## ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

## The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

## The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

## The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

## The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

## The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

## The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

## The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

## The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

## The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

## Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

# দীপরক্ষী

## তৃতীয় খণ্ড

সঙ্কলয়িতা—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক :

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার



প্রথম প্রকাশ :

১লা বৈশাখ, ১৩৯৯

মুদ্রাকর :

কাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

Diprakshi
3rd Part, 1st Edition
Compiled by Sri Debiprasad Mukhopadhyaya

# ভূমিকা

আর্ত্ত মানবতার আকুল ক্রন্দনে ক্ষরাক্ষরাতীত পুরুষোত্তম যখন মানুষী-তনুতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন আলোকপিয়াসী পতঙ্গের মতন আবালবৃদ্ধ নরনারী শান্তিলাভের আশায় ছুটে আসে তাঁর কাছে। তাদের নিয়ে যে মিলন-মেলা রচিত হয়, তার বিবরণ ভক্তমানসের কাছে হয় চির-উপভোগ্য এবং আকর্ষণীয়। কারণ, ঐ বিবরণের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে পরমপুরুষের নরলীলার স্বরূপ। জ্ঞানী-নির্বোধ, ভক্ত-অবিশ্বাসী, সবল-দুর্ব্বল—কার কাছে তিনি কেমন, তারও আংশিক পরিচিতি মেলে ঐ বিবরণেরই ভিতর।

কলির শেষ যামে আবির্ভূত পরমপুরুষ পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে যে মধুময় পরিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল, তার বিবরণও ঐ একই কারণে আকর্ষণীয়। সেই বিবরণের কিছু ছিটেফোঁটা নিয়ে এই কথোপকথন-গ্রন্থ 'দীপরক্ষী'। ইতিপূর্ব্বে এ গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, বর্ত্তমানটি তৃতীয় খণ্ড। দীপরক্ষীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও হয়েছে বহু বিষয়ের অবতারণা। সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়, প্রবৃত্তি-তাড়না থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সুব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রসঙ্গে, শ্রমিক-মালিক বিরোধের সমাধান, ঈশ্বর-উপলব্ধি, ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও শ্রীশ্রীঠাকুরের ফিলান্থ্রপী ও হস্‌পিস্‌-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন, কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথোপকথন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার স্বমুখে নিজ জীবনকাহিনী-কথন, শ্রীশ্রীঠাকুরের রঙ্গরসপ্রিয়তা, তাঁর আবাসগৃহ বড়াল-বাংলো ক্রয়ের প্রসঙ্গ, ইতর প্রাণীদের প্রতি তাঁর দরদী অভিব্যক্তি, প্রভৃতিও বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইং ২৬/১/১৯৫৭ (বাং ১৩ই মাঘ, শনিবার, ১৩৬৩) থেকে ১/১/১৯৫৮ (বাং ১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৩৬৪) তারিখ পর্য্যন্ত আলোচনা দীপরক্ষী তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিহারের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীবলদেব সহায়, বিহারের মন্ত্রী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সম্পাদক শ্রীবিজয় সিং নাহার, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এবং আমেরিকা থেকে আগত, গুরুভ্রাতা রে আর্চার হাউজারম্যানদার জননী শ্রীমতী রসেলী ব্রেট

হাউজারম্যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে এঁদের সাক্ষাৎকারের বিবরণও এই গ্রন্থে বিধৃত আছে।

সাগরের ঢেউ কি গোনা সম্ভব অথবা আকাশের তারা? এক কথায় উত্তর—না। ঠিক অনুরূপ হ'ল শ্রীপুরুষোত্তমের নরলীলা, যার যথার্থ পরিস্ফুটন কখনই সম্ভব নয়। তবুও তাঁর অমিয় জীবনচর্য্যার যে সামান্য কয়েকটি দিনের কিছু কথা এ গ্রন্থে লিখিত হয়েছে, তা' যদি মানুষকে শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ক'রে তোলে, অন্তর্ম্মুখিনতার প্রেরণা জোগায়, তবে এ দীন সেবকের জীবন কৃতকৃতার্থ। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
শুভ নববর্ষ, ১৩৯৯
ইং ১৪/৪/১৯৯২

নিবেদক
**শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

# প্রকাশকের কথা

পরমপিতার কৃপায় দীপরক্ষী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। দীপরক্ষীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেরও বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী সংকলয়িতা শ্রীমান দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেই প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে। পরমপ্রেমময় দয়াল ঠাকুরের এই অমিয় কথোপকথন-গ্রন্থরাজি প্রতি ঘরে নিত্য অধীত তথা অনুশীলিত হ'য়ে মানব-মনের যাবতীয় তমসা ও সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করুক, এই আমাদের প্রার্থনা প্রভুর শ্রীচরণে।

**প্রকাশক**

# বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

অ



আ

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ট



ঠ



ত



থ



দ

**ফ**



**ব**

বিষয় — পৃষ্ঠা

## র



## ল



## শ

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

## স

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমার বাণীগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমার "আমি"

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

# দীপরক্ষী

## ১৩ই মাঘ, শনিবার, ১৩৬৩ ( ইং ২৬।১।১৯৫৭ )

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ শরীর ভাল বোধ করছেন না। সন্ধ্যার পরই পাশ ফিরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দু'জন দু'পাশে দাঁড়িয়ে বড় রুমাল নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছেন। ঘরের ভেতরে একদিকে একটা মৃদুশক্তির ছোট বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। জনসমাগম না-থাকায় ঠাকুরঘরের কাছটাও নিস্তব্ধ।

ঘরের ভেতরের প্রশস্ত চৌকিতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম করছেন। তার পশ্চিমদিকে ছোট একখানা খাটে শুয়ে আছেন শ্রীশ্রীবড়মা। শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতের আহার্য্য একটু আগে প্রস্তুত ক'রে এসে এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। দু'তিনজন মা কাছে আছেন। তাঁদের সাথে নিম্নস্বরে গল্প করছেন শ্রীশ্রীবড়মা।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকতেই শ্রীশ্রীবড়মা ডাক দিলেন—এই শোন্, প'ড়ে দেখ্ একটা মজার চিঠি, ব'লে একখানা চিঠি আমার হাতে দিলেন।

চিঠিটি পড়লাম। কালীপদ রায় নামে এক দাদা লিখেছেন, তাঁর এখনও ডিম-মাংস খেতে ইচ্ছা করে। তাই তিনি জানতে চান, ছানা কেমন ক'রে রাঁধলে মাংসের মত লাগে, ডিমের স্বাদ পাওয়া যায়।

চিঠি আমার পড়া হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—প্রফুল্লকে ( দাস ) বলিস্ ওখানার উত্তর দিয়ে দিতে। মাংস তো আমি কোনদিন খাইনি। মাংস রাঁধতে হয় কেমন ক'রে তা' আমি জানি নে। আমাদের বাড়ী ছিল পণ্ডিতের বাড়ী। বলত, মেয়েরা মাংস খায় না, মেয়েরা মাংস খেলে নাকি রাক্ষস হয়। আর বেটাছেলেরা পেঁয়াজ খায় না।

আমি—আপনি মাছ খেতেন না ?

শ্রীশ্রীবড়মা—হ্যাঁ, মাছ তো খুব খাইছি। মাছ না হ'লে ভাতই খেতে পারতাম না। শ্বশুর-বাড়ীতেও কর্ত্তা ( শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেব ) মাছ খাওয়ার জন্য খুব বলতেন। মাছ খাইছি আমি অনেকদিন। মণি যখন পেটে তখন মাছ খাওয়া ছাড়িছি। বড় খোকা হ'লেও মাছ খাইছি। বড় খোকাও বোধহয় কয়েকদিন খাইছে। তবে ওর মনে আছে কিনা জানি নে। কিন্তু মণি আর বাড়ীতে মাছ দেখেনি।

আমি—ঠাকুরও তো মাছ খেতেন ?

শ্রীশ্রীবড়মা—হ্যাঁ, কিন্তু ঠাকুর যেবার ছাড়লেন, আমরাও সেইবারই ছাড়লেম।

কর্ত্তা খুব রাগ করতেন। ঠাকুরের মা'ও রাগ করতেন। আমরা যখন মাছ ছাড়লাম, কর্ত্তা বলতেন—'আমি খাব, আমার জন্যে মাছ এনে দাও।' তবে তাও আর বেশীদিন চলল না। আমরা যখন আর খেলামই না, তিনিও ছেড়ে দিলেন।

তারপর স্মৃতি রোমন্থন ক'রে শ্রীশ্রীবড়মা বলতে লাগলেন তাঁর ছোটবেলাকার নানা গল্প। তাঁর জীবনের কথা তাঁরই কাছে শোনবার আগ্রহে আর একটু এগিয়ে বসলাম।

শ্রীশ্রীবড়মা সুরু করলেন—আমি কিছু জানতাম না। শ্বশুর-বাড়ীতে এসে আমাকে সব শিখে নিতে হয়েছিল। গুঁতো খেতে-খেতে শিখেছিলাম। আর, 'না' তো কইতাম না। কোন কাজের কথা ব'লে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত 'পারবা'? আমি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' উত্তর দিতাম। কথা বলা তো নিষেধ ছিল। অথচ সে-কাজ আমার জানা নেই। তাই, করতে গেলেই জিনিস নষ্ট হ'ত। এইরকমভাবে শ্বশুর-বাড়ীর কত জিনিস যে আমি নষ্ট করেছি তার ঠিক নেই। সুজি রাঁধতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'জান'? আমি কই, হ্যাঁ। না নেই কোন কাজে। তারপর রাঁধতে যেয়ে পোড়ায়ে ফেললাম। এর জন্যে বকাও খাইছি খুব।

আমি—তাতে আপনার মনে কষ্ট হ'ত না?

শ্রীশ্রীবড়মা হেসে ফেললেন, বললেন—মোটেই না। কারণ, আমি তো কাজ জানি নে। আমার শিখতে হবে। কিন্তু এইভাবে কাজ করতে করতে আর শিখতে শিখতে আমার ১৪ বছর বয়সের মধ্যেই আমি একেবারে 'এক্স্‌পার্ট্টো' (expert—দক্ষ) হ'য়ে গেলাম।

বড়মা হাসছেন। সাথে-সাথে আমরাও হাসছি। আবার ব'লে চলেছেন—একবার আমাকে বাড়ীতে ঘি-ভাত রাঁধতে বলল। জিজ্ঞাসা করতেই আমি ক'লাম, হ্যাঁ পারব'নে! কিন্তু ঘি-ভাতের যে ফ্যান ফেলতে নেই তা' কি আর আমি জানি? শাশুড়ী এসে দেখেন, ফ্যানের 'পরে ঘি ভাসছে। ফ্যান গেলে ফেলেছি।······আর একবার আমাকে তালক্ষীর করতে বলা হ'ল। তালের থেকে ক্ষীর বের ক'রে দুধে জ্বাল দিয়ে যে তালক্ষীর করতে হয় তা' কি আর জানি! আমি করেছি কি!—দুধের মধ্যে আস্ত তালের আঁটি ছেড়ে দিয়ে জ্বাল দিছি। সেদিন আবার শ্বশুর কয়েকজন বামুনকে খাওয়ার নেমতন্ন করেছিলেন। আমি সকলের পাতের কাছে বাটিতে করে একটা আস্ত তালের আঁটি একটু দুধের মধ্যে করে বসায়ে দিলেম। শ্বশুর দেখে বললেন,—এ করিছ কী! তারপরে ব'লে দিলেন কেমন ক'রে তালক্ষীর করতে হয়। তখন শিখলাম তালক্ষীর করা।······আবার আমার পেছনে লাগার লোকও কম ছিল না। এই যে হরিদাস ভট্‌চায্যির মা, ও করত কি!—একদিন আমি রান্না ক'রে রেখেছি। সবাইকে খেতে দেব। উনি এসে পলায়ে-পলায়ে আমার সব রান্নার মধ্যে

খানিকটা ক'রে-ক'রে নুন দিয়ে দিলেন। খাওয়ার সময় সবাই দেখে নুনে পুড়ে গেছে। তখন উনি চেঁচায়ে বলতে লাগলেন, 'আর কেডা? ঐ বৌয়ের কাজ এইরকমই। নুন দিয়ে পোড়ায়ে রাখিছে।'

আমি—আপনি এর জন্যে কখনই কিছু বলতেন না?

শ্রীশ্রীবড়মা—(বেশ জোরে মাথা নেড়ে) না। আমি ভাবতাম, আমার কি! আমি তো আর করিনি! কয় কো'ক না। তাতে আমার কি! তারপরে আবার নিজেই ধরা পড়তো। ধরা প'ড়ে বেকুব হ'ত। বাড়ীর মধ্যে হয়তো কেউ হেগে রেখেছে। চেঁচায়ে-চেঁচায়ে বলত, 'এ আর কেউ না, ঐ বৌই হেগেছে।' দেশলাই খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যস্—'ঐ বৌয়ের কাজ। এখান থেকে নিয়ে-নিয়ে বাপের বাড়ী পাঠাচ্ছে।' আমি ভাবতাম, হয়তো সত্যি কথা। হয়তো আমি পাঠাইছি। তা না হ'লে ক'বে কেন? আর, মানুষ ক'য়ে যদি একটু শান্তি পায় তো পা'ক।

আমি—শ্বশুরবাড়ীতে কি কারো হাতে কখনও মার খেয়েছেন?

শ্রীশ্রীবড়মা—হ্যাঁ, সে আবার বাদলই (শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) করত বেশী।

মুগ্ধ হয়ে শুনছি শ্রীশ্রীবড়মার জীবনের বিচিত্র কাহিনী। এই সময়ে পূজনীয়া ছোটমা ঘরে এলেন। শ্রীশ্রীবড়মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হ'চ্ছে?

শ্রীশ্রীবড়মা—জীবনী হ'চ্ছে, জীবনী।

ব'লে খুব হাসতে লাগলেন। ছোটমাও হাসলেন। তারপর আবার পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীবড়মা বলতে লাগলেন—সংসারের কাজ করতে হ'ত। কিন্তু ভয় করলে চলবে না। ঘরের পেছনে বাঘ ডাকছে, আর আমি ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে রাঁধছি। বাড়ীর মধ্যে আর তো মেয়েমানুষ নেই তখন। একদিন শ্বশুর বলেছিলেন, 'ঢেঁকিঘর গোবর দিয়ে রেখো, সকালে লাগবে।' তা' আমার ঘুম ছিল খুব বেশী। ঘুমায়ে পড়িছিলাম। রাত্রে যখন ঘুম ভাঙ্গল, হঠাৎ মনে পড়ল কাজ তো হয়নি। তখন সেই রাত্রে ঢেঁকিঘর গোবর দিলেম ব'সে ব'সে। ঘর তো সামান্য একটা বনের বেড়া। বাঘ যে-কোন মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চ'লে আসতে পারে। আর, সেই বাঘের ডাকে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠত। ভয় করলে চলবে না। অবশ্য ভয় আমার করতও না। তার জন্য আবার বাড়ী থেকে বলত, 'ভয় নেই যা'র জাত যায় তা'র'। কাম করলেও এই বকুনি আমার শুনতে হ'ত। গাছের তলায় আম প'ড়ে ধুপ হ'য়ে থাকত। বাঘের ভয়ে কেউ যেত না। আমি কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম। ভয় না-থাকার জন্য রাগ করত সবাই। কিন্তু খাওয়ার সময় মজা ক'রে খেত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—অত

কাছে তো শ্বশুরবাড়ী ! পাবনা আর হিমাইতপুর ! ঠাকুর রোজ পাবনায় পড়তে যেতেন, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী যেতেন না। ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী গেছেন জীবনে মোটে একবার। যা'রা বারা ভা'নে (ধান ভেনে) খায়, তাদেরও একটু ইচ্ছে করে জামাই নিতে। যদিও আমার মা গরীব ছিল, তারও জামাই নেবার ইচ্ছা খুবই ছিল। কিন্তু কিছুতেই আর পারত না। সেই একবার। তাও বিকালে গেলেন, রাত্তিরটুকু থাকলেন, আবার সকালেই চ'লে আসলেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার স্মরণের মণিকোঠার দুয়ার খুলে বলতে থাকেন শ্রীশ্রীবড়মা—ঠাকুর যখন কলকাতা থেকে আসতেন, সে কী অবস্থা ! একমুখ গোঁফদাড়ি, কাপড়ে চিমটি দিলে মাটি উঠত। পাঁচ টাকা ক'রে পাঠানো হ'ত, তাই দিয়ে তাঁর কোনরকমে চলত কলকাতায়। খাওয়াই হ'ত না ভাল ক'রে। বাড়ী আসলেও আবার বিপদ। মানুষ কইত, 'যুবতী বৌ বাড়ী, সেইজন্যে ঘন-ঘন আসে।' আবার কলকাতায় থাকলেও কষ্ট—খাওয়ার কষ্ট, থাকার কষ্ট। সেইজন্য আমি ভাবতাম, থাকগে, ও কলকাতায় থাকাই ভাল। আমি নাকি তখন যুবতী ! আমার বয়স তো তখন মোটে ১১ বছর। (হেসে উঠলেন)।······একবার বড় খোকারে মারিছিলাম। শ্বশুর আমাকে তাড়া ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন—'হারামজাদা বৌ, ছেলের গায়ে হাত ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা !' আমি একেবারে পাছদুয়ারের দরজা খুলে দে দৌড়। শ্বশুর আমারে খুব ভালবাসতেন। আমি হয়তো শুয়ে আছি। আমি তো খুব ছোট তখন। আমার হাঁটুর কাপড় বুকে। বুকের কাপড় কোথায় গেছে। শ্বশুর এসে আমার কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে দিতেন। হয়তো মশারি ফেলিনি। মশারি ফেলে দিয়ে চ'লে যেতেন। কতদিন আমারে কাপড় পরায়ে দেছেন। কাপড়-চোপড় আমার ঠিক থাকত না। কতদিন হয়তো পিঁড়ির 'পরে শুয়েই রাত কাটায়ে দিছি। ঘুম ছিল খুব। একবার আমি ঘুমায়ে আছি। এই তো ঠাকুর আছেন, ঠাকুরের সামনেই কচ্ছি—আমার গা থেকে গওনা খুলে নেওয়া হ'ল। গওনা খুলে দেওয়া হ'ল একজনকে। পরদিন ঘুমের থেকে উঠে প্রচার করা হ'ল, ঐ বৌই গওনা বাপের বাড়ী পাঠায়ে দেছে। আমি চুপ ক'রে থাকলাম। অনেকদিন পরে শেষকালে ঠাকুরই ক'লেন, 'ঐ লোকটা টাকার অভাবে মোকদ্দ'মা করতে পারছিল না, তাই ঐ গওনা খুলে দিয়েছিলাম।' কিন্তু লোকটা যখন মামলা জিতে আসল তখন আর কেউ জানল না যে সে টাকা পেল কোথায় !

এই কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বসলেন। ব'সে এদিক-ওদিক দেখে পরমপূজনীয়া বড়মার দিকে তাকিয়ে বললেন—বড়বৌ, পায়খানায় যাব।

শ্রীশ্রীবড়মা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। যারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়খানায় যাওয়ার

ব্যবস্থা করে, তাদের ডাক দিয়ে ব্যবস্থা করতে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে চটি-জোড়া পায়ে গলিয়ে পায়খানার দিকে গেলেন।

**১৪ই মাঘ, রবিবার, ১৩৬৩ ( ইং ২৭।১।১৯৫৭ )**

প্রাতে—খড়ের ঘরে। আদিত্য মুখার্জীর সাথে কথাবার্তা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বলছিলেন—

কোন্ জিনিসটা life-এর ( জীবনের ) পক্ষে কতখানি useful ( প্রয়োজনীয় ) তা' দেখা লাগে, বোঝা লাগে। Scattered intelligence ( বিক্ষিপ্ত বোধি ) ভাল না। একটা লোক মাতাল। তার ছেলে হয়তো খুব intelligent ( বুদ্ধিমান )। কিন্তু ঐ intelligence-এর ( বুদ্ধির ) সাথে একটু মাতালের tendency-ও ( ঝোঁকও ) থাকে। এই দেখ, যারা চাকরী করে, তাদের ছেলেপেলের মধ্যে শতকরা বিশ কি চল্লিশ জন ঐ চাকরীই করবে। তারা চাকরী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।

বৈকুণ্ঠদা ( সিং )—কেউ যদি businessman ( ব্যবসায়ী ) হয়, তার ছেলে সাধারণতঃ কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি পুরুষানুক্রমে businessman ( ব্যবসায়ী ) হ'তে থাকে এক বংশে তাহ'লে সেই বংশের ছেলে সাধারণতঃ practical ( বাস্তববাদী ) হয়। এক-পুরুষ ঐ-রকম হ'লে-ট'লে কিছু হয় না। ব্রিটিশরা চাকরী দেওয়ার সময় বংশের খোঁজ নিত। পুরুষানুক্রমে বড় বা বনেদী বংশের ছেলে দেখে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করত।

পরে আবার চাকরী করা প্রসঙ্গে বললেন—মোট কথা, চাকরী করতে দিলেই মানুষের tendency-ই ( প্রবণতাই ) খারাপ হ'য়ে যায়। যেমন গরুর মুখ বেঁধে রেখে মাঠে ছেড়ে দেয়। সে আর খেতে পারে না। তারপর যদি তার মুখ না-বেঁধে কোথাও ছেড়েও দেওয়া যায় তখন তার এমনই অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় যে সে আর খায় না। তুমি যদি চাকরী কর তবে তোমার ছেলেপেলে দু'একটা চাকর হবেই। আর, চাকর হ'লে তার যা'-কিছু ক্ষমতা হয় তা' পরের ধার করা ক্ষমতা। নিজের আর কিছু থাকে না। চাকর-mentality ( মনোবৃত্তি )-ওয়ালা লোক অনেক আছে। আমি যখন নৈহাটী থাকতেম, সেখানে খেতে ব'সে সব গল্প করত—আজ সাহেব সিগারেট টানছিল। টানতে টানতে আমার দিকে তাকায়ে হাসল।

এইরকম কথা ব'লে যখন কোন অধস্তন চাকুরে বড়সাহেবের দয়ার কথা স্মরণ ক'রে ভাবে গদগদ হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ, মুখ, হাত, সমস্ত শরীর দিয়ে তেমন ভঙ্গিমা ক'রে দেখালেন। সে-ভঙ্গিমা দেখে সবাই উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার ঐ সূত্র ধরে বললেন—এই সব গপ্প করত আর কি! ভাবত, সাহেব একটু হাসল, আর আমি কি হ'য়ে গেলাম। আমার ঐ সব কথা শুনতে লজ্জাই করত।

আদিত্যদা—আচ্ছা, বেশী আচার-বিচার, ব্রহ্মচর্য্য এসব পালন করার কী দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার-ব্যবহার যারা ঠিকমত পালন করত, তাদের দেখে আর সবাই শিখত। আর, ব্রহ্মচর্য্য মানে বৃদ্ধির আচরণ। জীবনে সঠিকভাবে চলতে গেলে এর দরকার আছে। এ ব্যবস্থা সবার জন্যেই। সবারই করা লাগত। তা' তো মানুষ করেনি। না ক'রে ক'রে যা' হবার তা' হয়েছে।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নাকি west-এ divorce (পাশ্চাত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ) ছিল না। কে যেন প্রথম আরম্ভ করল?

হাউজারম্যানদা—মিলটন, ওর বৌয়ের সাথে কী যেন গণ্ডগোল হয়। তাইতে ওরকম করল। Custom (প্রথা) ভেঙ্গে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সে তো Christ-এর (খ্রীষ্টের) অনেক পরে।

সুশীলদা (বসু)—হ্যাঁ, মিলটন তো সেদিনের লোক।

এই সময় বহিরাগত এক দাদা বললেন—ঠাকুর! আমার ছেলেটা বড় বেয়াড়া। কিছুদিন যাবৎ কোথায় বেরিয়ে গেছে, খোঁজ পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালভাবে খোঁজ-টোজ কর। আর ছেলে তো একটু ক্ষতি-টতি করতেই পারে। সাথে ক'রে নিয়ে বেড়াতে হয়, বোঝাতে হয়, ভালবাসতে হয়। শুধু মেরে কিছু হয় না। এই গরু আর ছেলেপেলে একই রকম। তুমি কি বলতে পার তোমার গরু কখনও পরের ক্ষেতে যাবে না? নিজের সামাল দেওয়া লাগে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি আমার কাছে যেমনভাবে এসেছে তাই আমি বলেছি। এ ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না। আমি বুদ্ধি ক'রে কিছু বলিনি। আমি যদি লেখাপড়া জানতাম তাহ'লে আমার আর এ originality (মৌলিকত্ব) থাকত না। এখন এ কথাগুলি ল্যাংটা হয়েছে। আমার কোন অধিকার এর উপর নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের coined word (সংগঠিত শব্দ) নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Coined word (সংগঠিত শব্দ) যে আমার খুব বেশী আছে তা' নয়। কিছু আছে, যেমন আছে স্থাস্নু আর চরিষ্ণু। স্থাস্নু মানে যে একই রকম থাকে, positive. আর negative মানে করলাম চরিষ্ণু, একসময়ে একরকম, আর একসময়ে আর একরকম। যেমন positive charge হয়, তেমনি negative

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



charge-ও হয়। এ দুটিকে বললাম স্থির আর চর।

সুশীলদা—ওরা করেছে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকথা আমার একেবারে ক্যাডাভেরাস লাগে। তার চেয়ে ভাল লাগে স্থাস্নু আর চরিষ্ণু।

**১৯শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ১।২।১৯৫৭)**

খড়ের ঘরের পুব পাশের পাল্লাগুলি সব সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালের মিঠে সোনালি রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। সেই রোদে সতরঞ্চির উপরে একটি গালিচা পাতা। গালিচার উপরে দু'টি বালিশ পায়ের তলায় দিয়ে ব'সে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। রোদ এসে তাঁর হাতে পায়ে লাগছে। বেশ ভালই বোধ করছেন তিনি। প্রশান্তচিত্তে কথাবার্ত্তা বলছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), পঞ্চাননদা (সরকার), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখের সাথে। প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়া রোদে ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম করে দাঁড়াচ্ছেন। কেউ বা রোদপিঠ হয়ে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রশান্ত মুখচ্ছবির প্রতিবিম্ব প্রতি অন্তরে প্রতিফলিত হ'য়ে তাদেরও যেন ক'রে তুলেছে প্রদীপ্ত, প্রশান্ত। কামনা-বাসনার সমস্ত চঞ্চল-তরঙ্গ এই পরিবেশে আপনা হতেই হ'য়ে আসে স্থির, শান্ত, সমাহিত। ভাল লাগা, শুধু ভাললাগা ছড়িয়ে আছে সেই পরম দয়াল শ্রীবিগ্রহের দৈবী তনুর অণুতে পরমাণুতে, তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি দ্রব্যে, তাঁর দিব্য পরিবেশের প্রতিটি বিষয়ে।

কথায় কথায় পঞ্চাননদা বললেন—আপনি ইষ্টবিরোধী ব'লে একটা কথা বলেন, তার মানে ঠিক ঠিক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টবিরোধী, মানে মঙ্গলবিরোধী, কল্যাণবিরোধী। ইষ্ট মানে মঙ্গল। তা' কিন্তু কোন theory (মতবাদ) হ'লে চলবে না। ইষ্ট হ'লেন the person (একজন ব্যক্তি), এমন মানুষ যিনি আমার কল্যাণ করেন। কল্যাণের মূর্ত্ত প্রতীক যিনি তিনিই ইষ্ট। সেইজন্য ইষ্টবিরোধী যা' তা' সত্তাবিরোধী, মানে অসৎ।

পঞ্চাননদা—তাহ'লে ইষ্টবিরোধী মানে অনেকে বুঝবে, আমার প্রিয়পরমের বিরোধী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাই-ই তো!

আজ কয়দিন যাবৎ বিকালের দিকে আকাশে মেঘ জমছে। আজও যথারীতি আকাশ মেঘলা হয়ে উঠল বিকালে। সেই সাথে সুরু হ'ল ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া। খড়ের ঘরের তিনদিকের পাল্লা টেনে দেওয়া হ'ল। কেবল সামনের অর্থাৎ দক্ষিণ-দিকের চারটি পাল্লা খোলা রাখা আছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কিছুক্ষণ হ'ল সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। যামিনীদা ( রায়চৌধুরী ), বৈকুণ্ঠদা ( সিং ), শচীনদা ( গাঙ্গুলী ), শরৎদা ( হালদার ) প্রমুখ আছেন।

যামিনীদা প্রশ্ন তুললেন—পাঞ্চালীর পঞ্চ স্বামী থাকাতেও তিনি কি ক'রে সতী আখ্যা পেলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চ স্বামী কী ! ওদের মা পাঁচজনকে ভাগ ক'রে নিতে কইছিল, তাই ঐরকম কয়। নতুবা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরেরই বৌ। দেখ, ওদের ভাইদের প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা বৌ ছিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আর বৌ ছিল না।

তারপর মানুষ-সংগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদাকে বললেন—আর কতকগুলি মানুষ চাই, অন্ততঃ ২০।২৫ জন। এ পেলে তুমি নিজেই অনেক কাম করতে পারতে। এই যেমন একা বিষ্টু ( যশিডির বিষ্ণুদা ) কত কাম করছে। আমি শুধু কইছিলাম, আমি বিনোদাবাবুকে ভালবাসি, so far ( এই পর্য্যন্ত )। তার উপর দাঁড়িয়েই ও অতখানি করল, election-এ ( নির্ব্বাচনে ) বিনোদাবাবুকে দাঁড় করায়ে দিল। মানুষে ভোট-ভোট ক'রে ঘোরে, আর ও যাজন করে। চটে না মোটে। ঐ যদি একজন হয়, ওরকম পাঁচ জন হ'লে কী হয় ? বিশ জন হ'লে আরো কী হ'তে পারে ?

বৈকুণ্ঠদা—হ্যাঁ, বিষ্ণুবাবু তো খুব করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম মানুষ জোগাড় কর বেছে-বেছে, বিষ্টুর মত। তারপর লেগে যাও। দেখো, আত্মপ্রসাদ কত ! এখন থেকেই মানুষ জোগাড় কর। আর, ভাল মানুষ চাই। করলাম করলাম, না-করলাম না-করলাম, এইরকম ভাবের যেন না হয়। নিজের বাড়ী ভেবে করবে সব। অনুশীলন করবে সব-কিছুর।

বৈকুণ্ঠদা—অনেক ভক্তই তো এখানে আসেন। দেখতে হবে তাঁদের মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্ত হ'লেই কিন্তু sincere ( খাঁটি ) হয়, active ( কর্ম্মঠ ) হয়, intelligent ( বুদ্ধিমান ) হয়।

একটু পরে শিশির দীণ্ডাদা প্রশ্ন করলেন—আমাদের ওখানে গৌরাঙ্গের ভোগ হয়। রান্না করে কায়স্থে। সে-প্রসাদ কি আমরা খেতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার, কায়স্থের হাতে যা'-যা' খাওয়া যায় তাই তাই খেতে পার।

প্রফুল্লদা ( দাস ) একখানা চিঠি হাতে ক'রে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আগরতলা ( ত্রিপুরা ) থেকে একখানা চিঠি এসেছে। ওরা পাকিস্তান সীমান্তের একেবারে কাছে আছে। যুদ্ধ বাধলে পালাবার সময় পাবে না। ওরা জানতে চায় কী করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের কাছাকাছি কোন একটা রাস্তা ঠিক ক'রে রাখা লাগে যাতে সেই পথ ধ'রে স'রে আসতে পারে।

প্রফুল্লদা—পায়ে চলা রাস্তা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

**৫ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬৩ ( ইং ১৭।২।১৯৫৭ )**

সন্ধ্যার পর। খড়ের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার ( হালদার ) সাথে কথা বলছিলেন। কাছে অনেকে আছেন।

শরৎদা—একজন হয়তো আর একজনের মাথায় বাড়ি দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিল। আমি ঠেকাতে গেলাম, আমার আঙ্গুলে লাগল। আমার এই ভোগটা কি আমি সেধে নিলাম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে মাথাটা ফেটে গেল, তার share ( অংশ গ্রহণ ) করলেন আপনি। তারও লাগল, আপনারও কিছুটা লাগল।

শরৎদা—কিন্তু আমি যে কষ্টটা পেলাম, সেই কর্ম্ম ভোগটা কি আগের কোন কারণে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকেই কিছু। না হ'লে ওর মধ্যেই বা যাবেন কেন! তবুও এর মধ্যে কথা আছে। প্রয়োজনের আগেই প্রস্তুতি থাকা লাগে। প্রস্তুতি থাকলে দুই পক্ষকেই হয়তো বাঁচাতে পারতেন। তা' ছিল না ব'লে আপনিও মার খেলেন।

শরৎদা—হ্যাঁ, ঐ অপ্রস্তুতি আমাকে ওর মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইসব ক্ষেত্রে যদি valour and piety combined ( পরাক্রম ও ধর্ম্মপ্রাণতা সংহত ) হয় তবে তা' ঠেকাতে পারে খুব। আবার দেখেন, আর একটা জিনিস। আপনাদের জীবনেও যা' যা' করণীয়, যা' আমি আপনাদের করতে বলেছি তা' করেননি। এইরকম বহু না-করা আছে, মানে বহু stage ( ধাপ ) না-করা আছে। এতখানি ফাঁক যাওয়া মানেই এতখানি প্রস্তুত হননি। আর, তার জন্যেই আপনাদের কষ্ট। তাই, আগে চাই আপনাদের আচার্য্য-নিদেশ পালন। তারপর আর সব।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী নিয়ে কথা উঠল। কথায়-কথায় শরৎদা বললেন—একটা বাণী দিয়েছেন দেখলাম। তাতে আছে ভিজে পায়ে খাওয়া ও শুকনা পায়ে শোওয়ার নির্দ্দেশ। এর তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিজে পায়ে খেলে blood circulation ( রক্ত-সঞ্চালন ) নিম্নাভিমুখী হ'য়ে পাকস্থলীতে ক্রিয়া করে, তাতে হজমের পক্ষে সুবিধা হয়। আর, শোওয়ার সময় শুকনা পায়ে শুলে blood circulation ( রক্ত-সঞ্চালন) সমস্ত শরীরে যাওয়াতে শরীর ভাল থাকে।

রাত ৮-৪৫ মিনিট। পাটনার তিনজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে। ও'রা সরকারী কাজে দেওঘর এসেছিলেন। সুশীলদা (বোস) সাথে ক'রে নিয়ে এলেন। মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চির উপর বসলেন ঐ নবাগত দাদারা। সুশীলদা ও'দের জানালেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বিশেষ ভাল থাকে না আজকাল।

শুনে একজন বললেন—আপনার অসুখ হওয়াই তো আশ্চর্য্য। চেষ্টা করলেই সেরে তুলতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষে অনেক কথা কয়। কিন্তু আমি তো জানি আমি কী। যেমন আপনারা জানেন আপনারা কী।

অপর একজন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ভগবদ্-অনুভূতিটা হয় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মন থাকে এলোমেলো। আমরা যখন ইষ্টার্থপরায়ণ হই, বিনায়িত হই তাঁতে, তখন ব্যাপার ও বিষয়গুলি আমরা ঠিকমত বোধ করতে পারি। যত এমন বোধ করতে পারি ততই হয় আমাদের meaningful adjustment (অর্থান্বিত সঙ্গতিসাধন)।

প্রশ্ন—তাতে অনুভূতি হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুভূতি হ'ল অনু—ভূ—তি। ভূ আছে ওর মধ্যে, মানে হওয়া। ঐ পথেই তো হয়। ক'রে-ক'রে করা হয়।

প্রশ্ন—আচ্ছা, ভগবান কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিন্তু মুখ্যু, জানি নে কিছু। মনে যা' আসে তা' কই। ভগবান মানে যাঁর ঐশ্বর্য্য আছে। ভগ মানে ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য হ'ল গুণ। ঐশ্বর্য্যবান যিনি, গুণবান যিনি, তাঁকে আমরা ভগবান কইতে পারি। আমাদের চলতি কথাও আছে, ভগবান মনু কহিলেন, ভগবান ব্যাস কহিলেন, ইত্যাদি।

প্রশ্ন—আপনি নিজেকে মুখ্যু বললেন। কিন্তু আপনার চেয়ে যারা মুখ্যু তাদের বোঝাতে পারেন কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চেয়ে মুখ্যু আর আছে কিনা জানি না।

সবাই হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। তারপর আবার ভগবান কথার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবান এক-এক জনে এক-এক রকম ভাবেন। আমি যা' বললাম, অমনতর আবার অনেকে ভাবেন না। ভাবেন, তিনি নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ।

প্রশ্ন—ভগবান নিরাকার না সাকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, তিনি নিরাকার, আবার আকারবানও। নিরাকারেরই আকার।

প্রশ্ন—তিনি যখন ঐশ্বর্য্যবান তখন তাঁর মধ্যে গুণ থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হ'লে তা' মানুষের মধ্যে আসে কি ক'রে! গুণগুলো আমরা টের পাই, যখন তা' মূর্ত্ত হয়। আমাদের sense-এর (ইন্দ্রিয়ের) সাথে যার conflict (সংঘাত) হয় সেটাকে আমরা বুঝতে ও জানতে পারি। এইরকম তো?—ধর্ম্ম মানে তাই, সত্তাকে যা' ধ'রে রাখে, exisitence-কে (অস্তিত্বকে) যা' ধ'রে রাখে। আর, পাপ হ'ল পালন অর্থাৎ রক্ষা থেকে পাতিত করে যা'। আমি যা' ইচ্ছা তা' খেতে পারি, কিন্তু খাওয়ামাফিক ফল হয়। সাপের বিষ খেলে অসুবিধা হয়। বাঘে কামড়ালে ম'রে যেতে পারি। তাই, সবসময় আমরা তাই করতে চাই যাতে বাঁচতে পারি। মরতে কেউ চায় না। জানি যে, সবার মত একদিন মরতে হবেই। তবুও মরতে চাই না। বুড়ো হ'লেও মানুষ কয়, আর কিছুদিন বাঁচতে পারলে হ'ত। তাই, যে-আচরণ আমাদের মরণের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাই।

প্রশ্ন—আর পুণ্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আমাদের পবিত্র করে তাই পুণ্য।

প্রশ্ন—সত্য কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য তাই যা' আমাদের বাঁচায়।

প্রশ্ন—আর আত্মা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা কথার মানে গতি, জীবনের গতি। এই গতিটা থেমে গেল যেখানে, সেখানেই মৃত্যু। সেটাই হ'য়ে গেল মিথ্যা। আমরা ভগবানকে কই সত্য-শিব-সুন্দর। West-এ (পাশ্চাত্ত্যে) আবার কয় God (গড্), সেও কিন্তু good (কল্যাণ)।

প্রশ্ন—সত্যের সত্তাকে কিভাবে পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আগেই ক'লেম। ইষ্টার্থপরায়ণ হও, নিজেকে সেই চলনে adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর। এইভাবে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—এজন্যে কি কোন গুরুর প্রয়োজন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় কী করব তা' adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার জন্য গুরু তো লাগেই। যেমন প্রফেসার লাগে বি-এ পাশ করতে, মাস্টার লাগে ম্যাট্রিক পাশ করতে। আর, সদ্গুরুও তিনিই যিনি সত্তাকে জানেন।

প্রশ্ন—কি ক'রে বোঝা যাবে যে ইনি সদ্গুরু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা লক্ষণ হ'ল তাঁরা সহজ মানুষ। আর একটা না হ'লে হয়ই না। সেটা হ'ল তাঁর সঙ্গ করা। তাঁর সঙ্গ না করলে তাঁকে চেনাই যায় না। ঐ যে আছে—সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা।

প্রশ্ন—জ্ঞান আর ভক্তি, এর মধ্যে কোন্ পথটাকে আপনি ভাল মনে করেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভক্তিই ভাল লাগে। ভক্তির মধ্যেই সব আছে। মনে ভাবতে হয়, 'আমি তোমাকে ভালবাসি ; তোমার জন্যেই সব কিছু করি'। আর, চলতেও হয় সেইভাবে।

প্রশ্ন—তাহ'লে 'আমি আর তুমি' আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আছেই। তোমাকে বাদ দেব কেন ? আমি আর তুমি যখন আছি তখন আমাকে আর তোমাকে বাদ দেওয়াই তো বেকুবি।

প্রশ্নকর্ত্তা এইবার একটু হেসে বলছেন—মুখ্যু ব'লেও যে উত্তর দিলেন, মাথায় তো কিছুই ঢুকল না। আবার যখন আসব, আপনার সাথে কথা বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মুখ্যু ব'লে মাথায় কিছু ধরল না। এরপর ভদ্রলোকগণ বিদায় গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও চুনীদা (রায়চৌধুরী) এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—ভদ্রলোকেরা ভগবদ্‌জ্ঞান, নিরাকার, সাকার এইসব নিয়ে প্রশ্ন করছিল। তা' আমি কই, গরু সম্বন্ধে যে সামান্য জ্ঞান সেটা হ'ল গোত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। আর, কালো গাই, শামলা গাই, ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা হ'ল গরু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। গরু চিনবই, তার সাদাও চিনব, কালোও চিনব, শামলাও চিনব ; আবার সোজা শিং চিনব, বাঁকা শিংও চিনব। এইভাবে খুঁড়তে-খুঁড়তে গেলে পরে দেখবেন normally scientist (আপনা হ'তেই বৈজ্ঞানিক) হ'য়ে উঠেছেন। ঐ যে আপনি বলেছিলেন, এ্যাটমের কয়টা নাকি division (বিভাগ) হয়েছে। সেও কিন্তু এইভাবেই খুঁড়ে-খুঁড়েই পাওয়া গেছে।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে কথা উঠতে কেষ্টদা আইনস্টাইনের কথা তুললেন।

কেষ্টদা—আইনস্টাইন বলেছেন, personal God (ব্যক্ত ঈশ্বর) দিয়ে কিছু হবে না, impersonal (নৈর্ব্যক্তিক) চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Impersonal (নৈর্ব্যক্তিক) কিন্তু out and out personal (সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত)। নির্ব্বিশেষের যদি সবিশেষত্ব না থাকে তাহ'লে science blunt (বিজ্ঞান ভোঁতা)। Personal God-এর (ব্যক্ত ঈশ্বরের) উপরে ভালবাসা থাকা চাই। ভালবাসার মধ্যে inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) থাকে। Inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা) আনে অনুচর্য্যা। অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে জ্ঞান আসে। তা' না হ'লে একটা পাগলামি করলেই হ'ল ? ও-সব আমার বিশ্বাস হয় না।

কেষ্টদা—আইনস্টাইনের এত বড় achievement (প্রাপ্তি) কি ক'রে হ'ল কি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়েছে যেমন দেখেছেন সেইভাবে। Analytically (বিশ্লেষণ

ক'রে সব জিনিসগুলি দেখেছেন। Synthetically (সংশ্লেষণাত্মকভাবে) তো কিছু দেখেন নি।

কেষ্টদা—কিন্তু এ্যাটম বোম তো তৈরী করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ করলেন। কিন্তু কি ক'রে সেটাকে প্রতিরোধ করা যায় তার আর কিছু করলেন না।

**৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার,** ১৩৬৩ (ইং ১৯।২।১৯৫৭)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশিটা খুব বাড়ে। সকালের দিকে কথাবার্ত্তা বিশেষ বলছেন না। শ্রীশ্রীবড়মা প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁর কাছে আছেন।

বিকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ভাল আছেন। সন্ধ্যার পর অনেকগুলি বাণী দিলেন পর-পর। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলছেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেলে একটা কথা আছে, He who is not with me is against me (যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে)। তার মানেই হ'ল, He who is not in favour of existence is against existence (যে সত্তার পক্ষে নয়, সে সত্তার বিপক্ষে)। একটা জিনিস যদি কেবল তোমার existence-এর favour-এ (অস্তিত্বের স্বপক্ষে) যায় অথচ তা' অন্য সবার existence-এর against-এ (অস্তিত্বের বিপক্ষে), তাহ'লে সেটা আর common interest (সাধারণ স্বার্থ) হ'ল না। সেইজন্য Christ-এর (খ্রীষ্টের) কথার মানেই ঐ। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখি। ব'লে বাণী দিলেন—

He<br>
who is not in the favour of<br>
existence of everyone<br>
is against it.

(যে সবার অস্তিত্বের স্বপক্ষে নয়, সে অস্তিত্বের বিপক্ষে)।

তারপর বললেন, আর একটা লেখ্—

He<br>
who is not against violence<br>
is not non-violent.

(যে হিংসার বিরুদ্ধে নয়, সে অহিংস নয়)।

রাত ৯টা বেজে গেছে। আজ আর বেশী রাত না ক'রে সকাল-সকাল

উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি উঠতেই তাড়াতাড়ি ক'রে ভোগের আয়োজন করা হতে লাগল।

## ১৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ ( ইং ২।৩।১৯৫৭ )

ভোর ৫টা। কিছুক্ষণ আগে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বসেছেন। রেণুমা তামাক সেজে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নলটি হাতে নিয়ে অধরোষ্ঠের ফাঁকে সংযোজন ক'রে বেশ আরাম ক'রে টানতে লাগলেন। সেবাদি এক পাশে দাঁড়িয়ে একটা বড় রুমাল নেড়ে মশা তাড়াচ্ছেন। সরোজিনীমা, হেমপ্রভামা, কালিদাসীমা, কুমিল্লার-মা কাছাকাছি সব ব'সে আছেন।

তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা আমাকে ভালবাসে তাদের আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করে না। আর, আমি যাদের ভালবাসি তাদের আমি দেই। কারণ ভাবি, তাদের যে আর কোন সম্পদ নেই। আর, আমাকে কে ভালবাসে তা' বোঝা যায়, সংঘাতের ভিতর-দিয়ে সে কতখানি কাটিয়ে উঠতে পারে। সংঘাত এলে তার ভিতর-দিয়ে যদি ঠেলে উঠতে পারে তবে সে রাজা বা রানী হ'য়ে ওঠে। তরুকে আমি কম দেই, কেষ্টদাকেও ( ভট্টাচার্য্য ) তাই। এইরকম আরো অনেক আছে। ( সেবাদির দিকে তাকিয়ে ) সেবাকেও আমি খুব কম দিয়ে থাকি। তার জন্য সেবা মনে দুঃখু করে কিনা কি জানি।

সেবাদি হাসলেন। তারপর উপস্থিত মায়েদের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সুধাপাণিমা সুদীর্ঘকাল ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়েই এখনে থাকেন। সম্প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অভিমানবশে বড়াল-বাংলো ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন অন্য জায়গায় কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। অভিমান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধেও তিনি অবাঞ্ছনীয় উক্তি করেছেন।

সেই কথা উল্লেখ করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও ফিরে এসেছে, আমার ভালই লেগেছে। কিন্তু ঐ যে যাওয়ার সময় ব'লে গেল, 'ঠাকুরই গুণ্ডা লাগায়ে আমাকে মার খাইয়েছেন', এতে আমার এত কষ্ট লেগেছে যে তা' আর কওয়ার না। আমি তো কিছুই জানিনে। ঐদিকে গণ্ডগোল হচ্ছে শুনে আমি এখানে এদের বললাম 'দেখে আয় তো কী ব্যাপার'। এ তো আমার স্বভাব। এমন তো আমি ব'লেই থাকি। তারপর ওরা যেয়ে কী করেছে আমি জানিনে। এখন দেখতে পাচ্ছি, ঐ পাঠানোটাই আমার ভুল হয়েছে। ( কিছুক্ষণ থেমে, আপসোসের সুরে ) এইসব দেখে-দেখে আমার একেবারে অন্য বিশ্বাস হ'য়ে গেছে। বুড়ো হ'য়ে গিছি। কবে যে চোখ বুজব তার ঠিক নেই। কিন্তু শেষকালে এই বিশ্বাস নিয়ে গেলাম যে ওরা এইরকমই।

আমার 'পরে ওর যদি একটুখানি অনুগ্রহও থাকত তাহ'লেও এরকম কথা বলতে পারত কিনা সন্দেহ। ওকে আমি একটা হারও দিয়েছিলাম, সেটা আছে কিনা কি জানি! আমি ভাবি, হারটা কাউকে যদি দিয়ে থাকে তাহ'লে ওর শেষকালে দাতা কর্ণের মত অবস্থা না হয়। সেই কবচকুণ্ডল দান ক'রে তারপর কর্ণের কী বিপত্তি! আমি ক'জনকে ক'টা সরু হার দিয়েছিলাম। এখনও সেগুলি তারা ব্যবহার করছে।

**২১শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬৩ ( ইং ৫।৩।১৯৫৭ )**

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। জ্বর হয়, শরীরে অসোয়াস্তি বাড়ে। আজ সকালে জ্বর নেই বটে, কিন্তু শরীর খারাপ বোধ করছেন। তাই ঘরের বাইরে আর গেলেন না।

বিকালের দিকে আকাশে মেঘ ক'রে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। উঠানের মাঝে-মাঝে জল জ'মে উঠল।

সন্ধ্যার পর পাটনা থেকে চারজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। এঁদের মধ্যে একজন ডাক্তার। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের কথা শুনে ঐ ডাক্তার-ভদ্রলোক আগ্রহী হ'য়ে সব জানতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বর্ত্তমান শরীরের অবস্থা সংক্ষেপে জানাবার পরে উক্ত ভদ্রলোক বললেন—ওঁর ভাত-রুটি একদম বাদ দিয়ে দিতে হবে। শুধু সুপের 'পরে চলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ( নন্দী ) ডেকে বললেন—এই, ওনাকে নিয়ে ঐদিকে যেয়ে ব'সে সব ভাল ক'রে লিখে নে।

প্যারীদা ভদ্রলোকদের নিয়ে উঠে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ compassionately ( অনুকম্পাভরে ) যদি কোন কথা কয় তবে তাকে oppose করতে ( বাধা দিতে ) নেই। আবার অনেক সময় পরীক্ষা করার জন্যেও তার সব কথা শোনা লাগে।

**২৩শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ ( ইং ৭।৩।১৯৫৭ )**

আজ সকালের দিকে শরীর একটু ভাল বোধ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে একটা চেয়ারে এসে বসেছেন। শান্ত আশ্রম পরিবেশ। আশ্রমের আমগাছ, অশ্বত্থগাছ, সেগুনগাছগুলি থেকে অসংখ্য পাখীর কিচিরমিচির শব্দ ভেসে আসছে। সব ছাপিয়ে উঠেছে একটা ঘুঘুর ডাক। কাছেই কোথাও ডাকছে।

সেই স্বর লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ঘুঘুর ডাক এখনও মিষ্টি লাগে, কেমন যেন বার্দ্ধক্যের মতন। আগেও লাগত, এখনও লাগে।

বেলা সাড়ে দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। প্রফুল্লদা (দাস) তাঁর এক অধ্যাপক শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ গুপ্তকে নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। সাথে অধ্যাপক-গৃহিণীও আছেন। প্রফুল্লদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ওঁদের পরিচয় দিলেন। দু'জনেই দু'খানা চেয়ারে বসলেন।

সাধারণ পরিচয় ও কুশল প্রশ্নাদি আদান-প্রদানের পরে অধ্যাপক গৌরবাবু প্রফুল্লদাকে বললেন—তোমাদের এই ইষ্টভৃতির রকমটা আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি আগেও ছিল।

গৌরবাবু—হ্যাঁ, কিন্তু এখন সেই জিনিসই নতুন বোতলে ক'রে না দিলে তো হবে না।

এরপর প্রফুল্লদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতার কথা বললেন। শুনে গৌরবাবু বললেন —তাহ'লে তো ওঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে উত্তর করলেন—আপনি যতক্ষণ পারেন বসেন।

মুখে ঐ কথা বললেও শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে এক অবসন্নতার ছায়া। ঘুমে যেন চোখ জড়িয়ে আসছে। গৌরবাবু উঠবেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একখানা লাঠি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রথমটায় গৌরবাবু বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। প্রফুল্লদা বুঝিয়ে দিতেই সানন্দে ব'লে উঠলেন—ও, আচ্ছা, আচ্ছা। স্নেহের দান, সে তো মাথায় ক'রেই নিতে হবে। ও লাঠি দিয়ে মাথায় বাড়ি মারলেও ভাল হবে।

লাঠি নেবার পরে সস্ত্রীক গৌরবাবু বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে স্নানাহার সমাপ্ত ক'রে ঘুমিয়ে পড়েন।

বিকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেও বুকে বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইভাব থাকে। সন্ধ্যার সময় পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর এবং পরমপূজনীয়া বড়মার সাথে কথাবার্ত্তা কইতে থাকেন। এই সময় একটু ভাল বোধ করছেন।

### ১লা চৈত্র, বুধবার, ১৩৬৩ (ইং ১৫।৩।১৯৫৭)

প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে উত্তরের বারান্দায় উপবিষ্ট। গতকাল ভারতের সাধারণ নির্ব্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। নির্ব্বাচনের ফলাফল জানবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই উদ্‌গ্রীব। সামনে যে আসছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন এ সম্বন্ধে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বিষ্ণুদা (রায়), হাউজারম্যানদা, প্রমুখ যে আসছেন তাঁর কাছেই এ সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছেন।

একটু পরে সত্য সম্বন্ধে কথা উঠল। সামনে ব'সে আছেন প্রিয়দা ( শর্ম্মা )। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকেই বললেন—সত্য অস্-ধাতু থেকে। দেখ্ তো অস্-ধাতুর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুরের বইয়ের আলমারি থেকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধানখানা নিয়ে এসে দেখে প্রিয়দা বললেন —অস্-ধাতুর মানে গতি, ক্ষেপণ, দীপ্তি, সত্তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে এমন জিনিষ ক্ষেপণ করা যাতে অস্তিত্ব রক্ষা হয়।…… উচিত মানে কী দেখ্ তো।

প্রিয়দা—উচ্-ধাতু মানে মিলন, সমবায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, উচিত কথা মানে মিলনের কথা, সমবায় যাতে হয় তাই করা। তাহ'লে আর উচিত কথায় বন্ধু বেজার হয় না। কথায় বলে না 'উচিত কথায় বন্ধু বেজার'? এমন কথা বলতে হয় যাতে সমবায় সাধন হয় উভয়েরই, উভয়েরই মঙ্গল হয়।……ন্যায় মানে কী দেখ্ তো।

প্রিয়দা—ন্যায় ই-ধাতু থেকে, মানে গতি, প্রাপ্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, তাহ'লে ন্যায় তাই যা' সত্যের পথে নিয়ে যায়। কেষ্ট ঠাকুরের সত্যের definition ( সংজ্ঞা ) বড় সুন্দর—সাত্বত ধর্ম্ম।

এই জাতীয় টুকিটাকি কথা বলতে-বলতে বেলা ৯টা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাম্বুর পশ্চিম দিকে চ'লে এলেন। সঙ্গে চেয়ার আনা হয়েছিল। চেয়ার পেতে দেওয়ায় বসলেন।

কিছুক্ষণ বসার পর গরম লাগতে থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ঘরে চ'লে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বনবিহারীদার ( ঘোষ ) হাত ধ'রে উঠছিলেন। বেশ হাঁপ ধরার মত লাগছিল। ঘরের ভিতর চৌকিতে এসে ব'সে বলছেন—এরকম ক'রে বাঁচাই মুশকিল। চলতে পারি নে, হাঁটতে পারি নে।

আজ ৩।৪ দিন যাবৎ এই খড়ের ঘরের উপরের চাল সমস্তটা পাতলা টিন দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। যাতে হঠাৎ আগুনের ফুলকি উড়ে প'ড়ে কোন বিপদ না ঘটায়, অথচ বেশী গরমও না লাগে তারই জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এইভাবে পাতলা টিন দিয়ে খড়ের চাল সবটাই ঢেকে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। গৌরদা ( মণ্ডল ), সুধীরদা ( দাস ), কিশোরীদা ( মণ্ডল ), তরণীদা ( মিস্ত্রী ), প্রমুখ আশ্রমকর্ম্মিবৃন্দ ঐ কাজে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত রয়েছেন। চালের উপর তাঁদের হাঁটাহাঁটির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আশ্রমে কারখানায় একটি saw-machine ( করাত কল ) কেনার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে ( চক্রবর্ত্তী ) ৭৫০ টাকা জোগাড় করতে বলেছিলেন। আজ সকালে ননীদা এসে জানিয়েছেন—৫০০ টাকা জোগাড় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেন ভট্টাচার্য্যদাকে ডেকে বললেন—বীরেনদা! দেখেন তো আর

২৫০ টাকা জোগাড় করতে পারেন কিনা ঠিক ক'রে।

বেলা প্রায় ১০টা। ননীদা ও বীরেনদা একসাথে এসে জানালেন—সবটা জোগাড় হয়ে গেছে। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দাকে ডাকতে বললেন। বড়দা এলে তাঁর হাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ টাকা দিতে বললেন। ননীদা বড়দার হাতে টাকা তুলে দিলে পূজ্যপাদ বড়দা পাশে দাঁড়ানো দীনদার (শর্ম্মা) হাতে টাকা দিয়ে গুণে রাখতে বললেন।

সমস্ত টাকাটা কেমন অলৌকিকভাবে জোগাড় হ'য়ে গেল, ননীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেই গল্প করছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একটা ছেলে এসে আমাকে হঠাৎ ১০১ টাকা দিয়ে গেল। কিন্তু তার কাছে যে টাকা থাকতে পারে তা' ধারণাই করা যায় না। কিভাবে যে কী হ'ল পরমপিতাই জানেন।

মুখে মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ টাকার জন্য কত কী করে—মা'র কাছে চায়, বাবার কাছে চায়, চুরি করে, ডাকাতি করে, বদ্মায়েসি করে। আর তোমাদের টাকা কোথায়-কোথায় ছড়ায়ে আছে, খুঁজে নিতে পারলেই হয়।

আরো কিছুক্ষণ পরে পূজ্যপাদ বড়দা, ননীদা এবং আর সবাই উঠে গেলেন। সুধাপাণিমা এসে প্রণাম করলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাল রাতে তুই যে কখন চ'লে গেলি, ঠিকই পেলাম না।

সুধাপাণিমা—আমি ভোর ৪টার সময় চ'লে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর কাপড় নেই?

সুধাপাণিমা—হ্যাঁ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননী কোথায়?

সুধাপাণিমা—না, আমার এখন কাপড় লাগবে না। দিতে হ'লে পয়লা বৈশাখ দেবেন। (একটু থেমে) আমার মনই ভেঙ্গে গেছে। মন ভেঙ্গে গেলে কি আর জোড়া লাগানো যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের মানুষ যদি থাকে তাহ'লে জোড়া লাগে। তা'র মন-মতন চললেই হয়।

সুধাপাণিমা—আমার জীবনের সব তো শেষ হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ভাবলে তাহ'লে মুশকিল।

ইতিমধ্যে ননীদা খবর পেয়েছেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ করছেন। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কচ্ছিলাম যে ওর কাপড় নেই। কিন্তু ও ক'ল, পয়লা বৈশাখ নেবে।

সুধাপাণিমা—আপনি প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ দিয়ে থাকেন কিনা তাই বললাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, ( ননীদাকে ) তোমাকে বললাম, তুমিও মনে রেখো।

তারপর সুধাপাণিমার দিকে ফিরে বলছেন—তুই কী বলতে চাইছিলি? এখন বলবি?

সুধাপাণিমা—সব কথা কি সকলের সামনে কওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আমি ওখানে যাব?

ঘরের পশ্চিমের বারান্দার কিছুটা অংশ ঘিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু বসবার জায়গা করা হয়েছে। কারো সাথে নিরিবিলি কথা বলার প্রয়োজন হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে বসেন। এই জায়গাটা দেখিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমি ওখানে যাব?

সুধাপাণিমা—হ্যাঁ চলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাপাণিমাকে নিয়ে ওখানে যেয়ে বসলেন এবং স্নানবেলা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা বললেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পূবের দিকে একখানা চৌকিতে বসেছেন। বিষ্ণুদা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দরদভরা মোহনসুরে শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—ও বিষ্ণু! তোমার কাছে যে খবরই শুনলাম না।

বিষ্ণুদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সামনে বসলেন এবং বিভিন্ন জায়গার নির্ব্বাচনের খবরাখবর বলতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে শুনছেন সব কথা। বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য জায়গার নির্ব্বাচনের সংবাদ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এখন পর্য্যন্ত যতটা যা' জানা গেছে তা' জানালেন বিষ্ণুদা।

আগামী কাল দোলপূর্ণিমা। যতি-আশ্রমের সম্মুখের প্রাঙ্গণে খুব সুন্দর ক'রে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। গৌরদা ( মণ্ডল ), খগেনদা ( তপাদার ), ধীরেনদা ( ভুক্ত ), প্রাণতোষদা ( দাস ) তপোবন-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের সহযোগিতায় মণ্ডপ ও তন্মধ্যস্থ আসন নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত ওখানে সাজানো-গোছানোর কাজ চলল।

**২রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ ( ইং ১৫।৩।১৯৫৭ )**

আজ দোলপূর্ণিমা। অতি প্রত্যূষে ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ) ও বীরেনদা ( ভট্টাচার্য্য ) দলবল নিয়ে ঊষাকীর্ত্তনে বেরিয়েছেন। আশ্রম ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা ক'রে কীর্ত্তনদলটি শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরের সামনে উপস্থিত হ'ল। এখানে কিছুক্ষণ

কীর্ত্তন চালিয়ে সবাই চ'লে গেলেন মন্দিরের দিকে।

পূবের আকাশ এখনও লাল হয়ে ওঠেনি। চারিদিকে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। এর মধ্যেই বহু দাদা ও মা এসে সমবেত হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরের সামনে। ঘরের চারদিকে ত্রিপলের পর্দ্দা দেওয়া। পর্দ্দার ওপাশেই আছেন আজকের উৎসবের প্রাণপুরুষ। আগেভাগে তাঁর দর্শনমানসে এই জনসমাগম। আজ প্রভাতের প্রথম প্রণাম নিবেদন করতে হবে বিশ্বপিতার এই বর্ত্তমান মানুষী তনুর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে—এই আকাঙ্ক্ষায় সবার উপস্থিতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে—

"আলিঙ্গন আর গ্রহণরাগের
বিশ্বলীলার সমাহার,
পুরুষোত্তম তাহার প্রতীক—
দোল-পার্শ্বণই প্রতীক যা'র ;
বিশ্বজনার অন্তরবোধ
ভক্তি-দোলন লক্ষ্য ক'রে
বস্তু হ'তে বস্তু-অন্তরে
বিশ্বব্যাপ্তি যা'তে ধরে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে হাতমুখ ধুয়ে একটু জল খেলেন। তারপর দাড়ি কামাবার পর সাড়ে ছ'টা বেজে গেলে পর্দ্দা তোলা হ'ল। সবাই আভূমি লুটিয়ে প্রণাম করলেন তাঁদের হৃদয়দেবতাকে।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর দোলমণ্ডপের দিকে দেখিয়ে বললেন—চল্ ওদিকে যাই।

পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের বগলের নীচে হাত দিয়ে তাঁকে আস্তে-আস্তে নামিয়ে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীবড়মা পেছনে আসছিলেন। নীচে নেমে তিনি বললেন—আমার কাজ আছে, আমি ঘরে যাই। ব'লে ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

তাস্বুর পূর্বদিকে একখানা ছোট চৌকিতে আগেই বিছানা করা ছিল। সেখানে যেয়ে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাকিয়াটি ডান পদতলের নীচ টেনে নিয়ে দোলমণ্ডপের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন। লতায়, পাতায়, ফুলে, রঙীন কাগজে মণ্ডপগৃহটির অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা চারিদিকে ঘুরেফিরে দেখছে, কলরব করছে। কিশোরীরা অনেকে বাসন্তী রংয়ের শাড়ি প'রে ঘুরছে, জায়গায়-জায়গায় জটলা ক'রে পরস্পর কথাবার্ত্তা বলছে। সর্ব্বত্রই যেন আনন্দের এক মূর্ত্ত চলন্ত ছবি। আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে—

"বসন্তেরই আবাহনে
ঐ প'রে বাসন্তী শাড়ি

দুলে-দুলে উচ্ছলতায়
ঘুরছে কত সারি-সারি ;
নিষ্ঠাদ্যুতির দ্যোতন আলো
ঢুকলো রে সব অন্তরে,
আনন্দেরই রসাল লীলা
ঢুকলো হৃদয়-কন্দরে ;
স্বাদনক্রিয়ায় হিয়া নাচনে
উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা রসের,
ইষ্টযোগের নিষ্ঠা নিয়ে
পান ক'রে সব হও না ঢের ।"

কিছুক্ষণ বাইরে ব'সে সকাল ৮টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে এসে বসলেন খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দায় । এখানে অনেকে এসে আবির ও প্রণামী দিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন ।

শ্রীশ্রীবড়মা তাঁর ঘরের মধ্যে চৌকির উপর ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পান সাজছিলেন । পান সাজা হ'য়ে গেলে এক থালা আবির হাতে ক'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি তোমার হ'য়ে ওখানে আবির দিয়ে আসব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতি জ্ঞাপন করলে শ্রীশ্রীবড়মা আবিরের থালা হাতে ক'রে দোলমঞ্চে গেলেন । সেখানে যথাক্রমে শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ, পরমপূজনীয় পিতৃদেব, ও পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর শ্রীচরণে আবির নিবেদন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের দোলনাতেও আবির দিলেন । তারপর বারান্দায় ফিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণযুগল আবির ভূষিত ক'রে প্রণাম ক'রে পাশে-রাখা একখানা টুলে বসলেন ।

এইসময় আবার নতুন ক'রে প্রণাম সুরু হল । শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সকলে শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করতে লাগলেন । প্রণাম করার পর বড়মা হাতের থালা থেকে আবির নিয়ে প্রত্যেকের কপালে স্বহস্তে আবিরের তিলক এঁকে দিচ্ছেন । সে এক অদ্ভুত নয়ন-জুড়ানো দৃশ্য । অনেকক্ষণ ধ'রে এইরকম চলল । এর মধ্যে দু'একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর তা' নিষেধ করলেন । তখন সবাই দূর থেকেই বা তাঁর চটিতে আবির দিয়ে প্রণাম করতে থাকেন ।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মাকে বললেন—তুমি প্রণাম করে আ'লে । আমি একটু হুজুর মহারাজরে আবির দিয়ে আসব না ?

বড়মা—হ্যাঁ ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি অতদূর হেঁটে যেতে পারব ?

বড়মা—তা' পারবা না কেন ? না হ'লে এরা তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।

এই ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেন। শ্রীশ্রীবড়মা, পূজ্যপাদ বড়দা, বঙ্কিমদা ( রায় ), বনবিহারীদা ( ঘোষ ), প্যারীদা ( নন্দী ) প্রমুখ সকলেই সাথে রয়েছেন। তা' ছাড়া পিছনে-পিছনে এগোচ্ছেন বহু দাদা ও মা। উৎসবের আনন্দধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত।

মণ্ডপগৃহের কাছে যেয়ে বামদিক থেকে ভেতরে প্রবেশ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমে হুজুর মহারাজের চরণে প্রণামীসহ আবীর দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর এলেন তাঁর পিতৃদেব ও জননীদেবীর প্রতিকৃতির সামনে। ডানদিকে সর্বশেষে রাখা তাঁর ছবির দিকে লক্ষ্য পড়ায় বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কার ফটো ?

পূজ্যপাদ বড়দা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—ওটা ঠাকুরের ফটো।

সবাই হেসে উঠলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবির নিয়ে পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে প্রণাম করলেন। মায়ের পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে মাথা যেন আর তুলতে পারেন না। সমস্ত প্রাণমন তাঁর মায়ের পবিত্র স্মৃতির কথা স্মরণ ক'রে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন পরম দয়াল। বেশ খানিকটা পর মাথা তুলে চোখ মুছে ধীরে-ধীরে ডানদিকের রাস্তা ধ'রে বেরিয়ে আবার খড়ের ঘরের বারান্দায় চ'লে এলেন। একটু পরে গরম বোধ হ'তে থাকায় ঘরের মধ্যে চৌকিতে এসে বসলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ীর ভেতরে ও বাইরে খুব জোর রং খেলা সুরু হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের আনন্দ-কোলাহলে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। ননীদা ও বীরেনদা কীর্ত্তনের দল নিয়ে সর্ব্বত্র ঘুরে-ঘুরে কীর্ত্তন করছেন ও মুঠো-মুঠো আবির ছড়িয়ে দিচ্ছেন আকাশে। ফাগুয়ার রং আজ মানুষের মনে, প্রকৃতির গায়ে, প্রতিটি ধূলিকণায়। পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার বারান্দায় যেয়ে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। এখন ওখান থেকে উঠে প্রাঙ্গণ দিয়ে হেঁটে আসছেন। কীর্ত্তনদলটি বড়দাকে ঘিরে ঘুরে-ঘুরে তাণ্ডব কীর্ত্তন সুরু ক'রে দিল। বড়দা সেই কীর্ত্তন-পরিবেশে আনন্দমগ্ন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত বদনে স্নেহক্ষরা নয়ন দিয়ে দেখছেন সে-দৃশ্য। কীর্ত্তন একটু শান্ত হ'তে পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসলেন হরিনন্দনদার চৌকিতে।

বেলা ১১টার কাছাকাছি শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি লেখা দিলেন। তারপর স্নানের জন্য উঠলেন। এই সময় পূজ্যপাদ বড়দাও স্নানাহারের জন্য গৃহে গমন করলেন।

দুপুরে সবাই আনন্দবাজারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকেলে তপোবন-বিদ্যালয়ের

শিক্ষক শ্রীগৌরহরি সামন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটি ক্রীড়া-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সন্ধ্যার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পাশটায় ছাউনির তলে এসে ব'সেছেন। সামনে মণ্ডপগৃহে আলোকসজ্জা হ'চ্ছে। প্রতিটি প্রতিকৃতির চারপাশে ছোট-ছোট বাল্‌ব্‌ দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো। দূর থেকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

আকাশে একটি-দুটি ক'রে নক্ষত্র জেগে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ণিমার চাঁদের ভরাট জ্যোৎস্না চারিদিক প্লাবিত ক'রে তুলল।

কিছুক্ষণ পর পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা এবং দেওঘর শহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করতে এলেন।

আজ রাতে বৈদ্যনাথ-মন্দিরের পাণ্ডাগণ এখানে কীর্ত্তন করবেন। ওয়েস্ট-এণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণাটিতে কীর্ত্তনের আসর করা হয়েছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর পাণ্ডামহোদয়গণ সমবেতভাবে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। এসেই সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'মহাদেব। জয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজী কী জয়। জয় মহাদেব।' শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর ওঁরা কীর্ত্তন করবার অনুমতি নিয়ে চ'লে গেলেন। সমাগত ভদ্রলোকরাও শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ব'লে কীর্ত্তন শুনতে উঠে গেলেন।

**৩রা চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৩ ( ইং ১৭।৩।১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দায় হাতলওয়ালা একখানা চওড়া বেঞ্চির উপরে সমাসীন। সামনে একখানি জলচৌকির উপরে কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) ব'সে আছেন। নানা রকমের কথাবার্ত্তা চলেছে। কথার মধ্যে একবার কেষ্টদা গীতার "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে…" ( ২।১৩ ) শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই কথাটা আমার খুব scientific ( বিজ্ঞানসম্মত ) মনে হয়। থাকব না, তাও ঠিক না। আবার থাকব—তাও না। রূপান্তর হবে।

প্রাপ্তি ও আপ্তি নিয়ে কথা উঠল তারপর। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপ্তির মধ্যে আপন করা আছে। আপন ভাই মানে নিজের ভাই, মা'র কাছ থেকে পাওয়া ভাই। আপ্তবাক্য মানে আপন বাক্য।

এই সময় বলদেব সহায় ( বিহারের এ্যাডভোকেট জেনারেল ) এসে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে এলেন জ্ঞানদা ( গোস্বামী ), হাউজারম্যানদা, বিষ্ণুদা ( রায় )।

এঁরা সবাই বসলে কেষ্টদা আবার পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে বললেন—আপ্তির ইংরাজী হ'ল obtain.

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে obtain আর আপ্ত কি এক ধাতু থেকে? Skeat দেখলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর Skeat সাহেবের Philological Dictionary (ভাষাতত্ত্বের অভিধান) দেখার ইঙ্গিত করছেন। আমি দেখে এসে বললাম—Obtain-এর সাথে সংস্কৃত তন্‌-ধাতুর যোগ আছে। তন্‌ মানে বিস্তার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখ। ইংরাজীর মধ্যে সংস্কৃত কথা অনেক আছে।

বলদেববাবু—শুধু ইংরাজীতে কেন, পারস্য, জার্ম্মান প্রভৃতি অনেক ভাষাতেই sanskrit word (সংস্কৃত শব্দ) আছে। Sanskrit (সংস্কৃত) তো mother (মাতা)!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সব দেখে আমার মনে হয়, যারা ইন্দো-ইউরোপীয়ান আর যারা ইউরোপীয়ান, এরা সবাই এক stock-এর (উৎসের) থেকে এসেছে।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর ছিলেন শ্যামনন্দন সহায়। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পূর্ব্বে এসেছেন এবং তাঁর সাথে কথাবার্ত্তাও বলেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। শ্যামনন্দনবাবু সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। বলদেব-বাবু গতকাল এখানে পৌঁছে ঐ খবর শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানিয়েছেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে বেদনার্ত্ত স্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

শ্যামনন্দনবাবুর কথা মনে প'ড়ে আমার এত shocking (বেদনা) লাগছে যে তা' আর কওয়ার না। আমার nerve-গুলি (স্নায়ুগুলি) যেন shattered (চূর্ণ) হ'য়ে যাচ্ছে। হাত-পায়ের nerve-গুলি (স্নায়ুগুলি) কেমন হ'য়ে যায়। এবার বলদেববাবুকে নিয়ে বেশী enjoy (উপভোগ) করতে পারলাম না। বলদেববাবু আমার কাছে আসলে আমার একটা 'টনিক' মতন হয়। কিন্তু এবার আর তা' হ'ল না।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর কেষ্টদা যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, Jesus crucified (যীশু ক্রুশবিদ্ধ হ'য়ে হত) হননি। পরে তিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। সেখানে তপস্যা করেন অনেক দিন। কাশ্মীরে Jesus-এর (যীশুর) নামে একটা tank (পুষ্করিণী) আছে। ওখানে নাকি Jesus-এর (যীশুর) লাঠিও আছে।

বলদেববাবু—আমিও শুনেছি এ-রকম ইতিহাস আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Christianity (খ্রীষ্টধর্ম্মমত) হ'ল Buddhism-এর (বৌদ্ধধর্ম্ম-

মতের ) একটা form ( রূপ ), simplest form ( সরলতম রূপ )। আবার, বাইবেলে লিখিত Christianity ও Hinduism-এর ( খ্রীষ্টধর্ম্মমত ও হিন্দুত্বের ) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। Vaishnavism ও Christianity-র ( বৈষ্ণব মতবাদ ও খ্রীষ্ট মতবাদের ) মধ্যে খুব মিল আছে। আবার Vaishnavism ও Buddhism-এর ( বৈষ্ণব মতবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের ) মধ্যেও অনেক মিল আছে।

এর মধ্যে কেষ্টদা উঠে যেয়ে Unknown life of Jesus Christ নামক বইখানা এনে বলদেববাবুকে দিলেন ও প'ড়ে দেখতে বললেন। বলদেববাবু বইখানা প'ড়ে রাত্রে ফেরত দেবেন ব'লে জানালেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার শ্যামনন্দনবাবুর প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে আক্ষেপের সুরে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথা শোনার পর থেকে আমার যে অবস্থা হয়েছিল তা' এখনও কমেনি। সকালে বেশ fresh ( তাজা ) ছিলাম। তারপর কেমন যেন একটা wave of shock ( আঘাতের তরঙ্গ ) চ'লে গেল আমার উপর দিয়ে।

এই সময় পণ্ডিত মশাই ( গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ) এসে প্রণাম ক'রে সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা আজ শেষরাত্রে কলকাতায় যেতে চায়। যাবে ?

পণ্ডিত মশাই—হ্যাঁ, দিন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি ভাল ক'রে দেখে ক'ন।

পণ্ডিত মশাই ঘরের ভেতরে যেয়ে পঞ্জিকা দেখে এসে বললেন—হ্যাঁ, ভাল দিন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা আবার আপনারে ধ'রে দিন করায়ে নেয় কিনা, তাই আবার আপনারে দেখতে ক'লাম।

কেষ্টদা—না, করায়ে নিই নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আপনি কেমন-কেমন সব প্রশ্ন করেন, কী করেন না করেন! ( হাস্য )

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই হাসছেন। কিছুক্ষণ পর বলদেববাবু সন্ধ্যায় আবার আসবেন ব'লে এখনকার মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। ননীদার ( চক্রবর্ত্তী ) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষের যদি কেবলই খুঁত ধরতে থাক, তাহ'লে সে আর বুঝতে পারে না তার কী দোষ। তার rectification-ও ( সংশোধনও ) হয় না।

ননীদা—তাতে মানুষ desperate ( মরিয়া ) হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। আর দেখো, দুই রকমের মানুষ আছে। কতকগুলি আছে

power-loving ( ক্ষমতালিপ্সু ) ব'লে spirited ( তেজী )। আর কতকগুলি মানুষ আছে, spirited ( তেজী ) ব'লেই যা' যা' করবার তা' ঠিকই করে।

সন্ধ্যা ৬টার পর বলদেববাবু এসে পেঁছালেন। চেয়ার আগেই ঠিক ক'রে রাখা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে চেয়ারে বসলেন। সকাল বেলায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই এক এক ক'রে এসে বসেছেন। Unknown life of Jesus Christ বইখানা বলদেববাবু হাতে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। এখন কেষ্টদার হাতে ফেরৎ দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কিতাবে কী আছে ?

বলদেববাবু—ওতে চলতি গল্প যা', লোকের যা' বিশ্বাস তাই আছে। সত্য ব'লে, history ( ইতিহাস ) ব'লে কিছু নেই।

যীশুর পিতামাতা নিয়ে আলোচনা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Jesus-এর father-mother ( যীশুর পিতামাতা ) spirit of God-এ ( ঈশ্বরের আত্মায় ) বিশ্বাসী ছিলেন। আর ও'দের বিবাহটা—এই যেমন আমাদের শাস্ত্রে অনেক রকমের বিবাহ আছে—গান্ধর্ব্ব বিবাহ, আসুর বিবাহ, এই রকম আট প্রকারের বিবাহ আছে। জোসেফ আর মেরীরও ঐরকম গান্ধর্ব্ব জাতীয় বিবাহ হয়েছিল।

বলদেববাবু—হ্যাঁ, তা' হ'তে পারে। তাঁরা lawful marriage-এ ( আইনসঙ্গত বিবাহে ) আবদ্ধ ছিলেন না।

এরপর গুরুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা তুললেন কেষ্টদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুর মধ্যে সব কিছুই থাকে। তাঁকে ভালবাসলে নিজের মধ্যে আসে meaningful adjustment ( অর্থান্বিত সঙ্গতি )।

বলদেববাবু—অনেকে বিশ্বাস করে, গুরুই আমাকে সব আপদ থেকে রক্ষা করবেন। আমার আর চিন্তাভাবনা কিছুই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, তখন thought-টা sublimated ( চিন্তাটা ভূমায়িত ) হ'য়ে যায়। আমাদের Indian culture-এ ( ভারতীয় কৃষ্টিধারায় ) কোন scheduled ( ধরাবাঁধা ) নিয়ম ছিল না। যে যেমনতর instinct-এর ( সংস্কারের ), গুরু তাকে তদনুযায়ী নির্দ্দেশ দিতেন। সেগুলি শিষ্য পালন করত। পালন করতে-করতে মহাপণ্ডিত হ'য়ে যেত। আর, এখন আমরা জানি না physiology-র ( শরীরবিদ্যার ) সাথে law-এর ( আইনের ) সম্বন্ধ কী, law-এর ( আইনের ) সাথে philosophy-র ( দর্শনশাস্ত্রের ) সম্বন্ধ কী! কিন্তু গুরু যিনি তিনি সব

জানতেন ! সেইভাবে শিষ্যদের চালিতও করতেন। সেইজন্য গুরুকে তত্ত্বতঃ জানার কথা আছে। গীতায় আছে "যো মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"। তত্ত্বতঃ মানে আমি বলি with thatness (যাহা-যাহা লইয়া তাহা তাহার সব কিছুর সহিত)। আপনি যদি সেই গুরুর কাছে শিখতেন, তাঁর ভাত রাঁধা লাগত, গাড়ু-গামছা মাজা লাগত, বিছানা করা লাগত, আবার পড়াও লাগত। পড়াকে বলে অধ্যয়ন। অধ্যয়ন মানে অধি-অয়ন, অধি মানে ধারণ, অয়ন মানে আয়ত্তীকরণ—সবটাকে জানা in its essence (মৌলিকভাবে)। সেই গুরু ছিলেন আচার্য্য, মানে আচরণ ক'রে জেনেছেন যিনি। আচরণ না করলে গুরু হ'তে পারতেন না। তিনি ছিলেন Vice-chancellor of the university (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল)। আর, student-রাই (ছাত্ররাই) ছিল professor, demonstrator (অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক), এই সব। এখন আর তা' নেই। আজকালকার student-রা (ছাত্ররা) সঙ্গতি খুঁজতে পারে কিনা জানি না—যেমন science-এর (বিজ্ঞানের) সাথে Arts-এর (কলার) সম্বন্ধ কী, Chemistry-র (রসায়নশাস্ত্রের) সাথে Philosophy-র (দর্শনশাস্ত্রের) কী সম্বন্ধ, ইত্যাদি।

কেষ্টদা—কিন্তু আজকাল ছেলেরা তো তা' চায় না। তারা আজকাল চায় কোন subject-এ specialised (বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) হ'তে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চায় না মানে একপেশে নজর, একদিকে লক্ষ্য।

কেষ্টদা—ওরা বলে যে, ওরকম না হ'লে teamwork (সহযোগিতাসহ কাজ) করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Teamwork (সহযোগিতাসহ কাজ) করতে গেলে সেখানে করা লাগে, যেখানে professor (অধ্যাপক) থাকে। তা' না হ'লে knowledge co-ordinated (জ্ঞান সুসংবদ্ধ) হয় না। Professor-এর under-এ (অধ্যাপকের অধীনে) থেকেই তখনও, যদি বিশ্বাস করি, মুণ্ডু কেটে গেলে আপনারা জোড়া দিতে পারতেন, হাত কেটে গেলে জোড়া দিতে পারতেন। আর, তা' এখনও হ'তে পারে। তাঁদের জন্য ছিল ভিক্ষা। ভিক্ষা মানে কিন্তু begging (যাচ্ঞা) নয়। ভিক্ষা হ'ল ভজ্-ধাতু থেকে, ভজ্ মানে ভজন, সেবা। যেমন, কেউ হয়তো কোন বাড়ীতে গেল, যেয়ে সেখানে কোন্ জায়গায় কী করলে ভাল হয় তা' কইত, বলত 'এইটা কর, এইভাবে কর', এই ক'রে-ক'রে সেবা দিত। আর, সেই সেবার ভিতর-দিয়ে যা' আসত সেইটা নিত। সেইজন্য একে বলত সাত্বত ধর্ম্ম, মানে সত্তাবিষয়ক ধর্ম্ম। আর, ধর্ম্ম তাই যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে। তারপর যখন এই type-টা (ধরণটা) বদলে গেল, এই age-টা (যুগটা) নষ্ট হ'য়ে গেল তখনই। টোল

system-এ ( প্রথায় ) কতকটা ছিল, তাও বদলাল। বদলাতে-বদলাতে আমরা একেবারে ছোট হ'য়ে গেলাম। নিজেদের আর চিনতেই পারি না এখন।·········( একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন ) Being ( সত্তা ) যদি আমার লক্ষ্য হয় তাহ'লে being-এর profit ( সত্তার লাভ ) কিসে হয় তা' আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সেসব বিচার-বিবেচনা না ক'রে হয়তো একটা আইন পাশ ক'রে দিলাম যার কোন মানে হয় না, বরং being-ই (সত্তাই) বিপন্ন হয়। আগে মানুষও খুব সহজে মরত না। বহু আয়ু ছিল। ( কেষ্টদাকে ) আপনিই না কোন্ বই দেখে কইছিলেন—বহু আয়ু মানুষের। তারপর পাণিনি বলেছেন, মানুষের আয়ু ক'মে গেছে, সেইজন্য ব্যাকরণ ছোট করতে হবে।

বলদেববাবু—আচ্ছা, grammar-এর utility কী ? ( ব্যাকরণের উপযোগিতা কী ? )

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আগে জানতাম না। কেষ্টদার কাছে শুনেছি, সে একেবারে peculiar ( অদ্ভুত )। কী যে নাই তার মধ্যে !—History ( ইতিহাস ), Philology ( ভাষাতত্ত্ব ), মানুষের tendency ( ঝোঁক ) সব-কিছু আছে।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে এক বিশেষ দীপ্তির ঝিলিক খেলে গেল। কেষ্টদাকে অনুরোধের সুরে বললেন—

আপনি গল্প করেন না কেন বলদেববাবুর কাছে। বলদেববাবু অবাক হ'য়ে যাবে নে। শিব কী ক'ল ?

'অইউণ' থেকে 'হল্' পর্য্যন্ত সমগ্র শিবসূত্র মুখস্থ বললেন কেষ্টদা। তারপর বলদেববাবুর কাছে বললেন পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণের কথা। ব্যাকরণের উৎস, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করলেন। বললেন—পাণিনি meditation-এর ( ধ্যানের ) ভিতর-দিয়ে শিবসূত্র লাভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Meditation ( ধ্যান ) হয় through mediator ( মাধ্যমের ভিতর-দিয়ে ), যিনি আচার্য্য, গুরু। ঐ mediator-ই ( মাধ্যমই ) সবটার সঙ্গতি করেন। Meditation-এর ( ধ্যানের ) মধ্যে mediator ( মাধ্যম ) না থাকলে concentration (এককেন্দ্রিকতা) হয় না। আর, concentration (এককেন্দ্রিকতা) না হ'লে adjustment ( নিয়ন্ত্রণ ) আসে না। Concentric ( এককেন্দ্রিক ) হ'লে বোধ সেখানে স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলে।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু পাণিনির ইষ্ট কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে শিব, তিনিই ইষ্ট।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু ইষ্টের জন্য কিছু করতে গেলেও তো worry ( ক্লান্তি ) আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই worry-টা ( ক্লান্তিটা ) কেমন হয় ! ধর, তুমি বলদেববাবুকে ভালবাস। বলদেববাবু তোমাকে কইল, 'আমাকে এমন একটা কিছু দাও যাতে আমার পেট খারাপ না হয়। আমি ভাল থাকি।' তখন তুমি ভাবছ কী করবা। তারপর দুধ দিয়ে গ্লুকোজ দিয়ে এমন একটা কিছু ক'রে এনে খেতে দিলে যাতে বলদেববাবু সুস্থ থাকে। এই হ'ল ভালবাসা। Worry-টা ( ক্লান্তিটা ) হয় তখনই যখন তুমি বলদেববাবুর জন্যে কিছু করতে না পারলে। ( কেষ্টদার দিকে ফিরে বললেন ) সেদিন আপনি ঐ যে দেখালেন, শান্তি মানে আরাম। কিন্তু আরাম মানে থেমে যাওয়া নয়, আরাম মানে সম্যক্-ক্রীড় হওয়া। তা' না হ'লে একজন হয়তো শুয়ে-ব'সে আছে, তাকে পাখা দিয়ে সবাই বাতাস করছে, যেমন এখন আমার অবস্থা, এটা কিন্তু আরাম নয়। ( সবাই হেসে উঠলেন )। তীক্ষ্ম তরতরে প্রবোধনা নিয়ে চলা চাই।

হাউজারম্যানদা—তীক্ষ্ন মানে keen ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, না তাই নাকি কেষ্টদা ?

এমন দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ! কেষ্টদা বললেন—হ্যাঁ।

হাসির ঢেউ তুলে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—আমি আর ও সমান পণ্ডিত। আমি হয়েছি ইংরাজীর পণ্ডিত, আর ও হ'চ্ছে বাংলার পণ্ডিত। পাবনায় দুই পাগল ছিল—জ্ঞান পাগলা আর মফিজ পাগলা। দুইজনে যখন কথা কইত, কেউ কারো কথার জবাব দিত না, দুইজনে শুধু ক'য়েই যেত। তা' আমার আর ওর অবস্থা প্রায় সেই দুই পাগলের মতন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার ধরণে উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন। এক ঢোক জল খেয়ে একটু সুপারি ও লবঙ্গের টুকরা মুখে ফেলে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলতে আরম্ভ করলেন—আমাদের প্রবৃত্তি যেটা allow ( অনুমোদন ) না ক'রে, প্রবৃত্তি যেটাকে অপছন্দ করে, আমরা সেটা ignore ( অবহেলা ) করি। কিন্তু আমাদের সেইটা ignore ( অবহেলা ) করা উচিত যা' আমাদের সত্তার অপছন্দ। আবার, যেটাকে ignore ( অবহেলা ) করছি, দেখা লাগে, সেটা আমার সত্তার পক্ষে কখন-কখন এবং কতখানি helpful ( সহায়ক ) হয়। এইভাবে যখন চলি তখন ভুল কম হয়। আবার, প্রবৃত্তির পছন্দমত যখন চলি তখনই ভুল হ'তে থাকে। সেইজন্য আমার passion-গুলিকে ( প্রবৃত্তিগুলিকে ) এমন ক'রে রাখা চাই যাতে সেগুলি আমার existence-এর ( সত্তার ) সেবা করে।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু অনেকেরই তা' হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে practice ( অভ্যাস ) করে না।

বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে বিষ্ণুদা ( রায় ) বিনোদানন্দ ঝা-এর স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য

করেন। ওর মধ্যে-মধ্যে মানুষের জীবনবৃদ্ধির কথাও বলেছেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে বিষ্ণু অন্য-অন্য বারেও canvas ( প্রচার ) করে, এবারেও করেছে। কিন্তু এবার শুধু বলেছে existence-এর ( অস্তিত্বের ) কথা এবং বলেছে খুব sweet ( মিষ্টি ) ক'রে। একজন হয়তো ওকে খুব গালাগালি করছে, কিন্তু ও ওর কথাই ক'চ্ছে। শেষে ঐ লোক আস্তে-আস্তে yield ( নতিস্বীকার ) করেছে।

বলদেববাবু—ঠাকুর যা' বলছেন এইভাবে যদি election ( নির্ব্বাচন ) হয় তাহ'লে real democracy ( প্রকৃত গণতন্ত্র ) আসবে। এর মধ্যে হিংসা নেই, আক্রোশ নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভালর জন্য চিন্তা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল হ'লেন গুরু। তিনিই mediator ( যোগাযোগ-কর্ত্তা )। তিনি যদি সমস্ত affair-এর ( বিষয়ের ) উপরে না থাকেন, আর, তাঁর উপরে যদি আমার adherence ( নিষ্ঠা ) না থাকে তাহ'লে আমার upliftment ( উন্নতি ) হবে না। কারণ, আমি affair-এর ( বিষয়ের ) উপরে উঠতে পারব না, affair-এর ( বিষয়ের ) দ্বারা carried out ( প্রবাহিত ) হ'য়ে যাব।

বলদেববাবু—কিন্তু আমার গুরু না থেকে যদি essence of knowledge ( জ্ঞানের মূল ভিত্তি ) থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Essence of knowledge ( জ্ঞানের মূল ভিত্তি ) হওয়া সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। হ'ত—যদি প্রবৃত্তিগুলি না থাকত। ওগুলি আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যায় যে !

বলদেববাবু—আমি জানি মদ খাওয়া খারাপ। কিন্তু আমি যদি সেইদিকে inclined ( আকৃষ্ট ) থাকি তাহ'লে গুরু আমাকে বারণ করলেই বা কী হবে ! তাই গুরু থেকেই বা লাভ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুরুকে আমি যদি follow ( অনুসরণ ) না করি তাহ'লে হবে কী ক'রে ?

বলদেববাবু—হ্যাঁ, এবারে আমি আমার উত্তর পেয়েছি। কিন্তু আমার কিসে ভাল হয় তা' তো আমি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আমি জানি না। আমি জানি হুইস্কি খারাপ। কিন্তু কখন সেটা আমার পক্ষে ভাল তা' আর জানি না। আমাদের বৈদিক ঋষিরা এগুলি জানতেন। তাই, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বৈদ্য ছিলেন। অভিপ্রায়-অনুসারী চলন আমাদের চালিত করে। ঐভাবে চলতে-চলতে আমরা ভুল করি। গুরু যদি থাকেন তখন তিনি আমাদের ভুলগুলি সংশোধন করে দিতে পারেন।

এরপর কেষ্টদা হেমকবির গল্প করলেন—কিভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালবেসে তিনি মদ ছেড়েছিলেন। বলদেব সহায় সাগ্রহে শুনলেন সমস্ত কাহিনীটা। কিছুক্ষণ পর বললেন—এবারে উঠি। জ্ঞানদার (গোস্বামী) সাথে কিছু private (গোপন) কথাবার্ত্তা আছে।

বলদেববাবু বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জামা খুলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বালিশটা টেনে নিলেন। দোলমণ্ডপের সম্মুখে আজ সৎসঙ্গ-অধিবেশন। যন্ত্রসঙ্গীত সহ প্রার্থনার সুরলহরী ছড়িয়ে পড়ছে বড়াল-বাংলোর আকাশে-বাতাসে। শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে শুনছেন অথবা যেন গ্রহণ করছেন প্রার্থনায় উচ্চারিত বিষয়গুলি।

**১০ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৪।৩।১৯৫৭)**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দায় একখানা বড় হাতলওয়ালা বেঞ্চিতে সমাসীন। সামনে একখানা সতরঞ্চিতে ব'সে আছেন আদিত্য মুখার্জ্জী। শ্রীশ্রীঠাকুর আদিত্যদার সাথে কথা বলছেন। কাছাকাছি আর কেউ নেই। দেখে মনে হ'ল বোধহয় নিরালায় কথা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই খাতা-কলম হাতে থাকা সত্ত্বেও দূরেই দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পরে বুঝতে পারলাম কথাবার্ত্তা গোপনীয় কিছু নয়। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে কাছে বসলাম।

ধাতুগত অর্থ ও শব্দার্থ নিয়ে কথা চলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি। কিন্তু শব্দের মূল অর্থটা হয়তো usage-এ (ব্যবহারিক প্রয়োগে) ঠিক পাওয়া যায় না। তখন আমি সেটার root (ধাতু) দেখি। Root (ধাতু) বের ক'রে নিতে পারলেই শব্দটাকে যথাযথ-ভাবে tackle করতে (পাকড়াতে) পারি। কোন্ কথা থেকে কী কথা উঠল, সে-কথাটা কেমন ক'রে হ'ল, এ ধরতে না পারলে তার মানে ঠিক-ঠিক ধরা যায় না।

আদিত্যদা—আপনি যখন যা' বলেন নিজে হয়তো বুঝি, কিন্তু অপরকে বোঝাতে গেলেই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? বুঝ দিয়ে বুঝ ঠিক ক'রে নিতে হয়।

এরপর জীবন-সম্বন্ধে কথা উঠল। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ভিতরে life-flow (জীবন-প্রবাহ) আছে। আমার ভিতরের cell-গুলি (কোষ-গুলি) যখন নষ্ট হ'য়ে যাবে, তখন এই flow-টা (প্রবাহটা) থেমে যাবে। আর, তখনই আমার death (মৃত্যু) হ'য়ে যাবে। এই flow (প্রবাহ) ঠিকমত চলতে না থাকলে কোন জিনিস আর তা' থাকে না, অন্যরকম হ'য়ে যায়। যেমন, এ্যাটমের ভিতরে flow (প্রবাহ) না থাকলে সেটা আর এ্যাটম থাকে না। আবার ধর একটা

লোহা। তার পাশ দিয়ে-দিয়ে তার জড়িয়ে সেটাকে magnet ( চুম্বক ) ক'রে তুললে, আগে ছিল না, কিন্তু এখন magnet ( চুম্বক ) হ'য়ে গেল। তার মানে, ঐ flow ( প্রবাহ )-টা এর মধ্যে দিয়ে দিলে।

আদিত্যদা—একটা problem ( দুর্বোধ্য বিষয় ) আছে। একটা চৌকো crystal-কে ( স্ফটিককে ) যদি কেটে গোল করার পর আবার বাড়ানো যায় তাহ'লে ঐ চৌকোই হ'য়ে যাবে। এটা কেমন ক'রে হয় কেউ বলতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো! Crystal-এর original shape ( স্ফটিকের প্রাথমিক আকার ) কী?

আদিত্যদা—চৌকো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৌকো? তাহ'লে crystal ( স্ফটিক ) তার shape ( আকার )-মাফিকই গড়বে। তাকে তুমি যেমন shape-ই ( আকারই ) দাও না কেন, সে তার মত ক'রে পুষিয়ে নেবে। যেমন তুমি যে ভাত খাও, তাই ব'লে তো ভাত হ'য়ে যাও না। ভাতটাকে assimilate ( হজমের দ্বারা শরীরে গ্রহণ ) ক'রে তোমার existence-এর ( অস্তিত্বের ) সহায়ক ক'রে নাও। না হ'লে তুমি এত ভাত খেয়েছ যে এতদিনে ভাতই হ'য়ে যেতে। কুকুর, বিড়াল, গরু—এসবও যা' খায় তার মত হ'য়ে যায় না। বরং নিজের মত ক'রে নেয় সব-কিছুকে। বুঝ তো এমনি ক'রেই আসে। এই আমি তোমারে যা' ক'লেম, এখন যা' দেখতে হবে, এর উপর দাঁড়িয়ে দেখ। তাহ'লে ঠিক-ঠিক দেখা হবে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আদিত্যদা matter ( বস্তু ) ও spirit ( চৈতন্য ) নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই সব জিনিসটা spirit ( চৈতন্য ), আবার সবটাই matter ( বস্তু )। যার জন্যে matter-টা matter ( বস্তুটা বস্তু ) হ'য়ে আছে, তাই spirit ( চৈতন্য )। Spirit ( চৈতন্য ) আছে বললেই তার মধ্যে matter ( বস্তু ) আছে। আবার, matter ( বস্তু ) আছে বললেই বুঝতে হবে তার মধ্যে spirit ( চৈতন্য ) আছে। একটাকে বাদ দিলে আর একটা annihilate ক'রে ( সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে ) যাবে। যে-শক্তির বলে তুমি; তুমি হয়ে আছ, তাই তোমার spirit ( চৈতন্য )। যে শক্তির বলে তোমার শরীরের matter-টা ( বস্তুটা ) grow করছে ( বাড়ছে ), তাই তোমার spirit ( চৈতন্য )। যার দ্বারা কোন কিছুর normal stay-টা maintained ( স্বাভাবিক স্থিতিটা সংরক্ষিত ) হচ্ছে, তাই তার spirit ( চৈতন্য শক্তি )। আর, matter ( বস্তু ) তাই যার expansion ( বিস্তার ) আছে, contraction ( সঙ্কোচন ) আছে, equilibrium ( সাম্যাবস্থা ) আছে। আবার দেখ, তুমি আছ।

তোমার যত spirit-ই ( চৈতন্যই ) থাকুক আর যাই কিছু থাকুক, তা' কিন্তু ঐ positive and negative মানে স্থাস্নু ও চরিষ্ণুরই combination ( সম্মিলন )। Positive মানে stable ( স্থির ), আর negative হ'ল not stable ( স্থির নয় )। একটা বলের মধ্যে হাওয়া আছে। বলটা যদি বলে, 'হাওয়াটা আমার spirit ( জীবনীশক্তি )। হাওয়ার জোরে আমি ফুলে আছি। এই life-flow-টার ( জীবন-প্রবাহটার ) দ্বারাই আমি, আমি হয়ে আছি, তাহ'লে যেমন অবস্থা হয়, এও তাই। যা' থাকার দরুণ কোন জিনিস তেমন রকমে থাকে তাই তার spirit ( জীবনীশক্তি )। যেমন কয় "অন্নং ব্রহ্ম, আপো ব্রহ্ম"। তার মানে ঐ অন্ন বা অপু আমাদের বাঁচার সহায়ক। তাহ'লে হ'ল, যা' আমাদের existenee-এর ( অস্তিত্বের ) পরিপোষক তাই-ই spirit ( জীবনীশক্তি )।

আদিত্যদা—তাহ'লে এখন কথা আসে, existence-টা ( অস্তিত্বটা ) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' যা' নিয়ে আমি এইরকম হ'য়ে আছি তাই আমার existence ( অস্তিত্ব )।

আদিত্যদা—তাহ'লে জল, মাটি, বাতাস, এসবেরই spirit ( জীবনীশক্তি বা চৈতন্য ) আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে এগুলি থাকে কী ক'রে ?

আদিত্যদা—আমরা যখন বলি, একটা মানুষ ম'রে গেলে তার spirit ( চৈতন্য ) চ'লে গেল। কিন্তু তা' তো হ'তে পারে না। কারণ, তার শরীরের মধ্যে জল, মাটি ইত্যাদি পঞ্চভূত তো র'য়ে গেছে। আর তাদের spirit-ও ( চৈতন্যও ) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বলি, deceased হ'য়ে গেল ( ম'রে গেল )। কিন্তু decease ( মৃত্যু ) শব্দটার root-meaning হ'ল to go away ( চ'লে যাওয়া )। একে বলা হয় departure of the soul ( আত্মার প্রস্থান )। Soul ( আত্মা ) মানে আমার মনে হয়, basis of our life ( আমাদের জীবনের ভিত্তি ), যাঁর দ্বারা আমি energised ( শক্তিসম্পন্ন ) হ'য়ে ছিলাম। সেই যে flowing energy ( প্রবহমান শক্তি ), সেটা departed ( বিচ্ছিন্ন ) হ'য়ে গেল। আর, external attack-টাকে ( বাহ্য আক্রমণটাকে ) overcome ( জয় ) করার যে ক্ষমতা তাই হ'ল energy ( শক্তি )।

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ কাটে। আদিত্যদা আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, নামের কি কোন মানে আছে,—না, এমনিই একটা দিতে হবে তাই দেওয়া হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে কেন ? মানে ধ'রেই নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন, man ও woman ( পুরুষ ও নারী )। Man-টা ( পুরুষটা ) হ'ল man ( পুরুষ ),

আর ওটা হ'ল not man ( পুরুষ নয় )। আবার বলে দারা, তার মানে স্বামীকে যে ভাগ ক'রে দেয়। পুরুষ দারার ভিতর-দিয়েই ভাগ-ভাগ হয় সন্তান-সন্ততিরূপে। পুরুষ breed ( উৎপাদন ) করে, নারী materialise ( মূর্ত্ত ) করে। পুরুষ কথারও মানে আছে। পুরুষ মানে পূরণ করা। আর নারী হ'ল, যে বর্দ্ধন করায়। পুরুষ হ'ল positive ( স্থাস্নু ), নারী হ'ল negative ( চরিষ্ণু )। এদের আলিঙ্গন ও গ্রহণ ক্রিয়াই হ'ল লীলা। লীলা মানেই তাই। বৈষ্ণবরা যে লীলার কথা কয়, তা' হ'ল এই positive ( স্থাস্নু ) ও negative-এর ( চরিষ্ণুর ) আলিঙ্গন-গ্রহণ ক্রিয়া।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কমলবিনিন্দিত দক্ষিণ করপল্লবখানি সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন "দে"। ইঙ্গিত বুঝে হরিপদদা ( সাহা ) দুইখণ্ড সুপারি ও একটুকরা লবঙ্গ এনে দিলেন ঐ শ্রীহস্তে। সেটুকু আলগোছে মুখে ফেলে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বই পড়, হয়তো লাখো-লাখো বই পড়। কিন্তু ঐ পড়াগুলির একটাও যদি কাজে না কর তাহ'লে সব-কিছু তোমার theory-র ( মতবাদের ) মধ্যেই থেকে যাবে। Practically ( হাতেকলমে ) না করলে আবার theory-ও ( মতবাদও ) correct ( নির্ভুল ) হয় না। ঐ বিষয়ে ঠিকমত তুমি respire-ই করতে ( শ্বাসপ্রশ্বাস নিতেই ) পারবে না। Respire ( শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া ) কথাটা ভাল। নিচ্ছ আর ছাড়ছ। নেওয়া আর দেওয়া, আলিঙ্গন গ্রহণ। এইটা continue করতে ( অবিরল চালাতে ) পারলেই মরণকে জয় করা যায়।

আদিত্যদা—কিন্তু না ম'রে অমর হওয়ার তো difficulty ( বিপদ ) আছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্মৃতিবাহী চেতনা হ'ল আসল জিনিস। ও না থাকলে হবে না। স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে দুই রকমে না-মরা হওয়া যায়। ও যদি থাকে তাহ'লে তুমি এই শরীর নিয়েও থাকতে পার, আবার অশরীরী হ'য়েও থাকতে পার। তখন শরীর-পরিবর্ত্তনটা হয় একটা সাপের খোলস ছাড়ার মত। Change-টা ( পরিবর্ত্তনটা ) এমনিই হ'য়ে থাকে। তুমি আগে পাঁচ বছরের এক খোকা ছিলে, এখন এতটা বড় হয়েছ। হ'লেও কিন্তু সেই তুমিই আছ। ওটাকে bereavement ( বিয়োগ ) না কী কয় ? দেখ্‌তো কী মানে ?

পাশে Skeat সাহেবের ধাত্বর্থক অভিধান ছিল, সেটা দেখে আদিত্যদা বললেন—To dispossess ( অধিকারচ্যুত করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। তুমি যা' আছ তাই থাকলে, কিন্তু একটা অবস্থাকে ছাড়লে।

প্রসঙ্গান্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—অনেকে কম্যুনিজমের কথা কয়। কিন্তু

কৃষ্টি কী, ধর্ম্ম কী তা' আর কইতে পারে না। তাদের এসব কথা কও, তা' শুনবে নে। মনে করে, এসব বোঝে। কিন্তু সত্যি বোঝে না। আইনস্টাইনের মধ্যে বোধহয় এগুলি খানিকটা ফুটন্ত হ'য়ে ছিল। তুমি আগে এইগুলি সব বোঝ। তারপর তা' ধারণায় রেখে যদি work out (কার্য্যে পরিণত) করতে পার তাহ'লে তুমি যা' বা'র করতে পারবে তার তুলনা হবে না।

কথা শেষ ক'রে হরিপদদার দিকে ফিরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই, তামাক দিতে ক'।

সরোজিনীমা খানিকটা দূরে বসেছিলেন। হরিপদদা উঠে তাঁকে তামাকের কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সরোজিনীমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই সরোজিনী, তুই ঐরকম দূরে-দূরে ব'সে থাকিস্ কেন? এ তো private (গোপন কথা) হ'চ্ছে না, একজন লোকের সাথে কথাও না।

সরোজিনীমা কোন কথা বললেন না। কলকের আগুনে পাখা করতে-করতে কলকেটা এনে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিলেন এবং নলটি তুলে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে। তারপর কাছেই বসলেন।

গড়গড়ার নলে কয়েকটি টান দিয়ে, সুগন্ধী অম্বুরী তামাকের ধূম বেশ খানিকটা ছড়িয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহভরা ভর্ৎসনায় আমাকে বললেন—তুই এখন note করছিস্ (লিখছিস্)। আগের থেকে note করলে (লিখলে) ভাল হ'ত। ও দেখতে পারত। (আদিত্যদাকে) কিন্তু তোর তো সব মনে আছে। আছে না?

আদিত্যদা—হ্যাঁ।

গড়গড়ার নলে শেষ সুখটান দিয়ে গামছায় মুখ মুছে শ্রীশ্রীঠাকুর পাশে রাখা বালিশের উপরে অর্দ্ধশায়িত হলেন। বেলা ১০টা ১৫ মিনিট এখন। বাইরে রোদের তাপ বেশ বেড়ে গেছে। হাওয়াও চলছে খুব। এই ঘরের চালের টিনের উপরে রং দেওয়ার কাজ চলছে। সুধীরদা (দাস), কিশোরীদা (মণ্ডল) প্রমুখ কাজ করছেন। টিনের উপর দিয়ে তাঁদের হাঁটাচলার ঝম্‌ঝম্ শব্দ মাঝে-মাঝে জোর হয়ে উঠছে।

আমাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আগে ভাবতাম, আমার একটু বয়স হ'লে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে। বয়স তো অনেক হ'ল। কিন্তু বুদ্ধি আর টের পাইনে। সেইজন্য আদিত্যকে ঐসব কথা-টথা কই। যদি মনে থাকে তবে কামে লাগতে পারে।

এই সময় রেণুমা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কী রাঁধছিস্ রে রেণু?

রেণুমা রান্নার গল্প করতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে স্নানের বেলা হ'য়ে এল। আর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই আছেন। অনেক উপস্থিতদের মধ্যে আছেন বিহারের জনৈক গুরুভাই শ্রীকাত্যায়নজী। তাঁর সাথে এসেছেন এ আই সি সি-র বর্ত্তমান সেক্রেটারীর জনৈক ব্যক্তিগত কর্ম্মী। কথাবার্ত্তা চলছে। শেষের দিকে এই নবাগত ভদ্রলোক শান্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তির উপায় তো ইষ্টের প্রতি concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হওয়া, ধর্ম্ম পরিপালন করা। শান্তি মানে স্থবির হওয়া নয়কো, তরতরে চলনে চলা।

এই সময় আদিত্যদা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( আদিত্যদাকে )—Similar charge ( সদৃশ শক্তি ) পরস্পরকে repel ( প্রতিরোধ ) করে কেন ?

আদিত্যদা—কেন করে তা' তো ঠিক জানি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী আছে ? Two of a charge ( একই রকমের দুটি শক্তি ) কী ?

মণি চক্রবর্ত্তীদা—Can not agree ( মিলতে পারে না )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। যাই কিছু ঘটুক, তার কারণ আছেই। হয়তো আমরা তা' জানি না। Charge মানেই হ'ল ভরণ, যাতে আমি imbibed ( পূর্ণ ) হ'য়ে আছি। দেখ্ তো charge-এর মানে কী লিখেছে ?

অভিধান দেখে আদিত্যদা বললেন—Root-meaning ( ধাতুগত অর্থ ) হ'ল to load a car ( একটি গাড়ী বোঝাই করা )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ঐ ভরণ। আর imbibe মানে কী ?

দেখে বলা হ'ল, to drink in ( পান করা )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য positive-charge মানে স্থাস্নু-ভরণ, স্থিতি-ভরণ, থাকার ভরণ। আর, negative charge হ'ল উল্টোটা। Negative-এর মধ্যে not ( না ) আছে। দুটির মধ্যে দুইরকম force ( শক্তি ) ক্রিয়া করে। Negative-এর ( চরিষ্ণুর ) একটা hankering ( লালসা ) আছে নেবার জন্য। আবার, ওর মধ্যেকার hankering ( লালসা ) হ'ল দেবার জন্য। সেইজন্য দু'টো মেশে।

আদিত্যদা—Force টা ( শক্তিটা ) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Force ( শক্তি ) হ'ল spirit ( জীবনী-শক্তি ), যা' দিয়ে আমি, আমি হ'য়ে আছি, প্রতিটি বস্তু তাইই হ'য়ে আছে। আবার, এই থাকাটার জন্য চাই positive ( স্থাস্নু ) ও negative ( চরিষ্ণু ), পুরুষলোক আর মেয়েলোক। প্রত্যেকটা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



এ্যাটমের মধ্যেই আছে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক negative particles (চরধর্ম্মী কণা)। যদি সেখানে negative-এর (চরধর্ম্মীর) সংখ্যা বেশী থাকে তাহ'লে একটা আর একটাকে repel (প্রতিরোধ) করে। সেইজন্য বেশী মেয়েলোক এক জয়গায় থাকলে ঝগড়া বেধে যায়। Positive charge (স্থায়ী-ভরণ) মানে positive energy-র (স্থাস্নু শক্তির) বিকীরণ। যদি কোন জিনিসকে positively charged অর্থাৎ ভরণ করি তবে সে positive (স্থিরধর্ম্মী)-ভাবেই radiate (বিকীরণ) করবে। সেখানে অন্য positive-কে (স্থাস্নুকে) আর এগোতে দেয় না। কিন্তু তার কাছে যদি negative (চরধর্ম্মী) কিছু থাকে, সেটাকে attract (আকর্ষণ) করবে। কিন্তু একই ধর্ম্মের দুটো জিনিস থাকলে ছিটকে যাবে। Similar flow (সদৃশ গতি) পরস্পরকে repel (প্রতিহত) করে।

আবার সুদীর্ঘকাল ধ'রে বাঁচার কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন জায়গায় হয়তো নল দিয়ে জল আসে। সেই নলটা যদি সমুদ্রের সাথে যোগ করে দেওয়া যায় তাহ'লে জল আর কোনদিনই ফুরাবে না। যেমন, রেডিয়াম radiate (বিকীরণ) করে। করতে-করতে একদিন ফুরিয়ে যাবে। যাতে ফুরিয়ে না যায় এমনতর যদি কিছু করতে পার তাই-ই ভাল। আবার চিরকাল কিছুই থাকে না, dead (মৃত) হয়ে যায়। যেমন, এখান থেকে দুমকা যেতে কত পাহাড় দেখা যায়, সেগুলি dead (মৃত) হ'য়ে গেছে। বুড়ো হ'লে energy-টা (শক্তিটা) ক'মে যায়। কিন্তু ওটা যদি continue (অবিরত) করে রাখতে পারি তাহ'লে বাঁচতে পারি বহুদিন। Fact (ঘটনা) দেখে এইতো আমার মনে হয়। না কী বলিস?

আদিত্যদা—আমার তো তাই মনে হয়। আচ্ছা, urge (আগ্রহ) আর energy-র (শক্তির) মধ্যে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর আমি তো ওরকমভাবে জানি নে। দেখা লাগে—। Urge মানে আগ্রহ। Energy-র মধ্যে work (কাজ) আছে। দেখ্ তো।

অভিধান দেখে energy-র root (ধাতু) পাওয়া গেল ergon, মানে valour (পরাক্রম), action (ক্রিয়া), at work (কর্ম্মে রত)। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলা হ'ল। খুব হাসলেন তিনি।

## ১১ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৬৩ (ইং ২৫।৩।১৯৫৭)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিমদিকে একটা চেয়ারে ব'সে আছেন। চারিদিকে মানুষের কর্ম্মব্যস্ততা সুরু হয়েছে। নববর্ষ উৎসব আগতপ্রায়। ওয়েস্ট-এণ্ডে প্যাণ্ডাল বাঁধার কাজ চলেছে পুরাদমে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দেবেন রায়চৌধুরীদা এসে প্রণাম ক'রে সামনে ব'সে বললেন—অনেক ঋত্বিক আছে তারা কিছু করে না, পাঞ্জার সম্মানও রাখতে জানে না। অথচ এখানে আসবে না, পাঞ্জাও ফেরত দেবে না। তাদের কী হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের পাঞ্জা আপনা থেকেই নষ্ট হ'য়ে যাবে।

দেবেনদা—অনেকে আবার পাঞ্জা পূজা করে। কিন্তু এমনিতে কিছু পালন করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আর পূজা হ'ল না।

সেবাদি এই সময় তামাক সেজে এনে দিলেন। সেবাদি এবারে বি-এ পরীক্ষা দেবেন। তাঁকে বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Theoretical knowledge, মানে করা বাদ দিয়ে পড়া ভাল না। করা যত সুব্যবস্থ, সুকৌশলী হবে, তত না পড়লেও চলে। ঐ যে ফ্যারাডে ছিল father of science (বিজ্ঞানচেতনার জনক), সে কিন্তু লেখাপড়া জানত না। আবার শিবাজীও তাই। বহু পরে সে নিজের নাম লেখা শেখে।

ইতিমধ্যে গোঁসাইদা (সতীশচন্দ্র গোস্বামী) এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতা বদলে দেবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজলের মা আসুক।

হাউজারম্যানদা এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Chastity (সতীত্ব) কাকে বলে তা' আমার দেওয়া নেই ?

হাউজারম্যানদা—অনেক জায়গায় বলা আছে। কিন্তু বাণী হিসাবে দেওয়া নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা এক সময় ঠিক ক'রে নিস্।

হাউজারম্যানদা—লোকে সাধারণতঃ মনে করে, intercourse (সঙ্গম) না করাই chastity (সতীত্ব)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা একটা main factor (প্রধান উপাদান) বটে, কিন্তু ওটাই chastity (সতীত্ব) নয়। যেমন দীক্ষার সময় গুরু করা। গুরু করল, কিন্তু আর কিছু করল না। তাতে যেমন হয় না। তবে এ বলা যায় না যে সে baptised (দীক্ষিত) হয়নি। Baptised (দীক্ষিত) হয়েছে, কিন্তু আর কিছু করে না। সেইরকম স্বামীর জন্যে কষ্ট সহ্য করা, স্বামী যাতে খুশী থাকেন সেই চলনে চলা, এসব নেই, অথচ অন্য পুরুষের চিন্তা করে না,—তাতে chastity (সতীত্ব) হয় না। I should conceive my husband in all respects (আমি আমার স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে ধারণ করব)। নিজেকে chastise (সংশোধন) করব—to follow my husband, to follow my Love-Lord (আমার স্বামীকে, আমার প্রিয়পরমকে অনুসরণ করার জন্য)। আবার শুধু follow (অনুসরণ) করলেই

হবে না, to follow and to fulfil ( অনুসরণ এবং পরিপূরণ করার জন্য )।

এই সময় খুব বাতাস উঠল। পশ্চিম দিক থেকে বেশ খানিকটা ধূলাবালি ও শুকনা পাতা উড়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বললেন—ওখানে যাব নাকি ?

সবাই বললেন—হ্যাঁ, বাতাস আসছে, ঘরে গেলে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এলেন। ঘরে আসতে আসতে বলছেন—আমি আগে ভাবতাম, husband ( স্বামী ) মানে house-band অর্থাৎ গৃহের বন্ধন। আমি এরকম ভাবতাম, আমার কথা এটা।

**১৩ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৬৩ ( ইং ২৭।৩।১৯৫৭ )**

আজকাল প্রায় রোজই সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যশিডি ষ্টেশনের ওপাশে মাঠে বেড়াতে যাচ্ছেন। পূজ্যপাদ বড়দা নিজ হাতে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যান তাঁর পরমারাধ্য পিতৃদেব ও পরমারাধ্যা মাতৃদেবীকে। যশিডি ষ্টেশনের পরের লেভেল ক্রসিং পার হয়ে রাঁচী-হাজারিবাগ রোড ধ'রে গাড়ী আরো খানিকটা এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ায়। রাস্তার দু'পাশের মাঠের উঁচু-নীচু জমিতে বুনো কুল, করমচা, বাবলা, মহুয়া ও আরো অনেক নাম-না-জানা পাহাড়ী গাছের ছোট-ছোট জঙ্গল। ডিগরিয়া পাহাড়টা এখান থেকে অনেকটা কাছে। বিপরীত দিকে মেন ট্রেন লাইন। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়নাভিরাম।

গাড়ী থামার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা নেমে মাঠের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করেন। কোন কোনদিন এই সময় ট্রেন যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর একভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেন ট্রেনের সেই দুরন্ত প্রাণবান চলমানতা। তাঁর দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মিলিয়ে আমরাও দেখি ছুটন্ত ট্রেনখানি।

গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর গিয়েছিলেন নতুন-কেনা ল্যাণ্ডমাষ্টার গাড়ীতে। আজ পূজ্যপাদ বড়দা নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের হাডসন গাড়ীখানি। সকাল সাড়ে ছ'টায় গাড়ী রওনা হ'ল। সাথে চলল আরো একখানা হিন্দুস্থান কার ও একখানা জীপ। তাতে লোকজন আছেন। জীপে নেওয়া হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার চেয়ার দু'খানি।

আজ পূজ্যপাদ বড়দা যেখানে গাড়ী থামালেন সেখানে কাছেই মাঠের মধ্যে একটি বড় মহুয়া গাছ। ঐ গাছের তলায় তাড়াতাড়ি ক'রে চেয়ার দু'খানি পেতে দিলেন ধীরেন ভুক্তদা। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা যেয়ে সেখানে বসলেন। কিছুক্ষণ ব'সে শ্রীশ্রীবড়মা উঠে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের ভেতরে খানিকটা দূরে চ'লে গেলেন।

প্রফুল্লমা, চারুমা, সুষমামা প্রমুখ গেলেন তাঁর সাথে। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে ব'সে একবার তামাক খেলেন। গড়গড়া, টিকে, তামাক সব সাথেই ছিল।

তামাক খেয়ে বললেন—বড়-বৌ ঐদিক গেল। আমিও একটু হেঁটে আসব নাকি ?

ব'লে উঠে মাঠের ভেতরে ( উত্তর দিকে ) হাঁটতে লাগলেন। তারপর একটা ভাল জায়গা দেখে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হ'ল, বসলেন। কিছু পরে উঠে আরো খানিকটা এগিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। ফেরার পথে আর কোন জায়গায় বিশ্রাম না নিয়ে একেবারে সোজা চ'লে এলেন মহুয়া গাছটির ছায়ায়। চেয়ার এগিয়ে দিতে বসলেন। এবারে একটানা অনেকখানি হাঁটার ফলে হাঁফ ধ'রে গেছে। তাই একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন, চল্ যাই।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীবড়মাও ঘুরে এসেছেন। তাঁরা গাড়ীতে ওঠার পর আমরাও উঠে যে যার জায়গায় বসলাম। ঠিক সাড়ে সাতটায় পূজ্যপাদ বড়দা হাডসনের চালকের আসনে ব'সে গাড়ী স্টার্ট দিলেন। পেছনের আসনে ব'সে আছেন পরমপুরুষ, পাশে তাঁর পরমা প্রকৃতি। সৌম্য, প্রশান্ত আননকমল। জনহীন প্রান্তরের এই হৃদয়বিমোহন দৃশ্য বালাতপ-কিরণচ্ছটায় হ'য়ে উঠেছে আরো নয়নানন্দকর, আরো চিত্তগ্রাহী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী ফিরে এল বড়াল-প্রাঙ্গণে। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে হেঁটে যেয়ে বসলেন তাম্বুর পশ্চিমের দিককার ছাউনিটার তলে। আদিত্যদা ( মুখার্জী ) সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় কিছু কথাবার্তা হ'ল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর দেবেন রায়চৌধুরীদাকে ডাকতে বললেন।

দেবেনদা এলে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেবেন, ভিত্তিরির জন্যে দু'খানা রাইবাহার শাড়ী কিনে দিবি ?

দেবেনদা—আজ্ঞে, দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাধা ক'নে ?

অনুরাধামাকে ডেকে আনলেন একজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর এই অনুরাধার জন্যে আনবি একখানা উলঙ্গবাহার শাড়ী।

দেবেনদা হেসে বললেন—আচ্ছা।.........

ইতিমধ্যে রমণদার ( সাহা ) মাও এসে পে'ছৈছেন একটা ঘটি হাতে ক'রে। তাঁকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর রমণের মা'র শাড়ী হবে রাই-উম্মাদিনী রাধারাণী। সব ভাল-ভাল দেখে আনবি কিন্তু।

দেবেনদা—আজ্ঞে, তাই আনব।

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর দেবেনদাকে নির্দ্দেশ ক'রে উক্ত মায়েদের বলছেন—এমন মাল আর পাবা না।

দেবেনদাও একটু রঙ্গ করে ওঁদের বললেন—আর আমিও তো দেখতে-শুনতে মন্দ না। এবার দাঁত বাঁধানোর অর্ডার দিছি।

এইসব কথাবার্ত্তায় সমবেত সকলের মধ্যে হাসির একটা হিল্লোল বয়ে গেল।......

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। ভোরের দিকে আকাশে মেঘ ছিল। তারপর মেঘ কেটে গেছে। পরিষ্কার আকাশে সূর্য্যের তাপ লাগছে। পশ্চিমা হাওয়াও উঠতে সুরু করেছে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে ঘরের দিকে এলেন। আসতে-আসতে দেবেনদাকে বললেন—বড় খোকার পায়ে যেমন জুতো, ঐরকম একজোড়া জুতো আমারে এনে দিবি ?

দেবেনদা—দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাওয়ার সময় বড় খোকার জুতো দেখে যাস্।

সম্প্রতি পূজ্যপাদ বড়দা একজোড়া কাপড়ের জুতা পায়ে দিচ্ছেন, তার নীচে রবারের 'সোল'। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই জুতার উল্লেখ করছেন।

ঘরে এসে বসার পরে মণি ভাদুড়ীদা এসে জানালেন—বর্দ্ধমানের মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জী) একখানা মোটরগাড়ী কিনেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হয়ে বললেন—ভাল।.........তারপর বললেন—দেবেনও ইচ্ছা করলে একখানা কিনতে পারে।

দেবেনদা—আপনি আমাকে আগেও বলেছেন, কিন্তু চেষ্টা করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টাই করিস্ নে, তা' হবে কী ক'রে ? আমার কথা মনেই থাকে না তোর। 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড'-ও একখানা কেনা ভাল। 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বেবী অষ্টিন' অনেক সময় ভাল পাওয়া যায়। দেখে কিনতে হয়। তাহ'লে দূর-দূর পাল্লা মারা যায়।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। অজয়দা এলে তাঁকে বললেন—যা, ঐ দেবেনকে সাথে নিয়ে যেয়ে বড় খোকার জুতো দেখায়ে আন্ গে। আমি দেবেনকে ঐরকম একজোড়া জুতো আমার জন্যে আনতে বলেছি।

অজয়দা দেবেনদাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।......অনন্ত নামে একটি ছেলে কিছুদিন যাবৎ এখানে আছে। কাছেই বসেছিল। এখন সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল—আমি কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের ?

অনন্ত আর কোন উত্তর দিচ্ছে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুন্ঠদাকে (সিং) ডেকে বললেন বৈকুন্ঠ, ওর সাথে আলাপ কর তো !

বৈকুন্ঠদা অনন্তকে নিয়ে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় এক ঢোক জল খেয়ে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



গামছায় মুখটা মুছে গামছাটা বিছানার একপাশে রেখে দিলেন।

মহাদেবদা ( পোদ্দার ) সম্প্রতি এসেছেন নৈহাটি থেকে। বললেন—আমি এবার যেদিন আসি সেদিন বাসার পাশে একটা লোক মারা গেল। ঐ-জন্য অনেকে আমাকে বাড়ী থেকে বেরোতে নিষেধ করল। আমি ভাবলাম, ইষ্টস্থানে যাব, তাতে আর বাধা কী? চ'লেও এসেছি। কিন্তু এইরকম আসাতে কি কোন বাধাবিঘ্ন হ'তে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তীর্থস্থানে আসতে দিন লাগে না, যেতে দিন লাগে, গল্প শুনি এইরকম।

মহাদেবদা—লোকে বলে, ঐ বাড়ীটায় নাকি ভুত আছে। একদিন আমার শালা পায়খানায় যায়। পায়খানার উপরে দেখে এক বিড়াল। তারপর সেটা পায়খানার মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু আমার শালা পায়খানায় ঢুকে আর বিড়াল দেখতে পায় না। এতে অনেকের ভয় হ'য়ে গেছে। ওখানে ভুত আছে নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—( এক ধমকে ) আরে যাঃ, ভয় না আরো কিছু। ভাল ক'রে নাম করিস্।

এরপর গোত্র নিয়ে কথা উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম—গোত্রকারক ঋষি যে সব সময় বিপ্র হবেন তার তো কোন মানে নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন বিশ্বামিত্র-গোত্র আছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে বিশ্বামিত্র গোত্র নেই। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করেছিলেন।

আমি—কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করলেও তিনি তো বিপ্র হননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই সে গোত্র তোমাদের নেই।

আমি—আর একটা কথা। যেমন মাহিষ্যদের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্র আছে। শাণ্ডিল্যগোত্রের একজন বিপ্র কি ঐ শাণ্ডিল্যগোত্রের কোন মাহিষ্যের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদিও খুব দোষ হয় না, কারণ blood-এর connection ( রক্তের যোগাযোগ ) নেই। তবুও না করাই ভাল।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন। লেখা শেষ হ'য়ে গেলে ঐ প্রসঙ্গে বললেন—একজনের হয়তো চোখে cataract হয়েছে ( ছানি পড়েছে )। তার লিভারের অবস্থা কেমন তা' আর চোখের ডাক্তার বলতে পারে না। তার শরীরের chemical adjustment ( রাসায়নিক সঙ্গতি ) কেমন হ'চ্ছে, biological adjustment-এর ( শারীর সঙ্গতির ) সাথে সামঞ্জস্য কতখানি, এ যদি খুঁজে বের করতে না পারি তাহ'লে আর বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

একটি মেয়ে এতক্ষণ যাবৎ কাছে চুপচাপ বসেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুর! আমার মনটা এত চঞ্চল হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন চঞ্চল হবে কেন? মাকে ভক্তি করিস্, বাবাকে সেবা করিস্। দুঃখ্ মেলা জায়গায় ছড়ায়ে যাওয়ার চাইতে মা-বাবার কাছ থেকেই দুঃখ্ আসুক, সুখ আসুক। সেই ভাল।

গতকাল শ্রীশ্রীবড়মার জন্যে দু'দিকে হাতলওয়ালা একটা বেঞ্চি তৈরী করা হয়েছে। খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দার পশ্চিমদিকে বেঞ্চিখানা রাখা আছে। শ্রীশ্রীবড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত ক'রে অবসর হ'য়ে এসে ওখানে বসলেন।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আরো কয়েকটি বাণী দিলেন। তারপর স্নানে উঠলেন।

## ১৪ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ২৮।৩।১৯৫৭)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দায় আছেন। এবারের নির্ব্বাচনে বিজয়ীদের মধ্যে অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। উত্তরে তাঁদেরকে কী লেখা যায় জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি নির্ব্বাচিত হয়েছেন জেনে সুখী হ'লাম। আপনি মানুষের সাত্বত অর্থাৎ সত্তাসম্বন্ধী অভিনিবেশী হ'য়ে উঠুন। মানুষের শুভকর্ম্মী হ'য়ে চলুন। আপনার কথা শুনে ঠাকুর খুব খুশী হয়েছেন।

এই মর্ম্মেই সব চিঠির উত্তর দেওয়া হ'ল। এর পরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—জনক রাজা পরশুরামের আগে না পরে?

আমি উত্তর দিলাম—সমসাময়িক।

বনবিহারীদা—(ঘোষ)—পরশুরাম যদি উপাধি হয় তাহলে তিনি কখন ছিলেন তা' বলা মুশকিল। কারণ, মহাভারতের যুগেও পরশুরামের নাম শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে নতুন research-এ (গবেষণায়) বের করেছে, রামচন্দ্রের 30 years (৩০ বছর) পর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। সেইজন্য রামচন্দ্রের সময়ে যারা ছিল, তারা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের সময়েও ছিল।

কথা উঠল, মন্ত্রপূত ফল খেয়ে নাকি পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়েছিল। তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্ত্র কথাটার মানেই হ'ল কতকগুলি advice (পরামর্শ), এইভাবে-এইভাবে করবে। তার সাথে ঐ ফলটা হ'ল অনুপান।

রাজা দশরথের স্ত্রীগণের চরু খাওয়াবার পরে সন্তান হওয়া নিয়ে কথা উঠল।

আদিত্যদা (মুখার্জী)—খানিকটা চরু খাওয়ালো আর ছেলে হ'য়ে গেল? এ

কেমন ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর খাওয়ালেও হ'তে পারে, কারণ দ্রব্যগুণ থাকে। তা' ছাড়া psychological manipulation-এও ( মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার-প্রয়োগেও ) কাজ হয়। আমি তিনটে কাঁঠাল গাছে বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেছি। সে গাছগুলোতে ফল হ'ত না। কিন্তু কোপ মারার ভয় দেখালে, মানে দাও নিয়ে 'এই মারলাম, এই মারলাম' এরকম যদি করা যায়, তারপরেই সে কাঁঠাল গাছে ফল ফলতে আরম্ভ করে। আমি তিনটে এরকম গাছ দেখেছি। একটা লোক আমারে ক'ল, 'করেই দেখেন না।' তারপর ঐভাবে পরীক্ষা করলাম। ঠিক হ'ল। ঐরকম দেখার ইচ্ছে আমার বরাবরই। এখনও আছে। এইরকম অনেক মেয়েলোক আছে, ছেলেমেয়ে হয় না। কিন্তু তার বাড়ী থেকে যখন তার স্বামীর আর একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে, তখনই সেই মেয়ের ছেলেমেয়ে হ'তে থাকে। অবশ্য যদি কোন organic defect ( জৈব-বিকৃতি ) না থাকে তবেই ওরকমভাবে psychological unbalance-টাকে ( মানসিক অসামঞ্জস্যটাকে ) সরিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু গাছেরও psychological unbalance ( মানসিক অসামঞ্জস্য ) হয় কী ক'রে—আশ্চর্য্য ! আমার তো এখনও গাছ-টাছ কাটতে কষ্ট হয়।

আজ প্রায় কুড়িদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্নগ্রহণ করছেন না। কয়েকদিন পর আজ সকালে তাঁর ওজন নিয়ে দেখা হয়েছে যে ওজন একটু বেড়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝেই সে-কথার উল্লেখ করছেন। এখন আবার বলছেন—ভাত ছেড়ে দিলাম, তবুও শালা fat ( মাংস ) বাড়ে কী ক'রে ভেবে ঠিক পাইনে। আজ আবার ওজন বেড়ে গেছে ।

## ১৫ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৩ ( ইং ২৯।৩।১৯৫৭ )

সকাল বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিমদিককার ছাউনিটাতে এসে বসেছেন। এখনও লোকজন বিশেষ কেউ এসে পেঁছাননি। দু'চার জন কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সকাল বেলায় উঠে selfish ingratitude-এর ( স্বার্থপর অকৃতজ্ঞতার ) কথা মনে হওয়াতে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। এটা মনে হ'লেই আমার সবচাইতে বেশী কষ্ট হয়। তারপর বড় খোকার পায়ে ব্যথা। বেড়াতে যাওয়া হ'ল না। এজন্যেও মন খারাপ হ'য়ে গেল।

পূজ্যপাদ বড়দার পায়ে একটা ব্যথা হওয়ার জন্য গতকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেড়াতে যাওয়া হ'চ্ছে না। পূর্ব্বসূত্র ধ'রেই বললেন—কাল রাত্রে আবার মশারির মধ্যে মশা ঢুকে এত কষ্ট দেছে।

তারপর একটু রহস্যভরা হাসি হেসে বলছেন—আমি যেখানেই থাকি, সেখানেই মশা, মাছি, গরু, মানুষ, কুকুর, বিড়াল আ'সে জোটে। আর না জুটেই বা যাবে ক'নে! ক'নে যাবে?—যেখানে যায়, সেখানেই ঠোক্কর খায়। আমার যদি কয়টা মানুষ হ'ত তাহ'লে আমাদের sufferings (কষ্ট) অনেক কমত। কিন্তু তোমরা মোটে কথা হজমই করতে পার না। খারাপ কথা শোনামাত্রই খারাপ হ'য়ে যাও, ঐদিকে ঢ'লে পড়।

এরপর হাউজারম্যানদা বিহারে ইষ্টকর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিহারে যাওয়ার মত তো লোকই আর দেখিনে। বৈকুণ্ঠ (সিং) আছে আর বিষ্ণু (রায়) আছে। বিষ্ণুর মধ্যে আবার অনেকটা বামনাই রকম আছে। আমি তোমাদের সবাইকেই কই, তোমরা যদি শক্ত হ'য়ে না ওঠ তাহ'লে মারামারি বাধবে party politics (দলীয় রাজনীতি) নিয়ে। কম্যুনিষ্টরা বলবে, কংগ্রেসীদের মার। আবার কংগ্রেসীরা বলবে কম্যুনিষ্টদের মার।—এইরকম সব ব্যাপার হবে কিন্তু। এই পরিবেশের মাঝে প'ড়ে ঠিক থাকাও কঠিন হবে যদি নিজেদের একটা শক্ত দল না থাকে। সেই দলই সবাইকে ঠিক করতে পারে। এই দল গঠনের জন্য চাই মানুষ। কিন্তু মনে রেখো, পয়সার মানুষ দিয়ে কাম হয় না। পয়সা দেওয়া হবে না অথচ কাজ করতে পারবে, এমন লোক দরকার। সেইজন্য allowance-এর (ভাতা নেওয়ার) পক্ষপাতী আমি না। এটা ঐ allurement (প্রলোভন) না কী একটা ব'লে প্রবর্ত্তন করেছিল খেপু (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা)।

তারপর প্রসঙ্গ একটু ঘুরিয়ে বললেন—অনেকে মানুষের কাছ থেকে ঠকিয়ে পয়সা নেয়, মানুষকে আপনার করতে পারে না। এটা বুঝতে পারে না যে মানুষটাকে পেলে তার টাকা-পয়সাও পাওয়া হয়। মানুষই হ'ল root (মূল)।

কথায়-কথায় সাড়ে আটটা বেজে যায়। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে এলেন খড়ের ঘরের উত্তরের বারান্দায়। ওখানে ব'সে মায়া মাসীমার সাথে নিরালায় অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্ত্তা বললেন।

আজকাল রোজ বিকালেই শ্রীশ্রীঠাকুর একটু-একটু ক'রে শারীরিক ব্যায়াম করছেন। উপুড় হ'য়ে শুয়ে দুই হাতের উপরে শরীরের ভার রেখে ঊর্দ্ধাঙ্গ তোলা ও নামানো ক'রে থাকেন। আবার চিৎ হ'য়ে শুয়েও দুই পা উপরের দিকে তুলে আবার নীচে সোজাভাবে বিছানার উপরে রাখেন। আজও সেইরকম কিছুক্ষণ করলেন।

## ১৭ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৬৩ ( ইং ৩১।৩।১৯৫৭ )

আগামী নববর্ষ উৎসবের কিছু কাজের জন্য কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) কলকাতায় গিয়েছিলেন। গতকাল বিকালে ফিরে এসেছেন। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সব গল্প ক'রে বলেছেন। আজ সকালেও এসেছেন কেষ্টদা। একখানা ছোট জলচৌকিতে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে।

কলকাতায় একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টান মিশনারী ইংরাজ ভদ্রলোকের সাথে কেষ্টদার দেখা ও আলাপ হয়। তাঁর কথা উল্লেখ করে বললেন কেষ্টদা—আপনার কথা সব শুনে-টুনে শেষে কয়, Christ-এর ( খ্রীষ্টের ) পরে এরকম ভাবধারা আর কেউ দেননি।

তারপর prejudice ( কুসংস্কার ) নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Prejudice ( কুসংস্কার ) মানে হ'ল pre-judged notions ( পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয়ীকৃত ধারণাসমূহ )। আমি কই, pre-judged ( পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয়ীকৃত ) হওয়া উচিত fundamental culture, tradition ( মৌলিক কৃষ্টি, ঐতিহ্য ) এইগুলি। Custom-এর ( প্রথার ) তফাৎ হ'তে পারে, কিন্তু ঐ fundamental ( মূল জিনিস )-গুলি হওয়া উচিত সাত্বত, pertaining to existence ( সত্তাসম্বন্ধী )। তাই prejudice ( কুসংস্কার ) হোক আর যাই হোক, দেখা লাগবে, তা' যেন fundamental tradition, culture ( মৌলিক ঐতিহ্য, কৃষ্টি ), এগুলিকে অবজ্ঞা না করে।

বাণীগুলি নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওগুলি খুব ভাল ক'রে দেখা লাগবে। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তা' দেখে ঠিক করা লাগবে।

কেষ্টদা—কিন্তু অনেক repetition ( পুনরুক্তি ) হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Repetition ( পুনরুক্তি ) হ'লেও প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা। আর ওরকম যেটুকু হয়েছে তা' বেছে-বেছে ঠিক ক'রে যদি পরপর সাজানো যায় তাহ'লে একটা article-এর ( প্রবন্ধের ) মত হবেনে। একটা new type of conversation-এর ( নতুন ধরণের কথোপকথনের ) মত হবেনে।

এই সময় একটি ভদ্রলোক এলেন। বিষ্ণুদা ( রায় ) সাথে ছিলেন। পরিচয় দিলেন, ইনি এবারের নির্ব্বাচনে বিহারের এম-এল-এ প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( সোৎসাহে )—এখন তো ভাল ক'রে কাজ করা লাগে। তোমরা জিতেছ, আমি খুব খুশী। আমি অসুস্থ। ভাল ক'রে enjoy ( উপভোগ ) করতে পারলাম না। তা' না হ'লে তোমাদের কাছেও আবার সব শুনতাম। অবশ্য বিষ্ণুর কাছে আগেই সব শুনেছি।

ভদ্রলোক আনন্দে গদগদ হ'য়ে হাত জোড় করে বললেন—আপনার কৃপা।

আবার পূর্ব্বের রেশ টেনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে থাকেন—আমি খুব খুশী। তোমাদের খুশীতেই আমি খুশী। সেই খুশী নিয়েই আছি। (কেষ্টদাকে বললেন) —এরা নিজেদের মধ্যে কেউ কারো নিন্দাবাদ করেনি। বাইরেও কারো নিন্দা করেনি। রকমটা একেবারে সাত্বত, religious (ধার্ম্মিক) রকম। সবাই এদের 'পরে খুশী। এমন-কি opposite party-ও (বিরুদ্ধ দলও) এদের 'পরে ক্রুদ্ধ হ'তে পারেনি।

উক্ত ভদ্রলোক—বদ্রীবাবুও এসেছেন আমাদের সাথে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও। বদ্রীবাবুর বাড়ীর সব ভাল তো?

উক্ত ভদ্রলোক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, ভদ্রলোক এতক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বসতে দিলিনে?

উক্ত ভদ্রলোক—না, আমি এবারে যাব। (ব'লে বিদায় নিলেন)।

তারপর আমাদের লক্ষ্য ক'রে ব্যথিতচিত্তে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বলা লাগে। ওরা কিন্তু কয় না। আমি ওদের কত কইছি লোক এলেই বসতে দেবার জন্য। তা' শোনেই না আমার কথা।

## ২১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩ (ইং ৪।৪।১৯৫৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। ছোট্ট একখানি চৌকি। তার উপরে ছোট ক'রে পাতা শ্বেতশুভ্র শয্যা। একটি বালিশ পায়ের নীচে টেনে নিয়ে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সামনে ও দুই পাশে ভক্তবৃন্দ ব'সে আছেন তাঁর দিকে উন্মুখ হ'য়ে। কোন-কোন কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দিচ্ছেন।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বর্ত্তমান কর্ম্মী ও তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে কথা তুললেন। বললেন—কিছু-কিছু কর্ম্মীকে বাদ দিয়ে দিলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আপনি সবার কাছে যান। যেয়ে-যেয়ে এমন ক'রে তোলেন যাতে প্রত্যেকটা সৎসঙ্গী চেতে ওঠে। আর, এইরকম হ'তে হ'তে শেষে যাতে একেবারে কেরালার মত হ'য়ে ওঠে তাই করা লাগে। (কেরালায় বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক সংহতি হয়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুর তারই ইঙ্গিত করছেন।)

কেষ্টদা—বাইরের থেকে কর্ম্মী recruit (সংগ্রহ) করা দরকার। আর, এখনকার কিছু আজেবাজে কর্ম্মীকে বাদ দিয়ে দেওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু মনে হয়, আপনার এর মধ্যে দিয়েই হ'তে পারে। Minimum (কমপক্ষে) ২০০/২৫০ কর্ম্মী যদি আপনাদের হাতে থাকে ঐ ওদের মতন (মণি করদাকে দেখিয়ে), তাহ'লেই হয়। আর তাদেরই ঠিক ক'রে তুলতে হয়।

তাদের সাথে কথাবার্ত্তা কওয়া লাগে। তাদের নিয়ে বসা লাগে। তাদের trained (শিক্ষিত) করা লাগে। এরা wholetime-ই (সর্ব্বক্ষণের জন্যই) হোক আর part time-ই (কিছু সময়ের জন্যই) হোক—কর্ম্মীই। এদের নিয়েই বসা লাগে।

কেষ্টদা আবার বললেন—কিন্তু এদের মধ্যে বাজে লোক যারা তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাদ যে দেবেন, কিন্তু কে যে কিভাবে ঠেলে ওঠে তা' কওয়া যায় না। দেখেন অজয় ঘোষ বাংলার মানুষ, কিন্তু কেরালায় যেয়ে lead করছে (নেতৃত্ব দিচ্ছে)।

কেষ্টদা—শুধু কেরালায় কেন, বার্ম্মায়ও control (শাসন) করে। ওরা এতটুকু immorality-কে (নীতিবিরুদ্ধতাকে) প্রশ্রয় দেয় না। ওরা বিশ বছরের, কিন্তু আমরা already (ইতিপূর্ব্বে) চল্লিশ বছর পার ক'রে দিছি। কী হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্ততঃ এতটুকু হয়েছে যে টের পাওয়া গেছে আপনাদের strength (শক্তি) কতটুকু। ওদের মত অতগুলি desperate worker (মরীয়া-হওয়া কর্ম্মী) যদি আপনার থাকে তবে বাংলা কেরালার মত হ'তে পারে, মানে সৎসঙ্গীদের হ'তে পারে।

কেষ্টদা—বিহারে আজকাল আর তেমন কেউ work (কাজ) করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি হরিনন্দনকে বলেছি, বিষ্ণুকেও বলেছি, বেছে-বেছে ঐরকম desperate type-এর (মরীয়া ধরণের) ২৫ জন ঠিক কর।

কেষ্টদা—কিন্তু ঐভাবে বাছতেও তো সময় লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিচ্ছু সময় লাগবে না। ওরা করলেই হয়। আমি কই পঁচিশ জন ঐরকম বের কর যারা 'শির উতারে ভুঁই পাড়ে।'

কেষ্টদা—কিন্তু ঐভাবে বাছতেও তো সময় লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে একযুগ লাগবে, করলে আর তা' লাগে না। (একটু থেমে বললেন) আমি যদি একটু তাজা হ'য়ে নিতে পারতাম তাহ'লে সৎসঙ্গীদের আর চাকরীই করতে দিতাম না। চাকরী করলে মানুষের independent thoughts বা action (স্বাধীন চিন্তা বা কর্ম্মশক্তি) কিছুই থাকে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজীতে কয়েকটা বাণী দিলেন। লেখা হ'য়ে যাওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আবার প'ড়ে শোনালেন প্রফুল্লদা (দাস)। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হ'ল?

কেষ্টদা—ভাল।

হরিনন্দনদা ( প্রসাদ )—আচ্ছা, এই যে সব natural calamities ( প্রাকৃতিক বিপর্যয় ) ঘটে, এক বছর হয়তো খুব বৃষ্টি হ'ল, পরের বছর গেল অনাবৃষ্টি, এসবের কি কোন scientific cause ( বৈজ্ঞানিক কারণ ) আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ঘটে তারই science ( বিজ্ঞান ) আছে। ঐ যে কথা আছে, রাজা যদি well-adjusted ( সুনিয়ন্ত্রিত ) হয় তাহ'লে কালকে goad ( চালনা ) করতে পারে। আমাদের পরিস্থিতিও আছে, পরিবেশও আছে। পরিস্থিতিকে যেমন adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করা লাগবে, তেমনি পরিবেশকেও adjust ( নিয়ন্ত্রণ ) করা লাগবে। "রাজা কালস্য কারণম্"। বিপর্যয়ের কারণটা যত invent ( আবিষ্কার ) করতে পারব ততই সেটাকে resist ( নিরোধ ) করতে পারব। এই যেমন শুনতে পাই, পাকিস্তানে বহু গাছ কেটে ফেলেছে। তার জন্য ওখানে কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসা অসম্ভব নয়। প্রকৃতিতে কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি আমরা resist ( নিরোধ ) করতে পারি না, কিন্তু গাছের তা' resist ( নিরোধ ) করবার ক্ষমতা আছে। সেইজন্য গাছ থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য, এই একটা ব্যাপারের সাথে অন্যান্য factor-গুলিও ( উপকরণগুলিও ) যাতে ঠিক থাকে সেদিকে নজর রাখতে হয়।

হরিনন্দনদা—Humanity ( মনুষ্যজাতি ) আর nature-এর ( প্রকৃতির ) সাথে কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Humanity is the creature of nature ( মনুষ্যজাতি প্রকৃতির জীব )। একটা হ'ল mobile ( গতিশীল ), আর একটা motile ( স্বয়ং চলমান )। যাদের life ( জীবন ) আছে তারা motile ( স্বয়ং চলমান ), আর যাদের অন্যে চালায় তারা mobile ( গতিশীল )। সেজন্য সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষের intelligence ( বুদ্ধি ) বেশী। সে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে যেতে পারে।

হরিনন্দনদা—মানুষের মত feeling ( বোধ ) কি গাছের আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাছের মত ক'রে গাছের আছে। যেমন পোকা আছে, গরু আছে। তাদের মত ক'রে তা'রা feel ( বোধ ) করে।

হরিনন্দনদা—মানুষ কি ক'রে natural evil-কে ( প্রাকৃতিক বিপত্তিকে ) resist ( প্রতিরোধ ) করতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Intelligence ( বুদ্ধি ) বেশী থাকার দরুন মানুষ কারণটা বোঝে, আবার সেই কারণটা কিভাবে combat ( প্রতিহত ) করা যায় তাও বুঝতে পারে এবং সেইভাবে যা' করণীয় তা' করে।

হরিনন্দনদা—মানুষের পাপ কি nature-এর (প্রকৃতির) উপরেও বর্ত্তায়? যদি বর্ত্তায় তাহ'লে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ মানে পা—প, পালন থেকে পতিত করে যা', existence-কে (অস্তিত্বকে) resist (প্রতিহত) করে যা'। মানুষের জন্যে গাছপালারও পাপ হয়। মানুষের পাপ এইভাবে nature-এর (প্রকৃতির)' পরেও যায়। পাপ তা'ই যা' বাঁচার থেকে পতিত করে। আর নরক হ'ল তা'ই যা' against becoming (বর্দ্ধনার বিরোধী)।

হরিনন্দনদা—কিন্তু logician (নৈয়ায়িক) বলেন যে, কোথাও uniformity of nature (প্রকৃতির একরূপতা) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Uniformity (একরূপতা) তো নেই-ই। তোমার মত তুমি, ওর মত ও। কিন্তু existence (সত্তা) আছে সবারই। (একটু থেমে বললেন) আমরা যখনই cosmos (সুশৃঙ্খল)-রকমে থাকি তখন আমাদের strength (শক্তি) হয়, valour (শৌর্য্য) হয়। আর, যখন chaotic (বিশৃঙ্খল)-রকমে থাকি তখনই হয় উল্টোটা।

হরিনন্দনদা—Ideal (আদর্শ) না থাকলে অবশ্য মানুষ chaotic (বিশৃঙ্খল) হ'য়েই ওঠে। কিন্তু Ideal (আদর্শ) কি সব যুগে পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক Ideal (আদর্শপুরুষ) আসলে তাঁর era (কাল) অনেকদিন যায়। যাঁরা পরমপুরুষ, যাঁরা incarnation of God and good (ঈশ্বর এবং কল্যাণের অবতার), তাঁরা অনেকদিন পর-পর আসেন। আর যাঁরা পাবক পুরুষ তাঁরা মাঝে-মাঝে আসেন। শয়তানের সাথে তাঁদের conflict (সংঘাত) হয়।

কথা বলতে-বলতে বেলা এগারোটা বেজে যায়। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর আর একবার তামাকু সেবন ক'রে স্নানে উঠলেন।

খড়ের ঘরের উত্তরের প্রাঙ্গণে বড় ক'রে একটা ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া হয়েছে। ছাউনির নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকি পাতা। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে এসে বসলেন। নববর্ষ-উৎসব আগত প্রায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল না-থাকায় এর আগের উৎসব হয়নি। দীর্ঘ বর্ষকাল পরে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে জনসমাগম স্বভাবতঃই বেশী হবে চিন্তা ক'রে ঠাকুর-আঙ্গিনার চারপাশে শক্ত ক'রে বাঁশের বেড়া দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, যা'তে লোকের অত্যধিক চাপে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন কষ্ট না হয়। পূজ্যপাদ বড়দা বনবিহারীদা (ঘোষ), গোকুলদা (নন্দী), সূর্য্যদা (বোস) প্রমুখ ডাক্তারদের সাথে নিয়ে চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে কোন্ জায়গায় কেমন ব্যবস্থা করলে ভাল হয় সে-সব আলোচনা করছেন ও কর্ম্মীদের তেমনিভাবে কাজ করতে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চারপাশে বাঁশের বেড়ার কাছাকাছি চারখানি যাজনচৌকি রাখার নির্দ্দেশ

দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মী এগুলিতে ব'সে সমাগত জনগণের সাথে কথা বলবেন এবং তাঁদের বিশেষ-বিশেষ সমস্যা নিবেদন করবেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

ওয়েস্ট-এণ্ডের বড় প্যাণ্ডাল, আনন্দবাজারের রান্না ও প্রসাদগ্রহণের জায়গার জন্য প্যাণ্ডাল, রঙ্গনভিলার অভিনয়মঞ্চ প্রভৃতির কাজ সমাপ্তপ্রায়। কলকাতা থেকে লরী বোঝাই হ'য়ে ত্রিপল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি এসে পেঁছাচ্ছে। গরুর গাড়ীতে ক'রে আসছে শত-শত বাঁশ। এইসবের শব্দে চারিদিক মুখরিত। যাঁকে কেন্দ্র ক'রে এই আনন্দমেলা, অনেকদিন পর সেই প্রাণপুরুষ আজ সুস্থ। তাই আশ্রম-প্রাঙ্গণ আজ হর্ষের দোলায় দোলায়িত। চারিদিকে ঘষামাজা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে তোলার কাজ পুরামাত্রায় এগিয়ে চলেছে। অমেয় প্রাণজোয়ারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলেছে সৎসঙ্গ তথা সৎসঙ্গিগণ।

বাইরে থেকে যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসবেন ও কথাবার্ত্তা বলবেন তাঁদের বসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ছয়খানা কাঠের পিঁড়ি তৈরী করতে বলেছিলেন। আজ বিকালে মনোহরদা (সরকার) সেগুলির কাজ শেষ ক'রে এনে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে।

সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রামেশ্বর ভর্ম্মাদা। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই রামেশ্বর! যারা বাইরের থেকে আসে তাদের বসার জন্য এই পিঁড়ি। ঐ যে দেবু-টেবু থাকে—(বলতেই আমার দিকে নজর পড়তে বললেন) এই তো দেবু, এই, দেখ্। এই পিঁড়িগুলি বসার জন্য। (আবার রামেশ্বরদাকে) ওরা যেখানে বসবে সেখানেই এইগুলি থাকবে। কারণ, আমি আছি। সেখানে ওরা হয়তো ব'সে লিখছে। একজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েই থাকল। ওরাও লক্ষ্য করতে পারে না। শেষে আমার কওয়া লাগে বসতে দেবার জন্য। তাতে মানুষ ভাবে যে, ঠাকুর না ক'লে আর এরা কিছু করে না। সেটা তোমাদের পক্ষে ভাল হয় না।

তারপর পিঁড়িগুলি দেখিয়ে আমাকে বললেন—নে, এইগুলি নিয়ে রাখ্।

আমি—মনোহরদা! এগুলি থাকবে ঠাকুরঘরের বারান্দায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির পাশে একটি চেয়ারে বসেছিলেন শ্রীশ্রীবড়মা। মনোহরদা আমার কথামত যেই পিঁড়িগুলি নিতে যাবেন অমনি শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—ওখানে রাখলে একটাও থাকবিনানে।

শ্রীশ্রীঠাকুরও সেকথা সমর্থন করলেন।

আমি একটু হতবুদ্ধি হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহ'লে কোথায় রাখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমি জানি না। আমি ক'রে দিলাম। রাখার দায়িত্ব তোমার।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—এগুলি তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে তোমার care-এ (তত্ত্বাবধানে) রাখ।

আমি—আপনার ওখানে, যতি-আশ্রমে রাখলেও তো হয়।

ননীদা—না, ও তোমার ঘরেই রাখা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বুঝে, ননীদার কথামত আমি পিঁড়িগুলি নিয়ে আমার অশ্বত্থতলার নীচেকার ছোট ঘরখানির মধ্যে সাজিয়ে রেখে এলাম। সন্ধ্যার সময় মনোহরদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশমত তৈরী আরো ছয়খানা ছোট-ছোট বেঞ্চি নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুব খুশী হলেন এবং বললেন—দে, ঐ দেবুকে দে।

আমি সেগুলিও একে-একে নিয়ে আমার সেই ছোট ঘরেই রেখে এলাম।

## ২২শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৬৩ (ইং ৫।৪।১৯৫৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিম দিককার আসনে ব'সে সুনীতি ও কুনীতি সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন। তারপর নারীজাতি-সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের Indian Conception (ভারতীয় ধারণা) হ'ল, স্বামীই ভগবানের পাদুকা। যে-দেশের নারী স্বামীর সাথে সহমরণে যেত, বুঝে দেখ সেখানে স্বামীর conception (ধারণা) কী!

একটা প্রশ্ন মনে আসছিল, জিজ্ঞাসা করলাম—কোন মেয়ে যদি বিয়ের পরে জানতে পারে যে তার স্বামী ক্লীব, সেখানে ঐ মেয়ের পুনর্ব্বিবাহ চলে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-বিবাহ তো সিদ্ধই হ'ল না। একজন মেয়েলোক যদি আর একজন মেয়েলোককে বিয়ে করে, সেটা কি সিদ্ধ হয়?

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—তাহ'লে ঐ মেয়ের পুনর্ব্বিবাহে সে কি বধুত্বের মর্য্যাদা পাবে, না অববধু হ'য়ে থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বধুও হ'তে পারে, অববধুও হ'তে পারে। সে তার রকম দেখে ঠিক হবে।

পূজ্যপাদ বড়দার পায়ের ব্যথাটা আজ দু'দিন যাবৎ বেশ কম ছিল, কিন্তু আজ বিকালের দিকে হঠাৎ বেশ বেড়ে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উৎকণ্ঠিত, বার-বার লোক পাঠিয়ে বড়দার খোঁজ নিচ্ছেন। ডাঃ সূর্য্যদা (বোস) সহর থেকে স্থানীয় এক কবিরাজকে নিয়ে এসে দেখিয়েছেন। কবিরাজমশাই যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব'লে গেলেন—চিন্তার কোন কারণ নেই। ব্যথা দু'দিনেই ক'মে যাবে। ব্যথা কমাবার জন্য ইন্‌জেক্‌সন্ ও প্রলেপের ব্যবস্থা দেওয়া হ'ল।

সন্ধ্যার পর খবর এল, পূজ্যপাদ বড়দার ব্যথা একটু কমের দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুর

তখন অনেকটা স্বস্থ হলেন। পারগতা সম্বন্ধে বাণী দিলেন একটি। পরে বললেন—পারিজাত মানে পারগতা থেকে জাত, Tree of activity (কৃতি-পাদপ)। সত্যভামার ছিল পারিজাত।

বনবিহারীদা (ঘোষ)—সত্যভামার না, শ্রীকৃষ্ণের ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণের হ'লেই তো সত্যভামার হ'ল।

**২৩শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৬৩ (ইং ৬।৪।১৯৫৭)**

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাম্বুর পূর্বদিকে অশ্বত্থতলায় নীচেকার ছাউনিতে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ চারিপাশে উপবিষ্ট। চৈত্রশেষের মনোরম স্পর্শ প্রকৃতির পাতায়-পাতায় ছড়ানো। বিশ্বজনমোহন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রফুল্লচিত্ত দেখে সে-স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে সবার চিত্তে-চিত্তে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর রামেশ্বরদাকে (ভর্ম্মা) জিজ্ঞাসা করলেন—তোরা রুটিকে ভাতের মত এঁটো ব'লে মনে করিস্ ?

রামেশ্বরদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাত আর রুটি এগুলি হ'ল 'ষ্টার্চ্চ'। রুটি যদি ঘি দিয়ে তৈরী হয় তাহ'লে খারাপ হয় না। কিন্তু ঘি না দেওয়া থাকলে রুটির fragment-গুলি (কণাগুলি) বাতাসে ওড়ে। ঘি দেওয়া থাকলে আর তা' হয় না। একটা ভাত যদি মাটিতে থাকে তাহ'লে কিছু হয় না, কিন্তু যদি টেবিলের পরে বা ছুঁচের ডগায় থাকে, দেখো কিছুক্ষণ পর তাতে bacteria (জীবাণু) form করতে (জন্মাতে) আরম্ভ করেছে। পেটে তো ভাত আছে। কিন্তু বাতাসের contact-এ (সংস্পর্শে) আসলেই তার মধ্যে bacteria form করে (জীবাণু জন্মায়)। তোমার পেটের মধ্যে তো গু আছে। ইচ্ছে করলে তুমি এখনই কুঁথে হাগতে পার। না-হাগা পর্য্যন্ত বেশ। হাগলেই দোষ। ঐ বাতাসের contact-এ (সংস্পর্শে) আসলো। তখন ভাল ক'রে wash করা (ধোওয়া) লাগে। নতুবা ঘা-ও ক'রে দিতে পারে। আবার মুখের লালাতেও bacteria form করে (জীবাণু জন্মায়)। সেইজন্য আচারের একটু বেশী-বেশীও ভাল, কিন্তু কম ভাল না।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—অনেকের আবার আচার মানতে যেয়ে বাড়াবাড়ি হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়াবাড়ি ভাল না। কিন্তু একটু margin (সীমা) থাকা ভাল। তুমি যদি একটু বাড়াবাড়ি ক'রে margin (সীমা) রেখে চল, তাহ'লে সাধারণ লোকের করাটা ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় যেয়ে ঠেকবে।

আমি বললাম—সেদিন আনন্দবাজারে রামেশ্বরদা ভাতভর্ত্তি বাটির নীচে হাত

দিয়ে আবার কাপড়ে হাত দিলেন। বললেন 'কী দোষ।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, scientifically (বিজ্ঞানসম্মতভাবে) তাতে কোন দোষ নেই বটে। তুমি অমনটা করলে তাতে হয়তো দোষ হবে না। কিন্তু তোমার দেখাদেখি আর একজন ভাত খেয়ে বা এঁটোতেই হাত দিয়ে কাপড়ে হাত মুছে ফেলল। এইরকম একটু-একটু ক'রে নামতে থাকে আর কি! সেইজন্য একটু margin (সীমা) রাখা সব সময় ভাল।

**২৬শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৩ (ইং ৯।৪।১৯৫৭)**

গত পরশু হাউজারম্যানদা কলকাতা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একটি ওজন হওয়ার যন্ত্র নিয়ে এসেছেন। দাম পড়েছে ৩৭০ টাকা। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরের ওজন নেওয়া হ'ল, ১৯৯ পাউণ্ড। তারপর তাঁর নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীবড়মারও ওজন নেওয়া হ'ল, ১৮৮ পাউণ্ড।

সকালে প্যারীদা (নন্দী) পূজ্যপাদ বড়দার স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে এলেন। তিনি আজ অনেকটা ভাল আছেন, পায়ের ব্যথা অনেকটা কম।

আগামী উৎসবে কর্ম্মীগণ কে কোন্ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, সহায়ক হিসাবে কে-কে থাকবেন, ইত্যাদি বিষয়ের এক আলোচনা-সভা গত রাত্রে যতি-আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকাল থেকেই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীরা স্ব-স্ব বিভাগের কাজ সুরু ক'রে দিয়েছেন। কারণ, মাঝে আর মাত্র দু'দিন আছে উৎসবের।

এবারকার উৎসবে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) পরিচালনায় 'Becoming' নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকা নতুন প্রকাশিত হ'চ্ছে। তা'ছাড়া পূর্ব্বের 'ঋত্বিক্' পত্রিকা-খানির প্রকাশনা বহুদিন যাবৎ বন্ধ ছিল। এবার উৎসবে ঐ পত্রিকা সৎসঙ্গ প্রেস্ থেকে ছাপা হ'য়ে প্রকাশিত হ'চ্ছে। যে-সব কর্ম্মী পত্রিকার কাজে আছেন তাঁরা পত্রিকাকে সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছেন।

উৎসব-উপলক্ষে লোকজনের আগমন সুরু হ'য়ে গেছে। রোজ সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলায়ই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের নবনির্ম্মিত ছাউনিটির তলে বসছেন এবং সমাগত দাদা ও মায়েদের সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন।

**৯ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ২২।৪।১৯৫৭)**

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পূর্বদিকের ছাউনিটায় এসে বসেছেন। নববর্ষ-উৎসবের পর এখনও কিছু-কিছু কর্ম্মী আছেন। বিষ্ণুদা (ঘোষ), দেবেনদা (রায়চৌধুরী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), হাউজারম্যানদা প্রমুখকে ডেকে শ্রীশ্রীঠাকুর

বললেন—এই, আমার জন্য একখানা ঘর ক'রে দে, বেশ বড়—প্যাগোডার মত। উপরে তলা থাকবে। আর চারদিক দিয়ে এই এত বড় বারান্দা থাকবে। আমি চ'লে-ফিরে বেড়াতে পারব। আর, যখন অচলই হ'য়ে গেলাম, এইভাবেই বোধহয় আমার থাকা লাগবে। (পুবের তাম্বুটি দেখিয়ে) ওটাই এতবড় ক'রে করা যায়। কিন্তু এই বেলগাছ কাটতে পারবা না। আর, ঘরখানা হওয়া চাই earthquake-proof (ভূমিকম্প-প্রতিরোধক)। চতুর্ভুজকে (নিরৌলা) কইছি, অনিলকেও (গাঙ্গুলী) কই, আমাকে একখানা খুব বড় থাকার ঘর ক'রে দাও। আমি প'ড়েই গেলাম। (বিষাদের সুরে) জীবনে কখনও ঘরের কথা মনে হয়নি। কিন্তু আজ মনে হয়। তোদের কাছে নালিশ জানালাম। তোদের মত ক'রে তোরা ক'রে দিবি। ঘরের মধ্যে নাওয়া-খাওয়া, হাগা সব কিছুর ব্যবস্থা থাকবে।

তারপর ভালবাসা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মায়ের প্রতি টান নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর গল্পের মত ক'রে বলতে লাগলেন—ভালবাসার test (পরীক্ষা) হ'ল, আমি যখন তোমাকে গালাগালি করি তখন তুমি কেমন থাক। আদর করব, বুকে নেব, সেটা ভালো লাগে। আর, পিঠে যদি একটা চড় দিই অমনিই ছুটে গেলে। তাহ'লে বুঝতে হবে তুমি ভালবাসার বাড়ীর ধারেও নেই। মা আমারে কী সাপ্‌টান্‌টাই সাপ্‌টাইছে। তবুও মাকে না হ'লে আমার চলত না। বাইরে কোন ভালো ক'রে আসলে একটা কথা ব'লেও তো আত্মপ্রসাদ নিতে ইচ্ছা করত। কিন্তু আমার কপালে তা'র সুযোগ জুটত না। একদিন বাড়ীতে মা আমাকে মেরেছে। তারপরে কিশোরী ডাক্তারের বাড়ী গেছি। যেয়ে ডাকলাম—ডাক্তার! ডাকার সাথে-সাথে পিঠে ফটাস্ ক'রে এক বাড়ি। তাকায়ে দেখি—মা। তারপর সেখান থেকে দিলাম দৌড়। এক দৌড়ে উ—ই সে একেবারে কত দূরে। মা'ও ছুটল পিছন-পিছন। তারপর লাফায়ে যেয়ে পড়লাম নদীর জলে, মা'ও পড়ল। ডুব সাঁতার দিতে লাগলাম। মা'ও পাছ-পাছ সাঁতার দিয়ে আসে। শেষে মা আর আমারে খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ পরে দেখি মা উঠে গেল। তারপর আমিও আস্তে আস্তে উঠে আসলাম।

কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু আনমনা হ'য়ে পড়লেন। চোখ যেন তাঁর সুদূর অতীতের স্মৃতিতে নিবদ্ধ। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—মা আমারে কত মারত। কিন্তু আমার মা'রে না হ'লে চলত না। এই যেমন শিবাজীর গল্প শুনি। যখন সে রাজা তখনও রামদাস তারে কী কষা কষেছেন। সেইজন্যই না আজ সে শিবাজী। কিন্তু শিবাজীর ছেলে শম্ভুজীর বেলায় আর তার দরকার হয়নি। কারণ, সে তৈরী মালই পেল। ধর তুমি বাংলার গভর্নর, আমি যদি তোমারে ধ'রে মারি, তাতে যদি তুমি ছিটকে যাও তাহ'লেই সব ছিটকে গেল।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



বড়াল-বাংলো কিনে নেবার কথা চলছে। এবার সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—এখানে বাড়ীর move দিতে ( চেষ্টা করতে ) যেয়ে আবার বাংলায় বাড়ী নেবার কথা ভুলে যেও না। Minister ( মন্ত্রী )-দেরও ওকথা ব'লে দেওয়া হয়েছে। এই তোমাদের সুযোগ। এটা ছেড়ে দিলে অনেকখানি lose করবে ( হারাবে ) তোমরা।

একজন বললেন, এবারের উৎসবে সুধাংশুদা ( শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা ) আসেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামর্থ্য থাকতেও যদি কেউ না আসে তা' আমার ভালো লাগে না।

**১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৩। ৪। ১৯৫৭ )**

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় আছেন। ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম ক'রে বসছেন। নিরাপদ পান্ডাদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিরাপদ! শোন। শ' আড়াই মানুষ যোগাড় ক'রে ফেল যারা মানুষকে tackle করতে ( পাকড়াতে ) পারবে। শ' আড়াই হ'লে তাদের দেখাদেখি অন্যগুলিও active ( সক্রিয় ) হ'য়ে উঠতে পারবে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ বই কিনলে ideology (আদর্শ ) সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideology ( আদর্শ ) সম্বন্ধে জানতে গেলে সত্যানুসরণ আর অনুশ্রুতি ( ১ম খন্ড ) খুব ভাল।

ননী চক্রবর্ত্তীদা—নানাপ্রসঙ্গে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আবাব বড় হ'য়ে যায়।

এই সময় রমণদার ( সাহা ) মা এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রমণের মা! আজ কী রাঁধবে নে ?

রমণের মা—কী রাঁধব! জ্বর হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্বর হইছে! তাহ'লে যাও, ওষুধ নেও গে'। ঐ যে তোমার পাশেই ডাক্তার আছে।

ডাঃ ধীরেনদা ( ভট্টাচার্য্য ) পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে রমণদার মাকে নিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদাকে ডেকে ব'লে দিলেন—শোন, ভাল ওষুধ দেও গে'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার স্বর আজ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। তবুও এই নিয়েই কথাবার্ত্তা বলছেন। পূজ্যপাদ বড়দার পেটে একটা অস্বস্তি। সকালে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না।

বেলা আটটা বেজে গেল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। কেষ্টদা উইলিয়ম জেম্‌স্‌-এর Psychology (মনস্তত্ত্ব) নিয়ে কথা তুললেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের culture and marriage-এর (কৃষ্টি ও বিবাহের) মধ্যে সবটা আছে। একজনের stripes (বর্ণরেখা) দেখে বোঝা যায় কৃষ্টির জোর কতখানি। বংশের ধারা যদি ঠিক থাকে তবে সন্তানসন্ততি con-centric (সুকেন্দ্রিক) হবেই। নিষ্ঠা তাদের থাকবেই। তাদের অযোগ্যতা থাকলেও নিষ্ঠা ঠিকই থাকে। আর, বংশে যদি interpolation (প্রক্ষেপ) ঢুকে যায় তাহ'লে নিষ্ঠারও ব্যতিক্রম হয়।

কেষ্টদা—Stern reality-র (কঠোর বাস্তবতার) সময় আপনি যেমন চলেন বা চলতে বলেন, তাতে যেন soft-mindedness (কোমলচিত্ততা) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার soft-mindedness (কোমলচিত্ততা) ছাড়াও নেই। আমার যা' বোধে আসে তাই কই।

কথায়-কথায় কেষ্টদা বললেন—Social education-এর (সামাজিক শিক্ষার) দাম অনেক। শুধু instinct-এর (সংস্কারের) 'পরে জোর দিলে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, social education বড় factor (সামাজিক শিক্ষা বড় উপাদান)। ওটা আমাদের auto-instinctive education-এর (স্বতঃ-স্বভাবজ শিক্ষার) সৃষ্টি করে। আমাদের সব করা, সব চলার ভিতরে যেগুলি disconne-cted (অসংলগ্ন) হ'য়ে আছে, সঙ্গতিসাধনের দ্বারা সেগুলি ধরিয়ে ঠিক ক'রে দেওয়াই হ'ল education-এর (শিক্ষার) কাজ। বর্ত্তমান education-এ (শিক্ষায়) তা' নেই।

কেষ্টদা—ডিউই সাহেব বলেন, সমস্ত-জানাটার একটা সঙ্গতি আনা দরকার। How to behave rightly (উপযুক্ত ব্যবহার করতে শেখা), এটাই হ'ল education (শিক্ষা)। উনি বলেন, শুধু বই প'ড়ে জ্ঞান হয় না। Experience-এর (অভিজ্ঞতার) ভিতর-দিয়ে চলা—তাই হ'ল অধ্যয়ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধ্যয়ন মানে আমিও তো ঐ কই।

কেষ্টদা—আমাদের Becoming পত্রিকায় এই আলোচনাগুলি হ'লে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছে তো ক'রে, কিন্তু শক্তি নেই।

কেষ্টদা—আমাদের দেশে কপিল, ভরদ্বাজ প্রমুখ অনেক great thinkers (বিরাট চিন্তাশীল ব্যক্তি) ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক ছিলেন।

এরপর কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় বাণীগুলি নিয়ে কথা তুললেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বোধহয় বহু point ( বিষয় ) দেওয়া আছে। আর, যে-সব জায়গায় গাঁট আছে, সেইসব জায়গায় দেওয়া আছে 'প্রায়'।

কেষ্টদা—সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যা' বলেছেন সেটা একেবারে আধুনিক philosophy-র ( দর্শনশাস্ত্রের ) মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের আশীর্ব্বাদে সবগুলি, সব point ( বিষয় )-গুলি দেওয়া আছে।

কেষ্টদা—Absolute ( চরম ) কা'কে বলে তাও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( মিষ্টি হেসে )—সমস্ত subject-ই ( বিষয়ই ) দেওয়া আছে, বোধহয়।

কেষ্টদা—'ইলেকট্রনিক থিওরি' আগে পড়তাম। কিন্তু এখন তার মধ্যে 'পজিট্রন' 'নিউট্রন' প্রভৃতি কয়েকটি নতুন substance ( পদার্থ ) পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলো আমি জানি না। তবে অণু, পরমাণু, চিদণু, কোনটার পরে কখন কিভাবে কোনটা আস্‌ল তা' সব আমার মতো ক'রে দেওয়া আছে। আমি ওগুলো পড়িনি ভালই হয়েছে। পড়া থাকলে এটা এমন থাকে সেইটা বুঝে নিয়ে বলতে হ'ত। 'পজিটিভ' 'নেগেটিভ' কেমন ক'রে হ'ল তা' আমার ঐ 'ঊষর প্রান্ত' দিয়ে লেখাটার মধ্যে পাওয়া যায়। ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) কিন্তু কী করি! সবগুলো যে আর revise ( পুনরালোচনা ) করতে পারিনে।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব কাশি উঠল। কাশি থামতে এক ঢোক জল খেয়ে গামছায় মুখটা মুছে ফেললেন। পরে বললেন—আমার ঘর ক'রে দেন। তা' না হ'লে আর উপায় নেই। ঘরখানা প্যাগোডার মত হ'লে ভাল হয়। আর, খুব বড় বারান্দা করা লাগে চারদিক দিয়ে, খুব বড় বারান্দা। আর, দোতলা হওয়া চাই। ঘরের কুলুঙ্গীর মধ্যে যে পাখা বসানো থাকবে তা' যেন ঘরের বাতাসটা টেনে বাইরে বের ক'রে দিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে কেষ্টদা উঠে যেয়ে কর্ম্মীদের সাথে ঘরের বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

**১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৬।৪।১৯৫৭ )**

গত দু'দিন ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার উপসর্গ বেশ বেড়েছিল। আজ একটু ভাল আছেন। বড়ালের বারান্দাতেই আছেন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন বেলা সাড়ে আটটার পর।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বলছিলেন—বুদ্ধদেবের পর থেকে একটা effort ( প্রচেষ্টা )

চলেছে to combat decay and death ( ধ্বংস ও মৃত্যুকে প্রতিহত করার )।

কিছুক্ষণ পর কেষ্টদা আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদগুলির কথা বলতে আরম্ভ করেন। শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'পলিটিক্স' কথাটা যে কী কয় আমি বুঝি নে। আমি আমার মতো ক'রে বুঝি।

কেষ্টদা—কিভাবে বিভিন্ন দেশে শাসনব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে, সেইসব কথা আছে ওর মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু সেটা based on what ( কিসের উপর ভিত্তি ক'রে ) ?

কেষ্টদা—এক একজনের এক একটা theory ( মতবাদ ) আলাদা-আলাদা ক'রে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে সব কী theory ( মতবাদ ) ?

কেষ্টদা—আমি পড়িনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটুকু প'ড়ে নিলেই হয়। ওটুকু আর বাকী থাকে কেন ?—বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে কি ক'রে শাসনব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে ?

## ১৪ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৭।৪।১৯৫৭ )

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের ছাউনিটির তলে এসে বসেছেন। ভক্তজনের সমাগমে প্রাঙ্গণ ভ'রে উঠেছে। রবীনদা ( রায় ), সুধীরদা ( চৌধুরী ), শরৎদা ( দেও ), সুশীলদা ( বসু ), মেণ্টুদা ( বসু ), হাউজারম্যানদা ও আরো অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন, মার্ক্সবাদ কী।

রবীনদা—ওরা capital ( ধনসম্পত্তি ) রাখতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ? তোমার capital ( মূলধন ) হ'ল তোমার energetic volition ( উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি ), cohesive urge ( মিলন-আকূতি )। তোমার যে trait ( বিশেষ লক্ষণ )-গুলি নিয়ে তুমি জন্মেছ, তার adjustmentই ( বিনায়নই ) হ'ল তোমার capital ( মূলধন )।

রবীনদা—মার্ক্সবাদীরা বলে, সবাই সমান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব'লে কিছু থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কই, আমের বাগান। অথচ তার মধ্যে একটাও আমগাছ নেই, সেটা কেমন হয় ? ব্যক্তিবাদ দিয়ে সমাজ কি ক'রে হয় বুঝি নে। এখন, যারা ঐরকম কথা কয় তারাই বোঝে না, না—আমারই মাথা খারাপ, তা' বুঝি না।

রবীনদা—ওরা সমস্ত individualকে ( ব্যক্তিকে ) এক ভেবে নিয়ে সেইভাবে চালনা করে। মনে করে, সকলেরই এক হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে করতে চাইলেই তো হয় না। প্রকৃতিতেই তা' নেই। তোমার মন আর আমার মন কিন্তু এক নয়। সব মানুষ একই হবে, খোদার কেতাবে তা' নেই লেখা। প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলে। Individual ( ব্যক্তি ) বাদ দিয়ে যদি society ( সমাজ ) হয়, বুঝি না সে society ( সমাজ ) কেমন !……… তথাকথিত communism ( সাম্যবাদ ) আমি বুঝি না। Communism ( সাম্যবাদ ) কথার থেকে আমি এই মানে বুঝি, com মানে together ( একত্র ), আর une মানে এক ; অর্থাৎ একে একত্রিত হওয়া ; তার মানে আদর্শে একত্রিত হওয়া। তাই communism-এর ( সাম্যবাদের ) মধ্যে আছে, যারা পারস্পরিকতা-সহকারে পরস্পরের অনুচর্য্যা নিয়ে চলে। আর, তাই হ'ল socialism বা সমাজতান্ত্রিকতা। একটা আদর্শকে centre ( কেন্দ্র ) ক'রে মানুষ যখন communed ( পারস্পরিক-ভাবে মিলিত ) হ'য়ে চলতে থাকে তখন society ( সমাজ ) formed ( গঠিত ) হয়। Society ( সমাজ ) হ'লে পরেই একটা সংহতি হয়, পারস্পরিকতা আসে, দানা বাঁধে। দানা বাঁধতে গেলেই চাই একটা crystal ( স্ফটিকদানা ), তা' হ'ল ঐ আদর্শ। তা'কে ধ'রেই সবটা দানা বেঁধে ওঠে। সেইজন্য শুধু communism ( সাম্যবাদ ) শব্দটার অর্থ ধরলে আসে ঐ সাত্বতবাদ।

এরপর এই বিষয় নিয়ে আরো আলোচনা চলতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে রবীনদা বললেন—Communist country-গুলিতে ( সাম্যবাদী দেশগুলিতে ) ব্যক্তিগত আয় বা সম্পত্তি ব'লে কিছুই রাখতে চায় না। সবই state-property ( রাষ্ট্রীয় সম্পদ্ )। ব্যক্তিগত আয়ের সামান্য কিছু অংশ মানুষকে দেওয়া হয়, major portion ( অধিকতর অংশ ) চ'লে যায় state ( রাষ্ট্রীয় )-তহবিলে। আর খাওয়া-পরা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে দিয়ে work ( কাজ ) করিয়ে merely ( কেবল ) যদি খাওয়া-পরা দেয় তাতে কী হ'ল ? এক টাকা হয়তো উপায় করে। তার চোদ্দ আনা কি বার আনা যদি দিয়ে দিতে হয় তাহ'লে কিরকম হয় ! ধর, তুমি একশ টাকা উপায় করলে। তার প'চানব্বই টাকা দেওয়া লাগল government-কে ( সরকারকে )। পাঁচ টাকা তোমার থাকল। তাই দিয়েই কাপড়-চোপড় কিনবে, family ( পরিবার ) maintain ( প্রতিপালন ) করবে। Major portion of the income ( আয়ের বেশী অংশ ) দেওয়া লাগবে government-কে ( সরকারকে ) ? এখন আমি যদি তর্কের খাতিরে কই, এর থেকে বিড়লা ঢের ভাল। সে কাজ করিয়ে যা' দেবার তা' দিয়েই দেয়। যদি একশ টাকা দেয়, তার প'চানব্বই টাকা তাকে আর দেওয়া লাগে না।

সুশীলদা—আজকাল অনেকে ফাঁকিও দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হ'ল অন্য method (উপায়)। বাঁচার জন্য চেষ্টা করে। আমার মনে হয়, ঐ জাতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভাল না। রাশিয়া অত বড় দেশ। তার মধ্যে সব লোক satisfied (সন্তুষ্ট) কিনা জানি না।

সুশীলদা—Satisfied (সন্তুষ্ট) না হ'লে দেশের উন্নতি হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, একশ' টাকার পঁচানব্বই টাকাই যদি government (সরকার) নেয় তবে উন্নতি হবে না কেন?......দুটো জিনিস ঠিক থাকা চাই mind and money (চিত্ত এবং বিত্ত)।

সুশীলদা—Mind (চিত্ত) ধরলে ওদের সব-কিছু পাল্টে যায়, তাই mind (চিত্ত) ধরেই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না ধরলে money (বিত্ত) আসে কি করে? Man-ই (মানুষই) তো money (বিত্ত) আনে। আর, আনে কিন্তু mind (চিত্ত) দিয়ে। Needs (প্রয়োজন) পরিপূরণ করার জন্য যে-কাজ এবং তার থেকে যে-আয়, সবটাই হয় কিন্তু mind-এর (চিত্তের) dictation-এ (পরিচালনে)।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর একটু সুপারি মুখে ফেলে তামাক খেলেন। আলোচনার প্রসঙ্গও পাল্টাল।

মেণ্টুদা—উড়িষ্যার শরৎ দেওদা বলছিলেন, concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে মানুষের গা দিয়ে একরকম radiation (বিচ্ছুরণ) বেরোয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন actively concentric (সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক) হয়, তখন সে people-এর (জনসাধারণের) প্রতি sympathetic (সহানুভূতিশীল) হয়। সেই রকমটাই radiated (বিচ্ছুরিত) হ'য়ে থাকে। আমি যদি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করলে খুশী হই তাহ'লে আমি অপরের সাথেও ভাল ব্যবহার করব না কেন? ছোট থেকেই আমি ঐরকম করতাম। শুধু মুখেই যে করতাম তা' না। হাতেকলমে করতাম। ছোটকালে সবাই আমার guardian (অভিভাবক) ছিল। যাত্রা শুনতে যেতাম। সেখানে কান ধরত, চড় মারত। সেইজন্য আসরে বসে যাত্রা শুনতাম না। Boundary-র (সীমানার) বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। কিন্তু তার জন্য আমি কখনও কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। পরে মানুষ আমাকে কত আদর করত, সামনে নিয়ে বসাত, তামুক দিত, পান দিত, মোসাহেব জোগাড় করত। মোট কথা, হাতেকলমে ভাল ব্যবহার করতে-করতে character-ই (চরিত্রই) ভাল হ'য়ে যায়। ঐরকমই ক'রে তোলে। তখন সে বাইরের impulse-এ (সাড়ায়) যা' করে বা বলে তাতে ভালটাই ফুটে বেরোয়।

Impulse ( সাড়া ) না এলে তো করা আসে না। সেই করাগুলোই হ'ল এক-একটা radiation ( বিচ্ছুরণ )। সবাই সত্তাকে ভালবাসে। তাই সত্তাকে ভালবেসে যদি কথা বল, সবাই তাদের মনোমত কথাই পাবে।

এর পরে পরখপাঞ্জা নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বিষয়ে বললেন—পরখপাঞ্জা আমারই সৃষ্টি। আমি ওটা করে-ছিলাম, তুমি কেমন ক'রে work ( কাজ ) করছ, কেমন ক'রে environment-কে attend ( পরিবেশের পরিচর্য্যা ) করছ তা' দেখার জন্যে। দেখে তোমার যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করা হবে। এখন কাউকে attend ( পরিচর্য্যা ) করতে যেয়ে হয়তো তার মেয়েকে বের ক'রে নিয়ে গেলে, বা হয়তো কারো কাছে একশ' টাকা ধাপ্পা দিয়ে নিলে, বা হয়তো এমন কোন কথা বললে যা' সাত্বত নয়। এই সব করতে থাকলে তুমি আর পরখে পার হ'তে পারলে না!

আসামের কুমুদদা ( যতীন দেব ) সামনেই বসেছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে স্নেহক্ষরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কুমুদের মত ঋত্বিক্ তো দেখাই যায় না। ওর parable ( ছোট গল্প )-গুলি এত সুন্দর!

সুধীরদা—Wholetime worker-এর ( নিয়ত কর্মীর ) basis ( ভিত্তিভূমি ) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Wholetime ( নিয়ত ) মানে হ'ল, সে এই কাজে নিজেকে dedicate ( উৎসর্গ ) করেছে। এই কাজটাই তার primary ( মুখ্য ), সংসারের কাজটা তার secondary ( গৌণ )। আর, partime worker-দের ( অনিয়ত কর্ম্মীদের ) সংসারের কাজটাই prominent ( মুখ্য ), এই কাজটা secondary ( গৌণ )।

যামিনীদা ( রায়চৌধুরী )—কোন wholetime worker-এর ( নিয়ত কর্ম্মীর ) কি সম্পত্তি থাকা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি sincere ( নির্ভেজাল ) হও, মানুষ বাদ দিয়ে কোন সম্পদ্ আছে কি? Sincerely ( একপ্রাণতা-সহকারে ) চলতে থাকলে সম্পদ্ আপনা থেকেই গ'ড়ে ওঠে। মানুষকে যদি আপন ক'রে তুলতে পার তখন সেই মানুষকেই ক'য়ে আসতে পার, 'দাদা! আমার জন্য একটু জমি রেখে দেবেন। আগি এখানে আস্‌লে ঐ জমির ফসল খাব।' ওতেই হয়।

একজন বললেন, মানুষ ইষ্টকর্ম্মে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করার পরেও তার বৌ-ছেলেমেয়ের উপর তার কর্ত্তব্য তো থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে সংন্যস্ত হ'য়ে যখন তুমি অত বড় হ'য়ে ওঠ, দুনিয়ার লোককে পালতে থাক, সেখানে ছেলেমেয়ে-বৌ বাদ যাবে? তবে সব সময়ে আমার এই

কাজটাই prominent ( মুখ্য ) রাখা লাগবে। আর, এটা তোমার জীবনে prominent ( মুখ্য ) হ'য়ে গেলে তোমার বৌ-ছেলেমেয়ের জন্য আর তোমার ভাবা লাগে না।

### ১৮ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ১।৫।১৯৫৭ )

প্রাতে—বড়ালের বারান্দায়। যন্তা সুরেন বিশ্বাসদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে নমঃশূদ্র-সম্প্রদায় সম্পর্কে কথা বলছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নমঃশূদ্রের মধ্যে যারা ধানী বা মঘা তারা শ্রীপালীদের ঘরে গেলেও শ্রীপালীরা তাদের হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিত। বিয়ে-থাওয়া এদের-মধ্যে জোর ক'রে না দিলে বোধহয় হয়ইনি। কিন্তু যখন থেকে সবারই নাম নমঃশূদ্র হ'ল, শ্রীপালীদের আর আলাদা ক'রে চেনা গেল না, তখন থেকেই মেলা ত্রুটি ঢুকে গেল।

সুরেনদা—আমাদের দেশে পাহাড়ী, আদিবাসীরাই তো শূদ্র। তাদের কোন মেয়ের বামুনের সাথে বিয়ে হওয়ার ফলে যে issue ( সন্তান ) হয় তারাই তো পারশব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শূদ্র মানে শুচীকৃত। তাদের মেয়ে বামুনরা বিয়ে করার ফলেই পারশব সৃষ্টি হ'ল। এখন এদের কোন উপনয়ন ছিল না। আমি আপস্তম্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে এদের উপনয়ন দেবার সমর্থন পেলাম।

সুরেনদা—"অদুষ্টকর্ম্মণাম্ অনিরবসিতানাম্......" এই মন্ত্রের দ্বারাই তো আপনি আমাদের উপনয়ন সমর্থন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরা গুষ্টিশুদ্ধ সব বৌদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। কায়স্থরাও হয়েছিল। তখন থেকে সবাই পৈতা ছেড়ে ফেলল। পৈতা যেই ছেড়ে ফেলল তখন সব হ'য়ে গেল জন্ম থেকেই শূদ্র। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ।" এখন উপনয়ন না নিলে আর শূদ্রত্ব ঘোচে না। যা' বললাম এর support ( সমর্থন ) বোধহয় রঘুনন্দনের সময় থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

সুরেনদা—রাজনৈতিক প্রকোপে ওদের এই দুরবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজনৈতিক প্রকোপ মানে Buddhist influence ( বৌদ্ধ প্রভাব )। ওর পাল্লায় প'ড়ে কায়স্থরাও পৈতা ছেড়ে দিয়েছিল। এখন আবার সেটা নেওয়া লাগবে তো !

সুরেনদা—বল্লাল সেন কি কায়স্থ ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি কী ছিল ! সেন শুনে মনে হয় তো অম্বষ্ঠ। তবে যদি নেওয়া উপাধি হয় তাহ'লে আলাদা কথা।

সুরেনদা—পারশব কথার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারশব মানে, পরধর্ম্মী যা' তাকে 'শূ' অর্থাৎ হিংসা করে যারা। পিতৃবর্ণের শত্রু যারা, আর্য্যকৃষ্টির শত্রু যারা তাদের প্রতি এরা সহজ-হিংসাপরায়ণ। Non-Aryan ( অনার্য্য ) যারা তাদের Aryanised ( আর্য্যীকৃত ) রকমের মিশ্রণ এদের মধ্যে আছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ এদেরই লেখা। সেইজন্য ঐতরেয় উপনিষদ্-খানা তোমাদের সবারই পড়া উচিত। পারশবরা বামুনদের প্রতি normally ( সহজভাবে ) সশ্রদ্ধ। আমি এমন দেখেছি, এক পারশব এক বামুনের বাড়ীতে থেকে তার জমিজমা সব দেখাশুনা করত। তারপর, বুড়ো মরার সময় ঐ পারশবকে তার সব-কিছু দিয়ে গেল। কিন্তু তা' দিয়ে যদি কেউ অপব্যবহার করে তাহ'লে মুশকিলের কথা।

সুরেনদা—আজকাল পারশবদের মধ্যে অনেকে নিজেদের title ( উপাধি ) বদলে নিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ উপাধি বদলানো, ওটা বড় খারাপ জিনিস। অত্যন্ত খারাপ। ওগুলো হ'ল জাতি-বর্ণের উপরে poisonous shock ( বিষাক্ত সংঘাত )। ওসব inferiority-র ( হীনম্মন্যতার ) লক্ষণ। আমি তো আগে ভাবতাম, বামুন যদি পড়ে তবে তাকে তুলতে পারে এই জাতিই। কিন্তু এখন দেখি ফচাফচ্ প্রতিলোম এরাই করে।

## ২১শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ৪। ৫। ১৯৫৭ )

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় সমাসীন। অনেকদিন পর রোহিত মজুমদারদা এসেছেন। তিনি গোপালের উপাসনা করেন। উপাসনা করতে-করতে তাঁর নাকি ভাবসমাধি হয় এবং সেই অবস্থাতে ভাববাণীও নাকি বের হয়, এই সব গল্প বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

উত্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—গো মানে পৃথিবী, তাকে পালন করেন যিনি তিনিই গোপাল। তাঁর পূজার সবটাই গুরুতে সার্থক ক'রে তুলতে না পারলে হবে না। আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গই হ'ল, ছত্রিশ কোটি দেবতাকে একায়িত অর্থাৎ ইষ্টায়িত ক'রে তোলা। তা' না হ'লে অর্থাৎ ইষ্টে সার্থক হ'য়ে না উঠলে কোন পূজাই সার্থক হয় না। কেউ হয়তো বাবা বৈদ্যনাথ বা ভগবতীর পূজা করে। তা' করতে গেলে পরেই ঐ বৈদ্যনাথ বা ভগবতীর attribute ( গুণবৈশিষ্ট্য )-গুলি ভাল ক'রে জানা চাই, তারপর তাঁকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা লাগে গুরুতে। "সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।" গুরুই সমস্ত দেবতার আধার। যে-কোন পূজাই কর না কেন, জীবনের সবটাই হওয়া

চাই সাত্বত। চলন সাত্বত, কথা সাত্বত।

রোহিতদা—সাত্বত মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'তে মানুষের কল্যাণ হয়। তোমাকে কই, সবটা দেখেশুনে ঠিক ক'রে নাও। ঋত্বিক্ তুমি। হ'তে হয়তো দীপঙ্করের মত ঋত্বিক্ হও। সেও বাঙালী ছিল।

রোহিতদা—গোপালের দয়ায় আমার ঐ অবস্থায় যেসব ভাববাণী হয়, সেগুলি শিশিরদা (চক্রবর্ত্তী) লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কয়েক দিনেরটা শোনাতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে শুনব নে। সে হবে নে। আমি যা' বললাম তাই আগে কর।

রোহিতদা—আপনার সব-কিছুই গোপালের মধ্যে খুঁজে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেজন্য আমি ইষ্ট। ইষ্ট মানে কল্যাণ। মনে রেখো, ইষ্টই সহজ গোপাল, সহজ গুরু। ঐ যে কী আছে, "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ," ঐ ভাবনা রাখা চাই সব সময়। চলতেও হয় সেইভাবে।

## ২৪শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ৭।৫।১৯৫৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের পশ্চিমদিককার রাস্তা ধ'রে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছেন পূজ্যপাদ বড়দা, ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী), গোপেনদা (রায়), সুধীরদা (চৌধুরী) প্রমুখ।

খগেনদাও (তপাদার) সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছিলেন। একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদার দিকে তাকিয়ে বললেন—কোন কাম করতে গেলেই তার সব দিক একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক রাখা লাগে। সবদিকে খেয়াল না রাখলে হয়তো একটা পেরেকের অভাবে তোমার একটা building (দালান) নষ্ট হ'য়ে যাবে। আর, বহুদর্শী যারা তাদের প্রজ্ঞাকে অবজ্ঞা করতে নেই। হাতেকলমে ক'রে যারা জেনেছে তাদের কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে হয়।

রাস্তার একপাশে শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়ার এনে দেওয়া হয়েছে। কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে যেয়ে বসলেন। সামনের আমগাছটার একেবারে আগডালে দুটি কোকিল এসে বসল। সেইদিকে নির্দেশ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ দেখ্ ওটা হ'ল কোকিলা।

বড়দা—না, ওটা বেটা ছেলে। কোকিলা ঐ সামনেরটা।

তারপর কিভাবে পুংকোকিল ও স্ত্রী-কোকিল চেনা যায়, তাদের বিশেষ গুণ কী কী, এইসব নিয়ে পূজ্যপাদ বড়দা অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। বিভিন্ন দেশের কোকিলদের লক্ষণ ও গুণবৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধেও বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব কথা শুনলেন।

সাতটার পর বড়ালের বারান্দায় এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। অনেকে উপস্থিত আছেন। ক্ষিতীশ রায়দা এসেছেন উড়িষ্যা থেকে। তাঁর সাথে পারশব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কথা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারশবদের মধ্যে অনেকে নিজেদের উপাধি পালটে কেউ মৈত্র হয়েছে, কেউ ভৌমিক হয়েছে। তারপর নিজেদের বর্গের মধ্যেই প্রতিলোম বিবাহ করছে। এরকম করলে তো বিপ্রবর্গই extinct (বিধ্বস্ত) ক'রে যাবে নে। কী সর্ব্বনেশে কথা! বর্গের মধ্যে একটা বর্গও যদি বিশুদ্ধ থাকত তবে আমার মনে হয়, সেই একটা বর্গই আর সবগুলোকে তুলে দিতে পারত। কিন্তু সব যদি ঘা হ'য়ে যায় তাহ'লে তো মুশকিলের কথা। আমার ইচ্ছা ছিল তোর সাথে দেখা হ'লে এই কথাগুলি ক'ব। তা' এসে পড়েছিস, ভালই হয়েছে। শুনি ব'লে বামুনদের মত তোদেরও কুলপঞ্জিকা ছিল। এখন বোধহয় হারায়ে গেছে।

ক্ষিতীশদা—ছোটবেলায় দেখেছি, বামুনবাড়ী ছাড়া অন্য বাড়ী খেয়েছি শুনলে আমার ঠাকুর্দ্দারা ঘরে জায়গা দিতেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। কিন্তু আসল কথা হ'ল মানুষ জোগাড় না করলে এই স্রোত ঠেকা দেওয়া যাবে নানে।

ক্ষিতীশদা—নিজের বর্ণের মধ্যেও প্রতিলোম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হয়ই।

ক্ষিতীশদা—তাহ'লে আসল জিনিসই তো বিবাহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিবাহের মধ্যে 'বহ' আছে। বিশিষ্টরূপে কুলকে বহন করে। তোমাকে তো করেই। তোমাকে শুদ্ধ তোমার কুলকেও বহন করে। যে করে সে-ই বধূ। তাই, বধূর মধ্যেও বহ্-ধাতু আছে।

ক্ষিতীশদা—আমাদের যেসব কম্যুনিটি প্রজেক্ট বা উন্নয়ন পরিকল্পনা হ'চ্ছে তাতে এগুলি না থাকলে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যের আহার হ'য়ে যাবে। মুরগী হয়ে যাবে সব। আর, যাদের ভিতর racial instinct (বংশগত সংস্কার) আছে তারাই enjoy (উপভোগ) করবে। মাহিষ্যদের মধ্যেও আজকাল প্রতিলোম খুব ঢুকছে।

ক্ষিতীশদা—দেশে Womens' programme (নারীজাতির কর্ম্মধারা) বা অন্যান্য উন্নয়ন-পরিকল্পনা যা' হ'চ্ছে তার মধ্যে marriage reform-টাই (বিবাহ-সংস্কারটাই) তো প্রধান হওয়া উচিত। Proper marriage (উপযুক্ত বিবাহ) না হ'লে তো কিছুতেই এসব ঠেকা দেওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিশ্চয়ই।

এরপর বিভিন্ন বর্ণের উপজীবিকা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি বিপ্র। তুমি হাঁড়ি গড়া জানতে পার, জুতো সেলাই করা জানতে পার। ঐগুলিতে master-ও (পাকাও) হ'তে পার। কিন্তু তা' তোমার উপজীবিকা হ'তে পারবে না। তোমার উপজীবিকা হবে ঐ education (শিক্ষা)-সম্পর্কিত যা'-কিছু—যজন-যাজন।

ক্ষিতীশদা—বিভিন্ন বর্ণের skin-এর (চামড়ার) রং কি আলাদা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Skin-এর (চামড়ার) রং আলাদা হবে কেন! তাদের characteristis (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) আলাদা।

ক্ষিতীশদা—শূদ্র কারা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শূদ্র হ'ল Aryaniged aborigines (আর্য্যীকৃত আদিম অধিবাসী)।

ক্ষিতীশদা—আচ্ছা, জ্যোতিষে যে বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ আছে সেগুলি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্যোতিষে যেমন বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ আছে, তেমনি আছে দেবগণ, রাক্ষসগণ, এই সব। তার মানে ঐসব বিষয়গুলি জাতকের মধ্যে prominent (প্রধান)।

সুধীর চৌধুরীদা—Pure blood (বিশুদ্ধ রক্তধারা) তো আজকাল পাওয়াই যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঢের আছে। কিন্তু এইভাবে যদি সব চলতে থাকে তাহ'লে কিছুদিন পরে আর পাওয়া যাবে না।

এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) ডাকতে বললেন। শরৎদা এলে তাঁকে 'শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন' (লেখক: শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার) নামক বইটির এক কপি ক্ষিতীশদাকে দিতে বললেন। শরৎদা সঙ্গে-সঙ্গে বইটি এনে দিলেন।

এরপর ক্ষিতীশদা আবার প্রশ্ন করলেন—আদিবাসীদের উন্নত করার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে initiate (দীক্ষিত) ক'রে ফেলা লাগে। Initiate (দীক্ষিত) ক'রে-ক'রে তাদের মধ্যে এইসব শিক্ষা, সদাচার এগুলি ঢুকানো লাগে। আর এসব করা লাগে তাদের tradition-এর (ঐতিহ্যের) উপর দাঁড়িয়ে। এই যে মুসলমান বা ইংরেজ যারা এই দেশে রাজত্ব করেছে তারা অনেক tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে দিল। একটা জাতিকে ধ্বংস করতে হ'লে তার tradition (ঐতিহ্য) ভাঙ্গার মত অস্ত্র আর নেই।

শরৎদা—ওতে একেবারে spine (মেরুদণ্ড) ভেঙ্গে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বিনোবা ভাবে আছেন, তাঁর কতকগুলি লোক আছে। তারা

সব এম-এ, এম-এস-সি, আর খুব খাটে। তোমাদের ঐরকম কতকগুলি খাটনেওয়ালা মানুষ যদি থাকে তাহলেই হয়। তোমরা পারশবরা বিপ্রবর্গের অন্তর্ভুক্ত। আমার বিশ্বাস, বিপ্রবর্গের যদি একটা বর্গও ঠিক থাকে তাহ'লে আর সবগুলি ঠিক থাকবে। Impure ideas ( অশিষ্ট ভাবধারা ) ঢুকতেই পারবে না।

ক্ষিতীশদা—আচ্ছা, এমন করা যায় না যে impure ideas will be punished by law ( অশিষ্ট ভাবধারা আইনতঃ দণ্ডনীয় ) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তোমরা majority ( সংখ্যাগুরু ) হ'লেই হয়। গোড়াই যে কেটে দিয়েছ, divorce ( বিবাহ-বিচ্ছেদ ) ঢুকিয়ে দিয়েছ। আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহ'লে divorce ( বিবাহ-বিচ্ছেদ ) ঢুকলেও এমন clause ( ধারা ) রেখে দিতাম যাতে divorce ( বিবাহ-বিচ্ছেদ ) না হ'তে পারে। আর, ঐ যে পণপ্রথা, ওটাও খুব খারাপ।

বৈধ বিবাহ ও তার ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যেমন মণির ( পূজনীয় ছোড়দা ) কুকুর দুটো আছে। ওরা বাবা-মা। বাচ্চাগুলির উপর মা-টার এত affection ( স্নেহ ) ! তার কারণ ঐ মাকে অন্য কোন কুকুরের কাছে যেতে দেয়নি। কিন্তু mongrel ( সঙ্করজাতীয় ) যেগুলো তাদের অমন হয় না। Mongrel-দের ( সঙ্করজাতীয়দের ) ঐরকম ক'রে তুলতে হ'লে পরে আস্তে-আস্তে আলাদা process-এ ( নিয়মে ) করা লাগে। তাদের আলাদা রাখতে হয়। রেখে uni-centricity-র ( এককেন্দ্রিকতার ) ভিতর-দিয়ে breed ( প্রজনন ) করিয়ে করিয়ে আস্তে-আস্তে অনেকটা make-up ( বিন্যস্ত ) করা যেতে পারে। খুব হিসেব ক'রে এসব করা লাগে। মানুষের বেলায়ও ঠিক এইরকমটাই দরকার হয়।

ক্ষিতীশদা—বিয়েটা তাহ'লে যথাযোগ্য রকমে হ'লে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলি তো সব vanished ( লুপ্ত ) হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই যে ছয় রিপু, এদের balanced state ( সাম্য অবস্থা ) হওয়া লাগবে, vanish ( বিলুপ্তি ) নয়। Vanish ( বিলুপ্তি ) আমরা চাই না। Eugenics ( জনন-বিজ্ঞান ) ঠিক না হ'লে এগুলি আমরা culture-ই ( অনুশীলনই ) করতে পারব না। আমাদের culture ( অনুশীলন ) তো মানুষ নিয়ে। Pure eugenics-এর ( বিশুদ্ধ জনন-বিজ্ঞানের ) ভিতর-দিয়ে মানুষের trait ( বিশেষ গুণলক্ষণ )-গুলি ঠিক হ'য়ে না উঠলে adjustment of complexes ( প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ) হয়ই না, complex-গুলি ( প্রবৃত্তিগুলি ) dangerous ( বিপজ্জনক ) হ'য়ে ওঠে।

এই সময় কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন। ক্ষিতীশদা তাঁর সাথে পূর্ব্বোক্ত

বিষয়-সমূহ নিয়ে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

আজকাল বেশ গরম পড়ছে। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন। এখনকার মত বিদায় নিলেন সকলে।

**২৫শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ৮। ৫। ১৯৫৭ )**

প্রতিদিনকার মত যথারীতি প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসেছেন তাম্বুর পশ্চিমদিককার ছাউনিতে। গ্রীষ্মের প্রভাত। আবহাওয়া এখনও উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে নি। মৃদুমন্দ পশ্চিমা হাওয়া ব'য়ে চলেছে। মাথার উপরে অশথগাছের কচিপাতা-গুলিতে তার কাঁপুনি। নানারকম পাখীর কলকাকলিতে ঠাকুরবাড়ী ও আশপাশ মুখরিত।

প্রত্যুষেই ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। উপস্থিতদের মধ্যে আছেন সুশীলদা ( বোস ), ভোলানাথদা ( সরকার ), নরেনদা ( মিত্র ), শৈলেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), ক্ষিতীশদা ( রায় ), প্রফুল্লদা ( দাস ), হরিপদদা ( সাহা ), রেণুমা, সরোজিনীমা, কালিদাসীমা প্রমুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমের অতীত দিনের গল্প করছেন। প্রবীণ কর্ম্মীদের মধ্যে কে কবে আশ্রমে এসেছেন, ভাববাণী কবে থেকে আরম্ভ হয়, ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারপরেও কতদিন হ'য়ে গেল। কিন্তু আমি সেই একই রকম র'য়ে গেলাম। ভোলানাথদা! আপনার ক'দিন হ'ল আশ্রমে ?

ভোলানাথদা—চল্লিশ বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( নিবারণ ভৌমিকদাকে )—তুই কতদিন দীক্ষা নিছিস্ ?

নিবারণদা—কুড়ি বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই পাবনায় যাস্‌নি ?

নিবারণদা—হ্যাঁ, একবার পাবনায় বছরখানেক ছিলামও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আর কে কে ছিল ?

নিবারণদা—সুশীলদা ( বোস ), অটলদা ( দাস ), গোপালদা ( মুখোপাধ্যায় ), এই সব অনেকেই ছিলেন।

সুশীলদা—তখন এক কবিরাজ ছিলেন, মাঝে-মাঝে আসতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ 'বনৌষধি-দর্পণ'খানা সে দিছিল। তখন থেকে propaganda-র ( প্রচারের ) বুদ্ধি থাকলে পরে আজ India ( ভারত ) কেন, abroad-এও ( বাইরেও ) আপনারা কাজ করতে পারতেন। কিন্তু সে বুদ্ধিই ছিল না। ( একটু থেমে, নরেন মিত্রদাকে ) নরেনদার কত বছর হ'ল ?

নরেনদা—সাতান্ন-আটান্ন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, সৎসঙ্গে কত বছর হ'ল ?

নরেনদা—উনিশ বছর।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজল ?

সুশীলদা—সাতটা পাঁচ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তামাক খাওয়া।

রেণুমা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আমার জন্ম রামকৃষ্ণ ঠাকুর থাকতে, না তাঁর পরে ?

শৈলেনদা—দুই বছর পরে। আপনি ১৮৮৮ সালে আসেন, আর উনি দেহরক্ষা করেন ১৮৮৬তে।

এই সময় শরৎদা (হালদার) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরৎদা! খুঁজে-খুঁজে বের করলে হয়, আমার এই কাজ কতদিন থেকে সুরু হয়েছে। সুশীলদা প্রায় বের করেছে। গান্ধী, অরবিন্দ, এঁদেরটাও দেখা লাগে।

সুশীলদা—একবার আপনি আমাদের সাথে উঠান ঝাঁট দিয়েছিলেন। দিয়ে শেষে অসুখ ক'রে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

সুশীলদা—তখন সমস্ত মানুষই একটা ecstasy-র (প্রচুর আনন্দের) মধ্যে থাকত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে।

এরপর আগ্রা-সৎসঙ্গ সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—Just after the demise of Maharaj Saheb (মহারাজ সাহেবের তিরোধানের পরই) আমরা ওখানে যাই। তখন প্রত্যেকে মহারাজ সাহেবের নাম ক'রে কেঁদে কেঁদে ওঠে। Gate-keeper-দেরও (দ্বাররক্ষকদেরও) ঐ দশা। মহারাজ সাহেব গদী পেয়েছিলেন কবে ?

সুশীলদা—বোধহয় ১৯০৭ সালে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতদিন হ'ল ?

সুশীলদা—পঞ্চাশ বছর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারপরে তিনি বেশীদিন ছিলেন না।...সরকার সাহেব তো আরো short period (সংক্ষিপ্ত সময়)। (কিছুক্ষণ পরে) আমি এখানে যখন আসি, তখন দু'জন ডাক্তার এখানে ঐ ঘরে আমার সাথে দেখা করতে এল। বৃষ্টি পড়ছিল।

আলাপ ক'রে যাওয়ার সময় কয়—'আমি কথামৃত পড়েছি। কিন্তু আজ living ( জীবন্ত ) কথামৃত পেয়ে গেলাম।'

এরপর আলোচনা একটু ভিন্ন পথে এগোতে থাকে। শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—কথায় বলে, প্রবৃত্তিবশে আমরা কর্ম্ম করি, এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যখন কোন আদর্শ থাকে না তখন সে প্রবৃত্তির অধীন হ'য়ে যায়। প্রবৃত্তিই হয় তার master-complex ( নিয়ামক-বৃত্তি )। কিন্তু আদর্শ থাকলে প্রবৃত্তি আর তা'কে দিয়ে যা' খুশী তাই করাতে পারে না।

ক্ষিতীশদা—Weak-will ( দুর্ব্বল ইচ্ছা )-টাকে strong ( শক্তিমান ) করার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হয়, তার will-ও ( ইচ্ছাও ) তত strong ( শক্তিমান ) হয়। Concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হওয়ার 'পরেই নির্ভর করে সব কিছুর adjustment ( বিন্যাস ) আনার মত strength ( শক্তি )। আর, সর্ব্বোপরি যদি love ( প্রীতি ) থাকে তাহ'লেও মানুষ আপনিই strong ( শক্তিমান ) হয়ে ওঠে। আবার, বুদ্ধি ক'রে concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হওয়া যায় না। আমি ভাল হব, এই ভাবে ভেবে ভাল হওয়া যায় না। কাউকে ভালবেসে বরং তা' সম্ভব হ'তে পারে। সেইজন্য তুমি এমন একজনকে ভালবাস, যাঁ'র প্রেম কাউকে বঞ্চিত করে না। তাঁকে ভালবাসতে হবে তোমার সব চাহিদা, সমস্ত তৃষ্ণা দিয়ে, সব-কিছু দিয়ে, সব দিক দিয়ে। আর, ঐ ভালবাসার ফলে খারাপ-ভাল যাই আসুক তার জন্য তৈরী থাকা লাগবে। শুধু নীতিকথায় কাজ হয় না। আবার, বুদ্ধি ক'রে রকম ক'রেও কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব গজায় না। গজায় ঐরকম চলনের ফলে। ঐ যে বিল্বমঙ্গলের গল্প আছে,—তার মধ্যে কিন্তু ভালবাসা ছিল। চিন্তামণিকে বলত, 'চিন্তামণি ! তুমি অতি সুন্দর।' মানে, একজন বেশ্যাকে যেমন ক'রে কয় তেমনি ক'রেই কইত। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের সমস্ত behaviour-এর (ব্যবহারের) মধ্য-দিয়ে ভালবাসাই ফুটে বেরোত। তারপর যখন বিল্বমঙ্গল দেখল চিন্তামণি তাকে অবিশ্বাস করছে, বলছে, তুমি এতদিন যদি সত্যিকারের চিন্তামণির চিন্তা করতে অর্থাৎ ভগবানকে ভালবাসতে তাহ'লে তাঁকে পেতে, তখন বিল্বমঙ্গল ভাবল, আমি ভগবানকে সত্যি সত্যি ভালবাসলে তিনি তো আমাকে অবিশ্বাস করতেন না। তারপর সে ওখান থেকে চ'লে গেল। কিন্তু যাওয়ার সময়েও বলে, গরুগুলিকে খেতে দিও, পাখীগুলিকে এইভাবে যত্ন ক'রো, ইত্যাদি। তার মানে, চিন্তামণির সব affair-কেই ( বিষয়কেই ) নিজের ক'রে নিয়েছিল। তাই ঐরকম ভাবত। এদিকে চিন্তামণি ভাবিছিল—'ও মিনসে যাচ্ছে, এখনই আসবে নে। আমার জন্যে যে মড়া ধ'রে নদী পার হ'তে পারে, সে কতদিন আর বাইরে থাকবে।'

তারপর একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিনদিন যায়, বিল্বমঙ্গল আর ফিরে আসে না। তখন চিন্তামণি পাগলের মত হ'য়ে ওঠে। আর না পেরে শেষে বেরিয়ে পড়ল। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, সব জায়গায় খোঁজে। পায় না। শেষে সেই আশ্রমে যেয়ে উপস্থিত হয়, জিজ্ঞাসা করে—'এখানে কি সেরকম কেউ আছে?' সংবাদ পেয়ে বিল্বমঙ্গল বেরিয়ে এল। এসে চিন্তামণিকে দেখেই এইরকমভাবে ( ব'লেই হাত দু'খানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, অপূর্ব্ব নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন )—'চিন্তামণি! প্রেমশিক্ষাদাত্রি! গুরু আমার!' ব'লে এগিয়ে গেল। তখন ও-ও কাঁদে, এ-ও কাঁদে। এইভাবে এক-একজনের এক-এক ভাবে হয়। রত্নাকরের হয়েছিল, অজামিলেরও হয়েছিল। সময় হলেই সবার হ'য়ে থাকে। ঐ যে রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে, 'আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।'

ক্ষিতীশদা—আচ্ছা, life-এর goal-টা ( জীবনের উদ্দেশ্যটা ) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাসম্বর্দ্ধনা, অমৃতত্বলাভ, এই আমি কই। তোমার কত পূর্ব্ব-পুরুষ 'অমৃত অমৃত' ক'রে চ'লে গেছে। আমরাও ক'চ্ছি অমৃতত্বলাভ, অমরণতা-লাভের কথা; যা'তে conscious ( চেতন ) থাকতে পারি স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে। তবে তা' হয় না যদি জীবনে প্রিয়পরম না থাকেন। সেইদিক দিয়ে বৈষ্ণবরা খুব চালাক। তারা 'সোঽহং' কয়ই না। তারা কয় 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'।

'পিছু পিছু ছুটে যত যাব আমি
আরো আরো আরো দূরে র'বে তুমি
ফুরাবে না তুমি ফুরাব না আমি……'

এই হ'ল তাদের কথা। তুমিও ফুরায়ো না, আমিও ফুরাব না। আরো কয়, 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান'। মুক্তির কথা মনে ভাবাই পাপ। ওটা হ'ল কৈতবপ্রধান, প্রধান মানে সব চাইতে বড়। ভক্ত কখনও মুক্তি চায় না। সে জানে, জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। তিনি চির-নবীন, চির-সনাতন। সে বলে—'হে প্রভু, with all consciousness ( সমস্ত চৈতন্য দিয়ে ) আমি তোমার সেবা করব। আর আমার Ideal ( আদর্শপুরুষ ) যিনি তাঁতে আমার সমস্ত সত্তা নিয়ে integrated ( সংহত ) হ'য়ে উঠব।' কিরকম চালাক! ওরাই তো চালাক বেশী। তোমরাও ঐই কও। আমি দেখি গাঁজার মত নেশা হ'ল 'শিবোঽহং শিবোঽহং' করা। আর, ওদেরটা হ'ল মাতালের নেশা। গেঁজেল হওয়ার চাইতে মাতাল হওয়াই ভাল। মাতাল সব সময় আনন্দে-স্ফূর্ত্তিতে থাকে। মাতালরা গেঁজেলদের বা চরসখোরদের দেখতে পারে না। দেখলেই কয় 'মার্ শালা মার্।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের বলার মধুময় ভঙ্গীতে সবাই হেসে লুটোপুটি। এই সময়

পূজ্যপাদ বড়দা এসে প্রণাম করলেন। তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট পীড়িখানি এগিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রণাম ক'রে তিনি তা'তে বসলেন।

শরৎদা—আপনি বলেছেন ; তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—মহাচেতনসমুত্থান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমরা এই নির্ব্বাণ চাই। জীবনে যেন 'তুমি' ছাড়া আর কেউ না থাকে। আর এই দুনিয়ায় আমার এমন কিছুরই প্রয়োজন যেন না থাকে যা' তোমাকে বাদ দিয়ে। তোমার জন্য আমি সব চাই, কী যে চাই না তা'ই জানি না। সমস্ত তৃষ্ণা চলুক তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে। আর, তাই-ই হ'ল তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ। (কিছুটা বিরতির পরে) তুমি লাখ philosophy (দর্শন) কও, লাখ তত্ত্বের আমদানী কর, লাখ বিজ্ঞানের কথা কও, সে-সব যদি তাঁর সেবায় সার্থক হ'য়ে না ওঠে তাহ'লে কিছুই হ'ল না। 'তুমি আমার' একথা আমি বলব না। কারণ, তুমি তো আমার আছই। আমার যা'-কিছু সব নিয়ে আমি তোমার—এই ভাব থাকা চাই।

আলোচনা বেশ জ'মে উঠেছে। বহু মানুষ এসে ব'সে গেছেন চারপাশে। পূজনীয় ছোড়দার শ্বশুর-মহাশয় এলেন। পূজ্যপাদ বড়দা তাড়াতাড়ি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ও'কে আর একখানা আসন দেওয়ার পরে উনি বসলে তারপর বড়দা বসলেন।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধ'রে ক্ষিতীশদা প্রশ্ন করলেন—জগতের সব মানুষ কি একদিন ঐ ভাবে যেয়ে পেঁছাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভাষায় হ'ল, তাঁর অনুগ্রহ আর আমার কর্ম্ম, আমার সেবা। কবে হ'য়ে যেত। এই যে এর আগে হিসাব করছিলাম সুশীলদার সাথে। আমার এই assemble (জমায়েত) মহাত্মা গান্ধীর অনেক আগে, কম্যুনিস্ট আন্দোলনেরও অনেক আগে। তখন থেকে যদি আমার প্রচার করার বুদ্ধি থাকত তবে তোমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারতে। কয়েক বছরেই যদি এতটা হ'তে পারে তাহ'লে সেই সময় থেকে সুরু হ'লে এতদিনে কতটা হতে পারত। সত্তাকে কে না ভালবাসে! জীবনে সুখী যদি হ'তে চাই তবে সত্তাপ্রেমিক হ'তেই হবে। আর, সেই সত্তার জগতে আকাশ, বাতাস, পরিবেশ, সব-কিছুই আছে।

কথা বলতে-বলতে বেলা আটটা বেজে যায়। বেলা বাড়তেই গরম বোধ হ'তে থাকে। পশ্চিমা হাওয়া উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে চ'লে এলেন বড়ালের বারান্দায়।

**২৬শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ৯। ৫। ১৯৫৭)**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিমদিকের ছাউনিতেই বসেছেন নিত্যদিনকার মত।

আজ কাছে লোকজন অপেক্ষাকৃত কম। পূজ্যপাদ বড়দা এসে প্রণাম ক'রে বসেছেন। যশিডির বিষ্ণুদা ও ডেকলাল ( রাম ) এসে প্রণাম করলেন। ডেকলাল এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। সেই কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ডেকলা এখন কী করবে ?

বিষ্ণুদা—পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ তো করুক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পাশ করলে তোমার organisation-এর ( সংগঠনের ) কাজেও লাগতে পারে। ( ডেকলালকে ) তোর কী ইচ্ছা করে ?

ডেকলাল—আপনি যা' বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু চাকরী না করলে তো পয়সা আসবিনানে।

এই সময় মাদারদা ( কুণ্ডু ) কলকাতা থেকে এসে পেঁছালেন। তাঁর হাতে বারখানা সুপারফাইন কাপড়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে মাদারদা কাপড়গুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার উপরেই রাখলেন। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীমা। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন—ননী ! দেখ। কোন্ দু'খানা নেবা।

ননীমা ( এগিয়ে এসে )—মোটে দুইখানা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে কয়খানা ইচ্ছা হয় তা'ই নাও।

ননীমা বেছে-বেছে ছয়খানা কাপড় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, চ'লে যাও। ( মাদারদাকে ) ঐ ছয়খানা ও নিল।

মাদারদা বাকী কাপড়গুলি গুছিয়ে নিয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। ননীমা কাপড় নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—দেখিস্ আজ রাত্রেই আবার কাপড় চুরি না যায়, সাবধানে রাখিস্।

ননীমা কোন উত্তর না দিয়ে চ'লে গেলেন। একটু পরে রমণদার ( সাহা ) মা ( তাঁর বয়স এখন ঊনআশি ) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( রসভরা কণ্ঠে )—রমণের মা ! বেলাউজ গায়ে দেবা—বেলাউজ ?

রমণদার মা—তা' আপনি যদি দেন—। বলতে-বলতেই শৈলমা উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, রমণের মা'রে একটা বেলাউজ দিবি ?

শৈলমা—হ্যাঁ, তা' দেওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও রমণের মা ! পাজামা পরবে—পাজামা ? ঐ যে দুইপায়ে পরে।

বড়দা—ওমর খৈয়ামে শালোয়ার পরা ছবি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোপেন্দ্রসুন্দর রায়দাকে ডেকে বললেন—গোপেন ! রমণের মা'রে দুটো শালোয়ার বানায়ে দিবি ?

গোপেনদা—আজ্ঞে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শালোয়ার প'রে একটা কলসী কাঁখে নিয়ে যখন জল নিয়ে যাবে, কেমন দেখাবে ?

বড়দা—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন টক ক'রে একটা ফটো তুলে নিতে হয়। (গোপেনদাকে) তুই দিবি শালোয়ার, আর শৈল দেবে ব্লাউজ।

রমণদার মা সব শুনে খুশীমনে চ'লে গেলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন বড়ালের বারান্দায়।

রোহিতদা (মজুমদার) এলেন। তিনি তাঁর গোপাল-উপাসনা ও তৎসংক্রান্ত বিভূতি-আদির কথা বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোপালই দেখিস্ আর যা'ই দেখিস্, সব-কিছুর ভিতরে ইষ্টকে দেখা চাই। ইষ্টে অটুট নিষ্ঠা না থাকলে complex-গুলি (প্রবৃত্তিগুলি) adjusted (বিনায়িত) হয় না। আর, তোমার ভেতরের adjustment-এ (বিনায়নে) যদি কোন ফাঁক থাকে, সেটা তোমাকে দিয়ে নানারকম করাতে পারে। তোমার সব-কিছু নিয়ে যখন ইষ্টে adjusted (বিনায়িত) হ'য়ে উঠবে তখন এই সব দেখাশোনার মানে হয়।

রোহিতদা—কিন্তু আমার যে মাঝে-মাঝে গোপালের ভর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, অনেকের ভর ওঠে, মানে ভার হয়। সেটা আসল সম্পদ্ নয়। আসল হ'ল ঐ জিনিস, ইষ্টনিষ্ঠা। ও যখন আসে তখন তুমি ঋষি। তার আগে কিছু না।

রোহিতদা—ঐ ভর-অবস্থাতে আমি অনেক আলো দেখতে পাই, গন্ধ পাই, আবার মা-কালীকেও দেখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলো পাস্, গন্ধ পাস্ বা যা'ই কিছু পাস্, সেগুলি কিন্তু বৃত্তির বুদ্বুদ। যখন সত্যিকারের কালী পাবি তখন আর ওরকম থাকবে না। ঐ যে আছে, 'যো মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'। তত্ত্বতঃ তাঁকে জানা লাগে। তত্ত্ব মানে thatness—তাহাত্ব। তত্ত্বতঃ জানার আগে এখন যা'-কিছু দেখছ দেখে যাও, কিন্তু তা'তে ঢ'লে প'ড়ো না। হয়তো দেখলে, কেষ্ট ঠাকুর এসে বাঁশী বাজাচ্ছে। সেটা তোমারই বৃত্তিরই movement (সঞ্চলন)। এই যে অনেকে স্বস্ত্যয়ন করে, তান্ত্রিক সাধনা করে, তা'তে কতরকম আবির্ভাব হয়, ওসব complex-এর (প্রবৃত্তির) নানারকম খেলা। যেগুলি তুমি আগে দেখতে পেতে না, সেগুলি হয়তো সাধনার ভিতর-দিয়ে পাচ্ছ। কিন্তু ওসব দিয়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করতে পার না। ওসব পথের ঢেলা। আসল জিনিষ তো তোমার আরো আগে। ঐ যে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা আছে। রাস্তায়

এগিয়ে যাচ্ছে, প্রথমে পেল তামার খনি, তারপর র‍ুপোর খনি, তারপর সোনার খনি, তারপর হীরের খনি, মণির খনি, ইত্যাদি। এইরকম আরো এগিয়ে যাও তুমি।

রোহিতদা—তাহ'লে ওগ‍ুলি কিছ‍ু নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও দিয়ে কিছ‍ু হয় না। ঐ যে যাত্রার দলে দেখেছ, ধ্যান করতে বসল, অপ্সরা এসে নেচে যায়, ধ্যান ভাঙ্গাতে চেষ্টা করে। ওগ‍ুলি সেই অপ্সরার নাচ, উঠতে দেয় না—বাধা। যার will ( ইচ্ছাশক্তি ) খ‍ুব strong ( শক্তিশালী ), সে ওগ‍ুলি দেখে বটে, কিন্তু ক্যারায় না ( কেয়ার করে না )।

রোহিতদা—তাহ'লে ওগ‍ুলি বাদ দেব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলার পথে যা' আসে দেখে যাও,—ঢ'লে প'ড়ো না।

রোহিতদা—আচ্ছা ওগ‍ুলি লিপিবদ্ধ রাখা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিপিবদ্ধ ইচ্ছা করলে রাখতে পার,—psychology ( মনস্তত্ত্ব ) দেখা যায়। নাও রাখতে পার। অমনতর বহ‍ু সাধ‍ু আছে যারা প্রব‍ৃত্তির ব‍ুদ্ব‍ুদ নিয়ে ঘ‍ুরে বেড়ায়। আবার অনেকে আছে তা' নয়, তারা বাস্তবক্রীড়। ওদেরটা যেমন ব‍ুদ্ব‍ুদ, এদেরটা কিন্তু বাস্তব। তোমার শরীর নশ্বর। শরীর থাকে না চিরকাল। বাল্যকাল, তারপর যৌবনকাল, তারপর বার্দ্ধক্য, তারপর ম'রে যায়। এইরকম পরিবর্ত্তন আসে। কিন্তু বাস্তব অন‍ুভূতি যেটা হয় সেটা থেকেই যায়। তার বিনাশ হয় না।

রোহিতদা—যে-সব বাণী আমি পাই, সেগ‍ুলি অনেক মিলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' মিলবে না কেন ? আবার মেলেও না ঢের। নাম করতে-করতে হয়তো দেখলে কেউ এক ঝুড়ি আম নিয়ে আসছে। তোমার লোভ আছে, মেতে উঠলে তা'তে। ঐ গেল কাম সারা হ'য়ে। কিছ‍ুক্ষণ পরে দেখলে, সে ঐ আমঝুড়ি নিয়ে এসে পেঁছাল। আবার হয়তো দেখলে, কেউ তোমার জন্য আনারস নিয়ে আসছে। সেখানেও লোভ হ'ল। কিন্তু আনারস আর আস‍্‌ল না।

রোহিতদা—কিন্তু আগেকার ঋষিদের তো এরকম বহ‍ু দর্শন হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ছিল বাস্তব, বৈজ্ঞানিক। হওয়ার ব‍ুদ্ধি, পাওয়ার ব‍ুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মান‍ুষ হয়ও না, পায়ও না।

রোহিতদা—হওয়ার ব‍ুদ্ধি, পাওয়ার ব‍ুদ্ধি কিরকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন তোমাকে একটু কোয়াশ দেব, পান্তুয়া দেব, আমার বিভূতি দেখাব, এই হ'ল হওয়ার ব‍ুদ্ধি, পাওয়ার ব‍ুদ্ধি। আর, কী ক'রে ঠাকুরকে একটু খ‍ুশী করব, ঠাকুরকে কিছ‍ু দেব, এই ব‍ুদ্ধি যখন হয়, যশ-মান-মর্য্যাদা মানে যা'-কিছ‍ু সব যখন তাঁরই সেবায় লাগে তখন আর ওসব থাকে না। তখন আমার মধ্যে সবাইকে দেখে, সবা'র মধ্যে আমাকে দেখে। আসল কথা হ'ল ভক্তি—প্রিয়কে ভালবাসব, সেবা

করব, খুশী করব। ( সুধামাকে লক্ষ্য ক'রে ) ধর, তুমি কেষ্টদার বৌ আছ। তার আলো ( তামাক ) পাতা বানাচ্ছ, কাপড়খান এমনভাবে পরছ যা' দেখলে সে খুশী হবে। এতেই তোমার সুখ। আর, তা' করছ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে, demand-এর ( দাবীর ) ভিতর-দিয়ে বা command-এর ( আদেশের ) ভিতর-দিয়ে নয়। তোমার হয়তো সংসারের জন্য ঘিয়ের দরকার। তার কাছে যেয়ে এমন posture ( ভঙ্গী ) নিয়ে বললে যে সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। ঐ যে বিল্বমঙ্গল ছিল, সে কিন্তু বেশ্যা চিন্তামণিকে ভালই বাসত, প্রাণঢালা ভালবাসত। কিন্তু মেয়েমানুষের 'পরে পুরুষ মানুষের যেমন sexual basis-এ ( যৌনতার ভূমিতে ) একটা attraction অর্থাৎ রাগ থাকে, সেইরকমটা ছিল না।

এই সময় চিন্তামণির ঘরে বিল্বমঙ্গলের আসার কাহিনীটি শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলতে থাকেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারপর একদিন, ভীষণ ঝড়। চারদিক দিয়ে একেবারে তুলতামাল। বিল্বমঙ্গল যেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। সাঁতার কাটছে, কিন্তু চারিদিক জলের ঠাসাঠাসি। জল খাচ্ছে। নাকেমুখে কোথা দিয়ে কিভাবে জল ঢুকছে। তারপর হাতড়ে-হাতড়ে পেল কী একটা। ভাবল কলাগাছই হবে। শালা সেটা এক পচা মড়া। তাই ধ'রে জল টেনে-টেনে পাড়ে চ'লে এল। চিন্তামণির বাড়ীতে যেয়ে দেখল, দরজা-টরজা সব বন্ধ। কোন্ দিক দিয়ে যাব—খুঁজতে লাগল। শেষে দেখে এক দড়ি প'ড়ে আছে। ভাবল, এ চিন্তামণিরই কাণ্ড। দরজা সব বন্ধ করে এক দড়ি ফেলে রেখেছে ( হাস্য )। তারপর ও সেই সাপের লেজ ধরেছে। এখন, সাপের মজা হ'চ্ছে, গর্ত্তের মধ্যে মাথা দিলে আর টেনে বা'র করা কঠিন। ও সাপ ধ'রে যত টান দেয়, সাপ তত শক্ত হয়। এইভাবে সাপ ধ'রেই পাঁচিল টপকে বাড়ীর মধ্যে চ'লে গেল। চিন্তামণি তো তাকে দেখে অবাক। বিল্বমঙ্গলের গায়ে পচা মড়ার গন্ধ। কী দড়ি ধ'রে পাঁচিল পার হয়েছে দেখতে এসে দেখে প্রকাণ্ড এক সাপ, টানের চোটে ম'রে প'ড়ে আছে। চিন্তামণির 'পরে বিল্বমঙ্গলের এই টান কিন্তু চিন্তামণির এক কথাতেই ঘুরে যেয়ে পড়ল ভগবানের উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমে-ক্রমে বিল্বমঙ্গলের সমস্ত গল্পটাই করলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনছেন। গল্প শেষ হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ তার রেশ সবার অন্তরে দোল খেতে থাকে।

**২৬শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ৯। ৫। ১৯৫৭ )**

জনৈক দাদা একখানা বই লিখেছেন। সেই বই নিয়ে নানা জনে সমালোচনা

করছে। তিনি সেকথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষে ঐরকম কয়। ভাবতে হয়, আমার যে ভুলচুক নাই, ভাবসংঘাত নাই, তা' নয়। আমার intelligence (বোধ) দিয়ে আমি যা' দেখি, যা' বুঝি, তাই লিখি। লোকে যা' বলে বলুক, থামব না, শুধু শুধরে নেব।……যে যা' কয়, আমি সব কথাই শুনি। কিন্তু আমার মত ক'রে আমি ধ'রে নিই। তুমি discarded (পরিত্যক্ত) হও তা' চাই না, improved (উন্নত) হও তাইই চাই। আমার ছাওয়ালটা বড় হোক, আমি তাইই চাই। সে মুখ্যু হ'য়ে থাক, এ আমি কখনও চাই না।

মানুষের ক্রুর সমালোচনার কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমি লেখাপড়া জানি না। কিন্তু ওসব জিনিষ আমার এত বেশী হ'য়ে গেছে যে ওতে আর আমাকে দাবাতে পারে না। এই যে টিকা পোড়ায়ে দিয়েছিল। (বাম দিকের হাঁটুর দক্ষিণভাগে পোড়া দাগটি দেখিয়ে বললেন) এই যে এতখানি পুড়ে দাগ হ'য়ে গিয়েছিল।

এই সময়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বসেন কেষ্টদা।

কেষ্টদা তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে ব'সে কম্যুনিজম্ নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বুর্জোয়াও বুঝি না, প্রলেটারিয়েটও বুঝি না। আমি বুঝি মানুষের ভেতরের energetic volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি)। আমার standard (মানদণ্ড) হ'ল man (মানুষ)। Man (মানুষ) দিয়েই সব কিছু গ'ড়ে ওঠে। এখন মানুষকে বাদ দিয়ে যদি চলতে চাই তাহ'লে ঐ "ত্রস্ত শান্তি বিরাজ" করবে। চন্দ্রগুপ্তের minister (মন্ত্রী) ছিল চাণক্য। চাণক্যের rule-ই (বিধিই) ছিল administration (শাসনতন্ত্র)। এক তাল সোনা রাস্তায় প'ড়ে থাকলেও কেউ নিত না। চাণক্য বা'ড়োয়ে শান্তি বিরাজ করাইছিল। একতাল সোনা যে কেন নেবে না তা' কেউ বুঝত না। কারণ, যদি মানুষ ওটা বুঝত তাহ'লে সেই রকমটা পরে ভেঙ্গে যেত না। People (জনগণ) educated (শিক্ষিত) হয় নি।…আমি বুর্জোয়া তাদের কই যা'রা ঋষিতুল্য মানুষ, জ্ঞান আছে যা'দের। আর প্রলেটারিয়েট তা'রা যা'রা তাঁ'দের follow (অনুসরণ) করবে, তাঁ'দের নীতিগুলি পালন করবে। এই যদি কম্যুনিজম্ হয় তো ভাল, না যদি হয়—উপায় নেই।

কেষ্টদা—এখন তো একদলে সবাইকে ফেলে একঢালা ক'রে একটা revolution (বিপ্লব) লাগিয়ে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Revolution (বিপ্লব) আমাদের জীবনে সবসময় চলছে—

revolution for existence ( অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিপ্লব )। Natural catastrophe ( প্রাকৃতিক আপদ-বিপদ ) সবসময় আছেই। সেগুলিকে কিভাবে face করতে ( সামাল দিতে ) পারব তা' বের করতে গিয়ে struggle ( সংগ্রাম ) করাই লাগে। আর আছে jerks ( আকস্মিক ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠা )। ঐ যে আপনি জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার গল্প কইছিলেন। ঘোড়ার পেট থেকেই জিরাফের সৃষ্টি। তারপর গলা লম্বা ক'রে গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করতে করতে mutation-এর (আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ) ভিতর-দিয়ে জিরাফের ঐরকম রূপ হ'ল। এও কিন্তু revolution ( বিপ্লব ) to nurture the being ( সত্তা পরিপোষণের জন্য )।

কেষ্টদা—Being ( সত্তা ) বলতে কী বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Existence-কে ( অস্তিত্বকে ) যা' uphill (ঊর্দ্ধগামী) করায় তা'ই being ( সত্তা )।

কেষ্টদা—বর্ত্তমানে বুর্জোয়াদের বলা হয় non-being ( সত্তাবিরোধী )। তা'রা নিজেদের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে বুর্জোয়া তা'দের কওয়া যায় যা'রা অর্থ আহরণ ক'রে non-being-এর ( সত্তাবিরোধী যা'-কিছুর ) পূজা করে। Ideal ( আদর্শ ) সে-ই, যে এই non-being-গুলিকে adjust (সত্তাবিরোধী যা'-কিছুকে নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে।

কেষ্টদা—মার্ক্স্ বলেন, money and commodity-র ( ধন ও পণ্যদ্রব্যের ) উপরেই economics ( অর্থনীতি ) নির্ভরশীল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর আমার কথা, জীবনীয় রকমে চলাটাই হ'ল economics ( অর্থনীতি )।

কথায় কথায় বেলা সাড়ে নয়টা বেজে যায়। এরপর খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ খবরগুলি বলছিলেন কেষ্টদা। কয়েকটি জায়গায় প্রচুর পেট্রোলিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে, শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাটির তলায় যত পেট্রোলিয়ম আছে সেসব সরিয়ে ফেললে একদিন বিরাট catastrophe ( আকস্মিক মহাদুর্য্যোগ ) আসতে পারে। কারণ পৃথিবী ঘুরছে। এসব করতে হ'লে পরে atomic energy দিয়ে ( আণবিক শক্তি দিয়ে ) balance ( ভারসাম্য ) রক্ষা করে তারপর করা ভাল।

**৩০শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৩। ৫। ১৯৫৭ )**

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিম দিকের ছাউনিটায় এসে বসেছেন। চন্দ্রেশ্বরদার ( শর্ম্মা ) এ্যাজমা হ'য়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববাণীতে বলেছেন—"তাণ্ডবস্তোত্র মুখস্ত করিস্ এ্যাজমা সারবে।" এই নির্দ্দেশ অনুসারে চন্দ্রেশ্বরদা স্থানীয় দেওঘর বাজার

থেকে একখানা "শিবতাণ্ডবস্তোত্রম্" বই কিনে এনে নিয়মিত প'ড়ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেকথা জানানো হ'ল।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শিবতাণ্ডবস্তোত্র প'ড়লে নাকি এ্যাজমা সারে। চন্দ্রেশ্বর প'ড়ছে। ঐ পড়া লাগে। সাথে সাথে scanning ( ছন্দের মাত্রা ), উচ্চারণ এসবও ঠিক রাখা লাগে। ( তারপর তাল দিয়ে দিয়ে দুলে দুলে আবৃত্তি করলেন )—

"ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে—"

যা'রা অসমর্থ তাদের এমনি ক'রে ব'সেই ঠিক করতে হয়। আর যা'রা সমর্থ তাদের তালে তালে নাচা ভাল। অসমর্থ'রা ব'সে ব'সেই যতটা পারে তাল রক্ষা করে যেন পাঠ করে। আর, গুরুতে শিবের আরোপ ক'রে নেওয়া লাগে। তিনিই শিব। ঐ স্তোত্রের মধ্যে যেসব কথা আছে সেগুলি তাঁর বিভূতি—এইভাবে ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে। অবশ্য সব পূজার বেলাতেই এই। গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতি যেসব দেবতা আছে, পূজার বেলায় সবার মধ্যেই গুরুকে দেখা লাগে। আবার লক্ষ্মী-সরস্বতী, এইসব স্ত্রী-দেবীর মধ্যে মাতৃকা আরোপ করা লাগে।

এরপর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় চ'লে এলেন। বেলা একটু বাড়তেই চারিদিক গরম হ'য়ে ওঠে, বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যায় না। কিরণ ব্যানার্জীদা গতকাল এসেছেন। তিনি এই সময়ে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্ত্তা চলতে থাকে।

এক সময়ে কিরণদা প্রশ্ন করলেন—আমি একজনকে দীক্ষা দিয়েছি। তার ভাই কিন্তু ঐ অঞ্চলের communist leader ( কম্যুনিস্ট নেতা ), diametrically opposite character-এর ( ঠিক বিরুদ্ধ চরিত্রের )। এটা কেমন ক'রে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো character-এর stripes ( চরিত্রের দাগ ) আলাদা। আমাদের প্রত্যেকের character-এর ( চরিত্রের ) কতকগুলি stripes ( দাগ ) আছে। Stripe-এর (দাগের) মধ্যে কা'রো সদ্‌গুণ prominent ( প্রধান ), কা'রো অসদ্‌গুণ prominent ( প্রধান )। আবার eugenics ( প্রজনন-বিজ্ঞান ), tradition ( ঐতিহ্য ) ও traits-এর ( বংশগত বিশেষ লক্ষণের ) উপরেই মানুষের character ( চরিত্র ) নির্ভর করে।

কিরণদা আবার ঐ কম্যুনিস্ট ভাইটি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি তো কম্যুনিজম্ বুঝি না। তবে যদি কেউ সত্যিকারের কম্যুনিস্ট হয় তো আমরা তাদের near ( নিকটে )।

এরপর কিরণদা বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

বললেন—বামুনদের একদিন সমাজে position ( স্থান ) ছিল অসম্ভব। তারা ছিল জাতির শিক্ষক। তারা বুঝত, আমার দেশের factor-গুলি ( মূল উপাদানগুলি ) যদি আমি গ'ড়ে তুলতে না পারি তবে কিছুই হবে না। তখন কেউ চাকরী করত না। বৈশ্য টাকা জমাত, কিন্তু সে টাকা ব্যয় করত সমাজের জন্য।

সুশীলদা ( বোস )—আগে ছিল বংশকৌলিন্য। এখন সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে কাঞ্চনকৌলিন্য। এর দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়লেও শান্তি বাড়ে নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন—ভেবে শালা থলকূল পাই নে। উপযুক্ত মানুষ না পেলে দেশের এই অবস্থা সামাল দেওয়া মুস্কিল। Destructive platform-এ ( ধ্বংসাত্মক মঞ্চে ) work ( কাজ ) করার লোক ঢের আছে। ঐ হ'ল আসুরযোগ, গীতায় যা'র কথা আছে।

এরপর সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Existence-এর ( অস্তিত্বের ) মধ্যে আছে to live and to grow ( বাঁচা এবং বাড়া )। আবার liberty-র ( স্বাধীনতার ) মধ্যেও আছে to live and to grow (বাঁচা এবং বাড়া )। আর, non-being ( সত্তা-বিরোধী ) তাই যা' আমার বাঁচাবাড়ার অন্তরায়।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। কয়েকদিন আগে ননীমার ঘর থেকে নাকি একখানা চিঠি ও এক হাজার টাকা চুরি যায়। তিনি এই প্রসঙ্গে দায়ী করেন রেবতীদা ( বিশ্বাস ), শরৎদা ( হালদার ) ও বর্ত্তমান লেখককে। অথচ ঐ বিষয়ে আমরা কিচ্ছু জানি না। ননীমা তাঁর স্বকপোলকল্পিত বর্ণনা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিবৃত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সবাইকে ডেকে ঐ ঘটনা-প্রসঙ্গে জানতে চান। কিন্তু ও-সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা না থাকায় কোনই উত্তর দিতে পারি না।

কিন্তু ননীমা বারংবার আমরাই টাকা নিয়েছি ব'লে বলতে থাকেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন—শরৎদা! ননীকে এক হাজার টাকা দিয়ে দেন।

শরৎদা—টাকা দিলে এই মিথ্যা অপবাদটাকে সমর্থন করা হবে। সেই জন্যে আমার টাকা দেওয়ার ইচ্ছা নেই।

রাত্রি এখন সাড়ে দশটা। ভোগের সময় হ'য়ে গিয়েছিল। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পায়খানায় গেলেন। পায়খানা থেকে এসেই শ্রীশ্রীবড়মাকে বললেন—বড়-বৌ! তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দেবা ?

শ্রীশ্রীবড়মা—হ্যাঁ, এই নিয়ে আসি।

শ্রীশ্রীবড়মা টাকা নিয়ে এলে সে-টাকা শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে দিয়ে দিলেন। আমরা তিনজন কাছেই ছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ডাকলেন। কাছে গেলাম, তখন

ননীমাকে বললেন—এই, টাকা ওদের দেখা।

ননীমা কাপড়ের খুঁট থেকে বের করে দেখালেন হাজার টাকার একখানা নোট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসব বিষয়ে আমি বড় sensitive ( সংবেদনশীল )। আপনারা চোর হ'লেন। আমার ভাল লাগল না। সেই জন্য টাকা আমি এখনই দিয়ে দিলাম। ( ননীমাকে বললেন ) বল্, ওটাকা তোরে বড়-বৌ দেছে।

ননীমা—এ টাকা আমারে বড়মা দেছেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখেছিস্ তো টাকা দিছি ?

আমরা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লে ননীমা আস্তে আস্তে টাকা নিয়ে চ'লে গেল। আমরাও প্রণাম করে চ'লে এলাম। এর পরই শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগ আরম্ভ হ'ল।

### ৩১শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৪।৫।১৯৫৭ )

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিম দিককার ছাউনিতে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ চারিদিকে উপবিষ্ট। ইছাপুর থেকে কিরণ ব্যানার্জীদা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাথে বিবাহ-সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কিরণদা—পাশ্চাত্য দেশে তো বিবাহের কত গণ্ডগোল। কিন্তু তবুও ওদের দেশে ভাল ছেলে জন্মায় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে এমনতর family ( পরিবার ) ঢের আছে যাদের মধ্যে কোন interpolation ( ব্যতিক্রম ) হয় নি। বিশেষ ক'রে রোমান ক্যাথলিকরা তো ওসব করেই না। ঐ যে উইলিয়ম জেম্স্-এর মতন বড়-বড় philosopher ( দার্শনিক ), আরো বড়-বড় লোক ওদের ভিতর দিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। আর, কতকগুলি আছে যারা এবেলা বিয়ে ক'রে, ওবেলা ছাড়ে, তাদের ওরা ঘৃণা করে খুব। ওদের মধ্যে কিছু আছে যারা divorce ( বিবাহ-বিচ্ছেদ ) করেছে অথচ সেই বংশে বড়লোকের জন্ম হয়েছে। সেটা কি রকম ? ঐ যেমন নিউটন। নিউটন ও আরো কে-কে জন্মাবার পরে নিউটনের মা divorce ( বিবাহ-বিচ্ছেদ ) করেছিল। আজকাল ওদেরও eugenics-এর ( প্রজনন-বিজ্ঞানের ) উপরে affection ( দরদ ) এসে গেছে। খুব research ( গবেষণা ) করছে। ক'রে ক'রে ওরই support ( সমর্থন ) বের করছে। দেখা যায়, ভাল লোকের সাথে বিয়ে হ'য়ে ভাল ছেলে হয়েছে। আবার খারাপের সাথে বিয়ে হ'য়ে সন্তান হয়েছে মাতাল মদখোর।

কিরণদা—একটা বইতে পড়ছিলাম, রাশিয়ানরা heredity-science-টাকে ( বংশধারার বিজ্ঞানটাকে ) উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগিছিল ঐভাবে। কিন্তু পরে দেখল, science-এর (বিজ্ঞানের) মধ্যে আর communism (সাম্যবাদ) খাটানো যায় না। তারপর ও চেষ্টা বাদ দিয়ে দিল।

কিরণদা—আচ্ছা, জৈন সাধুদের তো কত philosophical conception (দার্শনিক মতবাদ) আছে। কিন্তু তা' দিয়ে তারা দেশের ক্ষতিও যথেষ্ট করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি fictitious (কাল্পনিক) ধারণার ওপরে দাঁড়িয়ে যদি কিছু করি তাহ'লে প্রকৃতি তো আমাকে ক্ষমা করবে না। কারণ, প্রকৃতির উপর দাঁড়াই না তো। Factual element (বাস্তব উপাদান) কম থাকলে কাজ করা যায় না। ঐভাবে কাজ করা মানে একেবারে নিকেশ হয়ে যাওয়া।

কিরণদা—ঠাকুর! রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিয়ে হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয়।

কিরণদা—কোন রাঢ়ীর মেয়ে যদি বারেন্দ্রের ঘরে দিতে হয় তাহ'লে minimum (কমপক্ষে) কী দেখা লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়ে বিয়ে দেবে সবসময় তোমার সমান ঘর বা তোমার চাইতে বড় ঘর দেখে।

কিরণদা—কৌলিন্যের থাকটা মেনে চলাই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেনে চলাই ভাল। আর কুলীন যে শুধু বামুনের মধ্যেই আছে তা' নয়। কুলীন মানে কুল যেখানে ভাঙ্গেনি। চাষার ঘরেও তা' থাকতে পারে। কিন্তু তার ঘরে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পার না। দিতে হবে তোমার বর্ণে। আবার, এক বর্ণের মধ্যেও কিন্তু থাক আছে।

কিরণদা—আগে বাবা-ঠাকুর্দা এ বিষয়ে খুব strict (কঠোর) ছিলেন। বিয়ে না হয় সেও ভি আচ্ছা, কিন্তু অপাত্রে মেয়ে দেব না। কিন্তু ঠাকুর, এতে তো অনেকের বিয়েই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, divine calculation (দৈব হিসাব) একটা আছে। তোমার যেরকম ঘর, সেইরকম বর ঠিক জুটেই আছে।

এর মধ্যে রমণদার (সাহা) মা (বয়স ৭৫ বৎসর) ঘন নীল রঙের শালোয়ার-পাঞ্জাবী প'রে এলেন। হাসতে হাসতে এসে একটা টাকা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হয়ে আদরভরা কন্ঠে বললেন—এঃ, মধু-মধু যামিনী, পূর্ণিমা নিশীথিনী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদরে রমণদার মা পুলকে ডগমগ হ'য়ে হেসে যেন গড়িয়ে পড়লেন।

আবার পূর্ব্ব সূত্র ধ'রে কথা চলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদাকে সমস্ত বামুনকুলের বংশতালিকা জোগাড় ক'রে দিতে বললেন। তারপর বললেন—রাঢ়ী এবং বারেন্দ্রেরটা পেলেই হয়। আমার এটা ছিল, হারিয়ে গেছে। ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) একটু ধ'রে রেখেছে তার লেখা জীবনীতে। এটা হারিয়ে আমি বড় pauper (দরিদ্র) হ'য়ে আছি। একা বারেন্দ্রের পেলেই হবে না। রাঢ়ী আর বারেন্দ্রের চাই। তাহ'লে বংশ ঠিক পাবে নে—কিভাবে কার সাথে কী যোগাযোগ হয়েছে। মনে থাকবেনে তো? ভুলে যাবে নানে তো?

কিরণদা—না ঠাকুর, আমি ঠিক করিয়ে দেব।

এই সময়ে সুশীলদা (বোস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চন্দ্রেশ্বরদা (প্রসাদ) প্রমুখ এসে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ননীদা বললেন—সেদিন বাণীমন্দিরে একটা গান নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল। একটা লাইনে আছে 'জীবনে-মরণে'। সেখানে করা হ'ল 'জীবনে-জীবনে'। 'মরণে' থাকলে দোষ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পছন্দ করি না ব'লেই বোধহয় 'মরণে' কথাটা বাদ দিয়েছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' অবসাদ আনে, ক্ষতি করে, বিনাশ আনে, তা' যত পেছিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল। তাকে যত কম ডাকা যায় ততই ভাল। তাকে ডাকা মানে নিজের চলন অমনতর করে তোলা।

এরপর কিরণদা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কথা তুললেন। বললেন—বৈজ্ঞানিকরা বলেন, ঠিমমত জন্মনিয়ন্ত্রণ না হ'লে সত্তর বছর পরে লোকসংখ্যা এত হ'য়ে যাবে যে পৃথিবীতে আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Longevity (আয়ু) যত বেশী হয়, তত আবার জন্মের হার কমে যায়। যত তাড়াতাড়ি মরে breeding-এর (সন্তান উৎপাদনের) ভিতর দিয়ে বাঁচতে চায়। সেইজন্য গরীব যারা, যারা খেতে-পরতে পায় না, তাদের ছেলেপেলে বেশী হয়। প্রকৃতি ঐভাবে compensate (পরিপূরণ) করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন—

সাত্বত নীতিতে চলাই
জন্মনিয়ন্ত্রণের শুভ পন্থা।

চন্দ্রেশ্বরদার মন কোন কারণে একটু ভার হয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Fictitious (অলীক) যেটা সেটাকে ভাঙ্গতে না পারলে সত্যে পেঁছাবে কি করে? যেমনভাবে তা' হয় তাই কর। আমি সকলের কথা শুনি,তার সবটুকু ধরে নিই নে। যদি তার মধ্যে বাস্তব কিছু পাই তার উপর

দাঁড়িয়ে চলি। আমি ভুক্তভোগী কিনা, তাই এসব জানি। বড় খোকারে মারিছি, একদম খামাকা। কানাইদা (গাঙ্গুলী) এসে ক'ল বড় খোকা তার জুতো চুরি করেছে। আমি তখন বড় খোকারে মারলাম। খুব মারলাম। যদিও আমি ঐকথা বিশ্বাস করিনি। পরে আর একজন সেই জুতো পায়ে দিয়ে আসল। তারপর একদিন বীরুদা—বড় খোকার শ্বশুর, তার পকেটে টাকা ছিল, বলল বড় খোকা চুরি করেছে। আমি তখন বড় খোকারে যা' মারলাম, সে একেবারে অসম্ভব। আমি বড় খোকার ধ'রে কিলোচ্ছি, চড়াচ্ছি এর মধ্যে বীরুদা ওখানে গেছে। যেয়ে এক কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে থেকে বের করল তার চামড়ার ব্যাগে রাখা সব টাকা। বীরুদার সামান্য একটু ভুলের জন্য ওরকমভাবে suffer (কষ্টভোগ) করল বড় খোকা। এরকম যে কত হ'য়েছে।

ননীদা—এতে পরে বড় কষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' হয়। কিন্তু বড় খোকা ব'লেই আমি মারলাম। অন্যের বেলায় আমি হয়তো এরকম করতাম না। কিন্তু বড় খোকারে না মারলে লোকে ক'বে নে যে ঠাকুরের নিজের ছেলে কিনা, তাই মারেনি। এই জাতীয় ব্যাপার বেশীর ভাগই fictitious ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই যেমন ননী (মা) এসে বলল, তার ঘর থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। চোর সাজাল শরৎদারে (হালদার), দেবীরে (মুখোপাধ্যায়)। শেষকালে আমি বড় বৌয়ের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে ননীকে দিই খেসারতস্বরূপ।

ননীদা—কিন্তু ওর যে fictitious ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আপনি এক হাজার টাকা দিলেন, এতে কি সে corrected (সংশোধিত) হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Corrected (সংশোধিত) না হ'লেও knock-টা (আঘাতটা) থাকে। তোমরা যদি compensate (পরিপূরণ) না কর, তাহ'লে আমারই compensate (পরিপূরণ) করা লাগে। আমাদের চালের ভুল তো, মানে আমাদের চলনের ভুল। আবার, ঐ ভুলগুলি নিজের চরিত্রে থাকার ফলে চলনাটাকেও ঐরকম ক'রে তোলে। শেষে কষ্টের সৃষ্টি করে। (একটু থেমে) আমার মনে হয়, এই fictitious রকমের চলনাটার সৃষ্টি হয়েছে শঙ্করাচার্য্য থেকে। ঐ যে অবাস্তব রকমে বলত, ব্রহ্ম লাভ করতে জাগতিক কাজকর্ম্ম কিছু করা লাগবে না। আবার, আর একটা জিনিসের থেকেও হয়েছে, সেটা হ'ল কথা লাগানো। আমি তোমাকে একটা কথা বললাম। তুমি আবার ওর কাছে যেয়ে সেকথা আর একরকমভাবে বললে। ও আবার ওর কাছে যেয়ে গল্প করল। এইভাবে fictitious রকমের সৃষ্টি হতে থাকে। এরকম চলনায় প্রবৃত্তি কিন্তু আমাদের রেহাই দেয় না।

কিরণদা—সংশোধনের উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংশোধন করলেই সংশোধন হয়।

বেলা ৯-১৫ মিঃ। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন। ইতিমধ্যে আরো ভক্ত-জনের সমাগমে স্থানটি পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

কেষ্টদা mass psychology ( গণ-মনস্তত্ত্ব ) নিয়ে কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পঞ্চাশজন লোক যদি একসাথে থাকে, সেখানে যে emotion-এর ( ভাবাবেগের ) দ্বারা সবাই affected ( অভিভূত ) হচ্ছে, প্রতিটি মানুষ তার বৈশিষ্ট্য-মাফিক তেমনিভাবেই affected ( অভিভূত ) হ'য়ে থাকে। তার কাছে যুক্তি যদি আসে, সেটাও সেই পথে যাবে যে-পথে সে accustomed ( অভ্যস্ত )।

এরপর আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানের জন্য উঠলেন।

**১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৫। ৫। ১৯৫৭ )**

সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। উপস্থিত জনৈক দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, তুই রামপ্রসাদী গান জানিস্ ?

উক্ত দাদা—রামপ্রসাদী জানি না। তবে আমার স্বরচিত একটা গান আছে, গাইব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা হেলিয়ে অনুমতি দিলে উক্ত দাদা গান করলেন ; গান শেষ হওয়ার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গানের কয়টা লাইন ভাল। 'মা মা' করতে করতে hard-hearted wickedness ( নিষ্ঠুর দুষ্টামি ) কমে আসে।

উক্ত দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটু এগিয়ে এসে বললেন—ঠাকুর, বাবা-মা'র দোষ দেখতে নেই। কিন্তু মা আমার বাবাকে মাঝে মাঝে এমন আক্রমণ ক'রে কথা বলে যে বাবা আঁতকে ওঠেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( বড় মধুর হেসে, সুরে )

বাজবে ভোলানাথের বুকে
নেমে নাচ্ মা খ্যাপা মাগী
—এই বললে পারিস্ ?

উক্ত দাদা—বাড়ীটা শান্তির আগার না হ'য়ে জ্বালাময় হ'য়ে উঠেছে আজকাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, ভগবান ঐভাবে পরীক্ষা করে। ওসব শিব-ভগবতীর খেলা।

জলপাইগুড়ির সুধীর বিশ্বাসদা কিছুদিন হ'ল এখানে আছেন। তাঁর একটি মেয়ে গত পরশু দুপুরে মারা গেছে।

সুধীরদার দিকে করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই গান

জানিস্ নে ?

সুধীরদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' জানিস্ তাইই গলা খুলে গাইতে হয়।

সুধীরদা—আমার ভাল লাগা আছে। জীবনে গান শেখার কোন সুযোগ পাই নি। মা-বাবা আমার দেড় বছর বয়সেই মারা গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( যেন চমকে উঠে ) আলাই-বালাই। ম'রবে কেন ? খুব করে গান গাবি, মা'র গান গাবি।

এরপর প্রীতি নিয়ে কথা উঠল। সে-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Love ( প্রীতি ) কিন্তু কখনও indolent ( অলস ) হয় না। সত্যিকারের love ( প্রীতি ) যেখানে থাকে, সেখানে থাকে দরদ এবং তার থেকেই জাগে পরাক্রম। কারো জন্য কিছু করার আকুতি সৃষ্টি করে energetic volition ( উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি ), আর ও থেকেই আসে valour ( পরাক্রম )। আর একটা লক্ষণ হ'ল, love ( প্রীতি ) কখনও মানুষকে অজ্ঞান, অন্ধ করে তোলে না। পীরিতি পরম বেদ। সত্যিকারের প্রেম মানুষকে সুযুক্ত জ্ঞানী ক'রে তোলে। কোথায় কার কাছে যেয়ে কিভাবে কী করা লাগে, সে সম্বন্ধেও তার বোধ পরিষ্কার থাকে।

এই সময় কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), চুনীদা ( রায়চৌধুরী ), বীরেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), রাধারমণদা ( জোয়ারদার ), চারুদা ( করণ ), প্রভাতদা ( দে ), প্রফুল্লদা ( দাস ), ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ) প্রমুখ একে একে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এই, মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় মোটরে আসা যায় না ?

চারুদা—হ্যাঁ, যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা কেষ্টদাকে একখানা গাড়ী কিনে দে। আঠার হাজার টাকা লাগবে। বেশ শক্ত দেখে কিনবি। কেষ্টদা নিজেও শক্ত, দাঁতও শক্ত। তোমাদের গালাগালি যখন করে তখন আর পথ চোখে দেখ না। পরে আস্তে আস্তে সুশীলদারও একখানা গাড়ী কিনে দেওয়া লাগবে। নিজের যজমানদের উপর নিজের লক্ষ্য রাখা লাগে। এমন করা চাই, একটা সৎসঙ্গীও যেন দুর্ব্বল না থাকে, অসহায় না থাকে। সবাই যেন সবাইকে খাওয়ায়ে পরায়ে তৃপ্ত পায়। তোমরা তো রাখাল। রাখাল যত সাবুদ, তার পালও তত সাবুদ হয়। Jesus ( যীশু ) নিজেকে shepherd ( রাখাল ) ব'লে বলতেন।

কেষ্টদা—১৪ই মে-র অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ বেরিয়েছে, কুলগাছে স্ট্রবেরি ফ'লেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শুনেছি, যেসব কাঁঠাল গাছে ফল ফলে না সেই গাছকে যদি দা দিয়ে ভয় দেখানো যায়—এই মারলাম কোপ, মারলাম কোপ, অমনি সে গাছে ফল ধরে। তাই, "There are more things in heaven and earth—." ( স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে বহু জিনিষ আছে )। আর আপনি ঐ যে একবার দুমকায় দেখাইছিলেন, বাদামগাছে ( বাতাবী লেবু ) কমলালেবু ফ'লেছে। ওরকম হয়।

কথাবার্ত্তার মধ্যে পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কী একটা ছড়া আছে—

সমান বিয়েয় সাম্য ধাঁজ
অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁজ।
প্রতিলোমে কুপোকাৎ
বিশ্বাসঘাতক বংশপাত।

অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁজ মানে বোধ হয়, কিছুটা unbalanced ( ভারসাম্যহীন ) হ'য়ে পড়ে।

### ৩রা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৭।৫।১৯৫৭ )

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিমে ত্রিপলের ছাউনিটির তলায় শুভ্র শয্যায় সমাসীন। একটু আগে সকালের প্রণাম হয়ে গেছে। সরোজিনীমা দু'বার তামাক সেজে দিলেন। হেমপ্রভামা, কালিদাসীমা, রেণুমা, সেবাদি, কালীষষ্ঠীমা, কুমিল্লারমা, অনুরাধামা, সুধাপাণিমা প্রমুখ মায়েরা এবং রাধারমণদা ( জোয়ারদার ), খগেনদা ( তপাদার ), রমেশদা ( চক্রবর্ত্তী ), সুশীলদা ( বোস ), ভগীরথদা ( সরকার ) প্রমুখ দাদারা উপস্থিত আছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে কে চাঁদা মাছ ও খরশুলা মাছ খেয়েছেন জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। যাঁরা যাঁরা খেয়েছেন তা' বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খরশুলা মাছ খাইছি কিনা আমার মনে নেই। পদ্মায় খরশুলা মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে যেত, উপরে চোখ দুটি ভাসানো। চাঁদা মাছ কী জাল দিয়ে ধরে রে?

একজন উত্তর দিলেন—ঝাঁকি জাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত রকমের মাছ যে আছে। রায়েক মাছ আছে, ছোলং মাছ আছে।

কালিষষ্ঠীমা—পাবদা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাবদা মাছে খুব তেল আছে।

রাধারমণদা—ওতে তো কাঁটা নেই।

কালিষষ্ঠীমা—না, একটা কাঁটা।

অনেকক্ষণ ধ'রে এইভাবে মাছের গল্প চলল। তারপর—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম আমাদের যারা খায় তাদেরও আমাদের গল্প করতে খুব আরাম লাগে।

কালিষষ্ঠীমা—হ্যাঁ, বাঘের কাছে, সিংহের কাছে আমাদের গল্প খুব ভাল। কেমন করে মানুষ ধ'রতে হয়, কোন্ জায়গার মাংস মিষ্টি, কোন্ জায়গার রক্ত মিষ্টি, এইসব গল্প ওদের কাছে ভাল।

এরপর বারুজীবী সম্প্রদায়ের জনৈক দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অনেকদিন আগে শুনেছিলাম, বৈশ্য যদি শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করে, তার সন্তান হয় করণ। আর করণের মেয়ে যদি বামুনে বিয়ে করে তাহ'লে তার সন্তান হ'ল তাম্বুলী। আবার তাম্বুলীর মেয়ে যদি বামুনে বিয়ে করে তবে তাদের সন্তান হয় বারুজীবী। এ আমি শুনেছিলাম। কোথায় কোন্ বইতে আছে সেটা যদি বের করতে পারেন তাহ'লে হয়ে গেল। দেখেন তো বের করতে পারেন কিনা!

এই সময় ভোলারাম এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, তুই টাকা পাইছিস?

ভোলাদা—কোথায় টাকা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভাতবাবু (দে) কত দিল?

ভোলাদা—প্রভাতবাবু অল্প কয়টা, পঞ্চাশটা টাকা দিচ্ছিল, তা' আর নিই নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, বেকুব। যে যা ভালবেসে দেয় তা' নেওয়া লাগে। তা' না নিলে তার দেওয়ার প্রবৃত্তি ক'মে যায়। তুই বেকুব, বুঝিস নে। ঐ টাকা কয়টি যদি নিতিস তবে ও-ই আবার চেষ্টা করত তোর জন্যে। অনেকের 'পরে চাপ দিলে তাদের কষ্ট হয়। আবার কেউ কেউ চাপ দিলে খুশী হয়। যারা খুশী হয় তাদেরটা নেওয়া লাগে। তাহ'লে তাদের দেওয়ার আবেগ বেড়ে যায়।

ভোলাদা—নিলাম না এইজন্যে যে ঐ কয়টা টাকা আবার খাওয়াতেই চলে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাবে কেন? নিয়েই ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া লাগে। দেখ্, আমি তোদের জন্যেই একে-তাকে বলি। নিজের জন্যে আমি মানুষের কাছে প্রায় চাই-ই নে।

ভোর থেকে যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর সন্নিধানে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এই সময় প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি কই, individual-এর (ব্যষ্টির)

উন্নতির চেষ্টা বাদ দিয়ে যদি social work ( সমাজসেবা ) করি তাতে mass ( গণ ) উন্নতির কথা বললেও বাস্তবে তা' হয় না।

জ্ঞানদা—মানুষ যে অন্যায়গুলো করে, state ( রাষ্ট্র ) যদি আইন ক'রে সেগুলো বন্ধ করতে পারে তাহ'লে দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—State ( রাষ্ট্র ) হয়তো এমন আইন চাপালো যাতে মানুষ দুষ্কর্ম্ম করতে পারল না। কিন্তু এতে suppression ( অবদমন ) বেড়ে যেতে পারে।

জ্ঞানদা—কিন্তু State-কে ( রাষ্ট্রকে ) influence ( প্রভাবিত ) করানো ছাড়া এসব ব্যাপার তাড়াতাড়ি অথচ ব্যাপকভাবে হওয়া কি সম্ভব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Influence ( প্রভাব ) মানে, যেমন ধর একটা ঘূর্ণিঝড় উঠল, তার মধ্যে সবাই প'ড়ে গেল। কেউ রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকল, কেউ নাক ঢাকল, কেউ আবার মাথা নীচু করল। ঐরকম সবাই প্রভাবান্বিত হ'ল বটে, কেউ হ'ল ভয়ে কেউ বা অন্য কিছুতে। আবার প্রভাবিত হয়েও সব একরকম নয় কিন্তু। প্রত্যেকের অভিব্যক্তি আলাদা। পরিস্থিতির doll ( ক্রীড়নক ) সবাই হ'য়ে পড়লেও তারও মধ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অটুট থাকে। সেইজন্য ওভাবে সুবিধা হয় না। আগেকার নিয়মগুলি ভাল। আগে আমাদের tradition ( ঐতিহ্য )-গুলি মেনে চলা হ'ত। যেমন ভাত খেয়ে ভাল ক'রে হাতমুখ ধোওয়া, কাপড়ে ভাত প'ড়লে কাপড় ছাড়া ইত্যাদি। অবশ্য এসব কাজে trainer ( শিক্ষক ) দরকার। আমার বুদ্ধি হচ্ছে অন্যরকম। প্রতিটি individual ( ব্যক্তি ) আগে trained ( শিক্ষিত ) হবে। একটা বাড়ীর মধ্যে যদি একজন অমনরকমে trained ( শিক্ষাপ্রাপ্ত ) হ'য়ে ওঠে, তবে তাকে দেখে বাড়ীর আর সকলে trained ( শিক্ষাপ্রাপ্ত ) হ'তে পারে। আবার, একটা বাড়ী অমন হ'য়ে উঠলে তার প্রভাবে আশপাশের বাড়ীগুলি adjusted ( বিনায়িত ) হ'য়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় দেরীতে হ'লেও কাজ হবে। কিন্তু নিজেরা trained ( শিক্ষাপ্রাপ্ত ) না হ'য়ে যদি কেবল আমার চাপে চলতে থাক তাহ'লে সব parrot-like ( তোতাপাখীর মতন ) হ'য়ে যাবে নে।

তারপর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—Allowance ( ভাতা ) যতক্ষণ তুলে না দিতে পারছেন, ততক্ষণ মানুষ চেনার উপায় নেই। আর, এ তুলে দিলে তখন একজনকে দিয়েই আর সবাইকে ঠিক করা যায়। মানুষ একা কাম করতে পারে না। একজনের successful ( কৃতকার্য্য ) হওয়া মানে তার আশপাশের সবাইকে successful ( কৃতকার্য্য ) ক'রে তোলা। আবার head-এ ( মাথায় ) যে থাকে তার theoretically ও practically ( চিন্তায় ও কর্ম্মে ) দু'ভাবেই করা লাগে। যে হুকুমদার, সে আরো বেশী তামিলদার হয়। একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার

মানে সে বৃহত্তর area ( কর্ম্মক্ষেত্র ) নিয়ে চলে। তার মানে, তার subordinate (অধীনস্থ ) সমস্ত ইঞ্জিনীয়ারদের চাকর সে। যখন যা' লাগে তা' supply করতে হয়। এক একজন unsuccessful ( অকৃতকার্য্য ) হ'লে আমার এত কষ্ট হয়! এই অসুস্থ অবস্থায় এত করি ক্যা? আপনার প্রয়োজন হয়তো খুব কম। আপনি খান, আমাকে খাওয়ান। কিন্তু সেই সাথে যদি আরো দশজনকে খাওয়াতে না পারেন তাহ'লে আমাকে খাওয়ানোর দাম কী? আপনাদের খাওয়া দিয়েই তো আমার খাওয়া। আপনাদের বাঁচা দিয়েই তো আমার বাঁচা। এই যে এত টাকা আসে, আপনারা আমাকে দেন, তা' আমি ব্যাঙ্কে রেখে দিলেই তো পারি। কিন্তু তা' দিই না কেন? তারপর আবার টাকা চাই। একজনের কাছে ৫০, একজনের কাছে হয়তো ২০০০ টাকা চাই। বলি, এত দিতে পারিস নাকি? এ ভিক্ষে আমি করি কেন? করি তো তোমাদেরই জন্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি সবার অন্তর স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে। ধৃতিশীল অথচ শান্ত এক ইষ্টময় নীরবতা সমস্ত পরিবেশটিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে বললেন—তোমাদের মধ্যে যেখানে সদ্ভাব থাকবে, সেখানে সৌন্দর্য থাকবেই। আর যেখানে অসদ্ভাব, সেখানে আর সৌন্দর্য্য থাকে না। আমার কথা যদি ভাল লাগে তাহ'লে কাজ কর গে যেয়ে অমনি ক'রে।

**৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ২০।৫।১৯৫৭ )**

শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিমদিককার ছাউনিটির তলায় সমাসীন। একটু আগে সকালের প্রণাম হ'য়ে গেছে। পূজ্যপাদ বড়দা সামনের একখানা বড় কাঁঠালের পীঁড়ির উপরে ব'সে আছেন। আশেপাশে দাদা ও মায়েরা অনেকে উপস্থিত।

সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে-খেতে আনমনাভাবে বড়দার দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর বয়স যখন আট-দশ বছর তখনও মা আমাকে ধ'রে মেরেছে। এখন তা' মনে হয় কত মিষ্টি, ঠিক চুমো খাওয়ার মতন মিষ্টি।

একটু পরে শরৎ হালদারদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, minimum qualification of a Ritwik কী? ( একজন ঋত্বিকের সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতা কী? )

শ্রীশ্রীঠাকুর—Minimum ( কমপক্ষে ) যেটুকু করণীয়, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি ইত্যাদি, সেটুকু ঠিকমত করে, bluff ( ধাপ্পা ) দিয়ে টাকা না নেয়, sweet friend of every যজমান ( প্রতিটি যজমানের প্রিয় বন্ধু ) হয়, যজমানের সাত্বত সম্বর্দ্ধনায়

আপ্রাণ থাকে।—অন্ততঃ এটুকু না হ'লে আর হয় না। ঋত্বিক্‌রা যদি নিজেরা কাজকাম ঠিকমত না করে অথচ অপরকে করার কথা বলে, তাহ'লে সেই কওয়াগুলি বাজে হ'য়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ এরকম কয়—'ভাই, এরকম করা ভাল। এ করলে ভাল হয়। যদিও আমি সব করি না—করি না মানে আমি খারাপ করি', এরকমটা ভাল। মানে, নিজেকে একটু down ( খাটো ) ক'রেও ঐরকম বলা ভাল।

শরৎদা—স্বামী বিবেকানন্দের এইরকম একটা কথা আছে—'মাছ আমি খাই। কিন্তু না খাওয়া ভাল তা' বুঝি। কিন্তু আমি খাই ব'লে না-খাওয়ার আদর্শটা নামিয়ে এনে তাকে ছোট করব না।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথাটা আমার খুব ভাল লাগল। নিজের কাছে যা'রা ধরা না পড়ে তাদের বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব কম।

এই সময়ে বালেশ্বরের সুশীল দাসদা তাঁর ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবসা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন ক'রে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন। আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ইলেক্‌ট্রিকের contract ( ব্যবসা ) পাও, তা' যত সহজে যত সুন্দর ক'রে দিতে পার তা'র চেষ্টা করবে। বড় হওয়া মানে ছোট-ছোট দিকে খেয়াল না-রাখা নয়, বরং সবদিকে সমান নজর রাখা। এটা একটা masculine beauty ( পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য )। আর টাকা-পয়সার ব্যাপারে go-between ( দ্বন্দ্বীবৃত্তি ) কখনও করবে না। এই হ'ল ধর্ম্মাচরণ। সবার মধ্যেই কিন্তু নারায়ণ থাকেন।

কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

সুনিষ্ঠ সাধু পুরুষোচিত
বাক্, ব্যবহার
ও কৃতিদীপনার আসনে
নারায়ণী সম্বর্দ্ধনা বসবাস করে।

**৭ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ২১। ৫। ১৯৫৭ )**

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিনকার মত তাম্বুর পশ্চিমের দিকেই আছেন। মে মাসের সূর্য্য না উঠতেই এখনই বেশ গরম ছড়াতে আরম্ভ করেছে। টুকিটাকি কথাবার্ত্তা চলেছে।

সেবক-সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে ইংরাজীতে বললেন—He, who serves out of love is a সেবক ; he who serves out of money and self-interest is a server ( প্রীতিবশে যে সেবা করে, সে সেবক ; অর্থ এবং আত্মস্বার্থের জন্য যে সেবা করে, সে দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন )।

শরৎ হালদারদা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। প্রশ্ন করলেন—Self-এর ( আত্মার ) সাথে ধ্বন্যাত্মক নামের কি কোন যোগ আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্ত্র তিন রকমের আছে,—ভাবাত্মক, ধ্বন্যাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। যেমন, 'ক্লীং কৃষ্ণায় বাসুদেবায়', এগুলি ভাবাত্মক নাম। এই নাম জপে, হওয়াটা যেমন আছে তাকে ঐ নাম-অনুপাতিক পরিবর্ত্তিত ক'রে তোলে। ধ্বন্যাত্মক নাম হ'ল ওঁ, হ্রীং, ঐং এই সব। আর, আমাদের এই নাম হ'ল ধ্বন্যাত্মক নাম—vibration ( স্পন্দন )। এটা সমস্ত নামের mechanism ( তুক )। এর মধ্যে আছে expansion, contraction ও stagnation ( প্রসারণ, সঙ্কোচন ও বিরমণ )। এই বীজমন্ত্রের মধ্যে আছে রা—motion ( গতি ), ধা—cessation ( বিরমণ ), স্বা—outward force ( বহির্ম্মুখী শক্তি ), এবং মী—inward force ( কেন্দ্রমুখী শক্তি )। ঐ হ'ল দয়ী দেশ বা দয়ালদেশ, radiant unit ( বিচ্ছুরণী একক )। সত্যলোক থেকে এর আরম্ভ। তারপর টেনে নিয়ে যায় কোথায়। Radiant unit ( বিচ্ছুরণী একক ) কথাটা বড় ভাল, itself radiant ( আপনা থেকেই বিকিরণকারী )। Radiant মানে যে radiate ( বিকিরণ ) করে। এই radiant unit-টাই ( বিচ্ছুরণী এককটাই ) আমাদের life-force ( জীবনীশক্তি )। রেডিয়াম যেমন always radiate ( সব সময় বিকিরণ ) ক'রে চলেছে, ও-ও তাই। ঐটাকে আমাদের জীবনে যত continuous ( অবিরাম ) ক'রে তুলতে পারব, জীবনটাও তত equilibrium-এ ( সাম্যাবস্থায় ) চলে আসে, vibration-এর ( স্পন্দনের ) বিভিন্ন রকমগুলি সব একধারায় merge ক'রে ( বিলীন হ'য়ে ) যায়।

শরৎদা—নাম করতে-করতে যখন equilibrium ( সাম্য ) অবস্থা আসে, তখনই তো সবটা adjusted ( নিয়ন্ত্রিত ) হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল হ'য়ে যায়। আমাদের চলনগুলি কেমন হবে, কিভাবে আমরা চলব, সে বিষয়ে আমরা conscious ( চেতন ) হ'য়ে উঠি। রাস্তায় চলতে-চলতে একটা গর্ত্ত দেখে কতখানি পা তুলবেন, কতখানি লাফ দেবেন, তা' ওখানেই dictate ( নির্দ্দেশ ) ক'রে দেবে নে। তখন আর জিজ্ঞাসা করবেন নানে—'লাফ দেব না কী করব !' অবশ্য আপনার jurisdiction-এর ( আওতার ) বাইরে যখন যায় তখন চিন্তা করা লাগে।

শরৎদা—আমি দেখি, আপনি কেমন সব জেনেও কিছু জানেন না। এত conscious ( চেতন ), কিন্তু unconscious-এর ( অজ্ঞের ) মতন থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা আমি কইতে পারি নে। কিন্তু প্রকৃতি নিজেই unconsciously conscious ( না জেনে-বুঝেই সচেতন )। যেমন, ঐ গাছটা বড় হয়েছে।

ভেবে-চিন্তে কিন্তু বড় হয় নি। আপনা থেকেই হ'য়ে উঠেছে।

শরৎদা—আপনার যে এত ক্ষমতা, তা' মোটেই apply (প্রয়োগ) করেন না। অথচ আমাদের একটু ক্ষমতা পেলেই আর মাথা ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা কইলে পরে আমার চুপ হ'য়ে আসা লাগে। আমি যা' আমি তা'ই। আপনিও যা' আপনি তা'ই।

শরৎদা—আচ্ছা, মানুষের মধ্যে ambition (উচ্চাভিলাস) থাকলেই কি সে বড় হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ambition (উচ্চাভিলাষ) হয়তো আছে, কিন্তু indolent (অলস), তাহ'লে আর বাড়ে না। আমার হওয়ার ইচ্ছা আছে; কিন্তু না ক'রে ফাঁকি দিয়ে হব। তার মানে, হওয়াই হবে না। Craving (চাহিদা) মানুষের মধ্যে আছেই। এখন, বৌ যদি চুড়ি চায়। তাহ'লে বৌয়ের 'পরে আমার craving (চাহিদা) আছে, তার ঠেলায় সেটা ঠিক ক'রে ফেলব নে। কিন্তু ঐ craving-টা (চাহিদাটা) হওয়া চাই সাত্বত। তাই দিয়েই মানুষের জীবন চলে, বাড়ে।

কথার ফাঁকে সুধীর বক্সীদা, লালদা (রামনন্দন প্রসাদ) এবং আরো কয়েকজন এসে প্রণাম ক'রে কাছে দাঁড়িয়েছেন। সম্প্রতি সুধীরদার বিবাহের ঠিক হয়েছে। পাত্রী—রামকৃষ্ণ দত্ত জোয়ারদারদা'র বড় মেয়ে প্রীতিরাণী। গতকাল আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেছে।

সুধীরদার-দিকে নজর পড়তেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এই, বিয়ে ক'রে বৌ ঠিক ক'রে নিতে পারবি নি?

সুধীরদা উত্তর না দিয়ে একটু হাস্‌লে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌ ঠিক ক'রে নিতে হ'লে পরেই আগে দেখা লাগবে তার সমস্ত চঞ্চলতা দিয়ে তোমাকে ভালবাসে কিনা! তুমি যদি তা'কে গাল পাড়ো, তবুও সে তোমাকে ভালবাসে কিনা! এই ভালবাসাটা যত মধুর হবে, বৌও তত ঠিক হ'য়ে উঠবে। আর নিজের চলন-বলনগুলি আগে ঠিক ক'রে নেওয়া লাগে। নিজের চলন-বলন ঠিক না হ'লে বৌ-এর চলন-বলনও ঠিক করতে পারব না। শেষে বৌ-এর 'পরেও দোষ দেওয়া লাগে, নিজের 'পরেও দোষ দেওয়া লাগে। এই যে লাল আছে। লালের বাপ আছে, মা আছে। এখন বাপ-মাকে বাদ দিয়ে লাল যদি কর্ত্তা হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে বৌ তখন যাঁতা ঘুরাতে শুরু করবে। (শ্রীশ্রীঠাকুর হাত দিয়ে যাঁতা ঘোরাবার মতন ক'রে দেখালেন এবং মুখেও ঘোরাবার শব্দ করতে থাকলেন। তারপর—) তা'রে কওয়া লাগে, 'তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। আমারও ঐ বাবা-মা না হ'লে চলার উপায় নেই। ঐ আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ। ওঁদের

সেবা করলে আমার ভাল লাগবে।' মানে, যেমন ক'রে বোঝালে মেয়েলোক বোঝে সেইভাবে বলবে। লাল যদি তার বৌরে ভালবাসে তাহ'লে এমনিভাবে কবে। আর, লাল ও লালের বৌ যদি লালের বাপ-মার 'পরে ঝোঁকা হয় তবে লালের ছেলেমেয়ে-গুলিও ঐরকম লাল আর লালের বৌ-এর 'পরে ঝোঁকা হবে। এইরকম যদি থাকে তো সব ঠিক থাকবে। আর তা' না হ'লে, চারদিকের যে রকম তাতে দুদিন পরেই লালের বৌ ক'বে—'divorce ( বিবাহবিচ্ছেদ ) করেগা'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন। কিন্তু শেষের কথাগুলি তিনি এমন ভঙ্গিমায় চোখমুখ ঘুরিয়ে এবং কণ্ঠস্বরে এমন বৈচিত্র্য এনে ব'লে দিলেন যে সকলে হেসে একেবারে লুটোপুটি।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুরবাংলার বারান্দায় এসে বসলেন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), পণ্ডিতদা ( ভট্টাচার্য্য ), কুতুনদা ( ভট্টাচার্য্য ), নরেশদা ( দাস ), গোকুলদা ( নন্দী ) প্রমুখ এসে বসেছেন।

কেষ্টদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—কোন্‌ভাবে বিজ্ঞানটা সাহিত্যের সাথে সম্বন্ধান্বিত, সাহিত্য কি ক'রে music-এর ( সঙ্গীতের ) সাথে সম্বন্ধ, বিজ্ঞান কেমন ক'রে সাহিত্যে evolved ( বিবর্ত্তিত ) হ'য়ে উঠেছে, সাহিত্যই বা আবার কি ক'রে বিজ্ঞানে transformed ( রূপায়িত ) হয়েছে, প্রকৃতির সাথেই বা এগুলির সমাবেশ কী এবং কেমন—এসব বের করা লাগে।

তারপর সঙ্গীতকলা সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নারদ নাকি খুব ভাল গায়ক এবং musician ( সঙ্গীত-বিশারদ ) ছিলেন।

কেষ্টদা—আমাদের পুরাণে আছে, নারদ সর্ব্বশেষ গান শিখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমানও ব'লে গায়ক ছিল।

কেষ্টদা—দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীত ও উত্তর ভারতের সঙ্গীত আলাদা। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতের মিল আছে। আর উত্তর ভারতের সঙ্গীতে মুসলমানী প্রভাব বেশী। পারস্যের নানা সুর এসে এখানে মিশে গেছে। ইমন-কল্যাণ সুরটা নাকি বাগ্‌দাদ্‌ থেকে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারত থেকে সুরগুলি কিভাবে ওদিকে গেল, আবার ওদিক্‌কার সঙ্গীতগুলি ভারতে এসে কিভাবে কী রূপ পেল, এ যখন জানা যাবে তখনই ঠিক-ঠিক পাণ্ডিত্য হবে।

তারপরে শ্রীশ্রীঠাকুর কুতুনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই, তুই সৎসঙ্গের কাম করতে-করতে ওকালতি পড়তে পারবি ?

কুতুনদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে ভেবে ক'।

কুতুনদা—হ্যাঁ, পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( কেষ্টদাকে ) আপনি যদি ওর সাথে গল্প করেন আমাদের প্রয়োজন কী, আমাদের কথা কী, এই সব বিষয়ে—তাহ'লে ভাল হয়।

কেষ্টদা—করব। ( একটু চুপ থেকে ) মানুষ মনে করে, above fifty ( পঞ্চাশের উপর ) না গেলে আর ঋত্বিকের কাজ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বুদ্ধি ভাল না। তখন আর অনেক জিনিষ mould ( নিয়ন্ত্রণ ) করা যায় না। ছোট বয়স থেকেই ভাল।

কেষ্টদা—অযোগ্য অবস্থায় পাঞ্জা পেয়ে লাভ নেই। দু'দিন যেতে না যেতেই একটা অন্যায় কর্ম্ম ক'রে পাঞ্জার অপমান ক'রে নিয়ে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( কুতুনদাকে দেখিয়ে ) ওর পক্ষে তা' হবার উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। শ্রীশ্রীঠাকুর এক ঢোক জল খেয়ে একটু সুপারী মুখে দিয়ে তামাক চাইলেন। তামাক এনে দিতে গড়গড়ার নলটি পাশে রাখা গামছায় মুছে নিয়ে ওষ্ঠাধরে সংযোজন ক'রে মৃদু-মৃদু টান দিতে থাকেন।.........বেলা ৯টা বেজে গেছে।

কেষ্টদা বললেন—আমার আগে যে রকমটা ছিল এখন আর তা' নেই। আগে রোদের মধ্যে-দিয়ে যেখানে খুশি হেঁটে চ'লে যেতাম। কিন্তু এখন আর তা' পারিনে। এতে অসুবিধাও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কি হয় ? এই যে এক বছর আগেও গরমে আমার এত কষ্ট হ'ত না। কিন্তু এবারকার গরমে আমার এত কষ্ট হ'চ্ছে ! এ তো হবেই।

কেষ্টদা—সময়ের সদ্‌ব্যবহার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়ের সাত্বত ব্যবহার, যা' সমীচীনভাবে সত্তার পরিচালক এবং পরিপালক। তা' কিন্তু ক'বি নানে অনেকে। কিন্তু ও না হ'লে আপনি ভাল কাম ক'রে দেখবেন খারাপ হ'য়ে গেছে। সাত্বত ব্যবহার মানেই সত্তাসম্বন্ধী ব্যবহার—তা' সকলেরই এবং সত্তাসম্বর্দ্ধনী।

কেষ্টদা—অনেক সময় আমরা আপনার কাছেই আসতে পারি নে। আসলেও বেশীক্ষণ থাকতে পারি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার অনেক সময় তো বসলে উঠতেই ইচ্ছা করে না।

হাউজারম্যানদা হেমিটিক জাতি সম্বন্ধে কথা তুললেন। তাদের বাসস্থান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, মস্ত-মস্ত গাছ দিয়ে

fencing ( বেষ্টনী ) থাকত ওদের থাকার জায়গায়। একটা মাত্র দরজা ছিল। সন্ধ্যার আগেই সবাই এসে সেই wooden wall-এর ( কাঠের দেওয়ালের ) মধ্যে ঢুকত। ওদের একজন কর্তা থাকত। তাদের আবার militia ( সেনাবাহিনী ) ছিল। বিপদের সঙ্কেত পেলেই দম্‌দম্‌ ক'রে বাজনা বাজায়ে দিত, আর সবাই ready ( তৈরী ) হ'য়ে পড়ত।

এশিয়া মাইনরের অন্যান্য জাতির কথা বলতে-বলতে Assyrian ( এ্যাসিরিয়ান )-দের কথাও এসে পড়ে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ্যাসিরিয়ানরা হ'চ্ছে অসুর। আর একদিকে সিরিয়া, মানে সুরিয়—সুর। এ্যাসিরিয়ান আর তোমাদের সাথে লড়াই হ'ত। তোমাদের সাহিত্যে এইরকম কথাই আছে। এ্যাসিরিয়ানদের ছিল Sex-propensity ( কামপ্রবণতা )। তাদের power ( ক্ষমতা ) ছিল to fulfil the craving of passions-এ ( বৃত্তির চাহিদা পরিপূরণ করার মধ্যে )। আর সুরদের power ( ক্ষমতা ) ছিল to fulfil the existence-এ ( অস্তিত্বের পরিপূরণ-ক্রিয়ায় )।

কিছুক্ষণ আগে কেষ্টদা হাউজারম্যানদাকে একটা ফোন করতে বলেছেন। হাউজারম্যানদা ক্রমশঃ উঠতে দেরী করছেন দেখে কেষ্টদা আর একবার তাড়া দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই যে বল্‌দা গরু পোষে লোকে। প্রথমে হোলে খোঁচা দেয়। তাতেও চলে না। তখন লেজ ধ'রে এমনি ক'রে যখন মোচড় দেয় ( হাত দিয়ে ভঙ্গী ক'রে দেখালেন ) তখন চলতে আরম্ভ করে। তা' আমারও সেই অবস্থা। লেজ না মোচড়ায়ে দিলে আর কাজ হয় না।

হাউজারম্যানদা বুঝতে পেরে একটু সলজ্জ হেসে তাড়াতাড়ি উঠে ফোন করতে গেলেন।

**৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ২২। ৫। ১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিনকার মত যথারীতি তাম্বুর পশ্চিমদিকে এসে বসেছেন। প্রভাতের প্রণাম হ'য়ে গেল। সৎসঙ্গের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মিগণ একে-একে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন তাঁদের হৃদয়দেবতাকে। ক্রমে-ক্রমে ভীড় পাতলা হ'য়ে এল।

পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে একখানা বড় কাঁঠালের পীড়ির উপরে ব'সে আছেন। আর দু'তিন জন আশেপাশে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন—আমার asset সম্পদ কেউ হ'ল না সারা জীবনে। কাউকে দিয়ে যে একটু অহঙ্কার করব এমন আমার কেউ নেই।

বড়দা—অহঙ্কার মানে আত্মপ্রসাদ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মপ্রসাদ। তেমন আর আমার কেউ নেই। কেউ যদি বেড়ে ওঠে, bloom করে ( ফুটে ওঠে ), তাতে আমারই আনন্দ।

আরো কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পর পূজ্যপাদ বড়দা উঠে গেলেন।

## ৯ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৩। ৫। ১৯৫৭ )

সকালবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় সমাসীন। সাড়ে ছয়টা বাজে। এর মধ্যেই বাইরে বেশ উত্তাপ। রোদও চড়া। কোথাও একফোঁটা বাতাস নেই। বিশ্ব-প্রকৃতিতে যেন একটা ঝিম-ঝিম ভাব। কিন্তু বড়াল-প্রাঙ্গণে পরমরসস্বরূপকে কেন্দ্র ক'রে অব্যাহত গতিতে চলেছে অতন্দ্র জীবনরসলীলা। এ লীলার অন্ত নেই, চরম তৃপ্তি ব'লে কিছু নেই। আছে শুধু চলা, নিরন্তর গতিসমৃদ্ধ উপভোগ।

কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন, সাথে এলেন তাঁর মধ্যম পুত্র কুতুনদা ( জ্ঞানপ্রসন্ন ), চুনীদা ( রায়চৌধুরী ), অজিতদা ( গাঙ্গুলী ), শৈলেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), হাউজারম্যানদা প্রমুখ।

কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে কুতুনদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—মানুষের সাথে argument-এর ( বিতর্কের ) রকম নিয়ে কথা বলতে নেই। Appealing ( হৃদয়গ্রাহী ) রকম নিয়ে কথা বলতে হয়।

কেষ্টদা—কুতুন আমার কাছে কতকগুলি philosophical ( দার্শনিক ) প্রশ্ন করছিল। বলছিল, সবাই তো মরে। তাহ'লে বাঁচাবাড়ার চেষ্টা করা হবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু তবুও বাঁচতে চাই, তবুও থাকতে চাই। এ চাহিদা একটা পোকারও আছে। একটা পোকাকে তাড়া দিলে সে পালায়, মানে বাঁচতে চায়। ভয় হ'লে পরে আক্রমণ করে। একটা গাছের বেলাতেও তাই। সে অব্যাহতগতিতে চলতে চায়। আমাদের problem-ই ( প্রতিপাদ্যই ) হ'ল ঐ—বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলা। মানুষের passionate crave-ও (প্রবৃত্তির চাহিদাও) আছে। কিন্তু তা' নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে দুঃখই বেড়ে যায়। কিন্তু existence in general-এর craving-ই ( সাধারণভাবে অস্তিত্বের চাহিদাই ) হ'ল, মরতে চাই না, ভুগতে চাই না, ব্যাধিগ্রস্ত হ'তে চাই না। থাকতে চাই, বাড়তে চাই। আর, থাকা ও বাড়ার ভিতর-দিয়ে সুখী হ'তে চাই। আমাদের আগের কালের পূর্ব্বপুরুষরা মারা গেছেন বটে, কিন্তু তাঁরাও থাকতে চেয়েছেন। আমরাও চেষ্টা করব যাতে বেঁচে থাকতে পারি, বেড়ে চলতে পারি। আর, এটা বাস্তবে যা'তে সমৃদ্ধ হয় তাই হ'ল আমাদের উপাসনা। কুলী-মজুরই হোক, রুগ্নই হোক, রাজা-মহারাজাই হোক, সবারই innate ( অন্তঃস্থ )

চাহিদা এই। আবার, এই থাকা ও বাড়াটাকে যা' ব্যাহত করে, সেই প্রবৃত্তিগুলির মোর ফেরাতে চাই। অভ্যাসবশে যেগুলির ফাঁদে প'ড়ে গেছি ব'লে বুঝতে পারি, সেগুলি থেকে ফিরতে চাই। কারণ, আমার অস্তিত্বকে আমি রক্ষা করতে চাই।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর কুতুনদাকে লক্ষ্য করে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তোমার বাবার সাথে আলাপ ক'রো। একটা সময় ঠিক ক'রে অভ্যাস ক'রে নিতে হয়। নিয়মিত সেই সময় যেয়ে বসলে। বাবার যা' যা' প্রয়োজন সেইগুলি আগের থেকে জোগাড় ক'রে রেখো, যাতে বাবার অসুবিধা না হয়। এটা দরকার।

( কেষ্টদাকে ) আর এ সবার জন্যেই। আপনার বাবা বেঁচে থাকলে আপনার সম্বন্ধেও এই কথা। আবার, ওরা যখন বাবা হবে তখনও এই কথা। ( কুতুনদাকে ) আর, বাবা ক'লে মা'ও বুঝিস্। বাবা-মা একসাথেই। ( কেষ্টদাকে ) আপনি ঐ যে কী একটা কইছিলেন, পিতা ক'লে মাতাকেও বোঝাবে ?

কেষ্টদা—দ্বন্দ্বসমাসে আছে, 'পিতরৌ' মানে পিতা ও মাতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর একটা কী আছে, 'জগতঃ পিতরৌ বন্দে—' ?

কেষ্টদা—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥'

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ?

কেষ্টদা—বাক্য এবং তার অর্থ যেভাবে পরস্পর জড়িত থাকে, জগতের পিতামাতা পার্ব্বতী এবং পরমেশ্বর তেমনভাবে আছেন। বাক্যের অর্থলাভের জন্য আমি তাঁদিগকে বন্দনা করি।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পূর্ব্বদিককার চৌকিতে এসে বসেছেন। কথায় কথায় বললেন—What is good to you is godly to you ( যা' তোমার পক্ষে কল্যাণের তাই-ই ঈশ্বরীয় )।

শরৎদা ( হালদার )—অনেকে God ( ঈশ্বর ) মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের কাছে God-এর ( ঈশ্বরের ) কথাই ক'ব না। তাদের কাছে বলতে হয়, বাস্তবটাকে স্বীকার কর কিনা! তুমি যদি থাক, তাহ'লে তোমার পারিপার্শ্বিক গরু-বাছুর, গাছপালা, এসব আছে। এরা যদি থাকে তো এদের আশ্রয়স্থল পৃথিবী আছে। আবার, পৃথিবী থাকে তো বিশ্বও আছে এবং তা' বেড়েও চলেছে। এই স্থিতি ও সম্বর্দ্ধনশীলতা নিয়েই তো কারবার।

শরৎদা—অবশ্য এরকম বলতে-বলতে মানুষ স্বীকার করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বীকার না ক'রে উপায়ই নেই।...ধর্ম্ম যারা মানে না তাদের বলতে

হয়, তুমি বাঁচ কেমন ক'রে, থাক কেমন করে, এই নিয়েই তো কথা। ধর্ম্মকথা না ক'য়ে ঐ কথাটা যদি ওরই মুখ দিয়ে বের করতে পারেন তো ভাল হয়।

কথা বলতে-বলতে ছয়টা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর এবার উঠে প্রাঙ্গণের বড় চৌকিখানিতে যেয়ে বসলেন।

পূর্ব্ব-আলোচনার সূত্র ধ'রে হাউজারম্যানদা বললেন—Existence-টা (অস্তিত্বটা) অনেকে বোঝে, কিন্তু becoming-টা ( বর্দ্ধনটা ) বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Being-টা ( সত্তাটা ) বুঝলেই becoming-ও ( বর্দ্ধনাও ) বোঝে। কারণ, being-এরই ( সত্তারই ) তো becoming ( বর্দ্ধনা )।

## ১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৪। ৫। ১৯৫৭ )

প্রাতে—তাম্বুর পশ্চিমে। নিষ্ঠা ও প্রীতি নিয়ে কথা চলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে বললেন—শ্রদ্ধান্বিত না হ'লে কোন প্রীতিই প্রীতি নয়। এক লাথি মারলে তা' ছুটে যাবে। আর, শ্রদ্ধান্বিত হ'লে চু কর, ভু কর, ছোড়েগা নেহি। তাই নিষ্ঠা চাই। নিষ্ঠা হ'ল নিশ্চয়ভাবে থাকা, সম্যকভাবে থাকা। এমনভাবে যে থাকে সে-ই হয় সত্যিকারের asset ( সম্পদ )। আমার মনে হয়,

He
who is not set with the Lord
is not asset of Him.

(যে ইষ্টে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সে তাঁর সম্পদ হয়ে ওঠে না ) ঐ যে চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে ( সুরে বললেন )—

'এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।'

এও ঐ একই কথা, set ( সুপ্রতিষ্ঠিত ) হয়ে যাওয়া ঠাকুরে। 'ঠাকুর' কথাটা ভাল। ঠোক্কর লাগলেই আমি ভেঙ্গে যাই, কিন্তু সে ভাঙ্গে না। তাঁতে নিষ্ঠা যখন set ( সুপ্রতিষ্ঠিত ) হ'য়ে যায় তখন আর আমিও ভাঙ্গি না।

## ১২ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৬। ৫। ১৯৫৭ )

প্রাতে—বড়ালের বারান্দায়। আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। কেমন একটা গুমোট ভাব।

কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন। আস্তে-আস্তে কথা চলতে থাকে। কেষ্টদা একসময় বললেন—আমি আর গোপাল ( মুখার্জী ) যখন এণ্ডারসন সাহেবের সাথে দেখা করতে যাই, সব শুনে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের যা' strength ( শক্তি ) তা' যদি দেশের মাঝে ছড়িয়ে দাও তবে অচিরেই তোমরা খুব বড় power ( ক্ষমতা ) হাতে পেতে পার।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ছড়িয়ে দিলেই হয়।

কেষ্টদা—বর্ত্তমানে ধর্ম্মের নামে যে অনেক unbalanced ( সঙ্গতিহারা ) রকমের সৃষ্টি হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আছেই, তবুও কাজ হ'ত। আমি কিন্তু বহুবার বলেছি আপনাদের।

কেষ্টদা—এক-এ surrender ( আত্মসমর্পণ ) করতে না-পারা nervous dibility-র ( স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ) একটা লক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধাবান হ'লেই আত্মনিয়ন্ত্রণ automatically ( আপনা থেকেই ) হয়। Dog-এর ( কুকুরের ) যে শ্রদ্ধা তার master-এর ( প্রভুর ) উপর তার মধ্যে আর bitch ( কুকুরী ) নেই। কোন ভাল জাতের dog ( কুকুর ) হয়তো তার bitch-এর ( কুকুরীর ) কাছে যাচ্ছে, তাকে তার master ( প্রভু ) যদি 'এই' ব'লে ডাকে, অমনি দাঁড়িয়ে যায়। এই যে সংযমটা আসল কোথা থেকে, ঐ শ্রদ্ধা থেকেই।

এই সময় বহিরাগত একটি মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কিছু পয়সা রেখে প্রণাম করলেন। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ও কিসের পয়সা ?

উক্ত মা—আমার ইষ্টভৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এখানে না। ইষ্টভৃতি দিতে হয় আমার ঐ অফিসে।

উক্ত মা—ফিলানথ্রফি অফিসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

মা-টি পয়সা ক'টি তুলে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে অফিসের দিকে গেলেন। আবার পূর্ব্বসূত্র ধ'রে আলোচনা চলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, 'তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তৎপর মানে তারপর ?

কেষ্টদা—না, 'তৎ' মানে তিনি, 'পর' মানে শ্রেষ্ঠ—যাঁর কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে 'তৎপর' মানে বলা যায় তৎপরায়ণ। আর, তৎপরায়ণ যে, সে সংযতেন্দ্রিয় হবেই।

এরপর কেষ্টদা নানারকম বিপদের কথা তুললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—স্বপদে না থাকলেই বিপদকে আমন্ত্রণ করা হয়।

কাজলদাকে সঙ্গে নিয়ে পূজনীয়া ছোটমা এসে দাঁড়ালেন। সেইদিকে লক্ষ্য পড়তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েদের যত দাপটই থাকুক না কেন, ছাওয়ালের কাছে সে একেবারে চেংটে। এই যে কাজলের কাছে কাজলের মা কাবু।

কাজলদা—বাবা! রামায়ণে ঐ যে আছে, হনুমান 'জয়রাম' ব'লে এক লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হ'ল। এসব কি সত্যি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যি আছে ওর মধ্যে, ঐ যেমন সাভারকর লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হ'ল। আর, তা' ছাড়া India ও Ceylon-এর (ভারত ও সিংহলের) মধ্যে কতকগুলি ছোট-ছোট পাথরের island (দ্বীপ) ছিল। একটু জল, আবার একটু island (দ্বীপ), আবার একটু জল, এইভাবে ছিল। দেখা লাগে, সমুদ্র আগে বাঁধা হইছিল না পরে হইছিল?

কেষ্টদা—হনুমান যাওয়ার পরে সমুদ্র বাঁধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি পরে বাঁধা হ'য়ে থাকে তবে সে ওখান দিয়ে সাঁতরে-সাঁতরে পার হইছিল।

কাজলদা—তারপর ঐ যে গন্ধমাদন মাথায় ক'রে নিয়ে আসা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন বাজার থেকে অনেক জিনিস নিয়ে আসলে বলে না একেবারে পাহাড় নিয়ে এসেছে! ঐরকম হনুমান সেখানে ওষুধের গাছগুলি যা' যা' পেয়েছিল, অধিকাংশ তুলে নিয়ে এসেছিল।

কাজলদা—রামায়ণ-মহাভারতে এরকম আজগুবি কথা ঢের আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজগুবি কথার মধ্যে সত্য কী আছে দেখা লাগে। আজগুবিটাকে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক না। পরীক্ষায় যেমন fill up the gaps (শূন্যস্থান পূরণ কর) থাকে, ঐরকম এখানেও আজগুবি ও fact-এর (তথ্যের) মধ্যে কতকগুলি gap (শূন্যতা) থাকে। সেটা fill up (পূর্ণ) করতে হয়।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদির বি. এ. পরীক্ষা ও কাজলদার আই. এস. সি. পরীক্ষা কেমন হয়েছে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। ওঁরা দুজনেই এবছর ঐ ঐ পরীক্ষা দিয়েছেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে ব'সে কথাবার্তা বলছেন। এই সময়ে বহু লোকজন সাথে নিয়ে বরবেশে এসে প্রণাম করল সুধীর বক্সীদা। আজ তার বিয়ে রামা জোয়ারদারদার কন্যা প্রীতিরাণীর সঙ্গে। একটু পরে পাত্রী নিয়ে এসে পাত্রীপক্ষও

প্রণাম ক'রে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করলেন উভয়কেই।

**২০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ৩। ৬। ১৯৫৭ )**

কাল থেকেই গরম অনেকটা কমেছে। এখন সকাল সাতটা। তাম্বুর পশ্চিমের ছাউনিতেই আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। সুশীলদা ( বোস ) খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাচ্ছেন।

কয়েকটি বিষয়ের উপর কর চাপছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের সহজ চলনা ব্যাহত না হয় এমনভাবে যা' করার তাই করা উচিত। আগে তো জীবন, তারপর আর সব। আমার যদি tax ( শুল্ক ) বসানো লাগত তাহ'লে আমি ভাত, কাপড়, তেল, নুন ইত্যাদির উপর থেকে tax ( শুল্ক ) আগে কমাতাম। তারপর আর যতটা যা' পারতাম করতাম।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল এরপর। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার একটা কেমন রকম আছে। মানুষ যদি ভাবে, বীরেনদাকে ( ভট্টাচার্য্য ) পঁচিশ টাকা দেব, তখন কমাতে লাগে। ভাবে, পনের টাকা দিলেই হয়। তারপর ভাবে, তারই বা দরকার কী! আস্তে-আস্তে পাঁচ টাকায় চ'লে আসে। আর আমার কেমন বেড়ে যায়। যদি ভাবি, পাঁচ টাকা দেব, সেটা আস্তে-আস্তে বেড়ে পঁচিশ টাকায় দাঁড়ায়।

এই সময় হরিনন্দনদা ( প্রসাদ ) তাঁর এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে এলেন। উক্ত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে নিজের জীবনের কিছু কথা নিবেদন ক'রে বললেন—অনেক কিছু করেছি জীবনে। এখন শুধু অপেক্ষা সেইদিনের, বৈরাগ্য কবে আসবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার 'পরে রাগ হ'লেই বৈরাগ্য আসে।

আরো দু'এক কথার পরে লালদা ( রামনন্দন প্রসাদ ) এসে উক্ত দাদাকে সাথে ক'রে নিয়ে বাইরের দিকে গেলেন।

দশ অবতার নিয়ে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব evolution ( বিবর্ত্তন )। একেবারে আদিতে ছিল এ্যামিবা। তারপর আস্তে-আস্তে evolve করেছে ( বিবর্ত্তিত হয়েছে )। প্রথমে মৎস্যাবতার, মানে মৎস্যের অবতরণ। বামনাবতার মানে বামনের অবতরণ। এইরকম সব আর কি! তারপর যেমন বলা হয়েছে, মৎস্য এইকথা বললেন, কুর্ম্ম এই কথা বললেন। ওগুলি আরোপ করা। যেমন ভাগবতে আছে, লতা বলল। শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গেছেন। লতারা দেখাল—এই পথে। ঐ আরোপ করা হ'ল।

একে-একে ভীড় বেড়ে চলেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। উপস্থিতদের মধ্যে আছেন কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), শ্রীশদা ( রায়চৌধুরী ), বিজয়দা ( রায় ), ভগীরথদা ( সরকার ), শরৎদা ( হালদার ), ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ) প্রমুখ।

কাজকর্ম্ম সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজের প্রথম গোড়াই হচ্ছে ইষ্টপরায়ণতা। চাই তাঁতে ব্যাপৃতি মানে কৃতি-ব্যাপৃতি, আর তাঁকে prominent (প্রধান) ক'রে তোলা। এ না হ'লে হয় না। আবার, রমণের মা'র মত ইষ্টপরায়ণতা হ'লে চলে না, যে, সব সময় তাঁরটাকে secondary (গৌণ) ক'রে নিয়ে চলছি। (কেষ্টদাকে) কয়েকজন শক্ত মানুষ যোগাড় করতে পারলে হ'ত, যারা ঘুরে-ঘুরে কাম করবে। বেছে-বেছে লোক যোগাড় করতে হয় কুলীন দেখে। কুলীন বলতে আমি শুধু বামুনের কৌলিন্য বোঝাচ্ছি না। বামুন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সবার মধ্যেই pure blood (জন্মগত পবিত্রতা) যেখানে আছে তা'ই নেওয়া লাগে।

সুশীলদা শ্রীরাধার চরিত্র সম্বন্ধে বলছিলেন।

সুশীলদা—রাধা এত বড় একটা character (চরিত্র)। কিন্তু মহাভারতে বা ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাধা হ'ল আরাধনা। আরাধনার ভাব যেখানে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তাই-ই রাধা। সেই অর্থে আপনিও রাধা, আমিও রাধা, এও রাধা, ও-ও রাধা।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে কথা উঠলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শঙ্করাচার্য্য 'নেতি-নেতি' ক'রে গেছেন। কিন্তু আমার তা' না। আমার হ'চ্ছে আরো-আরো। গীতায় যে আছে 'পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্'—সেই পরভাব মানে আমার সবটা নিয়েই তো আমি আছি। সবটার একটা consummation (পরিপূর্ণতা)।

সুশীলদা—শঙ্করাচার্য্যের কথা 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে will-টা (এষণাটা) আছে, তাই আমার প্রকৃতি, অর্থাৎ ক্রিয়া-নিরতি। সমস্ত কিছুর মধ্য-দিয়ে আমি নিরন্তর হ'য়ে চলেছি। এই প্রত্যেকটি হ'য়ে ওঠাই তো 'শিবোঽহম্'!

এর পর কেষ্টদা মীরাবাঈয়ের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মীরাবাঈয়ের যে ইষ্টানুরতি, পরবর্ত্তী যুগে যদি ওটা thrust করার (জোর ক'রে ঢুকিয়ে দেবার) লোক থাকত তাহ'লেই হ'ত।

কেষ্টদা—আপনি যে বলেন 'আমাদের গন্তব্য হ'ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি', তার মধ্যে সব আছে। ওটা কিন্তু আমাদের বিগত ঐ সব সাধু-মহাপুরুষদের মধ্যে দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সব ছিল,—কেমন একটা প্রাজ্ঞ-পরিবেশনী রকম। সব কথাই বলেছেন। কিন্তু একেবারে শেষে সব কথার সার কথা বললেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ'।

ডান হাতের তর্জ্জনীটি তুলে, আয়ত দক্ষিণ-লোচনটি ঈষৎ টেনে এবং শ্রীমুখমণ্ডলে বিশেষ এক রহস্যের ইঙ্গিত প্রস্ফুটিত ক'রে তুলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ 'মাম্ একম্'

আমিই এক এবং আমাকেই মুখ্য ক'রে তোল।

এই সময় প্রকাশ বসুদা ও রাজেন মজুমদারদা এসে প্রণাম করলেন। তাঁদের দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা যতদিন আছে, ঐ রকম যদি হ'য়ে উঠত, তাহ'লে ঐ 'যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্' হ'তে পারত। এই দেখেন না, আমাদের মধ্যে যারা আছে তারা অধিকাংশই ওরকম না। সবাই প্রায় fulfilling his own interest (নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছে)।

কেষ্টদা—হনুমানের আদর্শটা খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম যদি ছোটও হয়, তবে তার আগুনেই দুনিয়া জ্বালায়ে দিতে পারে।

কেষ্টদা—হনুমান একরকম, আর মীরাবাঈ আর একরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মীরাবাঈয়েরও upheaval (উচ্ছলতা) অসম্ভব।

তামাক সেজে দেওয়া হয়েছে। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে তামাকু সেবন করতে থাকেন। সমগ্র পরিবেশে এক গভীর ইষ্টানুকূল তন্ময়তা বিরাজ করছে।

### ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ৬।৬।১৯৫৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পশ্চিমের ছাউনিতেই সমাসীন। ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম করছেন। আশ্রমের বাড়ীঘর নির্ম্মাণের কাজ করেছেন শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), রাধারমণদা (জোয়ারদার), খগেনদা (তপাদার) প্রমুখ। তাঁদের ডেকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, একটা কথা মনে হচ্ছে, ক'য়ে রাখি। ফিলানথ্রফি অফিসের পেছনদিকে একটা godown (গুদাম) করা লাগবে। আর, আমি এখানে থাকার জন্য কিছু কর্ম্মীর কথা বলেছি। তারা এসে গেলে তাদের জন্যে একটা বাড়ী লাগবে। জায়গা ঠিকমত দেখে সেটা ক'রো। আর একটা কথা। আমেরিকানদের থাকার জন্য যে ঘরগুলি করবা তা' তাড়াতাড়ি finish (সম্পূর্ণ) করা চাই। ওদের room-গুলো (ঘরগুলো) single-seated room (একজন থাকার উপযুক্ত ঘর) হ'লেই ভাল হয়। ঘরগুলি দোতলা হবে না, অথচ ছাদের উপরে যেন হাওয়া খেয়ে বেড়াবার মত ব্যবস্থা থাকে।

তারপর শ্রীশদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Diplomatic (চতুর) সে-ই, যে ক্রস্-লাইনের উপর দাঁড়ায়ে কথা বলতে পারে। রেললাইনে যেমন নানারকম ক্রস্লাইন থাকে অথচ গাড়ী ঠিকপথেই চলে, diplomat-ও (চতুরও) তেমনি কথা যেদিকে খুশী নিয়ে যেতে পারে।

হাউজারম্যানদার শরীরটা অসুস্থ। ক'দিন যাবৎ তিনি আসছেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর

দূর থেকে ডেকলালভাইকে আসতে দেখেই হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ডেকলা, রে কেমন আছে ?

ডেকলাল তাড়াতাড়ি দেখে এসে বলল—একটু কাশির ভাব আছে।

তারপর সুশীলদা (বোস), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রাক্‌কাল থেকেই wild variety-গুলি (বন্য প্রকৃতিগুলি) নানারকম combination-এর (মিলনের) ভিতর দিয়ে altered (পরিবর্ত্তিত) হ'তে-হ'তে উন্নত হয়েছে। এটা উদ্ভিদের মধ্যেও যেমন, মানুষের মধ্যেও তেমন। আবার পশুর মধ্যেও আছে, যেমন এ্যালসেশিয়ান কুকুর। এদের father (বাবা) হ'ল শিক্ষিত হাউন্ড, আর mother wolf (মা নেকড়ে বাঘ)। এই দুটার combination-এই (সংযোগেই) ঐরকম এ্যালসেশিয়ানের জন্ম হ'তে পেরেছে। কত উন্নত type (রকম)।

শরৎদা একজনের একটা দোষের কথা বললেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লোকে কয় যে, মানুষের দোষের কথা না বললে সংশোধন হয় না। কিন্তু আমি বুঝি, গুণের কথা কইতে-কইতে মানুষের গুণের ঝোঁক বাড়ায়ে দেওয়া লাগে। তাহ'লে তার সংশোধন হ'তে পারে।

বর্ত্তমানকালের শিক্ষা নিয়ে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছেলেদের রকম-সকম যেমনই থাকুক, আমার luxury (বিলাস) এমন থাকা উচিত, যে, যে-ছেলের থার্ড ডিভিসনে পাশ doubtful (সন্দেহজনক) তাকে আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করাব। এই পাশ করানোটা হবে আমার luxury-র (বিলাসের) মত। কেউ repelled (প্রত্যাখ্যাত) হয় এমনতর চলন ভাল না। বরং সবাই যাতে adhered (সুযুক্ত) হয় তাই করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরদাকে (মিস্ত্রী) পেছনে রেলিং দেওয়া একটি বিশেষ ধরণের চৌকি বানাতে বলেছেন। এখন মনোহরদাকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদূর হ'ল রে তোর চৌকি ?

মনোহরদা—হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল ক'রে করা লাগে। দেখি তোর হাতে কেমন বেরোয় ঐ জিনিস।

তারপর শরৎদার দিকে তাকিয়ে একটু চোখ টিপে হেসে বললেন—চোখের লোভ সবারই আছে।

রোজ সকাল সাড়ে ছ'টার সময় একবার প্রস্রাব করেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই আজও সাড়ে ছ'টা বাজতেই বললেন—সাড়ে ছ'টা বাজলেই আমার প্রস্রাব চেপে যায়। কেমন অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

এ-কথা শুনে ছাউনি থেকে সবাই স'রে এলেন। চারিপাশের পর্দ্দা টেনে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে 'ইউরিনাল' দেওয়া হ'ল। প্রস্রাবের পর ইউরিনাল সরানো হ'লে পর্দ্দা সরিয়ে দেওয়া হ'ল। আবার সবাই এসে বসলেন।

ননীদা—Concentric ( কেন্দ্রায়িত ) হওয়ার urge ( সম্বেগ ) তো সবার মধ্যেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না থাকলে তুমি আছ কি ক'রে!

ননীদা—সত্যানুসরণে যে সমাধির কথা আছে, সম্যক্ ধারণা, সেটা কেমন? যেটাতে ধারণা হয় সেটা ছাড়া কি অন্য কিছুতে বোধ থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর কতকগুলি stage ( ধাপ ) আছে। কয়েকটাতে বোধ থাকে, কয়েকটাতে থাকে না। সবিকল্প, নির্ব্বিকল্প, নানারকম stage ( ধাপ ) আছে। কিন্তু সবটাই একায়িত হ'য়ে ওঠে ইষ্টে।

সংসারে চলতে গেলে কোন্ বিষয়গুলি মেয়েদের বিশেষভাবে জানা ও পালন করা দরকার, শরৎদার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কয়টা জিনিস ঠিক রাখা লাগে। ধৃতি-পরিচর্য্যা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক education ( শিক্ষা ), স্বাস্থ্য ও সদাচার, eugenics ( জনন-বিজ্ঞান ) এবং বাক্ ও ব্যবহার-সমন্বিত অনুচর্য্যা,—এ কয়টা লাগেই মেয়েদের। কারণ, তারাই তো pivot of the family ( পরিবারের মূল খুঁটি )।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কালিষষ্ঠীমার দিকে ফিরে বললেন—আজ কী রাঁধবুনি?

কালিষষ্ঠীমা—রান্নার এখনও জোগাড় হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কী ভাবিছিস্?

কালিষষ্ঠীমা—ভাবি নাই কিছু। হ্যাঁ, ভাবার মধ্যি আছে ডাল, উচ্ছে ভাজা, মিঠকুমড়োর ডাঁটার চচ্চড়ি, টক।

শরৎদা—তাহ'লে তো একেবারে নেমন্তন্ন হ'য়ে গেল।

কালিষষ্ঠীমা—ও শরৎ বাবা! যেদিন বলি, রান্নার কিছু নেই, আজ একটু কম ক'রে রাঁধ্, সেইদিনই বেশী ক'রে রাঁধে।

অতুল বোসদা—আচ্ছা, যদি কেউ অনার্য্যের মত তর্ক করে, তবে তাকে কিভাবে বোঝানো যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা বললে সে বুঝবে না। তার কথা দিয়ে তাকে বোঝানো লাগবে।

অতুলদা—সে যদি শুধু টাকা চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু টাকা চায় কিজন্যে, তার নিজের জন্যে তো? তাহ'লে সে

নিজেকে তো চায়। ঐ পথ দিয়ে ঢোকা লাগে।

সকাল ৭টা বাজলে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। ব'সে সেবাদির সাথে কিছুক্ষণ নিরালায় কথা বললেন। কথা শেষ হ'য়ে গেলে আমরা কাছে গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সেবাদিকে বলছেন—আমি তাকে ততখানি ভালবাসি, যে সত্তাকে যতখানি ভালবাসে।

একটু পরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর দু'টি বাণী দিলেন। ঐ প্রসঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'তে লাগল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রয়োজন হ'চ্ছে প্রয়োগন। নিজেকে যেমনতর ভাবে প্রয়োগ করি, তেমনতরই বাড়ে আমার প্রয়োজন।

পূজনীয় কাজলদার আই. এস-সি. পরীক্ষার ফল বেরোবার সময় হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখনও কোন খবর এসে না পৌঁছানোতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উৎকণ্ঠিত। অনেকের কাছে এ সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন। একজন জানালেন, গত রাতে ডাঃ সূর্য্যদার (বোস) মেয়ের খবর এসে গেছে। সে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করেছে।

এই কথা শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আরো অস্থির হয়েছেন। বলছেন—তাহ'লে মোটে ফেল করেছে কিনা তার ঠিক কী। সেইজন্য হয়তো জানাচ্ছে না। (উপবিষ্ট কাজলদার দিকে তাকিয়ে বললেন)—ফেল করলে মন খারাপ হবে না নে তো?

কাজলদা—না, মন খারাপ হবে কেন?

এরপরে শ্রীশ্রীঠাকুর বীর্য্য শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখতে বললেন। দেখা গেল, বি-ঈর্ ধাতু, ঈর্ মানে—কম্পন, গতি, প্রেরণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ হ'ল sperm-এর (শুক্রকীটের) লক্ষণ। Sperm (শুক্রকীট)-গুলির মধ্যে কম্পন আছে, গতি আছে, প্রেরণ আছে। ওগুলি ব্যাঙাচির মত লেজ নেড়ে-নেড়ে চলতে থাকে।

অতুলদা—আচ্ছা, প্রতিলোম বিয়ের result (ফল) তো অনেক সময় ভাল ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরেরটা good-natured (শিষ্ট স্বভাবযুক্ত) হ'লেও interior-এ (অন্তরে) crooked (কুটিল) হয়।

অতুলদা—অহঙ্কার যায় কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাবে ক্যা (কেন) অহঙ্কার? অহঙ্কার দিয়ে আমি তাঁর সেবা করব।

## ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ১১।৬।১৯৫৭)

প্রাতে ঠাকুর-বাংলোর বারান্দায়। আজ সকালে পূজনীয় কাজলদার পাশের

সংবাদ এসেছে। তিনি সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন প্রফুল্ল। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) আসতেই তাঁকে কাজলদার পাশ করার সংবাদ জানালেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কেষ্টদা প্রণাম ক'রে ব'সে বললেন, মাস্তুনটা ( কেষ্টদার পুত্র ) মোটে অঙ্ক বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একরকমের ছেলে আছে unmindful ( অন্যমনস্ক )। আর একদল সবসময় 'কেন' জিজ্ঞাসা করে। এই 'কেন'র নিরসন না করলে আর তার হয় না। এই কেনওয়ালারাই কিন্তু shine করে ( প্রদীপ্ত হয় ) বেশী। আর একদল আছে যাদের craming ( মাথায় ঠেসে দেওয়া ) লাগে। অনেকে পড়াতেই জানে না। আমি যদি লেখাপড়া জানতেম তাহ'লে আর এদের কষ্ট হ'ত না।

একটু থেমে আবার বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি আর কিছু নাও করে, ইষ্টার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা যদি তার প্রথম ও প্রধান করণীয় হয়, সে যদি যজন-যাজন-লোকসেবা করে with perfect zeal ( পূর্ণ আগ্রহের সাথে ), তাহ'লে সমস্ত দুঃখকষ্ট, দরিদ্রতার মধ্য-দিয়েও তার জীবন upward motion-এ ( ঊর্ধ্বগতিতে ) চলবেই।

**৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৩। ৬। ১৯৫৭ )।**

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর পূর্ব্বদিকের ছাউনিটাতে এসে বসেছেন। কাল রাতে খুব গরম পড়ার দরুন তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। আজ সকালে গরম একটু কম। বেলা বাড়ার সাথে-সাথেই আকাশ মেঘলা হ'য়ে এল।

কুষ্ঠিয়ার ৺বসন্ত রায়চৌধুরীর ছেলে অমলদা এসেছেন। তিনি ডাক্তার। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে নিজের শরীর পরীক্ষা ক'রে দেখতে বললেন। অমলদা তদনুযায়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবদেহ। শ্রীশ্রীঠাকুর হাত মুঠো ক'রে, পা দুলিয়ে নানাভাবে তাঁর শরীরের অবস্থা দেখালেন এবং বলতে লাগলেন কোন্ অঙ্গে তাঁর কতটা উন্নতি বা অবনতি বোধ করছেন।

তারপর কথায়-কথায় বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস্ তো, আমাকে একজন ভাল ডাক্তার যদি জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্, আমার এখানে থাকবে। অনেক ডাক্তার আছে, ঠিকমত কথা কইতেই জানে না, psychological dealing-ই ( মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারই ) জানে না। তেমন হ'লে চলবে না কিন্তু।

অমলদা চেষ্টা করবেন ব'লে জানালেন। একটু পরে ডেকলাল ভাই এসে আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী সম্বন্ধে খুব অভিযোগ করল। আশ্রমেরই কোন একজন শ্রমিকের পক্ষ হ'তে কিছু টাকার দাবী নিয়ে সে ফিলানথ্রফি অফিসে যায় এবং না পেয়ে ফিরে

আসে। তার ফলে এই অভিযোগের অবতারণা।

সব শুনে অত্যন্ত দরদী ভঙ্গীতে মিষ্টি ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক স্কুল আছে। ধর, তুমি তার হেডমাষ্টার আছ। তোমার কথা কওয়া শেখা লাগবে। কোথায় কেমন করে কী কথা ক'লে ভাল হয় তা' জানা লাগবে। আবার, স্কুল যদি বসে দশটায়, তোমার যাওয়া লাগে সাড়ে ন'টায়। তাই, character-ই (চরিত্রই) হ'ল আসল কথা। পয়সা নেওয়ার তালে গেলে তুমি ওদের represent করবে (প্রতিনিধি-স্থানীয় হবে)। আর, দেওয়ার তালে গেলে আমাকে represent (বর্ণিত) করবে। এইসব ক্ষেত্রে তুমি যদি একটাকার জায়গায় পাঁচটাকা দিতে চাও তাহ'লে আর থামাতে পারবে না, পঞ্চাশ টাকা দেওয়া লাগবে। আবার, এক টাকার জায়গায় যদি বারো আনা দাও তাহ'লেও গণ্ডগোল বেধে যাবে। আবার দেখ, এখানকার একটা worker (কর্ম্মী) দিয়ে যদি তোমার নিজের কাজ করিয়ে নাও, জলতোলা, বাসন মাজা, এসব করাও, তাহ'লে তার উন্নতি যতখানি হ'তে পারত তার থেকে সে deviate করবে (বিপথগামী হবে)। আমার কথা বুঝতে পারলে তো? বুঝতে পারলে ভাল। এইরকম ভাবে কাজ করবে।

ডেকলাল—Labour (শ্রমিক) তো কোন policy adopt (নীতি গ্রহণ) করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে করুক আর না-করুক, তুমি ঠিক হ'য়ে চল না কেন! তোমাকে একটা example (উদাহরণ) দিয়ে কচ্ছি। ধর, তুমি একজন হাকিম। বিচারের আসনে বসেছ। তুমি আসামীর কথা শুনলে, সাক্ষীর কথা শুনলে, ফরিয়াদীর কথা শুনলে। তার মধ্যে-দিয়ে clue (সূত্র) বের ক'রে নিয়ে, এদের কার কথার সাথে কার কথার কী সামঞ্জস্য হ'তে পারে সেটা determined (স্থির) ক'রে নেবে। সবার কথার মধ্য দিয়ে fact-টা (প্রকৃত তথ্যটা) বের ক'রে নেবে। তবেই তো জজ্। তা' না হ'লে এমনি জজ্ তো সবাই হ'তে পারে। ধর, সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পঁচিশ জন মানুষ মিথ্যা কথা কইতে পারে। কিন্তু ওদের ঐ কথার সাথে বাস্তবতার সঙ্গতি আছে কিনা দেখতে হবে। তুমি হয়তো সাক্ষীর কথা শুনলে যে, কান কেটে নিয়ে গেছে। কেটে নিয়ে কোথায় কী করেছে তার ঠিক নেই। সাক্ষীর কথা শুনে হয়তো কিছু বুঝলে না। সেখানে কান কাটলে কী হয়, মানুষ কী করে, এগুলি তোমার জানা থাকা চাই। ওদের কথার মধ্য-দিয়েই সত্যটা বের ক'রে নিতে হবে। যেখানে কান কাটা যাওয়ার কথা, হয়তো তার দশ হাত দূরে যেয়ে বলছে 'কান কাটা গেছে'। এরকমটা হ'তে পারে কিনা তা' তোমার জানা থাকা চাই। আজ সকালে তুমি আমাকে যে-কথা বললে তা' যদি আমি ভাল ক'রে discern (পরীক্ষাপূর্ব্বক

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



স্থির ) না করি তবে তো judgement ( বিচার ) ঠিক হবে না। তুমি এমনি একজনকে টাকা দাও তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু টাকা দিয়ে যদি ওর morality ( নৈতিকতা ) কিনে নাও, তাহ'লে কিন্তু সর্ব্বনাশ! আর একটা জিনিস মনে রেখো। বেশীর ভাগ লোকই শোনা কথা কয়, যার বাস্তবতার সাথেই মিল থাকে না। এই আমি যদি রটায়ে দিই—'ডেকলাবাবুর পাছায় এক ঘাও হইছে। এই এতখানি আঙ্গুল যায়। দেখ, তুমি হাত দিয়ে দেখ গে'। এইভাবেই সবাই কথা বলে। অনেকে ক'বে, 'আমি দেখিছি'। কিন্তু তুমি হাউজারম্যান কি চন্দ্রেশ্বরকে ( শর্ম্মা ) দিয়ে দেখাও, দেখবে ঘাও নেই। হয়ওনি কোনদিন। কিন্তু কথাই র'টে গেল এমনতর। এইরকমই প্রায় সব। ...সাধু মানে নিষ্পাদন করে যে। সাধ্-ধাতু মানে নিষ্পাদন করা, সম্পন্ন করা। তা' না ক'রে শুধু গেরুয়া কাপড় প'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম, তাতে সাধু হয় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। ডেকলাল সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে আবার বলতে থাকেন—আজ যদি তুমি ওরে টাকা দাও, সেটা ভাল হবে না। দু'দিন পরে যদি দাও আর তোমার মত ক'রে দাও, সে আলাদা কথা। আজ দিলেই ও মনে করবে নে, ডেকলাবাবুকে হাত করতে পারলেই তো কাম ফরসা হয়। আজ এক চাপ দিলাম, ডেকলাবাবু যেয়ে ঠাকুরকে বলল, আর আমি টাকা পেয়ে গেলাম। আবার যখনই ইচ্ছা হবে, ডেকলাবাবুকে এইরকম চাপ দেব। ডেকলাবাবু যেয়ে ঠাকুরকে বলবে, আর আমি টাকা পেয়ে যাব। ছাত্র যদি মাস্টারকে হাত ক'রে ফেলায় তবে তো নম্বর আপনা থেকেই পাবে। সেইজন্য সেদিকে লক্ষ্য রাখবা। Character-ই ( চরিত্রই ) কিন্তু আসল জিনিস। Modest ( বিনয়ী ) যারা তাদেরই sublime ( ভূমায়িত ) হওয়ার সম্ভাবনা—যদি ঐ modesty-র ( বিনয়ের ) সাথে loving awe ( প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও সমীহ ) মেশানো থাকে।

আজ বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু জ্বরভাব হয়......রাতের দিকে ভাল আছেন। খুব গরম পড়ায় প্রাঙ্গণে চৌকি পেতে দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যার পর থেকে সেখানেই বিশ্রাম করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। রাত্রের ভোগের পর প্রাঙ্গণের চৌকিতেই শয্যা গ্রহণ করলেন।

### ১৪ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৮।৬।১৯৫৭ )

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় সমাসীন। চারিদিকে ভক্তবৃন্দ উপবিষ্ট। প্রাঙ্গণে নতুন যে ঘরটি উঠবে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দান করছেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

কিছুক্ষণ পর কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন। কথায় কথায় বললেন—এই যে আমাদের শাস্ত্রে দশ প্রজাপতির কথা আছে, মনুর কথা আছে। এঁদের নিত্য স্মরণ করার কথা আছে। কিন্তু ঐ ব্যাপারগুলি কেমন যেন complicated ( জটিল )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনু মানে মানুষ। আমাদের primitive ( আদি ) যাঁরা তাঁরাই পূর্ব্বপুরুষ মনু। ঋষি মনু ছিলেন, রাজা মনু ছিলেন। তাঁরা কী কী করেছেন, কোন্ কোন্ অবস্থার ভিতর-দিয়ে তাঁরা অমনটা হ'য়ে উঠেছেন, কী কী attribute ( গুণ ) থাকলে অমনতর হয়, সেগুলি জানাই হ'ল তাঁদের স্মরণ করা।

কেষ্টদা—এঁদের বলা হয় 'ব্রহ্মার মানসপুত্র'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মা বলতে আমি বুঝি, impulse of becoming in human being ( মানুষের অন্তরস্থ বর্দ্ধনার প্রেরণা )। এই আমার idea ( ধারণা )। আর, সেটা materialised ( মূর্ত্ত ) হয় যেখানে, অর্থাৎ যিনি করেন তা', তিনি মানসপুত্র। আগে হয় intention ( এষণা ), পরে হয় activity ( কর্ম্মতৎপরতা )। যেমন আমার কতকগুলি ইচ্ছা আছে। আমি কই, সেগুলি হো'ক। এই 'হো'ক'টা হওয়ায় যে সে-ই আমার মানসপুত্র।

কেষ্টদা—এই যে অমুকপুত্র বশিষ্ঠ, অমুকপুত্র দত্তাত্রেয়, এসব কতকগুলি কাহিনীর মতন আছে, ইতিহাস হিসাবে নেই। তত্ত্ব ও তথ্য মিলেমিশে একটা mythology-র ( রূপক-কথার ) আকার ধারণ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তত্ত্ব ও তথ্যটা রূপক কেমন করে হ'ল তা' যদি বের করতে পারেন তাহ'লে দেখবেন, শুধু mythology ( রূপক-কথা ) নয়, এর মধ্যে ইতিহাসও আছে। আর, ইতিহাসের সাথে তত্ত্ব ও তথ্য automatically ( আপনা থেকেই ) থাকে। তত্ত্ব হ'ল thatness ( তাহাত্ব )।

কেষ্টদা—এসব তো Pre-historic ( প্রাগৈতিহাসিক ) ব্যাপার !

শ্রীশ্রীঠাকুর—Pre-historic ( প্রাগৈতিহাসিক ) ক'ব তা'রে যখন অব্দ, বর্ষ, এসব নামকরণ হয় নি। অবশ্য সবগুলির age ( কাল ) ঠিক পাওয়া কঠিন।

দুপুরে খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। মাটি ভেজা-ভেজা। দু-এক জায়গায় ঘাসের উপরে জল টলটল করছে। ঠাকুরবাড়ীর কয়েকটি গরু পশ্চিমদিকের আমগাছ-তলার নীচে বিশ্রাম নিচ্ছে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খোলা প্রাঙ্গণে চৌকিতে এসে বসেছেন। শরৎদা ( হালদার ),

সুশীলদা (বোস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), ভোলানাথদা (সরকার), সুধীরদা (দাস) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার সাথে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Environment (পারিপার্শ্বিক) যদি ঠিক না করেন তো পরে মুশকিল হ'য়ে যাবে। বেঠিক লোকের চলনের সাথে আমার চলন মিলবে নানে।

শরৎদা একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন এইসব চিন্তা আসত ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মা-বাপের সাথে যে relation (সম্বন্ধ) তাতে যেমন বেশী philosophy (দার্শনিক তত্ত্ব) থাকে না, ঐরকম ব্যাপার হ'ত। এই যেমন আমার, মাকে ছাড়া বাঁচি কি ক'রে ! মারত, কান ছিঁড়ে দিত, তবুও মাকে না হ'লে আমার চলত না। মমতাই আমাকে এইরকম করাত। না ক'রেই পারতাম না। গৃহস্থ মানুষ যেমন করে আর কি ! তার গরুটা হাগুল, সে গোবরটুকু রেখে দেয়। মুতুল তো চোনাটুকু রেখে দেয়। আপনার ছাওয়াল-পাওয়ালের 'পর আপনি যেমন করেন আর কি ! ঐ মমতা। এগুলো দেখি আমার জীবনে normal (স্বতঃ) অথচ practical application (বাস্তব বিনিয়োগ)। বাঁচাবাড়ার উপকরণ জোগায় পরিবেশ ও পরিস্থিতি। তা'দের চাহিদা ও সুবিধার 'পর আমি বাঁচি, একথা মনে রাখতে হবে। সেইজন্য ঐ যে গোবর্দ্ধনধারণের কথা বলা হয়, তারও মানে আমার ঐরকমই মনে হয়। বৃদ্ধি আছে তার মধ্যে। বেণু মানে কী যেন ?

শরৎদা—বাদন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বাদনের মধ্যে বদ্ আছে, মানে বলা।

শরৎদা—তাহ'লে এই কথাটার মানে কী বুঝব 'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন' ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃন্দাবন মানে প্রীতিকারী যেখানে বিস্তার লাভ করে। অপ্রাকৃত হ'চ্ছে unnatural (অস্বাভাবিক), মানে সে টেরই পায় না যে সে কী করছে। আর মদন মানে হ'ল মত্ততাসম্পাদনকারী।

তারপর বঙ্কিমদাকে (রায়) ডেকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই বৃন্দ মানে প্রিয় হবে নে তো ?

বঙ্কিমদা ঠাকুরঘরে যেয়ে অনেকক্ষণ ধরে কয়েকটি অভিধান দেখে এসে বললেন—হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন করে ক'।

বঙ্কিমদা—বৃণ্ মানে প্রীতি, তা' দান করেন যিনি, তিনি বৃন্দ। ঠিকই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে খুব খুশী হ'লেন।

শৈলেনদা—একটা কথা মনে হয়। সবাই যদি সেই এক বিশ্বছায়ার রূপ হবে তবে অসৎ এল কোথা থেকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Changeable (পরিবর্ত্তনশীল) তো সবই। অসৎ তাই যা' আমাদের goad (চালিত) করে towards decay (ক্ষয়ের দিকে)।

শৈলেনদা—কিন্তু বিশ্বসত্তা তো unchangeable (অপরিবর্ত্তনীয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বসত্তা যদি কিছু থাকেন, তাঁর কাছে change (পরিবর্ত্তন) নাই তো কিছু। কিন্তু আমি-সত্তা যেটা, যেটা তাঁর radiation (প্রতিফলন), তার ideal (উদ্দেশ্য) কী! সেই আদিম যুগ থেকে এই আমি পূর্ব্বপুরুষদের ভেতর-থেকে চোঁয়ায়ে-চোঁয়ায়ে এই এমনতর হ'য়ে উঠেছি। এই আমি-সত্তার মধ্যে কিছু জিনিস আছে constructive (সংগঠনমূলক), কিছু আছে destructive (নাশধর্ম্মী)। যা' আমার construction-টাকে destruct (সংগঠনটাকে ধ্বংস) করে তাই-ই অসৎ, তাকেই আমরা resist (নিরোধ) করি। সেইজন্য আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল, অনাদিকাল থেকে স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে চলা। এমনতর হয়ে উঠলে পরেই অসৎকে combat করা (বাধা দেওয়া) যায়।

শৈলেনদা—অবশ্য এসব আপনার পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার science (বিজ্ঞান) সেইগুলির উপর দাঁড়ানো যেগুলির সাথে আমি মুখোমুখি হয়েছি। ঐ যে realisation-এর (অনুভূতির) chapter-গুলি (অধ্যায়গুলি)—সবই ঐ (দ্রষ্টব্য কথাপ্রসঙ্গে, ৩য় খণ্ড)। Feeling, Sentiment-এর (বোধ, ভাবাবেগের) উপর ভর ক'রে আমার ঐ ভাষা বেরিয়েছে। আমি ইচ্ছে ক'রে কোন ভাষা সৃষ্টি করিনি। ও-ভাষা যদি ভাল হয় তো ভাল, যদি মন্দ হয় তো মন্দ।

এই সময় পণ্ডিতমশাই (গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ডেকলাল ভাইয়ের কোষ্ঠী করতে বলেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা করিছেন নাকি ?

পণ্ডিতমশাই—হ্যাঁ, করেছি।

পণ্ডিতমশাই কোষ্ঠীটা হাতে ক'রেই এনেছিলেন। এখন সামনে এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। ডেকলাল সামনে দাঁড়িয়েছিল। পড়ার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—এই, তোর কাছে একটা টাকা আছে।

ডেকলাল—কাছে তো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যা, একটা টাকা নিয়ে আয়।

ডেকলাল—কোথা থেকে আনব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিয়ে আয় এক জায়গা থেকে চেয়েচেয়ে। প্রণামী দিয়ে কোষ্ঠী নেওয়া লাগে।

ডেকলাল কিছুক্ষণ পর ঘুরে এসে বলল—টাকা এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা দিয়ে পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম কর্।

ডেকলাল প্রণাম করার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে পণ্ডিতমশাই কোষ্ঠীটা ডেকলালের হাতে দিলেন।

**১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ২।৭।১৯৫৭ )**

গত রাত থেকেই বর্ষা নেমেছে। আজ সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় পূর্বদিকের চৌকিখানিতে পশ্চিমাস্য হয়েই ব'সে আছেন। খালি গা। বর্ষার জন্য কাছে আজ ভীড় কম।

হরিদা ( সচ্চিদানন্দ গোস্বামী ) এসে প্রণাম ক'রে ব'সে বললেন—এই যে কথা আছে, কোন ভাল ফল জগন্নাথকে দিয়ে দেয়। এর মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেটা ভালবাসি সেটা ঠাকুরকে দিয়ে দিলাম। ঠাকুরকে দিয়ে দেওয়া মানে সে-জিনিষটা দেখলেই আমার ঠাকুরের কথা মনে পড়বে।

হরিদা—কিন্তু মনে-মনে দিলে তো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ফল যদি হয় তবে সে-ফল আর খাবে না।

পাকিস্তান পূর্ব্ববঙ্গ থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর এখন পাকিস্তানে থাকা ঠিক হবে কিনা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদিকে ( ভারতে ) একটা ঘর ক'রে রাখা ভাল ! যদি কোন গণ্ডগোল হয় তাহ'লে যাতে এসে দাঁড়ানো যায়। ( একটু অন্যমনস্কভাবে ) এতটা time ( সময় ) পেলাম, এখনও যদি না করি তাহ'লে আর কী হবে !

উক্ত দাদা—গণ্ডগোলের জন্যই কি বাড়ী করা দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি কোন আপদ-বিপদ হয়, তখনকার জন্য একটা দাঁড়াবার জায়গা তো চাই। বাড়ী ক'রে কাজে না লাগলে ভাড়াও দেওয়া যায়।

উক্ত দাদা—এদিকে এসে কি আমরা বাঁচতে বা দাঁড়াতে পারব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা নিজের গুণের 'পরে নির্ভর করে। যত ভাল গুণ থাকবে নিজেরা লোকপালী হ'য়ে উঠবে, দাঁড়ানোর সম্ভাবনা তত বেশী থাকবে। দাঁড়াতে যে জানে, সে দাঁড়াতে এখানেও পারে, ওখানেও পারে। আর যে জানে না, সে এখানেও পারে না, ওখানেও পারে না।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি আসে। পিকদানীতে গলা ঝেড়ে কাশি ফেলে,

গামছায় মুখ মুছে এক ঢোঁক জল খেলেন। তারপর শরৎদাকে (হালদার) ডাকতে বললেন।

শরৎদা এলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দেখেন আপনারা যদি আশ্রমে দিনকয়েক একবেলা রসুন দিয়ে খিচুড়ী রান্না ক'রে খান।

শরৎদা (একটু হেসে)—আজ্ঞে খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতটুকুতে কী পরিমাণ রসুন দেওয়া লগেবে, যান, বড়-বৌয়ের কাছে শুনে আসেন।

শরৎদা পরমারাধ্যা বড়মার কাছে শুনে এসে বললেন, বড়মা বললেন, একসের চালে এক কোয়া রসুন দিয়ে রান্না করতে হবে। তাহ'লে ব্যবস্থা করি গে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লে শরৎদা প্রণাম ক'রে চলে গেলেন।

## ২০শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ৪।৭।১৯৫৭)

আজ বর্ষা নেই বটে। কিন্তু আকাশে জমাট মেঘ। শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দাতেই আছেন। সকালবেলা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বোস), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস) প্রভৃতি এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্য নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিপ্রা ছিলেন সাত্বত আচার্য্য। সাত্বত অনুচলনই তাঁদের জীবন-চলনা। কৃষ্টিগুলিকে সাত্বত নিয়মনে তাঁরা মানুষের জীবনীয় ক'রে তোলেন। তাই লোকশিক্ষার দায়িত্ব ছিল তাঁদের হাতে। লোকশিক্ষক তাঁরাই। তাঁদের কাজই ছিল—To serve the existencc of humanity, individually and collectively, and adjust them accordingly for life and growth (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের অস্তিত্বের সেবা করা এবং সেগুলিকে জীবনবৃদ্ধির অনুগ ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা)। আর, danger of existence (সত্তার বিপদ) যেগুলি আসে তা' নিরোধ করেন ক্ষত্রিয়েরা। তাঁদের কাজ হ'ল, To protect the existence of the people—resisting evil—which stands against life and growth (জীবনবৃদ্ধির বিপরীত যা'-কিছু সেই অসৎকে প্রতিহত ক'রে মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করা)। বৈশ্যরা বৈশিষ্ট্যমাফিক প্রয়োজনকে fulfil (পরিপূরণ) এবং serve (পরিবেষণ) করেন। তাঁদের কাজ হ'ল—To supply and serve with nurturing materials of existence (অস্তিত্বের পরিপোষণী উপাদাননিচয় সহযোগে সরবরাহ করা ও যোগান দেওয়া)। আর, শূদ্রদের কাজ হ'ল—To serve and educate themselves with all the articles of being and becoming (বাঁচাবাড়ার সবরকম লওয়াজিমা দিয়ে

নিজেদের শিক্ষিত ক'রে তোলা এবং সেবা করা)। এই হ'ল চার বর্ণ according to their instinctive traits (তাদের সংস্কারগত বিশেষ লক্ষণ-অনুসারে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না। তাই কথাবার্তা আর বিশেষ হ'ল না। কেষ্টদা ও শরৎদা শ্রীশ্রীঠাকুর-কথিত বর্ণগুলির বিশেষ লক্ষণ আবার পর্য্যালোচনা করতে লাগলেন।

বিকালে কিছুক্ষণ জোর বর্ষা হ'য়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর সজনে গাছটির দক্ষিণে প্রাঙ্গণের তাম্বুটির নীচে চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করছেন। তাম্বুর সামনের আলোটি এমন ক'রে দেওয়া আছে যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখের উপর আলো না পড়ে।

## ২১শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (৫।৭।১৯৫৭)

সন্ধ্যায়—ঠাকুরপ্রাঙ্গণে। কলকাতা থেকে অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে এক দাদা এসেছে। সে সৎনামে দীক্ষিত। কিন্তু নিষ্ঠাসহকারে কিছু পালন করে না। নানারকম কথার অবতারণা করছিল।

অরবিন্দদা—আমরা তো প্রচার করি, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে প্রচার করলেই তো হয় না। আমি যা' আমি তাই-ই। আমারে ভগবান কও আর নারায়ণই কও, আমি অনুকুল চক্রবর্ত্তী।

অরবিন্দদা—কিন্তু আপনি তো ভগবানই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরে তা' বললেই তো হয় না। যা' বল তা'র attribute (গুণ) যদি তোমার মধ্যে ফুটে না উঠল তবে ও-বলার মানে কী? আমার অসাক্ষাতে যদি তুমি আমাকে 'শালা' কও, যদি কও 'অনুকুলঠাকুর আমার শালা', তাহ'লে আমি কি তোমার শালা হ'য়ে যাব?

অরবিন্দদা—আপনি তো ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' জানি তা' কই। আমার চেয়ে তুমি অনেক superior (শ্রেষ্ঠ)। আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী জান। আমি তা'ও জানি নে। আমি হাতে-কলমে ক'রে যা' বুঝিছি তাই কই।

অরবিন্দদা—গুরুকে কেমন ক'রে ভালবাসতে হয় তা' আমি জানি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বাবাকে তুমি কেমন ক'রে ভালবাসবে তা' কি মানুষ তোমাকে ব'লে দেবে?

অরবিন্দদা—আচ্ছা আমার কি গুরু আছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর 'আমার চোখ আছে নাকি?'—তা' যেমন

অবান্তর, এও তাই।

অরবিন্দদা—আমার গুরু কে তা' আমি বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার গুরু কে তা' আমি ক'য়ে দেব? যে তোমার গুরু, তার কথা ভালভাবে শুনে চ'লো।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা, যামিনীদা (রায়চৌধুরী), পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ এলেন। কেষ্টদাকে আসতে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—আসেন কেষ্টদা, বসেন।

কেষ্টদা তাঁর নির্দ্দিষ্ট জলচৌকিখানির উপর ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা ও বাণী নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'নানাপ্রসঙ্গে' আমি ক'লেম কেমন ক'রে তা' ভেবে পাই নে। ভেবে-ভেবে যখন আর থলকুল পাই নে তখন বলি, কেষ্টদা আমার মুখ দিয়ে বা'র ক'রে নেছে। আবার ভাবি, সেই যে কওয়া ধরিছি কবের থেকে, এখনও কই।

কেষ্টদা—তখন কইতেন প্রশ্নের উত্তরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর এখন এমনিই কই।

হাউজারম্যানদা—এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫০টি ইংরাজী বাণী দেওয়া হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আনন্দক্ষরা কণ্ঠে) নাকি?

এর পরে যাজন-প্রসঙ্গে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ'ড়ে-তার্কিকতা ক'রে সুবিধা হয় না। যুক্তির সাথে যদি নীতি না থাকে তবে যুক্তি হয় sterile (বন্ধ্যা), যুক্তির সাথে sentiment-ও (ভাবাবেগও) থাকা দরকার। Reason ও argument-এর (যুক্তি ও তর্কের) সাথে sentiment (ভাবাবেগ) না থাকলে মানুষ তা' realize (হৃদয়ঙ্গম) করতে পারে না। আবার, reasoning-argument (যুক্তি-তর্ক) নাই, শুধু sentiment (ভাবাবেগ) আছে, মানুষের মনে তা' শিকড় গাড়ে না। সেইজন্য অনেক সময় হয় যে আমি বুঝি, কিন্তু বোঝাতে পারি না।

কেষ্টদা—বিষয়ের 'কেন'টা না জানলে বস্তু-সঙ্গীত ঠিক করা যায় না। আর, যার যায় না তাকেই মানুষ আপ্তবাক্য ব'লে ধ'রে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপ্তবাক্যের একটা সুবিধা আছে যে ওটা ধ'রে আমি 'কেন'টা বের করতে পারি।

কেষ্টদা—তা' ধ'রে 'কেন' বের করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Faith-এর (বিশ্বাসের) থেকে যে 'কেন' গজায় তা' ভাল। কিন্তু 'কেন'-র থেকে যদি faith (বিশ্বাস) গজাতে যায় তা' ভাল না। আবার, faith

( বিশ্বাস ) যেখানে আছে, how and why ( কিভাবে এবং কেন ) যে সেখানে নাই তা' নয় কিন্তু। এমনভাবে মানুষকে চালাবেন যাতে faith-টা ( বিশ্বাসটা ) বাড়ে।

কেষ্টদা—যোগ্য দীক্ষার পাত্র কে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার প্রতি একটা শ্রদ্ধানুশীলনী চলন আছে যা'র।

কেষ্টদা—আমার 'পরে শ্রদ্ধা থাকলে তো হবে না। আমি ঋত্বিক্। আমার ভিতর-দিয়ে ইষ্টের উপরে শ্রদ্ধা আসা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার 'পরে না হ'লে ইষ্টের 'পরেও হবে না। আবার, আপনার চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়েও ইষ্টবিচ্ছুরণ হওয়া চাই। ( একটু নীরব থেকে ) দুর্ব্বলতাকে বাড়তে দিতে নেই, সবল হ'তে দিতে নেই। আর, সবলতাকে সমীচীন করা লাগে।

মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কাউকে কোনদিন bluff ( ধাপ্পা ) দিই নি। কারো কাছে টাকা দেব ব'লে দিই নি, এমন হয়নি। Bluff ( ধাপ্পা ) দিলে পরে weak point ( দুর্ব্বল স্থান ) যা' থাকে সেগুলি তোমাকে কখন যে বিপদে ফেলবে তার ঠিক নেই।……শুভ কাজ ক'রে আমি যদি ঠকেও যাই তাহ'লেও আমি যেটুকু ক'রে যা' হই তাইই আমার radiation ( বিচ্ছুরণ ) দিয়ে থাকে।

কথায়-কথায় রাত গভীর হ'য়ে আসে। সবাই এবার প্রণাম ক'রে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাকু সেবন ক'রে পায়খানায় গেলেন।

**২৪শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ৮।৭।১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় সমাসীন।

হরিনন্দনদা ( প্রসাদ ) তাঁর পুত্রবধূকে ( লালদার স্ত্রী ) সাথে নিয়ে এসে ঠাকুর-প্রণাম করলেন। বললেন—বৌমা এবার ফার্স্ট ডিভিসনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌমা আবার পড়বে নাকি ?

হরিনন্দনদা—সে আপনি যা' বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্বশুরঘড় না করলে মেয়েরা ঠিক-ঠিক trained ( শিক্ষিত ) হয় না, স্বামীর সাথে cleaved ( শ্লিষ্ট ) হ'তে পারে না, coupled ( সংযুক্ত ) হ'তে পারে না। পড়তেই যদি চায় তাহ'লে আর্টস্ নিয়ে বাড়ীতে ব'সেই পড়তে পারে। আর ওকে দেখাবার পক্ষে তুমিই যথেষ্ট।

হরিনন্দনদা—হাঁ, তা' তো বটে।

গত পরশু খবরের কাগজে বিহারের মন্ত্রী অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রীমহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই দুঃসংবাদটি দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁর কথা খুব ব্যথার সাথে উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে বললেন—অনুগ্রহবাবু আমার থেকে দুই বছরের বড় ছিল।

এর পর হরিনন্দনদারা বিদায় নিলেন। স্থানীয় শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এসে প্রণাম জানিয়ে মেঝেতে বিছানো সতরঞ্চির উপর বসলেন। বললেন—আমরা দিনকয়েক রাজনীতিতে একটু মেতে ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে সত্তার নীতি ভাল, যাতে বেঁচে থাকা যায়। তাই তো হ'ল রাজনীতি। আবার কৃষ্টিও তা'ই।

উক্ত দাদা—আপনি এখানে আসার পর আমাদের খুব আশা হয়েছিল যে, এখানকার লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছু হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, আমার খুব ইচ্ছে। কিন্তু আমি এখন এইরকম হ'য়ে গেলাম। তারপর আপনাদেরও আবার বহুদিন দেখলাম না।

উক্ত দাদা—আপনি দুমকায় বলেছিলেন যে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাঁওতালদের খুব দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তা' না হ'লে আবার একদিকে গড়ায়ে যাবে। আর, আধ্যাত্মিক উন্নতি মানেই সত্তার উন্নতি।

ঐ দাদাটির সাথে একজন পাণ্ডাজী এসেছিলেন। কথা চলতে থাকা কালে হাউজারম্যানদা এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই দেখ্, ও'রা যদি আজ এখানে থাকেন তবে আনন্দবাজারে ব'লে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিস্।

একটু পরে ও'রা উঠে বাইরের দিকে গেলেন।

নৈহাটির কেশবদা (রায়) এসে বসলেন। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন চলনে, যেমন করণে সত্তা বজায় থাকে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা'ই আধ্যাত্মিকতা।

কেশবদা—তাহ'লে তো সংসার করতে হ'লেও আধ্যাত্মিকতা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসার করতে হ'লে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন যদি না করি তবে তো সংসারই হবে না। আগে বাঁচা, তারপর তো সংসার। সংসারের মধ্যে আমার নিজের, আমার স্ত্রীর, আমার ছেলের আগে সুস্থ হ'য়ে বেঁচে থাকা চাই। একজন অসুস্থ হ'লেই কিন্তু আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। কিন্তু এই থাকার চলনে, বাঁচার চলনে তো চলি না। চলি তার উল্টো। যা' আমার সয় না,

বয় না, তাই করি। তাই, বাঁচাটাও ব্যাহত হ'তে থাকে। যেমন এখন আইন ক'রে ডাইভোর্স পাশ করা হ'ল। এটা জীবনের সহায়ক নয়। ফল যা' হবার তা' হবেই। আগেকার দিনে এ ব্যাপার আমরা ভাবতেই পারতাম না।

এর পর কেশবদা বর্ণাশ্রম নিয়ে কথা তুললেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বৈশিষ্ট্য হ'ল varieties of the instinct ( সহজাত সংস্কারের বৈচিত্র্যসমূহ )। যেমন ল্যাংড়া আম। বহুজাতীয় ল্যাংড়া আছে। ওদের মধ্যে division ( বিভাগ ) আছে, ছোটবড়র প্রশ্ন নেই। এক-একটা আলাদা রকম। যেমন, বামুনের হ'ল সাত্ত্বিক চলন। সত্তা রক্ষা হয় যা'তে তা' guard ( রক্ষা ) ক'রে চলা, মানুষকে ঐ চলনে educate ( শিক্ষিত ) ক'রে তোলা। ক্ষত্রিয়ের কাজ হ'ল এই সবগুলিকে protection ( রক্ষণ ) দেওয়া। আবার, সত্তার প্রয়োজনীয় যা'-কিছু তা' supply ( সরবরাহ ) করবে বৈশ্য। আর, শূদ্র থাকবে সেবা নিয়ে। অবশ্য এই কাজগুলির সবটাই সেবা। শূদ্ররা তোমাদের সাথে থেকে-থেকে সাত্বত চলনের তুকগুলিতে absorbed ( অভিনিবিষ্ট ) হ'য়ে উঠবে। এর মধ্যে ছোট-বড় নেই, আছে variety ( বিভিন্ন রকম )।—নিজে বাঁচতে গেলেই আগে দরকার অপরকে বাঁচানো। তার জন্য নিজের থাকা লাগে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে। কিন্তু ইষ্টার্থপরায়ণ মুখে হ'লে হবে না, কাজে হওয়া চাই।

কেশবদা—আমার ওখানে সবাই একটা সংগঠন করতে চাইছে। আমাকে থাকতে বলছে তার মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো করাই লাগবে। ঐ তো বাঁচার পথ। কিন্তু যাই করা হোক, তার মধ্যে থাকা চাই আধ্যাত্মিক চলন অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মী চলন। সংগঠন তো আর ভুঁইফোড় হয়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না, automatically ( আপনা থেকে ) হয়।

উপস্থিত জনৈক দাদা বললেন—ঠাকুর! শারীরিক অসুস্থতার জন্য কোন কাজ করতে পারি না। ওষুধপত্র খেয়েও ফল হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটুকু সহ্য হয় ততটুকু ক'রে কাজ করবে। তারপর আস্তে-আস্তে বাড়ানো লাগে।

এই সময় কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে আসন গ্রহণ করলেন। মেদিনীপুর থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ী এসেছেন। ওঁরা দেওঘর টাউনে আছেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা না হ'লে তো গাছের একটা পাতাও নড়ে না। তাহ'লে ভগবানই কি মানুষকে কষ্ট দেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যেমন করি, আমাদের চলনা যেমন, ভগবান তাই-ই মঞ্জুর

করেন। তাঁর সত্তা যদি না থাকত, তাঁর বিকিরণ যদি না থাকত, তবে আমরা বাঁচতেই পারতাম না। ভগবান সবাইকেই ভালবাসেন। কিন্তু তিনি আমাদের 'পরে কতখানি সদয় তার হিসেব করে আমাদের খুব লাভ নেই। আমরা তাঁকে কতখানি ভালবাসি —সেইটা দেখা দরকার। বাঁচতে সবাই চায়। ভগবানও সবাইকে বাঁচাতে চান। তিনি একটা কুমীরের উপর দয়া করে যে আমাকে মারতে চান, তা' কিন্তু নয়।

প্রশ্ন—ভগবানের করাটা সব সময় বোঝা যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিও করেন, আমিও করি। তাঁর করার সুরে সুর মিলিয়ে আমি যখন করি তখন মঙ্গল হয়। আমার প্রবৃত্তিগুলি আছে তাঁর সেবার জন্য। প্রবৃত্তি-গুলি দিয়ে তাঁর সেবা যখনই করি তখনই মঙ্গল হয়। আর, তা' দিয়ে যদি আমার নিজের সেবা করতে যাই তাহ'লেই ঠকি। ভগবান মাঝে-মাঝে আসেন মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে। এসে গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। গো মানে মানুষও হয়। আমাদের মত এক-একটা মানুষকে, এইরকম এক-একটা পাহাড়কে তিনি বর্দ্ধনার পথে ধারণ করেন। তাই, তিনি গোবর্দ্ধনধারী। তাঁর রথ—ঐ জগন্নাথের রথ যে টানে তারই পুণ্য।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর যে দাদাটি প্রশ্ন করছিলেন তিনি বললেন—আপনার কাছে আসা অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল।

ভ্রূভঙ্গিমায় এক দিব্যমধুর আবেশ হেনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কাছে আসা মানেই বিশ্বের কাজে আসা।

জনৈক ব্যবসায়ী—জ্যোতিষশাস্ত্রটাকে কি আমরা মেনে চলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মই মেনো'। ধর্ম্মের মধ্যে জ্যোতিষ যতটা দরকার তা' মানবে। ধর্ম্ম মানেই যা' ধারণ করে। আর ধর্ম্ম মানতে গেলে সুকেন্দ্রিক হওয়া লাগে। তুমি তোমাকে যেমন করে সুপথে ধারণ করতে পার তা'ই তোমার ধর্ম্ম। আধ্যাত্মিকতাও তা'ই। একটু আগেই ঐ কথা ক'চ্ছিলাম। এই যে ঈশ্বর কয়। ঈশ্বরের আছে ঈশিত্ব, ঈশী শক্তি। তার মানেও তো তা'ই। ঈশিত্ব মানে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে ধা ও পা—ধারণ ও পালন। তুমি যা'কে যেমনতরভাবে ধারণ করবে, পালন করবে, রক্ষণ করবে, তা'র উপরে তোমার আধিপত্যও তেমনতর গজাবে।

প্রশ্ন—পালনটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে পালন করা। নিজেকে নিজে যেমন ক'রে ধরি, পালন করি, পরিবেশকেও তেমনি ক'রে দেখা। আমার নিজের সত্তাকে ধরতে গেলেই আমার পরিবেশকে ধরা লাগে। পরিবেশকে nurture (পোষণ) না দিলে তো আমি আর

বাঁচি নে। আর, অসৎ হ'ল এই ধারণ-পালনের ব্যত্যয়ী যা', আমার সত্তাকে ভেঙ্গে দেয় যা'। আমরা তা'র নিরোধ চাই।

কেষ্টদা—এইভাবে চলতে গেলে আমার কী প্রয়োজন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া লাগবে। ইষ্ট মানে কল্যাণ। ইষ্টপথে চলতে হবে। আর, সদ্‌গুরুই ঐ ইষ্ট।

কেষ্টদা—এই যে ব্যবসায়ীরা আছেন, এঁরা যদি ইষ্টগ্রহণ না ক'রে ঘরে এক গণেশের মূর্ত্তি রেখে পূজা করেন, তবে তাঁদের ধর্ম্মপালন করা হবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গণকে যিনি ধারণ-পালন-পোষণ করেন, তিনি গণেশ। গণেশের পূজা মানেই মানুষের চর্য্যা করা। এখন, যত customer (খরিদ্দার) আসছে, আমি যদি তাদের ঠকাতে থাকি, ধারণ-পোষণ না করি, তাহ'লে ব্যবসা টিকবে নানে।

কেষ্টদা—গণেশ উল্টে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাঁ, কথা ঠিক আছে, গণেশ উল্টে যায়।

কেষ্টদা—আগে আমাদের দেশে businessman-দের (ব্যবসায়ীদের) বলত সাধু, মহাজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও কয়। ছোটবেলায় এক দোকান দেখেছিলাম কলকাতায়। তারা এমন ভালমানুষ ! সেইজন্যেই বোধ হয় ওদের নাম ছিল সাধু, মহাজন।

কেষ্টদা—এখন কালোবাজার এত বেড়ে গেছে যে সৎ থাকাই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্য দিয়েও যদি ঠিক থেকে চলতে পারেন তবে দেখতে পাবেন কিভাবে ঠেলে.উঠছেন। আর, অসৎ যা'-কিছু তা'ও তখন আপনার সেবা করতে থাকবে।

এরপর ব্যবসায়ী দাদারা প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

বহিরাগত একটি দাদা প্রশ্ন করলেন—এখানে দীক্ষা নিলে কি মাছমাংস খাওয়া একেবারেই চলবে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কী আছে—'তিলভর মছলী খায়, কোটি গো করে দান…', তা'তেও কিন্তু নরকবাস। তা' ছাড়া, animal diet (জান্তব খাদ্য) খেলে পরে আমাদের longevity (আয়ু) মানে range of life (জীবনের সীমা) ক'মে যায়। আমি মাছ খাইছিলাম বোধ হয় চৌদ্দ দিন। তখন কেমন হ'ত—স্বপ্ন দেখলে যেমন মনে থাকে না, মাথায় ঐরকম একটা অবস্থা থাকত।

কেষ্টদা—Sexual damage-এ (যৌন অবক্ষয়ে) বেশী ক্ষতি করে, না মাছমাংস খাওয়াতে বেশী ক্ষতি করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাছমাংস বেশী ক্ষতি করে।

এরপর ঐ দাদা পেঁয়াজ খাওয়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিতাইবাবু লেনে আমি একবার পেঁয়াজ খাইছিলাম খিচুড়ীর সাথে। সে খাওয়ার সাথে-সাথেই একেবারে একশ' পাঁচ ডিগ্রী জ্বর উঠে গেল। গায়ে সে কী যন্ত্রণা; চোখমুখ কেমন করছে, পায়খানা কষে গেল। তা' ভাবলাম, এরকম সবারই হয়। কেউ কেউ একটু-একটু করে খেতে-খেতে resistance-power (প্রতিরোধী শক্তি) বাড়িয়ে নিয়েছে। ও খাওয়া ভাল না।

প্রশ্ন—Nervous weakness (স্নায়বিক দুর্ব্বলতা) যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কাজ করতে-করতেই যায়। ইষ্টকর্ম্মের মধ্যে খুব ব্যাপৃত থাকা লাগে।

প্রশ্ন—আমাদের diet (খাদ্য) কেমন হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন আমি physical work (শারীরিক পরিশ্রম) করি, তখন একরকম diet (খাদ্য)। আবার brain-work (মস্তিষ্কের শ্রম) যখন করি, তখন আর একরকম নেওয়া লাগে।

কেষ্টদা—সাধনার পথে আহারশুদ্ধির প্রয়োজন খুব বেশী কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আছে, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ' (আহার শুদ্ধ হলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়)।

দুপুরে ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। এই সময় সাধারণতঃ মায়েরাই তাঁর কাছে উপস্থিত থাকেন। আজও আছেন সুধাপাণিমা, কালীষষ্ঠিমা, রমণদার মা, অনুরাধা মা, হেমপ্রভা মা, মঙ্গলা মা, সেবাদির মা, জুঁই মা, ও আরো অনেকে।

মেয়েদের প্রকৃতি, রজঃশক্তি প্রভৃতি নিয়ে কথা হ'চ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেয়েদের রজঃশক্তি হ'ল সৌর্য্য (সুধাতু=প্রসব), একটা কিছু ধ'রে তা'কে sprout করায় (গজায়)। আর, পুরুষের হ'ল বীর্য্য (ঈর্‌ধাতু=প্রেরণ)—ঠেলে তোলে। তাই, মায়ের কাছ থেকে পায় সৌর্য্য, বাবার কাছ থেকে পায় বীর্য্য। সেইজন্যে সূর্য্যেরও এক নাম সবিতা, সে প্রসব করে। কোন মেয়ে যখন একটা ধ'রে তার ভিন্ন রকমে চলে, নানা রকমারি করে, সেটা সৌর্য্যের অভাব। আবার পুরুষ যখন একটা কিছু ধরতেই পারে না, তা' হ'ল তার বীর্য্যের অভাব। (জুঁইমার দিকে তাকিয়ে বললেন) তোমার ছাওয়ালের কৃতিত্ব তোমার। কিন্তু তার valour অর্থাৎ বিক্রমটা হ'ল তার বাপের।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বালিশটা টেনে নিয়ে ডান কাত হ'য়ে শুলেন। সবাই প্রণাম ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। কলকাতা থেকে আগত অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে দাদাটি এসে জানাল, তার একশত টাকা চাই। কারো কাছে দশ টাকা, কারো কাছে পাঁচ টাকা, এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করতে লাগলেন তার জন্য। অরবিন্দদা সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললেন—তুই এখানে দাঁড়ায়ে থাকিস্ নে। এখান থেকে স'রে যা। এখানে থাকলে লোকে মনে করবে নে—ঐ, ঠাকুরের কাছে টাকা চাচ্ছে।

তার পর টাকা সম্পূর্ণ সংগ্রহ হ'য়ে গেলে অরবিন্দদাকে ডেকে দিয়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

**২৮শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ১২। ৭। ১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুর-বাংলার বড় দালানের বারান্দায় সমাসীন। ভক্তবৃন্দ অনিমেষ নয়নে দর্শন করছেন তাঁকে। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ।

আমার বাবা ( হেমচন্দ্র মুখার্জী ) জিজ্ঞাসা করলেন—গণেশের গজমুণ্ড দেখতে পাই, এর তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গজমুণ্ড মানে গজের মত মুণ্ড, big brain ( বিরাট মস্তিস্ক )। গণপতি মানে জনগণের পালক। Big brain ( বিরাট মস্তিস্ক ) না হ'লে আর তো তিনি গণপতি হ'তে পারেন না।

বাবা—গণেশের ধ্যানে আছে 'একদন্তং মহাকায়ম্'। একদন্ত বলা হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'এক' মানে কী দেখা লাগে, 'দন্ত' মানেও দেখা লাগে।

অভিধান দেখে বললাম—এক মানে প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ; আর দন্ত মানে আছে দমনকর্ত্তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ, তাহ'লে একদন্ত মানে একমাত্র দমনকর্ত্তা। আবার, গণেশের দু'হাত না, চার হাত, মানে চারদিক দেখে চলেন তিনি। আর, মূষিক তাঁর বাহন। মূষিক হ'ল খলপ্রকৃতিসম্পন্ন। ঐ খলপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের তিনি control-এ ( অধীনে ) রাখেন।

শরৎদা ( হালদার )—আচ্ছা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টি মানে হ'ল কর্ষণ ; কৃষ্টি করতে-করতে সংস্কৃতি আসে।

তাই-ই হয়ে ওঠে সংস্কার। (একটু থেমে বললেন) আসল কথাই হ'ল, শুধু ভাবনায় কিছু হয় না—যদি কর্ম্মে সেটা ফুটন্ত ক'রে না তুলি।

বাবা বললেন – অনেকে কৃষ্টির কথা বলে বটে, কিন্তু তা' আচরণ করতে ভয় পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য যারা শিক্ষক তাদের আচরণগুলি সর্ব্বতোভাবে মিষ্টি হওয়া চাই। তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা যেন আপনা থেকে উপ্‌চে ওঠে। শ্রদ্ধা যদি থাকে আর তা' যদি normal (স্বাভাবিক) হয় তবে বোধ জন্মায়। বোধ জন্মালে পরে আসে অনুশীলন। আর, অনুশীলনের মধ্যেই থাকে অনুচর্য্যা—কর্ম্মানুচর্য্যা, বাক্-অনুচর্য্যা ও ব্যবহার-অনুচর্য্যা। ছেলেপেলেকে 'পড়' বললে পড়ে না। কিন্তু বাপের 'পরে যদি টান থাকে, তবে রাস্তায় যেতে-যেতেই ছেলে ক, খ, শিখে ফেলতে পারে। কিন্তু গোড়া ঠিক না থাকলে মানুষের শ্রদ্ধাও গজায় না, প্রীতিও গজায় না। শিক্ষা হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না।

**৩০শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৪।৭।১৯৫৭)**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। ভক্তবৃন্দ নীরবে ব'সে আছেন চারিদিকে। কিছুক্ষণ পর কথা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এখানটা যেন একটা ইউনিভার্সিটি। কত variety-র (বৈচিত্র্যের) লোকই যে আসে। অনেক ungrateful-ও (অকৃতজ্ঞও) আসে। Ungratefulness (অকৃতজ্ঞতা) যেখানেই দেখবে, সেখানেই সন্দেহ ক'রো যে bastard mentality (জারজ মনোবৃত্তি) আছে, ভেতরেই গলদ আছে। যেমন, একজন হয়তো বড় বিদ্বান আছে। কোন কারণে তোমার 'পরে ক্ষুব্ধ হয়ে তোমাকে betray (তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা) ক'রে বসল। Bastard (জারজ) রকম থাকলেই মানুষ ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু অনাচারে তা' হয় না। অনাচারে নৈতিক জীবন দুর্ব্বল হয়। আর, ব্যভিচারে তা' জারজ হয়ে ওঠে। ফলে আসে নেমকহারামি, অকৃতজ্ঞতা। এ bastard life (জারজ জীবন) না হ'লে হয় না। যেমন, মাত্র thirty rupees-এর (ত্রিশটি মুদ্রার) জন্য জুডাস্ প্রভু যীশুকে ধরিয়ে দিল। কিন্তু তোমার moral life (নৈতিক জীবন) যদি দুর্ব্বল হয় অথচ তোমার racial (বংশগত) রকমটা ঠিক থাকে, তাহ'লে তুমি মদ খেতে পার, গাঁজা খেতে পার, গলায় ছুরি দিতে পার, তাতেও তোমার life-current (জীবনস্রোত) যেটা সেটা ঠিক থাকে। Valour (পরাক্রম) থাকে। আর তোমার heart (অন্তর) যা'কে একবার accept (গ্রহণ) করেছে সেই জায়গায় ঠিক থাকে,

তা'কে কখনও betray ( বিশ্বাসঘাতকতা ) করে না। কিন্তু বংশের ঐ কৌলিন্য না থাকলে অবশ্য গণ্ডগোল হ'তে পারে। ঐরকম ভাল বংশের মদ-খাওয়া লোক আমি দেখেছি। তার মদ খাওয়ার সময় যদি তুমি সেখানে যেয়ে পড় তখন কয়—( ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হাতমুখের ভঙ্গীতে এবং গলার স্বরে একেবারে নিখুঁত অসহায় বোধবান এক মাতালের জীবন্ত অভিনয় ফুটিয়ে তুলে বললেন )—'বাবা, আমি অন্যায় করছি। তুমি এখানে এসো না বাবা'। আবার হয়তো কয়—'বাবা, আমি তোমাকে ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না' ইত্যাদি রকমের। এই আমি যা' ক'লেম, এরকম মানুষ আমি দেখেছি, এ সত্য কথা।

এর পর তামাক সেজে এনে দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর একসময় নল থেকে শ্রীমুখখানি সরিয়ে বললেন—বিশ্বাসঘাতক, আর একটা যেন কী কথা আছে!

আমি বললাম—"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ"।

শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, "তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।"

তারপরেই বাণীর আকারে বললেন—

অনাচারে
নৈতিক জীবন
দুর্ব্বল হয়ে ওঠে,
আর, ব্যভিচারে ভ্রষ্ট হ'য়ে ওঠে তা',
হীন জারজবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
ফলে আসে
নেমকহারামি, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি, তারা স্বার্থস্থবিধায় পরম মিত্রকেও
আঘাত হানতে পারে,
কথায় আছে—"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"
অনাচারদুষ্ট হলে
দুর্ব্বল হতে পারে,
কিন্তু অমনতর হতে দেখা যায় না।

বাণী দেওয়া শেষ হ'লে উপস্থিত জনৈক দাদা বললেন—মাস তিনেক হ'ল আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্টে পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেশুনে বিয়ে করা লাগে।

উক্ত দাদা—আমার ভাল কোন্‌টা তা' তো আমি জানি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল দেখেশুনে করবে। সে-জ্ঞানটা তো থাকা দরকার। যেখানে-সেখানে পা দেওয়ার চাইতে বিয়ে না করা ভাল। পাগাড়ে পাও দিয়ে শেষকালে পাওটাও ভেঙ্গে নিয়ে প'ড়ে থাকবে নে।

উক্ত দাদা—দেখেশুনে করাটা কেমন, ঠিক বুঝলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেশুনে মানে প্রতিলোম না হয়, বংশ-বর্ণ-গোত্র সব দিক দিয়ে মিল হয়, এইসব আর কি। (জনৈক কর্ম্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন) তুমি ওকে একটু দেখো। বড় মুশকিলে প'ড়ে গেছে তিন-চারটি ছেলেপেলে নিয়ে।

**৩১শে আষাঢ়, সোমবার**, ১৩৬৪ (ইং ১৫।৭।১৯৫৭)

প্রাতে—বড়ালের বারান্দায়। হাউজারম্যানদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমরা মা ও বাপের combination-এ (সম্মিলনে) জন্মাই। আমাদের এই দেহটা হ'ল material physique (পার্থিব উপাদানের সংগঠন)। Material-কে আমি কই motherial. Mother-ই (মা-ই) তার সেবা-পরিচর্য্যার দ্বারা এই দেহ গঠন করে। সেইজন্য সেবা মেয়েদের সহজ ধর্ম্ম। যেমন, বড়-বৌ নিজেই হাঁটতে পারে না, কিন্তু আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়। ভাবে, পাছে আমার কোন কষ্ট হয়। আর, father মানে পিতা। পিতার মধ্যে আছে পা, মানে ধারণ-পালন-পোষণ। Energetic Volition (উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি) আছে তার মধ্যে। এই সবগুলির combination (সম্মিলন) নিয়ে হয় life (জীবন)।

এই সময় সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। সরোজিনীমার একমাত্র পুত্র অরুণদা (জোয়ারদার) সামনে ব'সে আছেন। তাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি অসুস্থ না হ'তাম তাহ'লে ওকে ইউরোপে পাঠাতাম। কিন্তু তা'তে আবার ওর মা একেবারে float হ'য়ে (ভেঙ্গে) পড়ত। ভাবত, আমার ছেলেটারে আবার পাঠাল কত দূরে।

বেলা আটটা। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। কেষ্টদা এখন উইলিয়ম জেম্‌স্‌-এর বই পড়ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সাথে জেম্‌স্‌-এর কথার যেখানে-যেখানে মিল পেয়েছেন তা' উল্লেখ ক'রে বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' শুনে খুব উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন—ঐ দেখেন, ওর সাথে আমার কথা মেলে কেমন! যখনই জেম্‌স্‌-এর কথা ক'ন শুনে মনে হয়, ওর সাথে আমার কিছু-কিছু difference (পার্থক্য) থাকতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগই মেলে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তারপর প্রসঙ্গান্তরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি মানুষের থাকা চাই freedom of surrender ( আত্মসমর্পণের স্বাধীনতা )। I love, because I love. I like, because I like ( আমি ভালোবাসি ব'লেই ভালবাসি। আমি পছন্দ করি ব'লেই পছন্দ করি )। তাই-ই হ'ল religion—re-ligare—অর্থাৎ পুনর্নিবন্ধযুক্ত হওয়া। এর জন্য চাই concentricity ( সুকেন্দ্রিকতা )। Concentric ( সুকেন্দ্রিক ) না হ'লে বিষয় বা ব্যাপারগুলির inter-connecting links ( পারস্পরিক সংযোগসূত্র ) বুঝতে পারব না। Concentric ( সুকেন্দ্রিক ) হ'লেই লেখানে logic ( যুক্তি ) থাকে, but in blindness ( কিন্তু অন্ধভাবে )। সঙ্গে-সঙ্গে love ( প্রেম ) তো থাকেই। আর, love ( প্রেম ) থাকলেই সেখানে upholding attitude ( ধারণ-পোষণী ভাব ) থাকে। তা' থেকেই মানুষ নীতি বের করে। সাথে যুক্তিও আসে —কী দিয়ে কিভাবে কী করব। Love-এর (প্রেমের) সঙ্গেই থাকে ধৃতিসম্বেগ। আর, ধৃতিসম্বেগ এলেই আসে কৃতিসম্বেগ।

কথার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

ধর্ম্মের আবির্ভাবই হ'চ্ছে
প্রীতিপ্রসন্ন কৃতিতপের
যজ্ঞ-আহুতিতে,
ইষ্টার্থে আত্মোৎসর্গই হ'চ্ছে
তা'র চরিত্রগত অনুচলন,
আর, তা'র ঐশ্বর্য্যই হ'চ্ছে
বোধদীপ্ত ধারণপালনী সম্বেগ,
ইষ্টার্থ-অনুসেবনী তৎপরতা ;
তাই, ধর্ম্মই
নীতির সবিতা-দেবতা,
ধর্ম্মই সাত্বত যোক্তা।

তারপর মেয়েদের বিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। আমার মনে হয়, আগের মত সেই বারো বছরেই মেয়েদের বিয়ে হ'লে ভাল হয়। ( একটু থেমে বললেন ) এই যে প্রায় বিনি পয়সায় আমাদের কতগুলি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। এতে যদি এই হয়, তবে আমরা আরো compact ( সংহত ) হয়ে পড়লে যে কী হতে পারে তা'র ঠিক নেই।

কেষ্টদা—আমাদের করার এখনও বহু কিছু বাকী। পাবনায় যে industry

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



( শিল্প )-গুলি ছিল, সেগুলি আপনি আবার সুরু করতে বলেছেন, তাও ক'রে ওঠা যায়নি। তপোবন, কলেজ Ritwik-organisation (ঋত্বিক্‌-সংগঠন), সব ব্যাপারেই করার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একটা দোষ আছে। আপনাকে একটা কথা একবার, দু'বার, তিনবার ক'লেম, তা' সত্ত্বেও আপনি করলেন না। তখন আর কইতে ইচ্ছে করে না। আবার, আমার কথামত করতে যদি আরম্ভ করেন, তবে পথে যে-সব বাধা আসে, তাও স'য়ে যেতে থাকে।

পড়াশুনার কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার এমনি কোন-কিছু মুখস্থ হতে চায় না। কিন্তু যেটায় মন লেগে গেল, সেটা টক ক'রে মুখস্থ হয়ে যায়। B, U, T, but ( বাট ), কিন্তু P, U, T put ( পুট্‌ ) হবে কেন, এ না বোঝা পর্য্যন্ত আমার আর মুখস্থ হবে না। এক আর একে দুই হবে ক্যা, এ আর বুঝি নে। দুটো এক মিশে যায় কি ক'রে? ছোটকালে স্কুলে এই কথা কওয়াতে আমারে কী মার দিল! ঐ যে মার দিল আর আমারও হয়ে গেল। এখনও conjugation ( ধাতুরূপ ) শেখার কথা মনে হ'লে আমার ভয় করে।

একটু আগে বালেশ্বরের সুশীল দাসদা এসে বসেছেন। এখন তিনি তাঁর কোষ্ঠীতে খারাপ ভাল ফলাফল যা আছে সেগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'লে বললেন—এই তো অবস্থা, এখন কী করি বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভজনাই কিন্তু ভাগ্যের সৃষ্টি করে। কোষ্ঠী দেখ, শোন, বোঝ। কিন্তু তার উপর নির্ভর ক'রে থেকো না!

কথায়-কথায় স্নানের বেলা হয়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠবেন। বাইরে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ভাবছি এই যে বাইরে ছিলাম, ভালই ছিলাম। কিন্তু সামনে তো শীত আসছে, তখন তো ঘরে থাকা লাগবে। এই চিন্তা করেই ভয় করছে।

**৩রা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৯। ৭। ১৯৫৭ )**

আজ থেকে বর্ষাকালীন ঋত্বিক্‌ অধিবেশন সুরু হচ্ছে। কর্ম্মীরা অনেকেই এসে গেছেন। চারিদিকে আনন্দমুখর পরিবেশ। দালানের বারান্দায় সমাসীন পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন ক'রে যাচ্ছেন ভক্তবৃন্দ। অনেককেই কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

কিছুক্ষণ পর কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। সম্প্রতি ইষ্ট বা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রেয়জনকে নিত্য কিছু দেওয়ার সম্বন্ধে একটি বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভ্রাতৃভোজ্য ভাইকেই দেওয়া লাগবে, গুরুভাইকে। আর ভূতভোজ্য, গরীব দুঃখী ব'লে কোন কথা নেই, সবাইকেই দেওয়া যেতে পারে—সে সৎসঙ্গী নাও হ'তে পারে। আর, তা' ছাড়া এই যেটা বলেছি, এটা ইষ্ট যদি কাছে না থাকেন, তবে কোন শ্রেয়জনকে দেওয়া যেতে পারে। তিনি সৎসঙ্গী নাও হতে পারেন। আর, রোজ একজনকে দিতে হবে তা'রও কোন মানে নেই। তিনদিন একজনকে দিলাম, আবার আর একজনকে ভাল দেখলাম, তাকে দিলাম। এভাবেও চলবে।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কেষ্টদা উঠে গেলেন ঋত্বিক্-সম্মেলনের দিকে।

সন্ধ্যায় কর্ম্মীদের সাধারণ সভা। সবাই সেখানে গেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে লোক বেশী নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে আছেন। শান্ত পরিবেশ। তাম্বুর সামনে একটা খুঁটিতে একটি উচ্চশক্তির ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ লাগানো আছে। তার আলোয় তাম্বুর সামনের জায়গাটা আলোকিত। ঐ আলোর কাছে অনেক পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। দু'-একটা পাক খেয়ে-খেয়ে মাটিতে পড়ছে।

শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের বেড়ালটি তাম্বুর ভেতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে আছে। কিন্তু দৃষ্টি তার নিবদ্ধ ঐ পোকা পড়ার দিকে। মাঝে-মাঝে আলোর নীচে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু পোকাগুলি মাটিতে প'ড়ে ঘুরপাক খেয়ে আবার উঠে যাওয়ার জন্য ঠিকমত ধরতে পারছে না। একটা ধরতে-ধরতে আর একটা ফসকে যাচ্ছে। তাই, মনের দুঃখে ম্যাও-ম্যাও ক'রে ডাকতে-ডাকতে আবার তাম্বুর মধ্যে ফিরে আসছে। আমাদের গায়ে লেজ বুলিয়ে-বুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড়ালের এই কাণ্ডকারখানা শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করছেন। হাউজারম্যানদা সামনে বসেছিলেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, একটা রসগোল্লা কিনে এনে ওকে দে তো।

হাউজারম্যানদা একটা রসগোল্লা কিনে এনে বেড়ালের সামনে রাখলেন। বেড়াল সেটা একটু শুঁকে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসগোল্লাটা ভেঙ্গে দে তো।

ভেঙ্গে টুকরো ক'রে দেওয়াতে রসগোল্লার দু'এক খণ্ড বেড়ালটা খেল। প্রায় সবটাই প'ড়ে রইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা, কুকুরকে দিয়ে দে।

হাউজারম্যানদা রসগোল্লার খণ্ডগুলি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এই সময় বেড়ালটা লাফ দিয়ে ছুটে গেল আলোর নীচে। একটা পোকা পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে

বললেন—পোকা ভাল লাগে।

কুকুরকে রসগোল্লা খাইয়ে ফিরতে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—ভাল ক'রে হাত ধুয়ে ফেলাগে'।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরীরটা ভাল বোধ করছেন না। মৃদু-মৃদু কাতরাচ্ছেন। তিনি যাতে একটু বিশ্রাম করতে পারেন সেইজন্য আমরা সবাই স'রে এলাম।

## ৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ২৪।৭।১৯৫৭)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মৃত্যু-অভিনিবেশ মানে আপনি যেন কোথা থেকে দেখে বলেছিলেন, মৃত্যুর ইচ্ছা। আমি একটা দেখি, মানুষের একটা unconscious tendency (অজ্ঞাত ঝোঁক) থাকে মৃত্যুর দিকে। সে অলস, নিষ্ক্রিয় হ'তে চায়, ছন্নমতি হ'তে চায়, সাত্বত হ'তে চায় না। আসলে কিন্তু আমরা মৃত্যু চাই না, চাই জীবন। রোগী যখন মরতে বসে, বলে, 'ডাক্তারবাবু! একাম আর করতিছিনে কোনদিন। এবারকার মত আমারে তুলে দেন'। অনেকের দেখেন, বাস্তব জিনিষের প্রতি লক্ষ্য নেই। বিশ্বাস করে theoretically (মনগড়া রকমে)। কানে শুনে বিশ্বাস করে বেশী। চোখে দেখে বিশ্বাস করে কম। এই যে আমরা ব'সে আছি। কেউ হয়তো এসে বলল, 'দেখে আয় গে, ত্রিকুট পাহাড়ের কী সুন্দর একটা ল্যাজ বেরিয়েছে। এই এতখানি'। এই শুনতে-শুনতে দু'একজন বলতে আরম্ভ করল, 'আমরাও দেখেছি'। (হেসে বললেন) মানুষের চোখের দোষ হয়নি তো? দেখে উলটো, কয় সোজা।

বিকালে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। উঠানের এদিক-ওদিকে জল জ'মে রয়েছে।

আজ তিনদিন দুপুরে যতি-আশ্রমে রমণদার (সাহা) মাকে খাওয়ানো হ'চ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে। সাথে অনুরাধা-মাও খায়। ইয়া বড়-বড় দশাসই লুচি, উত্তম ঘি-মশলা সহযোগে প্রস্তুত রকমারি তরকারী, কাঁঠালের কালিয়া, পেঁপের মালাইকারী, মুগডালের ডিম, বেগুনের কাবাব, খোয়া ক্ষীর, বৈকুণ্ঠ ভোগ, বাদশা-ভোগ, সন্দেশ, ভুরোর পায়েস, ইত্যাদি থাকে খাদ্যের তালিকায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশিত ফর্ম্মুলা-অনুযায়ী ননী চক্রবর্ত্তীদাই সব প্রস্তুত করেন। ভোজনপর্ব্বটা একটা দেখার মত ব্যাপার।

সন্ধ্যার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—রমণের মা ক'খানা লুচি খেল?

ননীদা—পনেরখানা। সাথে তরকারী আছে। আর সন্দেশ পাঁচটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাব্বা, ঐ লুচি পনেরখানা খাওয়া?

ননীদা—হ্যাঁ, তাই খেল। কিন্তু অনুরাধা লুচিও অল্প খেল, আর সন্দেশ একটার বেশী খেতেই পারল না। সন্দেশ আরো দু'খানা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রেখে দে। একটু পরে জলখাবার দিস্‌খনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেন ভট্টাচার্য্যদাকে কয়েকটি অনুপান সহযোগে ইনফ্লুয়েঞ্জার একটি ওষুধ তৈরী করতে বলেছিলেন। এখন বীরেনদা এসে জানালেন—ওটা হ'য়ে গেছে।

বীরেনদা—কোথায় রাখব? ডিস্‌পেন্সারীতে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কাছে রেখে দেন।

জ্ঞানদা (গোস্বামী)—এটা কি আমরা এখন সর্ব্বসাধারণের কাছে announce (ঘোষণা) করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আগে test (পরীক্ষা) ক'রে দেখুক কেমন হয়!

ননীদা একটি ভাইকে সাথে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। তাকে দেখিয়ে বললেন—এ প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করতে-করতে প্রাইভেট প'ড়ে আই-কম পাশ করেছে। বি-কম পড়বে কিনা জানতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়বে।

ননীদা—চাকরী ক'রে পড়বে, না কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়বে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাকরী ক'রে পড়তে পারলে আর অসুবিধা হয় না।

উক্ত ভাই—সৎকর্ম্ম করতে ইচ্ছা হ'লেও অনেক সময় করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করতে-করতেই পারা যায়।

এরপর উক্ত ভাইটি প্রণাম ক'রে ননীদার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

### ৯ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ২৫।৭।১৯৫৭)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ক'রে একটু জল খেয়ে বসেছেন খড়ের ঘরের ভেতরের চৌকিতে। তাঁর তামাক খাওয়া হ'ল একবার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা এবারে বি. এ. পাশ করেছে। চিঠিতে পাশের সংবাদ জ্ঞাপন ক'রে তার পরমারাধ্য দাদুকে প্রণাম নিবেদন করেছে কৃষ্ণা। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সেই চিঠিখানি প'ড়ে শোনালাম।

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—তুমি পাশ ক'রেছ শুনে খুশী হ'লাম। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি, তুমি জীবনে উন্নতি কর সর্বদিক দিয়ে। আসল কথা, নিজের চরিত্রকে এমন ক'রে সজ্জিত ও কৃতিচর্য্যাসম্পন্ন ক'রে তোল যে

ভরদ্নিয়া যেন তোমাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। আর, এই হ'ল শিক্ষার প্রথম সোপান।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগ্নলি উল্লেখ করে শ্রীমতী কৃষ্ণাকে চিঠি লিখে দিলাম।

কিছ্ন পরে শরৎদা (হালদার) এলেন। তপোবন-বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। একসময়ে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের তপোবনে তো short course (সংক্ষিপ্ত পাঠ্যতালিকা) পড়ানো হয়। সময়ও কম। এর মধ্যে ভাল result (ফল) করা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা পাবনায় যেমন করতাম। ছেলেপেলে নিয়ে গল্প করতাম। লেখার অভ্যাসও করতাম। Pessimism (হতাশার ভাব) ব'লে কিছ্ন ছিল না। ছেলেপেলেরা যে শিখছে তা' টেরই পেত না। এর জন্য শিক্ষককে ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা লাগবে, তা' না হ'লে কিছ্ন হবে না। ছাত্র যেন শিক্ষকের চরিত্র, ব্যবহার, যোগ্যতা দেখে তাকে ভালবাসতে শেখে। তখন তিন বছরে সব ম্যাট্রিক পাশ করত। First division-এই (প্রথম বিভাগেই) বেশী পাশ করত, third division-ও (তৃতীয় বিভাগও) থাকত। আর, এখন third division-এই (তৃতীয় বিভাগেই) পাশ করে বেশী। ছেলেপেলে যদি কেবল পড়ে, বই নিয়ে ব'সে থাকে, তবে তার শিক্ষা হয় না। নানারকমের কাজের মধ্যে-দিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পাবনায় এরকমটা ছিল। ছাত্রকে কোন জিনিষ ধরাবার সময় গোড়াতেই খেয়াল ক'রে ধরানো লাগে। শ্নধ্ন এই ব্যাপারটুক্ন হিসেব ক'রে চললেই পরে যেয়ে আর অস্নবিধা হয় না। যেমন পাঁচ-সাতে প'য়ত্রিশ পড়াচ্ছেন। তারপর নানাভাবে ক'রে-ক'রে দেখাতে হয়, কতরকমে ঐ প'য়ত্রিশে আসতে পারেন, যেমন পাঁচ-ছয়ে ত্রিশ যোগ পাঁচ, পাঁচ-পাঁচে প'চিশ যোগ দশ, ইত্যাদি। করতে-করতে কেবল প'য়ত্রিশে আসছি। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে ছাত্রের প'য়ত্রিশের phase (প্রকার)-গ্নলি জানা হ'য়ে যাচ্ছে। মানে, education (শিক্ষা) একটা play (খেলা) হ'য়ে যাওয়া চাই। ছেলে ঠিকই পাবে না যে সে শিখছে। এই যে কথা কচ্ছি, ছাত্রের সাথে এরকম কথা বলতে বলতেই আমার ঠিক ক'রে নিতে হবে—কী বলব, কোন্‌টা শেখাব! কথার ফাঁকে-ফাঁকে সেগ্নলি চারিয়ে দেওয়া লাগে। এরকম করলে তাদেরও ব্নঝতে কণ্ট হয় না। আপনাদের শিক্ষকরা যদি এই art (কৌশল) আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারে, তাহ'লে ছেলেপেলেদের সারা বছর বসায়ে রেখেও তিন মাসে যা' শেখাবে তাইই মোক্ষম। আবার, teachers' class (শিক্ষকদের শিক্ষাব্যবস্থা) করা লাগে। ঐ teacher-দের (শিক্ষকদের) মধ্যেও আবার একজন teacher (শিক্ষক) হবে, আর সবাই student (ছাত্র) হবে, এভাবেও পাবনায় শেখানো হ'ত।

—এই আমি যা' করতাম। বড়-বড় মহারথীরাও এই রকমের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু শিখে যেত।

কথার মধ্যে আরো অনেকে এসে বসেছেন। একজন বললেন—সৎসঙ্গের ছেলেদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বেশ interest (আগ্রহ) আছে, কিন্তু পড়াশুনায় অতটা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন দেখেন গে' তা'ও কতটা ক'মে গেছে। আমি কই, আপনারা teacher-দের (শিক্ষকদের) নিয়ে ক্লাস করা আরম্ভ করেন। তপোবন (বিদ্যালয়) যদি এই হোসেনি লজে নিয়ে আসতে পারতেন তবে আপনারা সব সময় যেয়ে দেখতে পারতেন, খোঁজখবর রাখতে পারতেন। মোট কথা, করনেওয়ালাই কেউ নেই।

শরৎদা—অনেকের এমন আছে যে অঙ্কের মাথাটাই খোলে না, বোঝালেও বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আগে কোন একটা ব্যাপারে dull (ভোঁতা) হয়ে গেছে। যেমন আমার। এমনিতে কত কথা কই, অঙ্কেরই কত কথা কই। কিন্তু অঙ্ক বললে আর পারিনে। ঐ যে ছোটবেলায় কী হ'য়ে আছে। ইংরেজী conjugation-এর (ধাতুরূপের) কথা শুনলেই আমার মাথা কেমন হ'য়ে যায়। তার মানে, ওটার মধ্যেও ঐরকম ব্যাপার আছে। যাই হোক, মোটের উপর কথা হ'ল, ছাত্রদের একেবারে শফেদ ক'রে দেওয়া চাই।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—বড় হ'লে হাতের লেখা খারাপ হতে থাকে, সারাবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সারাতে হয় আস্তে-আস্তে। Practice (অভ্যাস) করা লাগে খুব। এই ধর, এই এতটুকু জায়গার মধ্যেই লেখার অভ্যাস করতে হয়। লেখাগুলো হয়তো একবার লম্বা ক'রে লিখলাম, আবার চেপ্টা করে লিখলাম। এই নানারকম করতে করতে হাতের লেখা ঠিক হ'য়ে যায়।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—Spelling mistake (বানান ভুল) সারানো যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Spelling mistakc (বানান ভুল) ছোটবেলাতেই সারানো লাগে। বড় হ'লে মুশকিল হয়।

ইতিমধ্যে রমণদার (সাহা) মা এক কাঁঠাল হাতে ক'রে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কাঁঠালটি দেখিয়ে বলছেন—এই যে, বড়-বৌমা (শ্রীশ্রীবড়মা) দেছে। একটু শক্ত আছে। পার্কিল খাতি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।

রমণদার মা চ'লে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে বললেন—ও রমণের মা, চা'লের

রুটি খাবা নাকি ? চা'লের রুটি দিয়ে কাঁঠাল দিয়ে খাবা নাকি ?

রমণদার মা ( আপসোসের সুরে ) তা' আর ক'নে পাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে ( চক্রবর্ত্তী ) ডেকে চমৎকার ক'রে চা'লের রুটি তৈরী ক'রে রমণদার মাকে খাওয়াবার নির্দ্দেশ দিলেন। রমণদার মা সব শুনে খুশী হ'য়ে চ'লে গেলেন।

একটু পরে কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), চুনীদা ( রায়চৌধুরী ), হরিদা ( গোসাঁই ), প্রিয়নাথদা ( সেনশর্ম্মা ), অজিতদা ( গাঙ্গুলী ), রমেশদা ( চক্রবর্ত্তী ), প্রফুল্লদা ( দাস ) এসে বসলেন। শঙ্করাচার্য্যের ঈশ্বরাভিমান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিরভিমানতা নিয়ে আলোচনা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মুখ্যু হয়েই মুশকিল হ'য়ে গেছে। যদি লেখাপড়া জানতেম, তাহ'লে ও'দের ঐ বইগুলি নিয়ে এসে পড়তাম, পড়াতাম, enjoy ( উপভোগ ) করতাম। এইসব কথা শুনতে শুনতে খুব ঐ রকম ইচ্ছা করে। তবে লেখাপড়া জানলে আবার কী করতাম, কী জানি ! মহাপ্রভুর উজ্জী ভক্তির কথা, প্রেমের কথা, নিরভিমানতার কথা শুনতে-শুনতে আমাদের ভেতরে একটা well-being-এর feeling ( ভাল লাগার বোধ ) আসে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আর পা তেমনি ক'রে পড়বে নানে। চোখ আর তেমনি ক'রে তাকাবে নানে। Energetic volition ( উদ্যমী ইচ্ছাশক্তি ) থাকা চাই। নতুবা অমনটা হয় না। আবার ওটা থাকলে এই চুনী এরা যে কী ক'রে ফেলতে পারে তা' কওয়া যায় না।

কেষ্টদা—আপনি যে নিষ্ঠার কথা বলেন, তা' থাকা চাই। নিষ্ঠা আসে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করতে করতেই আসে। ইষ্টের অনুকূল যা' তা'ই করতে হয়, প্রতিকূল যা' তা'কে ব্যাহত করতে হয়। এই হ'ল তুক। কিন্তু নিষ্ঠার বিরোধী যা' তা' যদি একবার করেন, তাহ'লে ঐ zeal ( উদ্যম ) ভেঙ্গে যাবে।

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—পরমপুরুষই অতিনিষ্ঠ, সুনিষ্ঠ। আর, সুনিষ্ঠ ব'লেই তিনি সব যা'-কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাই, নিষ্ঠার ব্যতিক্রম করলে তাঁ'রও ব্যতিক্রম করা হয়। ব্যতিক্রমী কাজ করলে বিপাকেই পড়তে হয়। কিন্তু আসলে আমরা বিপাক চাই না, বাঁচতেই চাই। আমি কিন্তু কেমন পরমপিতার দয়ায় ঐ মরকোচ পেয়ে গেলাম। ঐ যে সেই রসগোল্লা খাওয়ার গল্প। রসগোল্লা ছাড়ার সময় কত বুদ্ধি করলাম। শেষে অড়হর গাছ ধ'রে শুয়েই পড়লাম। কৌশলটা হাতে এসে গেল। দেখবেন, কেউ হয়তো পান ছেড়ে দেছে কি বিড়ি ছেড়ে দেছে বা হয়তো রসগোল্লাই

ছেড়ে দেছে। খায় না। তারপর দোকানে গেল। একজন হয়তো খাওয়ার জন্য খুব অনুরোধ করল। তার কথা শুনেই গেল ট'লে। ভাবল, চারটা ক'রে খেতাম। কম ক'রে খাই, দুটো খাই। কিন্তু জানবেন, এক চিমটিও যে খায়, তার কাম হ'য়ে গেল। সে ঐ ব্যতিক্রমের ফাঁদে পা দিল।

কেষ্টদা—ঐ খাওয়ার সময় আবার কত রকমের যুক্তি আসে। হয়তো বলে, একবারে না খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু আমার কাছে একেবারে অকাট্য যুক্তি ছিল। খাব না তো খাবই না। পরে আমি প্রবৃত্তি আয়ত্ত করার যত কথা বলেছি, সব তার মধ্যেই ঐ রসগোল্লা ছাড়ার তুকের কথা আছে।

## ১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ২৬।৭।১৯৫৭)

ঋত্বিক্-অধিবেশনের পর এখনও কর্ম্মীদের অনেকে এখানে আছেন। তাঁরা নিয়মিত এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে বসছেন। আজও খড়ের ঘরের ভিতরে ও বাইরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন সবাই।

কর্ম্মীদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা যদি ঠিকমত চলতে, তাহ'লে আমার শারীরিক দুর্ব্বলতা-টতা কোথায় উড়ে যেত।

কালিদাসদা (মজুমদার)—কিন্তু বড় বাধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধা তো আছেই। বাধা অতিক্রম ক'রে চলা লাগে। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ" হ'য়ে উঠতে হয়। (একটু থেমে) আগে আমার জ্বর-জারিও তো কত হয়েছে। এত চিন্তা কখনও হয়নি। তখন আমি ভিতরে ছিলাম সুস্থ। কিন্তু এখন আমি অসুস্থ, অশক্ত। এখন ঠিক সময়মত কাজগুলি করতে আমিও পারি না, তোমরাও কর না। এতে আমার কষ্টই বাড়ে। সারা দুনিয়ার দিকে তাকায়ে দেখ—অভাব কী আছে, করলেই হয়। সব সময় চলতে-ফিরতে কথা কইতে দেখা লাগে—আমি কি ক'রে খারাপটাকে প্রতিহত ক'রে ভালটাকে অব্যাহত ক'রে তুলব। আর, মাঝে-মাঝে চিন্তা করতে হয়, তোমার কী কী খাঁকতি আছে। তারপর সেগুলির পোঁদে লাগা লাগে, তাড়ানো লাগে সেগুলিকে। আমি কই, এই অভ্যাস তোমাদের চরিত্রগত হয়ে উঠুক। আর, আমার মনে হয়, allowance (ভাতা) এই মানুষগুলিকে তাজা হ'তে দিল না। পেছটান বেড়ে যাচ্ছে। ঐটাকে যদি নিকেশ ক'রে দিতে পার তাহ'লে একেবারে খোলা মাঠে এসে দাঁড়াতে পার। তোমরা যা' শুনলে বা দেখলে, এত দেখাও কেউ দেখেনি, এত শোনাও কেউ শোনেনি।

কালিদাসদা—আমার মনে হয়, আজ যদি allowance-টা (ভাতাটা) ছেড়ে দিই,

কাল কী খাব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চাইতে ওটা হয়েছে তোমার আপন। তুমি এমনিতে অর্থাৎ না চাইতেই যা' পাও, তা' দিয়ে তুমি পাঁচ জনকে পুষতে পার। কিন্তু এই ক'টা টাকা তুমি আর ক'জনকে দিতে পার। ওটা নেওয়ার জন্যেই তোমাদের ভিতর imbibed (অন্তরে গৃহীত) হই না আমি। তোমরা যা' চাও, যেজন্য এখানে এসেছে, তাও তোমাদের ভিতর imbibed (গৃহীত) হয় না। এইতো আমি কত পচাল পাড়ি, কিন্তু বোঝে না কেউ।

কালিদাসদা—আমাদের মাথা যেন ঐ জায়গায় blocked (বন্ধ) হয়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একেবারে।

কালিদাসদা—প্রবৃত্তির সাথে তো এখনও পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জন্যেই পার না। আমাকে ভালবাসলে সব পার। ওসব দেওয়া আমার ইচ্ছেই ছিল না। খ্যাপা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা) ওরা কী যে করল।

কালিদাসদা—এইজন্য পরিবার-পরিজন পেছনে না থাকলে বোধ হয় কাজ করার সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকলেও কিছু হয় না, না-থাকলেও কিছু হয় না। ওদের প্রধান ক'রে ধর, তাই ওরা প্রধান হয়। আর, ওরা না থাকলে বরং তোমার যোগ্যতা আরো ক'মে যাবে। যা' পেতে তা'ও পাবে না।

কালিদাসদা—মাঝে-মাঝে ভাবি, ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ঐ যে হরি গোসাঁই, ওর কত টাকা allowance (ভাতা) ছিল ? এখন চলছে কি করে ? ওর তো আবার তোমাদের মত tour (ঘুরে বেড়ানো) নেই। [এই সময় হরিদা allowance (ভাতা) নিতেন না] (একটু পরে গুরুদাস ব্যানার্জিদা এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে বললেন) সব সময় দেখতে হয়, আমার drawback (দোষ) কী কী আছে। সেগুলি দেখে সেরে ফেলতে হয়। সেরে না ফেললে তো চরিত্র গড়বে না। এই দোষ ধ'রে চিনে সেগুলি সংশোধন করার ব্যাপারটা যতদিন তোমার মধ্যে automatic (স্বতঃ) হ'য়ে না উঠছে, ততদিন অভ্যাস করা লাগে। অভ্যাসটা চরিত্রগত হ'য়ে পড়লেই আর তা' কষ্টকর মনে হয় না। ও আপনিই হ'তে থাকে। যেমন আমরা নিঃশ্বাস নিই। নিঃশ্বাস নেওয়ার কথা আমাদের মনেই থাকে না।

এই সময় সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাকু সেবন করছেন পরম দয়াল। তাঁর শ্রীমুখ থেকে বিনির্গত সাদা ধোঁয়ার রাশি কাঁপতে-কাঁপতে উপরের

দিকে উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং মধুর সৌরভে ঘর-বারান্দা ক'রে তুলেছে আমোদিত। বহু জোড়া চোখের অপলক দৃষ্টি সমস্ত আকুলতা নিয়ে লেহন ক'রে চলেছে সেই পরমধ্যানগম্য ভুতভাবনের সুন্দর তনুখানিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজন কর্ম্মীকে একটি সোডা-ওয়াটার তৈরীর মেশিন আনতে বলেছেন। সেই বাবদ তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করছেন। এখন ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অজিত গাঙ্গুলীদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কত টাকা হইছে?

অজিতদা—এক হাজার টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(গুরুদাসদাকে) তোর?

গুরুদাসদা—আমারও এক হাজার মত হইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত লাগবে?

গুরুদাসদা—সাড়ে তিন হাজার টাকা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাকিটা জোগাড় করিস্।

গুরুদাসদা—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন কিছু দেওয়া হইছে। মেশিনের লোক এসে experiment (পরীক্ষা) ক'রে দেখে গেলে বাকিটা দিতে হবে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) ঠাকুর! আমি এই মাস থেকে আর allowance (ভাতা) নেব না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক। চোখমুখ ঘুরিয়ে বললেন—খুব ভাল। খু—ব ভা—ল। এইবার দেখো, সিংহের বাচ্চা সিংহ হ'য়ে উঠবেনে। (ক্ষণেক বিরতির পর)—বুদ্ধি এমনতর রাখা লাগে যে আমি না চাইতে যা' পেলাম তাই-ই ভগবানের দান ব'লে মনে করতে হয়। তা' কেউ একটা হীরের আংটিই দিক আর শালা-বাঞ্চোৎ গালিই দিক। শালা যদি কেউ বলে, তাতে বিরক্ত হব না। আমার কী ত্রুটির জন্য শালা বলল, সেটা বের করব।

গুরুদাসদা—কিন্তু শালা বললে যে মন গরম হ'য়ে যায়। তখন যদি ভাল ব্যবহার করতে যাই তো সেটা অভিনয় ক'রে করা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভিনয় ক'রেই করা লাগে। তোমার ভিতর গরম হবে, বাইরেটা গরম হ'তে দেবে না। এই রকম অভ্যাস করতে-করতেই ওটা automatic (স্বতঃ) হ'য়ে যাবে। যেখানে যেমনটা দরকার বুঝে, আত্মসম্মান রেখে কথা বলবে। আত্ম-সম্মান মানে মর্য্যাদাবোধ।

তারপর একটু মধুর হাসি হেসে বললেন—মানুষের চাহিদার প্রতিমূর্ত্তি যদি তুমি হও তাহ'লে কী হয় কও দেখি!

কিছুক্ষণ নীরবে ব'য়ে যায়। সবার মন অন্তর্ম্মুখী, সাত্বত চিন্তার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিজের 'পরে কঠোর

শাসন রেখে চলা লাগে। নিজের দোষগুলি বের ক'রে সেরে ফেলতে হয়। তাহ'লে ওর প্রভাব আর অপরের মাঝে সঞ্চারিত হতে পারে না। কেউ যদি allowance (ভাতা) ছেড়ে দেয়, আমার ভাল লাগে। Allowance (ভাতা) থাকা মানে তোমার ও আমার মধ্যে টাকারূপী বাধা থেকে গেল। আর, আমি যা' কই সেইভাবে যদি চলতে লাগ তখন লোকে হয়তো এই যামিনী (রায়চৌধুরী) সম্বন্ধেই ক'বে নে, 'যামিনী কেডা তা' চেন? আমরা চিনতাম। চার হাতেই ছিল, পরে দুই হাত হয়ে গেল। সে কত কী পারে!' কিন্তু যে কয় সেও পারে—যদি করে। যে অমনতর হয়ে ওঠে, সে টেরই পায় না কিছু। রামকৃষ্ণ ঠাকুর কি কখনও কইছিলেন, 'আমি ভগবান'? চৈতন্যদেব কি কখনও স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি ভগবান? কিন্তু যা'রা অন্তরের মানুষ তারা ঠিক টের পায় তিনি কে। এই হ'ল আমার মাপকাঠির কথা।

একজন অবতার প্রসঙ্গে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার কথার broad (বিস্তৃত) মানে এইরকম, যিনি অবতরণ করেন। যেমন, তুমি ছিলে না, অবতরণ করলে, নেমে আসলে, না কি? এখন তুমি যত চলবে, লোকপ্রীতি-প্রবণতা তোমার যত বেড়ে যাবে, তত তুমি সেইরকম অবতার। ভগবানের অবতার মানে তাঁর অবতরণ, সেই গুণের অবতরণ। সে ছিল না, পরে হয়েছে। তাই অবতার। শরীর না হ'লে তো তোমার মূর্ত্তি কেমন তা' বুঝি না, তুমি কথা কও কেমন করে তা' বুঝি না। তুমি যখন সবারই বর্দ্ধনার কাজ করবে, আর তোমার সেই প্রভাব যখন পরিবেশ ভোগ করবে, তখনই তুমি নারায়ণের অবতার। সবারই সত্তা পূজনীয়। কিছু কঠিন না। নাক-কান বুজে ক'রে ফেলে দাও। দেখো, কিছু না। খাদ বেরোয়ে যাবে। সব সময় দেখো, তোমার অগুণ কী আছে। সেগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলাও। তার জন্য তোমার will-কে (ইচ্ছাশক্তিকে) active (সক্রিয়) ক'রে তোলা লাগে—যতদিন ওটা নিঃশ্বাস নেওয়ার মত automatic (স্বতঃ) হ'য়ে না ওঠে। দোষ দেখে থেমে গেলে হবে না কিন্তু। দোষ দেখে দোষ তাড়ানো চাই। সেই জায়গায় গুণকে replace (প্রতিষ্ঠিত) করা চাই। ও না করলে কিছু হবে না।

একজন বললেন—অনেক সময় এটা পেরে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার না মানে কর না। একদিন দেখলে, দু'দিন দেখলে, করতে থাক। যতদিন সেটা automatic (স্বতঃ) হ'য়ে না ওঠে ততদিন তা'র পোঁদে লেগে থাক।

একটি ভাই বললেন—মানুষ আপনার আয়ত্তে না আসা পর্য্যন্ত এগুলি হওয়া কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ আমার আয়ত্তে আসুক বা না-আসুক, আমি চাই, সে তার নিজের আয়ত্তে আসুক।

এই সময়ে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) সাথে ক'রে এসে বসলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রিয়পরম বা পুরুষোত্তম হ'লেন adjustment-এর (সঙ্গতিবিধানের) অবতার। আমার কাজ হ'ল, তাঁকে আমার মধ্যে imbibe (অন্তরে গ্রহণ) করা। তিনিই ইষ্ট। আর, ইষ্ট মানে কল্যাণ, মঙ্গল।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। শরৎদার (হালদার) সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন। শান্ত পরিবেশ।

কথায়-কথায় শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি হয়তো খুব বিপদে প'ড়ে আকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে লাগলাম। তারপর কে যেন এসে আমাকে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা করল। এটা কি ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Adherence (নিষ্ঠা) যখন মানুষের imbibed (অন্তরে গৃহীত) হ'য়ে যায়, ভিতরে set up (সুস্থিত) হ'য়ে যায়, তখন inner being-ই (অন্তঃস্থ সত্তাই) ঐরকম করে।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে বললেন—তুমি কী অবস্থায় কী চাও, কী হ'লে কী কর, এ ব্যাপারে নিজের সম্বন্ধে যতক্ষণ সচেতন না হ'চ্ছ, পরের বেলাতেও তা' করতে পারবে না।

সম্প্রতি একটি বাণীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন, 'তিনি সৎপদ'। শরৎদা 'সৎপদ' কথাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বলতে ইচ্ছা ক'রে, ধারণ-পালন-সম্বেগই ঈশ্বর। তিনি সৎপদ, মানে সৎ চলন, সাত্বত চলন, অর্থাৎ অস্তিত্বের চলন, বিদ্যমানতার চলন। তা' আছে ব'লেই সৃষ্টি হচ্ছে। ধারণ-পালনী সম্বেগ যদি না থাকত তবে ব্যষ্টি বা সমষ্টি কিছু কি এরকম ক'রে গজিয়ে উঠতে পারত? তোমার, আমার, সবার মধ্যেই এ সম্বেগ আছে। কিন্তু আমি অন্যের মধ্যে যদি এই ধারণ-পালনের nurture (পোষণ) না দিই, তবে আমি তা উপলব্ধি করতে পারব না। কারণ আমি তো আমার নিজেকে দেখতে পাই না।

শরৎদা—বিদ্যমানতার চলনই কি ধারণ-পালন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ক'ন তা'ই। যা' আছে, যা' নেই, সব-কিছুর মধ্যেই এই বিদ্যমানতার চলন আছে।

### ১১ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৭। ৭। ১৯৫৭ )

আজ দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালানঘরে ছিলেন। বিকালে শরৎদা ( হালদার ), সুশীলদা ( বসু ), হরিদা ( গোসাঁই ), প্যারীদা ( নন্দী ) প্রমুখ আছেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গৌরাঙ্গদেব বর্ণাশ্রমের কথা কোথাও বলেন নি। কিন্তু বর্ণাশ্রম খারাপ, এ কি তিনি কোথাও বলেছেন? তখনকার যুগে ওটার প্রয়োজন ছিল না, তাই ও-সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ধর্ম্মের মেরুদণ্ড যা' তার কথাই ব'লে গেছেন। ভক্তির কথাই বলেছেন শুধু। আবার, গৌরাঙ্গদেবকে বুঝতে হলে Jesus-কে ( যীশুকে ) বোঝা লাগে। Sentimentality-র ( ভাবানুকম্পিতার ) উপর দাঁড়িয়েই তাঁর সমস্ত philosophy ( দর্শন ) গ'ড়ে উঠেছে।

বেলা প'ড়ে এলে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে এসে বসলেন। টুকটাক কথাবার্ত্তা চলেছে। 'টাবু' নামে হলুদ রঙের একটি কুকুর ঠাকুরবাড়ীতেই থাকে এবং বেশীর ভাগ সময়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের আশেপাশে কাটায়। এখনও কথাবার্ত্তা চলার ফাঁকে টাবু এসে ঘুরছে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির সামনে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীদা 'এই যা, যা' ব'লে টাবুকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু টাবু যায় না। একপাশ দিয়ে তাড়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকিখানা প্রদক্ষিণ করে বিপরীত দিকে চলে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মিষ্টি হেসে বললেন—ও যাবি নানে। যেখানে আপনারা, সেখানেই ও থাকে। কুকুরদের দলে যায় না। ভাবে, শালার শালা, ও ছোটলোকের দলে যায় কেডা।

সবাই উপভোগ করছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বলার ভঙ্গী। এর পর ত্রৈলোক্যদা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসলেন। টাবু যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বুঝেই এবার ত্রৈলোক্যদার গা ঘেঁষে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ত্রৈলোক্যদা যত তাড়ান, ও তত তাঁর গায়ের কাছে এসে জিভ বার ক'রে হাঁপায় ও লেজ নাড়তে থাকে।

অবস্থাটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—ও বুঝেছে, এ আমার ক্ষতি করবে নানে নিশ্চয়। ভাল মানুষ।

কিছুক্ষণ এইরকম চলার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রৈলোক্যদাকে উঠে যেয়ে কনুই পর্য্যন্ত ভাল ক'রে ধুয়ে আসতে বললেন। ত্রৈলোক্যদা উঠে গেলেন। টাবুও কী যেন ভেবে একটু দূরে যেয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল।

### ১২ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৮। ৭। ১৯৫৭ )

আজ ভোর থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পেট খারাপ করেছে। বার-বার পায়খানায়

যাচ্ছেন। একটু বমির ভাবও আছে। সকালে কিছুক্ষণ ঘুমালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ দেখাবার জন্য কলকাতা থেকে আজ eye-specialist ( চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ ) ডাঃ পি. এন. চৌধুরীকে আনা হ'য়েছে। সকাল সাতটার পর খড়ের ঘরেই ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ দেখলেন। ঘরের চারধারের পর্দ্দা টেনে ঘরটি অন্ধকার ক'রে দেওয়া হ'ল। ডাঃ চৌধুরী বিভিন্নভাবে পরীক্ষা ক'রে বললেন —ঠাকুরের চোখের কোন দোষ নেই। চোখ খুব ঠিক আছে। তবে বয়স হওয়ার জন্য যেটুকু অসুবিধা হয়, তা'ই হয়েছে মাত্র।

এর পর ডাক্তারবাবু শ্রীশ্রীবড়মার চোখ পরীক্ষা করেন। ক'রে বলেন—এঁর চোখে একটু দোষ হয়েছে। বাম চোখটাই বেশী affected ( ক্ষতিগ্রস্ত )।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ চৌধুরীকে অনুরোধ করলেন কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), সুশীলদা ( বসু ), তিত্তিরিদি ও সুধাপাণিমার চোখ দেখার জন্য। একে-একে সবার চোখ পরীক্ষা করে যথাবিহিত ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন ডাঃ চৌধুরী। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার ব্যবস্থাপত্র দু'খানি দিলেন ডাঃ প্যারীদার হাতে।

সব কাজ হয়ে গেলে ডাঃ চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমাকে যদি একখানা গাড়ী দিতেন তাহ'লে আমি শহরটা একটু ঘুরে আজই তুফান এক্স্প্রেস ধ'রে ফিরতে পারতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরেশ ভোরাদাকে বললেন গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দিতে। ডাঃ চৌধুরী এবার বিদায় নিলেন।

সারাদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুই খেলেন না। চিড়া ও ভাতে জল দিয়ে রাখা ছিল, যেটা ইচ্ছা হয় খাবেন। বিকালে শ্রীশ্রীবড়মা দু'চামচ চিড়ের কাত খাওয়ালেন। কিন্তু ঐ দু'চামচ খেয়েই আর খেতে পারলেন না শ্রীশ্রীঠাকুর। মুখে অরুচি।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর বার তিনেক পায়খানায় গেলেন। তৃতীয় বারে আর মোটেই পায়খানা হ'ল না। শরীর একটু খারাপ বোধ করছেন। টেম্পারেচার দেখা হ'ল —৯৮·৬। সন্ধ্যা উতরে গেলে একটু ছানা খেলেন। রাতের দিকে শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্ছে। টেম্পারেচার দেখা হ'ল—৯৭·৬। রাতে ঝোল-ভাতই খেলেন। শরীর বেশ দুর্ব্বল। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচের বিছানাতেই শয়ন করলেন।

**১৩ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৯। ৭। ১৯৫৭ )**

ভোরে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের বাথরুমে পায়খানায় গেলেন। আজ আর

পায়খানা বিশেষ হ'ল না। তারপর প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে এসে একটু ছানা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙ্গলে খড়ের ঘর থেকে চ'লে এলেন দালানের বারান্দায়। এখানে এসে বলছেন—আমার হাগা-হাগা ভাবটা এমন আছে যে মনে হয় যেন কাপড় নষ্ট হ'য়ে যাবে নে। পেটের মধ্যে একটু মোচড়ানিও আছে।

দুপুরে পেঁপের ঝোল ও ভাত খেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বিকালে শ্রীশ্রীবড়মা চিড়ে ক'চলে বেশ জল-জল করে এক বাটি স্বহস্তে খাইয়ে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। সামান্য টেম্পারেচার হ'লেও আজ তাঁর শরীর অনেক ভাল।

**১৫ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ৩১।৭।১৯৫৭ )**

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর শরীরটা খারাপ বোধ করছেন। পেটের ডান পাশে একটা ব্যথা। ব্যথাটা কিজন্যে হচ্ছে, ডাক্তাররা ধরতে পারছেন না। সকালে পায়খানা অবশ্য খুব পরিষ্কার হয়নি তাঁর। একবার তামাক খেয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম এল না। সকাল সাতটার পরে খড়ের ঘর থেকে দালানের বারান্দায় এসে বসলেন।

এই সময় কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

কেষ্টদা—কি রকম খারাপ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ক'বের ( কইতে ) পারিনে।

তারপর কেষ্টদার দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—Pulse ( নাড়ী ) দেখেন তো দেখি।

কেষ্টদা দেখে বললেন—ভাল, কিন্তু খুব quick ( দ্রুত )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ আমারে 'ভেলল' দেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরে রক্তের চাপ ও অস্বস্তি বৃদ্ধি হ'লে 'ভেলল' নামক ওষুধটি দেওয়া হয়। তাতে ঐ অস্বস্তির উপশম ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে কী ওষুধ কতটা দেওয়া হয়েছে, তা' ডাঃ প্যারীদার ( নন্দী ) কাছে শুনতে গেলেন কেষ্টদা। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় কাতরভাবে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন। তাঁর চোখেমুখে একটা অবসন্ন ক্লান্ত ভাব বেশ ফুটে উঠেছে।

আরো কিছু পরে প্যারীদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ীর গতি ও রক্তের চাপ পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, নাড়ীর গতি—৭৬ এবং রক্তচাপ ১৪০।৯০, পেট পরীক্ষা করে বললেন—Stomach-এ ( পাকস্থলীতে ) spasm ( খিঁচুনী ) হচ্ছে।

দুপুরের পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে ভাল বোধ করতে থাকেন।

**১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ২।৮।১৯৫৭)**

আজ শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক ভাল আছেন। অবশ্য শরীরে ক্লান্তি আছে। একটু বেলা হ'লে শরৎদা (হালদার), বিজয়দা (রায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), অজয়দা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ এসে বসলেন।

শরৎদা ধর্ম্ম-সম্পর্কে কথা তুললেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মের লক্ষ্যই হ'ল অমৃতলাভ। সেই অমৃতস্বরূপকে সেবা-উপভোগে সাত্বত ক'রে তোলা। আর, ধর্ম্মপালনে অসৎকে এড়িয়ে চললেই হবে না। তা'র নিরোধ শেখা চাই। অসৎ হ'ল তা'ই যা' আমাদের জীবনকে অবরোধ করে। অসৎ মানে অনস্তিত্ব, না-থাকা। সেই না-থাকাটা তো আমরা চাই না।

সম্প্রতি একটি দাদার বিয়ে হয়েছে। গতকাল তিনি সস্ত্রীক দেওঘরে এসেছেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওর বৌ পছন্দ হয়েছে।

বললাম—দু'একটা কথায় বোঝা গেল বৌ-এর উপর interest (আগ্রহ) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরের মেয়ে কেমন আপন হ'য়ে যায়। এ আমার, তোমার, সবারই।

আমার বাবা (হেমচন্দ্র মুখার্জ্জী) কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি করে হয়, মন্ত্রশক্তির জোরে?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সুমধুর হেসে)—মন্ত্রশক্তি হ'ল মনের শক্তি। মানে, সে তা'র সমস্ত মন দিয়ে তোমাকে ধরে। তাই, তুমিও তা'কে অমনি ক'রে ধর।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। প্রণাম ক'রে ব'সে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম মানে আমরা ধরি, একটা আলো বা জ্যোতিঃ। তা' কিন্তু না। বৃদ্ধির আনাচ-কানাচ যিনি যত জানেন, তিনি ততখানি ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মর্ষি। আর বশিষ্ঠও তিনি। এই আনাচ-কানাচগুলি জানতে হ'লে পরেই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাত্ত্বিক চলনের ভিতর দিয়ে, আমি প্রত্যেকটি বিষয়ের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের অর্থপূর্ণ সঙ্গতিসহ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের তারতম্যের মধ্য দিয়ে, সবটার meaningful adjustment (সার্থক সঙ্গতিসাধন) ক'রে, মূর্ত্ত ক'রে তুলতে না পারি, ততক্ষণ কিছু হবে না। সব জিনিসটার একটা summation (সঙ্কলন) চাই, সঙ্গতিশীল বোধ চাই। সবটা নিয়ে একটা synthetic whole-এ (বহুর সংমিশ্রণে ঘটিত পূর্ণ সামগ্রিকতায়) যেয়ে পেঁছানই আসল কথা।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতেই আছেন। রমণদার (সাহা) মা কাছে ব'সে নানা কথা ব'লে চলেছেন। কথার মধ্যে একবার বললেন—আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে ক'ব। ঐ যে তারক, তারক বাঁড়ুজ্জে, ও মুর্শিদাবাদে গিছিল আমার নাতির কাছে। নাতি আমারে দেওয়ার জন্য দশটা টাকা ওর কাছে দেয়। কিন্তু ও সে টাকা এনে অনুরাধারে দিয়ে দেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কও কী? তোমার টাকা তোমারে না দিয়ে অনুরাধারে দিয়ে দিল। এই, তারকরে ডাক তো।

একজন যেয়ে তারকদাকে ডেকে আনলেন। তারকদা এলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললেন। শুনে তারকদা বললেন—আমি ওঁর নাতির ওখানে যাই-ই নি।

রমণদার মা তারকদার ও-কথা বিশ্বাস না ক'রে তাঁকে 'মিথ্যাবাদী' ব'লে পুনঃ-পুনঃ দোষারোপ করতে থাকেন।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শোন তারক। তোমার কপাল খারাপ। তাই রমণের মা'র পাল্লায় প'ড়ে গেছ। এখন দশটা টাকা এনে ওকে দাও।

তারকদা—আমি দশ টাকা দিলে যদি উনি খুশী হন, তা' আমি এখনই এনে দিচ্ছি। কিন্তু আপনার সামনেই আমি ব'লে যাচ্ছি, আমি ওঁর নাতির ওখানেই যাইনি বা সে দশ টাকা আমাকে দেয়ওনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা তা' হোক, তুমি টাকা আন।

তারকদা টাকা আনতে চলে গেলেন। শৈলমা, অনুরাধামা, তিত্তিরিদি, কালী-ষষ্ঠীমা প্রমুখ এতক্ষণ ব'সে এইসব কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। তারকদার কাছ থেকে মিথ্যা করে টাকা নেওয়ার জন্য এইবার সবাই ঠেসে ধরলেন রমণদার মাকে। ওদের কথার হুল বেশীক্ষণ সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় রমণদার মা ওখান থেকে উঠে যতি-আশ্রমে তারকদার ঘরের দিকে এগোতে থাকেন। মায়েদের উক্ত দলটি রমণদার মার পেছন-পেছন চলতে থাকে নানারকম বিচিত্র ভাষায় খোঁচা দিতে-দিতে। এই সব খোঁচার মধ্যে অবশ্য রঙ্গরসের উপাদানও কম নেই। কর্ম্মফলপ্রদাতা, নিরপেক্ষ বিধির দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না।

ইতিমধ্যে তারকদা যতি-আশ্রম থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। রমণদার মা কেঁদে ফেলে বলেন—তারক বাবা, আমি আর টাকা নেব না।

ঐ কথা ব'লেই উনি ফিরে চলে আসেন। পেছনে টাকা হাতে সাধতে-সাধতে আসছেন তারকদা। অন্যান্য মায়েরা এঁদের ঘিরে হৈ হৈ করতে আসছেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে এসে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে তারকদা রমণদার মার হাতে

টাকা দিতে পারলেন। কিন্তু রমণদার মা সেই টাকা তারকদার পায়ের কাছে রেখে জোর পায়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হ'লেন। তিতিভরিদির ইঙ্গিতে অনুরাধামা ঐ টাকা তুলে নিয়ে গেলেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। তারকদাও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। পরম দয়ালের শ্রীমুখমণ্ডলে শান্ত স্নিগ্ধ, ক্ষেমসুন্দর হাসি।

## ১৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৬৪ (ইং ৩।৮।১৯৫৭)

প্রাতে, দালানের বারান্দায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বনবিহারীদা (ঘোষ), হরিপদদা (সাহা), গোকুলদা (নন্দী), ননীদা (মণ্ডল) প্রমুখ ডাক্তারমণ্ডলী আছেন। বনবিহারীদার পুত্র বিমল ঘোষ নতুন ডাক্তারী পাশ ক'রে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে medicine (ঔষধপত্র) সম্পর্কে ভালভাবে অভিজ্ঞ হ'তে বললেন।

কেষ্টদা এসে বসলেন। কথায়-কথায় বললেন—এখানে ডাক্তার অনেক আছে ঠিকই। কিন্তু টাকা দিয়েও এদের পাওয়া যায় না।

বনবিহারীদা—কথাটা তা' না। রোগীর বাড়ীতে গেলে অনেকে আমাদের টাকা দিতে চায় ঠিকই। আবার অনেক বাড়ী আছে যারা একটু ভাল ব্যবহারই করে না, বসতেও বলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিন্তু ও-কথা বলি না। আমি বলি, তোমাকে বসতে দিক বা না-দিক, তুমি দেখ, সেই রোগীকে কিছু relief (আরাম) দিতে পার কিনা! আমি যখন ডাক্তারী করতাম, আমার ধর্ম্মই ছিল patient-কে (রোগীকে) সব দিক দিয়ে relief (আরাম) দেওয়া। আর ভাবতাম, বাড়ীতে রোগ হ'লে patient-এর (রোগীর) আত্মীয়-স্বজনও অনেকখানি patient (রোগী) হ'য়ে ওঠে। তাদেরও খানিকটা relief (আরাম) দেওয়া দরকার। এই চলনে যদি চলতে থাকে তাহ'লে ডাক্তাররা কল্‌কলায়ে বেড়ে ওঠে।

কেষ্টদার কাছে প্রতি মাসে কয়েকটি medical-magazine (চিকিৎসা-সংক্রান্ত পত্রিকা) আসত। কিন্তু ডাক্তাররা কেউ নিয়মিতভাবে সেগুলি না পড়ার জন্য পত্রিকাগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। সে-কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ magazine (পত্রিকা)-গুলি বন্ধ ক'রে ভাল করনি। ওগুলো আসে আর কেষ্টদার কাছে নাকি জমাই হয়। পড়ার নাকি লোক নেই। কেষ্টদা বলে, আমি অত প'ড়ে পারি নে, আমি তো ডাক্তারও না।

কেষ্টদা (বনবিহারীদাকে লক্ষ্য করে)—ডাক্তারী করতে হ'লে ঠাকুর যেভাবে বলেন সেইভাবে কর। তা' না ক'রে নিজের নাম আর ডিগ্রী দিয়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখলেই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাইনবোর্ড টানায়ে কী হবে! আসল সাইনবোর্ড হ'ল তোমার character (চরিত্র)। এই যে অসুখ হ'লে মানুষ আমার কাছে ছুটে আসে। তুমি পরিবেশকে এমন ক'রে তোল যে তোমার কাছে যেয়ে মানুষ যেন ভরসা পায়। তাহ'লে আর আমার কাছে আসার প্রয়োজনই বোধ করবে না।

বিমলদা—অনেকের একটা psychology (মনস্তত্ত্ব) আছে। তারা ভাবে, আপনার কাছে যে satisfaction (তৃপ্তি) তা' আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কর, তোমার কাছেও যেয়ে মানুষের ঐরকম হবে। Psychology (মনস্তত্ত্ব) তো আমার বাবাতে একচেটিয়া না বা তোমারও না বা ওরও না। কর, ক'রে দেখ।

**১৯শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৪। ৮। ১৯৫৭)**

গত রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর হঠাৎ খারাপ হ'য়ে পড়ে। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কয়েকবার পায়খানায় গেছেন। শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। টেম্পারেচার হয়েছে ৯৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত।

রাত্রে প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে শুয়েছিলেন। সকালে সেখান থেকে খড়ের ঘরে চ'লে এলেন। বেলা আর একটু বাড়তে খড়ের ঘর থেকে দালানে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পুজ্যপাদ বড়দা সব সময়েই কাছে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বুঝে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গিয়ে মাঝের হলঘরটিতে চৌকি পেতে বিছানা ঠিক ক'রে দিলেন। সব ঠিক হয়েছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে দালানে এসে শুয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীবড়মা পাশে চেয়ারে ব'সে আছেন।

দুপুরে ও বিকালে ডাক্তারের নির্দ্দেশে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বার্লি পথ্য দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যার পর থেকেই উপসর্গগুলি সব কমে এল। রাতে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি।

**২০শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ৫। ৮। ১৯৫৭)**

প্রভাত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ীর পথ, প্রাঙ্গণ, প্রাসাদশীর্ষ পত্রপুষ্প কী এক অদৃশ্য সৃষ্টির তরঙ্গাভাসে বেপথুমান। দয়াল ঠাকুরের শ্রীমুখমণ্ডলে, নয়নযুগলে আজ এক নব অধ্যায় সূচনার সুমহান ইঙ্গিত।

ভোর থেকেই কথাবার্ত্তা বিশেষ বলছেন না। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে খড়ের ঘরের প্রশস্ত শয্যাখানিতে এসে বসেছেন। কালিষষ্ঠীমা, সরোজিনীমা, সুশীলা-মা, রাণীমা,

সেবাদি, প্যারীদা ( নন্দী ) প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে ধীরে ঘোষণা করলেন—চার হাজার মানুষের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা ক'রে জোগাড় করতে হবে।

তারপর উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—জোগাড় ক'রে রাখ্ সবাই, আমি চাইলেই দিবি।

রাণীমা—আমি আমার allowance-এর ( ভাতার ) টাকা থেকে দিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' দিলে আর কী হ'ল! ওতে কাজ হয় না।

শুনে রাণীমার চোখে নেমে এল জলের ধারা। কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—তা' আমি আর কোত্থেকে দেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাঁদিস্ ক্যা? টাকার জোগাড় কর। ( একটু থেমে ) আমি তোরে এখনই চল্লিশ টাকা দিতে পারি, আশী টাকাও দিতে পারি। কিন্তু তা'তে তোমার কিছুই কাজ হবে নানে।

জয়ন্তদা ( বিশ্বাস ) প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর নাম তো কী?

আমি—জয়ন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই জয়ন্ত, আমি যদি চাই তো চল্লিশ টাকা দিতে পারবি নি,—বা আশী টাকা যদি চাই?

জয়ন্তদা দাঁড়িয়ে নীরবে হাসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, জোগাড় ক'রে রাখ গে। আমি চাইলেই দিবি।

তারকদা ( ব্যানার্জি ) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তারক, আমারে চার হাজার মানুষের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা ক'রে জোগাড় ক'রে দিবি?

তারকদা—একটা দায়িত্ব তো আছে!

তারকদার উপরে প্রেসের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ ক'রে দেবার দায়িত্ব আছে। সেই কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তো আছেই, কিন্তু এটার জন্য দেরী করলে তো হবে নানে। ওটা timely ( সময়মত ) পারনি ব'লে তো আর এটা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে নানে। Time and tide for no man's bide ( সময় ও স্রোত কা'রো সুবিধার অপেক্ষা করে না ) ছোটবেলায় পড়ছিলাম।

তারকদা—তাহ'লে তো বেরিয়ে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেরোবি পরে, আমি যখন বলব। এখন এখানে ব'সে জোগাড় করতে

থাক্। চার হাজার মানুষ চল্লিশ টাকা ক'রে, এ তোমার কাছে কিছু না। এক গ্রাসও না। আবার, এমন ক'রে নিবি মানুষের কাছ থেকে যা'তে তা'দের কষ্ট না হয়।

তারকদা চ'লে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে বললেন—শরৎদারে (হালদার) একটু পাঠায়ে দিস্ তো!

শরৎদা এলে তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি আমারে দিবেন চার হাজার মানুষের কাছ থেকে চল্লিশ টাকা ক'রে জোগাড় ক'রে?

শরৎদা—চেষ্টা করতে হবে তো!

সারা শরীরে অপূর্ব্ব এক প্রেরণাসন্দীপী ঝাঁকুনি তুলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরকম ইংরেজদের ঢঙে কথা বলবেন না। Minimum negative (কমপক্ষে না-সূচক) কথা বলতে পারেন, 'লেগে গেলাম। যেভাবে পারি জোগাড় করব।' অবশ্য ইংরেজদের কাছে চেষ্টা করা মানেই সেটা করা। ওরা কয়, try my best (প্রাণপণে চেষ্টা করব)।

শরৎদা—তাহ'লে তো বেরিয়ে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁড়ান, আমি যখন বেরোতে ক'ব তখন বেরোবেন। আর, যাওয়ার আগে নিজেদের টাকাগুলি দিয়ে যাবেন। জোগাড় ক'রে রাখেন গা!

শরৎদা—চার হাজার মানুষ চল্লিশ টাকা ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে কেউ হয়তো ষাট টাকা দিল, কেউ বা একশ টাকা দিল, কেউ বা এক হাজার টাকা দিল। এইভাবে আপনার ঐ চার হাজারের সংখ্যা ক'মেও যেতে পারে।

ইতিমধ্যে আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়েছেন। নরেন মিত্রদা জিজ্ঞাসা করলেন—টাকা কি আজই দিতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, আজ না। জোগাড় ক'রে রাখেন। যখন চা'ব তখন দেবেন।

নরেনদা—ভিক্ষে ক'রে জোগাড় করতে পারি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারেন। তবে তা'র area (ক্ষেত্র) বেশী বাড়াবেন না।

সুশীল বোসদা—এ কি every adult member of the family (পরিবারের প্রতিটি বয়স্ক লোক) দেবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেটে যে আছে, সেও দিতে পারলে ভাল হয়।

কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। এর পর থেকে যে প্রণাম করতে আসছে, শ্রীশ্রীঠাকুর তা'কেই বলছেন চল্লিশের অর্ঘ্য অবদানের কথা। মণি সেনদাকে দেখেই বললেন—তোর কাছে যদি টাকা চাই, দিবিনি চল্লিশ টাকা?

মণিদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—আজ্ঞে দেব।

একে একে আসতে লাগলেন গৌরদা ( মণ্ডল ), বিজয়দা ( রায় ), দাশুদা ( রায় ), প্রিয়নাথদা (সরকার), ব্যোমকেশদা ( ঘোষ ), বীরেনদা ( মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শ্রীশদা ( রায়চৌধুরী ), চারুদা ( করণ ), আশুদা ( রায় ), রমেশদা ( চক্রবর্ত্তী ), সুধীরদা ( দাস ), প্রফুল্লদা ( দাস ), হরিদা ( গোস্বামী ), ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ); হরিপদদা ( সাহা ) প্রমুখ। প্রতিপ্রত্যেককেই শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ অর্ঘ্য সংগ্রহ করার কথা বলছেন। সমস্ত আশ্রমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। সকলেই নিজের মতন ক'রে প্রস্তুত হ'চ্ছেন এই ব্যাপারে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। এখানেও সেই একই স্রোত সমানে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভীপ্সিত ঐ অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য প্রতি প্রাণেই সে কী বিপুল উন্মাদনা! কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নেই। অনেকে খবর পেয়েই ছুটে এসে গ্রহণ করছেন এই আশীর্ব্বাদ।

যেসব কর্ম্মী বাইরে বেরিয়ে যাবেন তাঁদের লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমরা আগে এখানে সাইত ক'রে যাও। তা' না করলে 'শিরদার তো সরদার' হ'তে পারে না কিন্তু! আর একটা কথা, যা'রা বিয়ে করেছে তা'রা দুটো চল্লিশ দেবে, নিজের একটা আর বৌয়ের একটা। আর যা'রা বিয়ে করেনি তা'রা একটা ক'রে দিতে পারে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা এ টাকা কিভাবে জোগাড় করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি তোমাদের কাছে টাকা চাই তাহ'লে মানুষের কাছে বরং এ-কথা বলা ভাল, 'আমার ঠাকুরকে দিতে বড় ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু আমার তো সম্পদ কিছু নেই। সম্পদ তোমরা। তোমরা যদি দাও তাহ'লে আমার এটা পূরণ হয়।' আর, 'ঠাকুর চেয়েছেন' এ-কথা যেই বললে অমনি কাম সেরে দিলে।

উক্ত দাদাই আবার বললেন—আমরা চাইলে মানুষ যেখানে এক টাকা দেয়, সেখানে আপনার নাম ক'রে চাইলে অন্ততঃ দশ টাকা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতদিন যদি ঐভাবে অভ্যাস করতে তাহ'লে তোমার কথা ব'লে চাইলেই একশ টাকা পেতে।

ঠাকুরবাড়ীতে দালানের পূব পাশে শ্রীশ্রীবড়মার রান্নাঘরখানি পাকা করার কাজ শেষ হয়েছে। আজ সকাল পৌনে ন'টায় ঐ নবনির্ম্মিত রান্নাঘরে প্রবেশ করার কথা। গিরিশ পণ্ডিতমশাই শুভ সময় দেখে দিয়েছেন।

যথাসময়ে পূজ্যপাদ বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাথে করে নিয়ে গেলেন। কলাগাছ ও মঙ্গলঘট দ্বারা গৃহদ্বার সুশোভিত। প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং, তাঁর পশ্চাতে শ্রীশ্রীবড়মা পূজ্যপাদ বড়দা ও ছোড়দাকে সাথে নিয়ে রান্নাঘরের চত্বরে প্রবেশ করলেন। বারান্দায় উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি চেয়ারে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা সবাইকে নিয়ে দু'খানা

ঘরের মধ্য দিয়েই বেড়িয়ে এলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার এসে বসলেন দালানের বারান্দায়।

বিকালে পাঁচটায় রান্নাঘরের দক্ষিণ পাশের ঘরটিতে সৎসঙ্গ-অধিবেশন হ'ল। রাত্রেই শ্রীশ্রীবড়মা এখানে রান্নার ব্যবস্থা করলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত সেই চল্লিশ টাকা অর্ঘ্য নিবেদন করা সুরু হয়ে গেছে। বিবাহিতরা আশী এবং অবিবাহিতরা চল্লিশ ক'রে এনে দিচ্ছেন। অনেকে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নামেও চল্লিশ ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন। এ উৎসবের অংশ গ্রহণ করার জন্য 'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি'। শ্রীশ্রীঠাকুর সব টাকা পূজ্যপাদ বড়দার কাছে রাখতে বলছেন। সেইভাবে ব্যবস্থা করা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের প্রাঙ্গণের তাম্বুতে থাকতে থাকতেই আকাশে ঘনিয়ে এল গাঢ় কালো মেঘ। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে চ'লে এলেন দালানের হল ঘরে। তারপরেই জোর বর্ষা নামল। এর মধ্যেও সমানে চলেছে ঐ অবদান উৎসবের পালা।

**২১শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ৬। ৮। ১৯৫৭)**

আজ কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে ঐ চল্লিশের কোটা সংগ্রহের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে বাইরে বেরিয়ে গেছেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর ভিতরে সমাসীন। শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজ্যপাদ বড়দার সাথে অনেকক্ষণ ধ'রে 'প্রাইভেট' কথাবার্ত্তা বললেন। কথা শেষ হলে ও'রা চ'লে গেলেন।

সংহতিতে যারা ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করে তাদের নিয়ে কিভাবে চলতে হবে, জিজ্ঞাসা করলেন জনৈক কর্মী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে জানা লাগে, ঐ-জাতীয় মানুষের সাথে কেমন ক'রে কথা বলতে হয়। যদি বলি—চুরি করা বড় দোষ, এমন-এমন করলে চুরি করা হয়, তবে যে চুরি করে সে মনে করবে আমাকেই বলছে।

উক্ত দাদা—তাহ'লে কিভাবে কথা ক'ব? আপনার বাণীগুলি নিয়েই তো আলোচনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাণী পড়লে কী হবে? সব বাণী কি সকলের ভাল লাগে? (হাস্য)। এইভাবে কথা বলা লাগে, যেমন আমি চুরি করি, ডাকাতি করি, কিন্তু বাঁচতে চাই, বাড়তেও চাই, মরতে চাই না, আমার কেউ মরে তা'ও চাই না। তাই

আমরা সেই পথে চলব যে-পথে মৃত্যুকে combat (প্রতিরোধ) করতে পারি। মৃত্যুকে ঠেকাতে পারব না। কিন্তু যতখানি combat (প্রতিরোধ) করতে পারি তা'র চেষ্টা করব।

উক্ত দাদা—ঐ প্রকৃতির লোক যা'রা তারা বড়দা সম্পর্কেও নানারকম কথা ব'লে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়দাও যা' তুমিও তা'ই। সে হ'ল son by birth (ঔরসজাত সন্তান), আর তুমি son by culture (কৃষ্টিজাত সন্তান)। কিন্তু initiated (দীক্ষিত) না হ'লে সেও দীক্ষা দিতে পারে না। বড়দার পাঞ্জা লাগে না। পাঞ্জা তার ভিতরে by birth (জন্মের সাথে) আছে। কিন্তু সে যদি দীক্ষা না নিয়ে দীক্ষা দিতে যায় তবে হবে ঐ কুলগুরুদের মত।

উক্ত দাদা—বড়দার ভিতরে যদি by birth (জন্মের সাথে) পাঞ্জা থাকে, তাহ'লে তাঁর আর দীক্ষা নেবার দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা না নিলে সদ্‌গুরুকে imbibe (অন্তরে গ্রহণ) করতে পারবে না। আর সদ্‌গুরুকে imbibe (অন্তরে গ্রহণ) না করলে দীক্ষা দেবে কী?

এই সময় পাটনা হাইকোর্টের জাষ্টিস্ সতীশচন্দ্র মিশ্রের ছেলেকে নিয়ে এলেন হরিনন্দন প্রসাদ। ঐ ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও প্রতি-নমস্কার করলেন। সামনে একখানা লম্বা চেয়ারে বসেছেন ভদ্রলোক। প্রাথমিক কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময়ের পর কথা আরম্ভ হ'ল।

প্রশ্ন—Right and wrong (ন্যায় ও অন্যায়) কিভাবে ঠিক করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও ছোটকালে অমনতর ভাবতাম। তারপর যখন সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি তখন গোপাল লাহিড়ী-মশায় মাঝে-মাঝে ক্লাসে আসতেন আর বলতেন, Do to others as you wish to be done by (নিজের প্রতি যেমন আচরণ ইচ্ছা কর অপরের প্রতি সেইরূপ কর)। শুনে আমার গা দিয়ে ঘাম বেরোল। পথ পেয়ে গেলাম। আর একটা কথা। যা' সত্তার সঙ্গে সঙ্গত তা' সবাই চায়। বাঁচাবাড়া সবারই hankering (চাহিদা)। ঐটাই হ'ল আমাদের pivot (মূল খুঁটি)।

প্রশ্ন—তাহ'লে ধর্ম্ম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম তাই যা' আমাদের সত্তাকে ধ'রে রাখে। তোমার existence-কে (সত্তাকে) তুমি ধারণ কর, পালন কর, পোষণ কর; আর যেমন-যেমন ক'রে তা' হয় তা' ক'রে চল। এই হ'ল ধর্ম্ম। সত্তার এই বাঁধনটা যখন ভেঙ্গে যায় তখন আর আমরা বাঁচি না। এই বাঁধন অটুট রাখার জন্যই লাগে ইষ্ট। ইষ্ট হ'লেন মূর্ত্ত মঙ্গল। তাঁ'র অনুকূলে সবটা adjust (বিনায়িত) করা লাগে—সার্থক সঙ্গতিশীল

অনুচলনে। আর, কৃষ্টিও তাই। যেমন আমার শরীরের কোষগুলি যদি পরস্পর সার্থক সঙ্গতিশীল না হ'ত তাহ'লে আমার existence ( অস্তিত্ব ) বজায় থাকত না। আমার জীবনের যা' সব কিছুকেও অমন ক'রে তুলতে হবে। এর নামই হ'ল education ( শিক্ষা )।

কথা চলার মধ্যে শিবু বোসদা কয়েকটি দাদাকে সাথে ক'রে এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁরা কোথার থেকে এলেন ?

শিবুদা—ধানবাদ থেকে। ওঁদের বাড়ী ডেরাইসমাইল খান, বেলুচিস্থানের কাছে। এই দাদা উকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় ওকালতি করেন ?

শিবুদা—করতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও, আর এই দাদা ?

শিবুদা—উনি ব্যবসা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উনি বাংলা জানেন ?

শিবুদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও মুখ্যু মানুষ। কিছুই জানি না। কিন্তু ওঁদের পেলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

শিবুদা অনুবাদ করে দাদাদের কথাগুলি বুঝিয়ে দিলেন। ওঁদের মুখে ফুটে উঠল খুশীর হাসি।

এর পরে ঐ দাদারা সংস্কার-সম্বন্ধে জানতে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরকম হয়! যেমন ধর, আমার মনে হ'ল, অমুকের টাকা চুরি করি। অমনি ভিতর থেকে কে যেন ব'লে উঠল, 'না, না, তোর বাবা এমনতর, আর তুই ঐরকম হ'তে পারিস্ ?' কুচিন্তা মনে আসলেও ঐ যেখানে লেগে ফিরে যায়, সেটা সংস্কার।

ইষ্ট ও আদর্শ প্রসঙ্গে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্ট যিনি তাঁকেই আমরা সদ্‌গুরু ব'লে জানি। আমার নিজের জন্য নয়, তাঁ'র জন্য আমার personality-কে ( ব্যক্তিত্বকে ) যত adjusted ( নিয়ন্ত্রিত ) করতে পারব, ততই আমার personality ( ব্যক্তিত্ব ) grow করবে ( বৃদ্ধি পাবে )।

প্রশ্ন—এই grow করা ( বৃদ্ধি পাওয়া ) মানে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে, আমি এমনভাবে সব দিক দিয়ে বেড়ে উঠি যা'তে সত্তাকে ধারণ করতে পারি। কিন্তু আমার রোগ হ'য়ে যদি শরীরের একটা দিক বেড়ে যায়

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তা'কে কিন্তু growth ( বৃদ্ধি ) কয় না।

কথার শেষে একটু মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ওঁরা বাংলা কিছুই বোঝেন না, না ?

শিবুদা—না, উর্দ্দু জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিনন্দন বাংলাও বোঝে, উর্দ্দুও বোঝে।

হরিনন্দনদা দয়ালের এই প্রশস্তিমূলক আশীর্ব্বচন শুনে সলজ্জ হেসে মাথা নীচু করলেন। উপবিষ্টদের মধ্যে একজন হাত জোড় ক'রে বললেন—আমি দয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া আছেই। কিন্তু আমরা যত পরমপিতার পথে চলতে পারব, সত্তাকে ধারণ ক'রে চলতে পারব, তত দয়া পাব।

উক্ত দাদা আবার করজোড়ে বললেন—আপনি যদি কিছু ক'রে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো দেখতে পাই, তিনি দয়া ক'রেই আছেন। আমরা যত তাঁ'র দিকে চলি তত বুঝতে পারি তা'। আমি কই, কৃপা কথার মানে ক'রে পাওয়া। পরমপিতা ভালবাসেনই আমাদের। তা'তে আমাদের কিছু লাভ নেই। আমরা তাঁ'কে যতখানি ভালবাসি, তাঁ'কে সেবা করি, তাঁ'র পথে চলি, তাই-ই আমাদের asset ( সম্পদ )। আর, যত এমনভাবে চলব ততই তাঁ'র কৃপা বোধ করতে পারব।

উক্ত দাদা—আমি ঠাকুরের কাছে এসেছিলাম কিছু পাওয়ার জন্য। তিনি তো দিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি এতই দিচ্ছেন, অসম্ভব। কতখানি যে দিচ্ছেন, ঠিক পাই না। তা'তে আমাদের ভিক্ষুক থাকতে হয় না। কিন্তু করি না যে, তাই পাইও না।

প্রশ্ন—Concentric ( কেন্দ্রায়িত ) হওয়া যায় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric ( কেন্দ্রায়িত ) হ'তে চাইলে তা' হওয়া যায় না। Interest ( অন্তরাস ) যত created ( সৃষ্টি ) হয়, ততই মানুষ concentric ( কেন্দ্রায়িত ) হয়। একটা টকি দেখলে মনে থাকে, কি একটা নভেল পড়লে মনে থাকে। কিন্তু পড়ার বই আর মনে থাকতে চায় না। তা'র মানে, ওখানে interest ( অন্তরাস ) গজায় নি।

প্রশ্ন—Interest ( অন্তরাস ) কেমন ক'রে আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Interest ( অন্তরাস ) হ'ল to be engaged lovingly ( অনুরাগের সাথে কোন-কিছুতে ব্যাপৃত হওয়া ), যেমনটা হয় একটা নভেল পড়তে যেয়ে বা একটা টকি দেখতে যেয়ে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা। বাইরে টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম। অনেকে তাম্বুর কোল ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছেন। কেউ কেউ ছাতা মাথায় বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছেন এই অমিয় বচনামৃতধারা।

উক্ত দাদারা এবার বিদায় প্রার্থনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যাবেন ?

হরিনন্দনদা— হাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় যাবেন ?

হরিনন্দনদা—ওঁরা আমাদের গেষ্ট-হাউসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ?

হরিনন্দনদা—ওঁরা আনন্দবাজারে খাবেন।

এর পর সকলেই প্রণাম নিবেদন ক'রে উঠে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) ডেকে নিয়ে তাঁর সাথে অনেকক্ষণ নিরালায় কথা বললেন।

## ২২শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ৭। ৮। ১৯৫৭)

প্রাতে—খড়ের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুর শুভ্র শয্যায় সমাসীন। পাঞ্জাবের সেই তিনটি দাদা সামনের বারান্দায় ব'সে আছেন। তা'ছাড়া, ঘরের ভেতরে ও বাইরে আছেন সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), সুশীল দাসদা, শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ বহিরাগত দাদাদের বললেন ভোলানাথদার সাথে কথা বলার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা বুঝে ভোলানাথদা ওঁদের ডেকে নিয়ে উঠে গেলেন। দু'জন গেলেন ভোলানাথদার সঙ্গে। একজন উঠলেন না। ব'সে রইলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তীর্থকেন্দ্রগুলি খুব পুরানো বটে, কিন্তু তা' আমাদের tradition (ঐতিহ্য) বহন করে। তাই, তীর্থকেন্দ্রগুলি যাতে তাজা থাকে, আমাদের তা' করা উচিত। ওগুলি যদি নষ্ট হ'য়ে যায় তাহ'লে বিপদ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গান্তরে বললেন—আমি আগে ভাবতাম, যতক্ষণ India-য় (ভারতে) হিন্দু majority (প্রাধান্য) আছে, ততক্ষণ India (ভারত) ভাগ হ'তে পারে না। কিন্তু ওরা সেভাবে চিন্তাই করল না।

সুশীলদা—ভাগ করার জন্য বুদ্ধি ক'রেই তো অমনটা করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার তা' হ'ল বাংলা ও পাঞ্জাবেই।

যে দাদাটি বসেছিলেন, তিনি এখন বললেন—আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

আমি চাই শুধু আপনার দর্শন। আপনি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার বাড়ী কোথায় ? পাঞ্জাবে ?

উক্ত দাদা—পাঞ্জাবের border-এ ( সীমান্তে )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐখানে পাণিনির বাড়ী। পাণিনি ছিলেন pride of India ( ভারতের গৌরব )। আচ্ছা জ্বালামুখীও ওখানে না ?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ, জ্বালামুখী আছে, আমাদের বাড়ী থেকে দূরে। আমার শ্বশুর, বাবা এঁরা দেখেছেন। আমি দেখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা এখন পাকিস্থানে না হিন্দুস্থানে ?

উক্ত দাদা—ও তো এখন পাকিস্থানে প'ড়ে গেছে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য ), পণ্ডিতদা ( ভট্টাচার্য ), চুনীদা ( রায়চৌধুরী ), বৈকুণ্ঠদা ( সিং ) প্রমুখ সঙ্গে আছেন।

কেষ্টদা ভক্তি-প্রসঙ্গে কথা তুললেন। ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেখানে ভক্তি থাকে, সেখানে ভজন থাকেই। আবার, ভজন যেখানে ভক্তিও সেখানে। ভক্তির চাইতে মিষ্টি, uplifting, enjoyable ( উন্নতিমুখর, উপভোগ্য ) আর কিছু নেই। ভক্তি is everconcentric ( ভক্তি সতত সুকেন্দ্রিক )। আবার, ভক্তির মধ্যেই আছে love, serve, cultivate, enjoy—automatically ( অনুরাগ, সেবা, অনুশীলন, উপভোগ—স্বতঃই )।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকেরা বাংলা বোঝেন না। তাই, কেষ্টদা কখনও হিন্দীতে, কখনও ইংরাজীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি অনুবাদ করে ওঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন।...... বেলা বেড়ে উঠতেই সকলে বিদায় নিলেন।

মুংলীদি ( হরিদাস ভদ্রদার মেয়ে ) ঠাকুরবাড়ীর মধ্যেই থাকত। কিন্তু তার চলন সৎ ছিল না। ভ্রষ্টা নারীর মতই ঘুরত। শ্রীশ্রীঠাকুর তার সংশোধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। সম্প্রতি সে তার সমবর্ণের জনৈক কায়স্থ ব্যক্তির সাথে কপালে সিন্দুর দিয়ে বসবাস করছিল। কিন্তু এইমাত্র সে সেই বাড়ী থেকেও বেরিয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে মুংলীদি খুব ফুলে-ফুলে কাঁদছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বললেন—কাঁদিস্ ক্যা ? কাঁদিস্ নে মা আমার !

মুংলীদি এবার কান্নায় ফেটে প'ড়ে বলল—ঠাকুর, আমি ওখানে আর যাব না।

পরম দরদের সাথে স্নেহঝরা কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখ্ আমি কই,

জায়গামত পড়িছিস্। এখন ওখানেই জীবন কাটা। যদি আগের মত থাকতিস্ তাহ'লে আলাদা কথা ছিল। এখানে যেখানে গিছিস্ সেখানেই যা'তে সবাইকে আপন ক'রে নিয়ে থাকতে পারিস্ তাই কর্। একটা নিয়ে ভাল ক'রে থাকা লাগে। বারে-বারে পিছলে গেলে কি কাম হয়? শরীর ভাল ক'রে নে। তারপর ওখানে থাক্—সুষ্ঠু বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা নিয়ে। এমন ক'রে তোলা চাই যে, ওখানে যেন মুংলী ছাড়া আর কেউ কিছু না বোঝে। (একটু নীরবতার পরে) যাই হোক, পরমপিতার দয়ায় জায়গামতই পড়িছিস্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে-শুনতে মুংলীদির কান্নার বেগ প্রশমিত হ'য়ে এসেছে। যে লোকটির কাছে সে ছিল, তার কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ও কোনে?

মুংলীদি—বাড়ী আছে।

এরপর মুংলীদি শান্ত হয়ে একটু তফাতে যেয়ে দাঁড়াল। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক দিতে বললেন। একটি মা নতুন সাজা কলকেটিতে কিছুক্ষণ হাওয়া দিয়ে এনে গড়গড়ার উপর বসিয়ে দিলেন।

গড়গড়ার নলটি ধ'রে একটি বড় টান দিয়ে একমুখ সাদা ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীল দাসদার দিকে তাকিয়ে বললেন—কোন একটা জিনিস শুনলে, খুব বিশ্বস্ত-সূত্রেই শুনলে। তারপর একটা habit (অভ্যাস) থাকা দরকার to see it (সেটা দেখা)। বাস্তবে সেটা মিলিয়ে নেবে। বাস্তবতার দিকে অমনতর ঝোঁকই থাকা দরকার। এটা মনে রাখবে, আর note ক'রেও (লিখেও) রাখবে কিভাবে তোমাকে চলতে হবে। সঙ্গে 'নোট্‌বুক' রাখা ভাল। নতুবা পরে ভুলে যেতে হয়। মানুষ কয়, habit is the second nature (অভ্যাস হ'ল দ্বিতীয় প্রকৃতি)। আমার উল্টো মনে হয়। আমার মনে হয়, habit creates nature (অভ্যাস প্রকৃতির জন্ম দেয়)। আমি শালা মুখ্যু,—আমার কথা! আর, সিদ্ধি মানেও তো তাই। Habit (অভ্যাস) যখন তোমার চরিত্রগত হ'য়ে গেছে তখনই তোমার সিদ্ধি।

সুশীলদা—কিন্তু habitকে (অভ্যাসকে) চরিত্রগত করতে হ'লে তো ইষ্টের উপরে love (অনুরাগ) থাকা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love (অনুরাগ) না থাকলে তো urge-ই (সম্বেগই) আসে না। ধর, তুমি আমাকে বাস্তবে ভালবাস। ভালবাসলে পরেই আসে অভিপ্রায়-অনুসারী চলন, আসে like to love (ভালবাসতে ভাল লাগা)। আমাকে ভাল-বাসলে কিন্তু তোমার ঐ ভালবাসার জায়গায় তুমি দুনিয়ার আর কাউকে বসাতে পার না। ভালবাসা সব সময়েই concentric (সুকেন্দ্রিক)। Concentric (সুকেন্দ্রিক)

হ'য়ে তা' sublimated ( ভুমায়িত ) হ'য়ে পড়ে গোটা দুনিয়া নিয়ে। আর, love ( অনুরাগ ) যদি না থাকে তাহ'লে তুমি যদি কোন দুষ্কর্ম্ম কর, তা' কিন্তু আর আমাকে কইতে পার না। মানে, ঐ জায়গায় তোমার obsession ( অভিভূতি ) হ'য়ে আছে। এই যে বৈকুণ্ঠ। ও আমাকে ভালবাসে। ধর, আমার ইচ্ছা করে না, ও অন্য জায়গায় যায়। তা' সত্ত্বেও যদি যায়, তাহ'লে বুঝতে হবে, ও আমাকে ভালবাসে না। Like to love-এর ( ভালবাসতে ভাল লাগার ) মধ্যে ভক্তি থাকতেও পারে। কিন্তু pretend to love-এর ( অনুরাগের ছলের ) মধ্যে কখনই তা' থাকে না।

## ২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ৮। ৮। ১৯৫৭ )

প্রাতে—বড়ালের বারান্দায়। প্রাতঃকালীন শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম হ'য়ে গেছে। পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে একখানা সতরঞ্চিতে ব'সে আছেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন দাদা ও মা, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা ব'সে।

মানুষের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করা নিয়ে কথা চলছিল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সংগ্রহ করতে হ'লেই পরিবেশের পরিচর্য্যা চাই। আবার, পরিচর্য্যা করতে হ'লে পরেই মানুষের কাছে তোমার যাওয়া লাগে, তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হওয়া লাগে, তাদের যা'তে ভাল হয় এমনভাবে সেবা দেওয়া লাগে। তারপর বলতে হয়, 'তোমার যদি অসুবিধা না হয়, কষ্ট না হয়, তবে যদি আমাকে দাও, আমি খুশি হব।' আর, ভিক্ষা মানেও তাই। ভিক্ষা মানে না ক'রে নেওয়া নয়। ভিক্ষার মধ্যে ভজ্ আছে। আর, ভজ্ মানেই হ'ল—to love, to serve, to cultivate, to enjoy ( অনুরাগ, সেবা, অনুশীলন, উপভোগ )।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দার দিকে তাকিয়ে বললেন—যতি-আশ্রমের দীক্ষামন্দিরগুলো ঠিক আছে তো ?

'যাই, দেখে আসি'—ব'লে বড়দা উঠলেন। ওদিক থেকে ঘুরে দেখে এসে বললেন—সব ঠিক আছে, পরিষ্কার আছে সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো আর এখন ঘুরতে পারি না! তুই যদি এই যতি-আশ্রমে বা এদিক-ওদিক একটু ঢুঁস্ মারিস্, তাহ'লে ভাল হয়।

'আজ্ঞে দেখব'—ব'লে বড়দা অন্যদিকে গেলেন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন তরুণ ও প্রবীণ কর্ম্মী এসে প্রণাম ক'রে বসেছেন। কথায়-কথায় জীবনগঠন-সম্পর্কে আলোচনা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম জিনিসই হ'ল সকালে ওঠার অভ্যাস। সকালে ওঠার অভ্যাস না

থাকলে nerve-গুলি ( স্নায়ুগুলি ) কিরকম ঘাতে মারা হ'য়ে যায়।

মণি চক্রবর্ত্তীদা—আমি কিরকম সকালে উঠতেই পারি না। উঠলেই ঘুম আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুম আসে? তাহ'লে সকালে উঠেই বারায়ে ( বেরিয়ে ) পড়া লাগে। উই দারোয়ার ঘাটে যেয়ে ধ্যানধারণা সেরে কামটাম সেরে আসা লাগে। একখান কুশাসন বগলে ক'রে নিয়ে গেলে। ওখান থেকে সব সেরে আসলে। একটা পাতলা জামা-টামা গায়ে দিয়ে যেও। ভোরবেলাকার ঐ বাতাসটাও ভাল।

পাঞ্জাবের যে দাদারা আজ কয়েকদিন যাবৎ এখানে আছেন, এখন ও'রা বিদায় নিচ্ছেন। চোখমুখ তাঁদের বিষণ্ণ, বিদায়-বেদনায় আঁখি ছলছল। শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগ ক'রে বললেন—আবার সুবিধা হ'লেই আসবেন।

ও'রা সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নেড়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে ওঠে। শ্রাবণের খর সূর্য্য ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঠাকুরবাড়ীর গাভীগুলি ঠাকুর-আঙ্গিনা দিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল একটু ভাতের ফ্যান ও তরকারীর খোসা প্রাপ্তির আশায়। ভক্তবৃন্দ একে-একে বসছেন। কেউ বা প্রণাম ক'রে কাজে চ'লে যাচ্ছেন। কাছে ব'সে আছেন শশাঙ্কদা ( গুহ ), পণ্ডিতদা ( ভট্টাচার্য্য ), চারুদা ( করণ ), শৈলেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), চুনীদা ( রায়চৌধুরী ) প্রমুখ। এ'দের মধ্যে যাঁরা কিছুদিন বদ্রীদাসের মন্দির-বাড়ীতে ( কলকাতায় ) ছিলেন, তাঁরা ওখানে ভুত দেখেছেন। ভুতকে কে কেমনভাবে চলাফেরা করতে দেখেছেন, তার প্রত্যক্ষ দর্শনের গল্প করতে লাগলেন সবাই। একজন বললেন—আমরা তো ওখানে নামধ্যান, কীর্ত্তন খুব করি। তবু ভুত ঘোরাফেরা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব সময় একটা heavenly atmosphere create ( দিব্য আবহাওয়া সৃষ্টি ) ক'রে রাখা লাগে। তোরাই যে কিছু করিস্ নে, নাম করিস্ নে, ধ্যান করিস্‌নে। আলাপ-আলোচনা করিস্‌নে। কেষ্টদাকে কতকগুলি জিনিস ঠিক করতে বলেছিলাম। কিছুটা করেছে। ঐগুলি কর্। আরো কতকগুলি ঠিক ক'রে দেবে নে। তাও করা লাগে।

তারপর কর্ম্মীদের চলন-সম্পর্কে কথা উঠল। ইষ্টনির্দ্দেশ অটুট নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এগুলি করতে-করতে system-ই ( বিধানই ) এমনতর হ'য়ে যায় যে, যে-আঘাতে তুমি প'ড়ে যেতে সে-আঘাতে হয়তো tower-এর ( দুর্গের ) মত দাঁড়ায়ে থাকতে পার। আবার, ঋত্বিক্ তুমি। যজমানই কিন্তু তোমার সম্পদ। ঐ যে ও ( চারুদা ) যেমন একখানা গাড়ী কিনে ফেলল। এতে

ঘোরাফেরা করা, তাড়াতাড়ি যজমানের খোঁজখবর নেওয়ার কত সুবিধা হয়। চাই মমত্বদীপ্ত প্রেরণা। যজমানের অসুখের কথা শুনলে, তখনই রওনা হ'লে। তোমার বৌ হয়তো ক'চ্ছে 'এত রাত্রে যাও কো'নে'? তুমি ক'চ্ছ, 'আমার না যেয়ে উপায়ই নেই। না গেলে হবে না।' ব'লে বারায়ে (বেরিয়ে) পড়লে। এইভাবে সারাটা জীবন concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তোলা লাগে। তবেই কিছু করতে পারবে। আর, এ প্রত্যেকেরই—তা' সে চোরই হোক, সাধুই হোক, সন্ন্যাসীই হোক, যতিই হোক আর রুগ্নই হোক।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) আশ্রমের গৃহনিৰ্ম্মাণ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার। তিনি এই সময়ে এসে একটি ঘরের construction (নিৰ্ম্মাণ) সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদাকে বিছানার উপর আঙ্গুল দিয়ে এঁকে-এঁকে সমস্ত স্কেচটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। খানিকটা বলার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদার চোখমুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন যে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি। তখন 'বুঝলেন না? এই দেখেন'—ব'লে আবার বোঝাতে আরম্ভ করছেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে বলার পর শ্রীশদার মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এবার বুঝলেন?

শ্রীশদা সলজ্জ হেসে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখেন, বিদ্বান হয়েছেন। কিন্তু মেঠো পণ্ডিত যদি না হন, তাহ'লে ঐ যে বড়-বড় construction (নিৰ্ম্মাণ কৌশল) প'ড়ে এসেছেন, সেই বাঁধা পথেই চলা লাগবে নে। Creative power (সৃজনী শক্তি) আর থাকবি নানে। কাচের টেস্ট্‌-টিউব আছে, কিন্তু বাঁশের চোঙায়ও যে টেস্ট্‌-টিউব হয়, এ যদি না জানেন তো সবটুকু জানা হবি নানে।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর "তপ-অরুণিমা" নামে সাত দফার একটি বিরাট বাণী দিলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। বাণীটি নিয়ে আলোচনা চলছে। কয়েকবার পড়াও হ'ল।

কেষ্টদা—এগুলি যদি মানুষের মধ্যে given (প্রদত্ত) না থাকে, তবে কি সে চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখেমুখে ধীরে-ধীরে খেলে গেল হাসির জ্যোতিঃ। বললেন—আমি তো আশা করি।

তারপর বললেন—ভয়ই থাক্ আর ভালবাসাই থাক্, মানুষ যদি sincere

( একনিষ্ঠ ) হয়, এগুলির উপর লালসা থাকে, অত্যন্ত লোভ থাকে, তবে শিখতে পারে। ভালবাসা থাকলেই সেবাবুদ্ধি থাকবে। ভক্তি থাকলেই সেখানে ভজন থাকে। আবার, ভজন যেখানে, সেখানে loving attitude, serving attitude, culturing attitude আর enjoying attitude ( ভালবাসার প্রবণতা, সেবাপ্রবণতা, অনুশীলন-প্রবণতা আর উপভোগ-প্রবণতা ) থাকবেই। ওর ভিতর-দিয়ে জাগে achieve ( অর্জন ) করার বুদ্ধি। আর, চক্র-ধ্যান করলে শুধু হবে না। অনুশীলন করা চাই। নামধ্যান এবং ঐ অনুশীলনের মধ্য-দিয়ে যখন ভালবাসার সৃষ্টি হয়, তখন ঐগুলি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হ'য়ে ওঠে।

**২৮শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৩।৮।১৯৫৭ )**

ভোরের আবহাওয়াটা আজ চমৎকার। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। মৃদু বাতাস শরীরটাকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলছে। কয়েকদিন ধ'রে একটু বৃষ্টি হওয়ায় গরমের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। কুর্চ্চি, কুরুবক, কাঠটগর, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি বর্ষার ফুলগুলি অকৃপণভাবে ফুটে চারিদিকের গাছগুলি আলোকিত ক'রে রেখেছে। সবাই যেন পুরুষোত্তমের ভুবন-ভোলানো উপমাবিহীন সৌন্দর্য্য দেখবে ব'লে সহস্রচক্ষু উন্মোচিত করেছে।

পরমপুরুষ পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের দক্ষিণে আমতলায় একখানা চেয়ারে এসে বসেছেন। জায়গাটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সামনে ও পাশে কয়েকখানা ছোট-ছোট পিঁড়িতে ব'সে আছেন কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), সুশীলদা ( বসু ), শরৎদা ( হালদার ), পঞ্চাননদা ( সরকার ), বঙ্কিমদা ( রায় ) প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। কথাবার্ত্তা চলছে।

একসময় কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অসৎ-নিরোধ করতে হবে, কিন্তু তার মধ্যে বিরোধ থাকবে না।

কেষ্টদা—কেষ্টঠাকুর কিন্তু একাদশ অক্ষৌহিণীর সাথে বিরোধ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করেছিলেন, কিন্তু এমন কোন corner ( কোণ ) ছিল না যেখান থেকে তিনি সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন নি। মানুষের পক্ষে অতখানি করা সম্ভব কিনা জানি না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে নিয়ে বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। সুশীলদাসদা তাঁর নিজের প্রয়োজনে কয়েকদিন কলকাতায় যেয়ে থাকতে চান। কোথায় থাকবেন জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বদ্রীদাস টেম্পল্ স্ট্রীটের সৎসঙ্গ-মন্দিরের কথাই বলেছেন। এখন সুশীলদা হঠাৎ বেশ খানিকটা অভিযোগের সুরে এসে বললেন—আমি

বদ্রীদাসে যাব শুনে শশাঙ্কদা বলছেন, আমাদের একটা ঘর। আমাদেরই থাকার জায়গা নেই। তুমি কোথায় থাকবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা বললে যাবি, না বললে যাবিনে।

তারপর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—মানুষ টিঁকতে পারবে কিনা তার একটা criterion ( মানদণ্ড ) হ'ল, কতখানি জটিল দুর্ব্যবহারকে সে সহ্য ক'রে সরল ক'রে তুলতে পারে। ( সুশীলদাকে ) দেখ, তোমরা কয়েকজন যদি এক জায়গায় থাক তাহ'লে বিক্ষোভ আসতেই পারে। বিক্ষোভ আসলে সে-কথা অন্যের কাছে কইতে যেও না, নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিও। নিজেদের মধ্যেকার বিক্ষোভ মিটিয়ে নিতে না পারলে তো বাইরের বিক্ষোভও মেটাতে পারবে না। এর জন্য tactics ( কলাকৌশল ) লাগে। কিন্তু বোধ পরিষ্কার না থাকলে tactics ( কলাকৌশল ) আসে না।

এই পর্য্যন্ত ব'লে ভেতরের দরজার দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন—এই, একটু তামাক খাওয়াবি নাকি ?

একটি মা তামাক সেজে এনে দিলেন। কেষ্টদা সুশীল দাসদাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কথা বলছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রশ্নগুলি কেমন ধরণের হবে, শরৎদার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রশ্নগুলি যথাসম্ভব বর্ত্তমান curriculum-এর ( পাঠ্যবিষয়ের ) মধ্য দিয়ে করা চালানো লাগবে। যেমন আমাদের কেমিস্ট্রীর প্রশ্ন হবে, how to explain physical bodies ( ভৌতিক দেহগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় )। প্রশ্নের মধ্যে এক বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের সঙ্গতি কী জানতে চাওয়া হবে। যেমন, ফিজিক্সের সাথে কেমিস্ট্রীর কী সম্বন্ধ, কেমিস্ট্রীর সাথে সাহিত্যের কী সম্বন্ধ, সাহিত্যের সাথে সংস্কৃতের কী সম্বন্ধ ইত্যাদি। আবার, এ-সবগুলিরই উৎস কিন্তু সংস্কৃত। তবে গোড়ার কথা হ'ল, teacher-দের ( শিক্ষকদের ) যদি এইভাবে শিক্ষিত ক'রে না তোলেন তাহ'লে কিন্তু কিছুই হবে নানে।......

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে এসে বসেছেন। আচার্য্য পণ্ডিত কপিলদেও শর্ম্মা শ্রীশ্রীঠাকুরদর্শনে এসেছেন। প্রণাম জানিয়ে সামনে একটা চেয়ারে বসেছেন। কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর কপিলদেও সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে অক্লান্ত চেষ্টা ক'রে চলেছেন সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-ভরে সব শুনছেন। তাঁরও ইচ্ছা, রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতকেই করা হোক। কারণ, সংস্কৃতই ভারতের সব ভাষার জননী।

## ২৬শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৪। ৮। ১৯৫৭ )

বিহারের এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল বলদেব সহায়ের জনৈক আত্মীয় শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। ইনি ইঞ্জিনীয়ার। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সামনের সতরঞ্চিতে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন দালানের বারান্দায় সমাসীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলদেববাবু যদিও এখানকার সৎসঙ্গী নন, তবুও আমাদের সবারই nearest and dearest ( নিকটতম এবং প্রিয়তম )। আর, সবারই যেন guardian ( অভিভাবক )-মতন।

কথায়-কথায় ভদ্রলোক জানালেন যে, উনি দেওঘরে কয়েকদিন থাকবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উনি যদি এখানে থাকেন তাহ'লে আমার দরকার মত ও'কে আনতে পারব। ( ভদ্রলোকের দিকে ) কষ্ট হবে ?

ভদ্রলোকটি—না।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ এসে বসলেন মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির উপর যেখানে আমরা বসেছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে বসার উপক্রম করতেই আমরা তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি ছেড়ে দূরে এসে দাঁড়ালাম। সতরঞ্চিতে বসে একবার তামাক খেয়ে আবার চৌকিতে উঠে যেয়ে বসলেন।

সকাল ৯টা ১০মিঃ। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এলেন।

মৃত্যুর আর এক নাম মহাসমাধি এই নিয়ে কথা উঠল।

কেষ্টদা—আমাদের দেশে মৃত্যুর পর কয়—অমুক সাধু মহাসমাধি লাভ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাসমাধি মানে এই আত্মা সেই বিশ্বাত্মায় মিশে গেল, মানে ম'রে গেল। এই sense-এ ( বোধে ) কয় বোধহয়। কিন্তু আমার ও-রকম বলা ভাল লাগে না।

কেষ্টদা—অনেকে বলে, দেহমুক্তি না হ'লে প্রকৃত মুক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হয় না হ'ল। 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান'।……চৈতন্যচরিতামৃতের সাথে আমার কথা মেলে ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ, মেলে। ( কিছু পরে ) আগেকার সেই কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়ে। তখন ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছুই বুঝতাম না। এখন আপনার দয়ায় সেই বোঝার দিকটা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায়। ( স্মিতহাস্যে বললেন ) ধর্ম্মই হোক, অধর্ম্মই হোক, ভালই হোক, মন্দই হোক, philosophy-ই ( দর্শনই ) হোক আর না-ই হোক, আমি যেগুলি কই, তা' বাস্তব সাত্বত চলনের পন্থা।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

তুমি যেই হও আর যা'ই হও,
যখনই তুমি তোমার
ইষ্টার্থ-অপহারী হও—
তা' যে-কোন রকমেই হোক না কেন,
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ নও, কৃতঘ্ন,
লোকপ্রতারক,
কাজে-কাজেই
তুমি আত্মপ্রতারকও তেমনি।

উপরের লেখাটি শেষ ক'রেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—সেই আগের মতন আপনার কোলের 'পরে মাথা রেখে শুয়ে একটু তামাক খাই।

এই ব'লে চৌকি থেকে নেমে এসে সতরঞ্চির দিকে এগোচ্ছেন দেখে আমি তাড়াতাড়ি আমার কাপড়ের কোঁচা দিয়ে সতরঞ্চিটা ঝেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর নিষেধ ক'রে বললেন—ঝাড়িস্ নে, ঝাড়িস্ নে। ঝাড়লে ওর ইয়ে নষ্ট হ'য়ে যাবে নে।

তারপর আমাদের ব'সে থাকা সেই সতরঞ্চির উপরে এসে কেষ্টদার কোলে মাথা রেখে একেবারে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মনুষ্যবোধের অগম্য! তিনি দয়া ক'রে নিজে ধরা না দিলে তাঁকে ধরে সাধ্য কা'র ?

কেষ্টদার ইঙ্গিতে পণ্ডিতদা (ভট্টাচার্য্য) একখানা বড় রুমাল নেড়ে মাছি তাড়াতে থাকেন এবং ভাটুদা (দ্বিজেন পণ্ডা) শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণযুগল আস্তে-আস্তে টিপে দিতে থাকেন। সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে-খেতে, আগে কত জায়গায় কেষ্টদার সাথে ঘুরতেন, কিভাবে মাঝে-মাঝে শুয়ে পড়তেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সব গল্প করতে লাগলেন। আমরা সবাই একটু দূরে-দূরে বসে আছি।

নন্দ ঘোষদা তাঁর পুত্রবধূ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছেন—আমি বৌমাকে রোজই নিয়ে বসি। আপনার বইগুলি পড়ি, পড়াই। বুঝিয়ে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব চলা, সব করা, সব ভাবাগুলি যেন সাত্বত চলনসম্পন্ন হয়। যেমন, খাওয়ার আগে হাতটা ধুতে হয়, গ্লাস ধুয়ে নিয়ে জল পুরতে হয়, এগুলি কেন ধোব তার কারণ বুঝিয়ে দিতে হয়।

নন্দদা—আমার ঘরটা ভাল ক'রে ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে রাখার অভ্যাসও করাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে কেন ঝাড়তে হয়, কেন পরিষ্কার রাখতে হয়, সেগুলি কওয়া

লাগে। বলতে হয়, 'সংসারটা যাতে সব দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পার তা'ই ক'রো। আমি বুড়ো মানুষ, আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তোমার শাশুড়ীরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের কাছ থেকে সব শুনবা। শুনে-শুনে শিখবা।' এইভাবে কওয়া লাগে। আমি শুধু ধাঁচটা ক'য়ে দিলাম।

নন্দদা—আপনি মাঝে-মাঝে একটু উপদেশ দেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁক পেলে আমি তো ক'বই। কিন্তু আপনি ক'বেন। কিভাবে কথা কইতে হয় তা' তো ক'লামই। সব কথার মধ্যে কারণটা ভেঙ্গে বলা লাগে। আরো বলতে হয়, 'তুমি আমারও মা, তোমার শাশুড়ীরও মা। সেবাযত্ন ক'রো তোমার শাশুড়ীকে। সংসারের সব-কিছু দেখেশুনে ঠিক ক'রে রাখা লাগবে।'

কথা বলতে-বলতে বেলা দশটা বেজে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখি, এইবার উঠি।

নিজ চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে-আস্তে চৌকির উপর এসে অর্দ্ধশায়িত হলেন। স্নানের বেলা হ'ল। সবাই এবার প্রণাম ক'রে উঠছেন।

### ৩০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৫। ৮। ১৯৫৭)

প্রাতে—বড় দালানের বারান্দায়। আজ বলদেব সহায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য মিষ্টি ও ফল নিয়ে এসে পৌঁছেছেন। ধীরেন ভুক্তদা জিনিসপত্রগুলি ভোগের ঘরে নিয়ে গেলেন যত্নসহকারে। বলদেববাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একটি চেয়ারে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথায়-কথায় দীর্ঘায়ু হওয়ার কথা উঠল।

বলদেববাবু—মানুষ যদি একশ'/একশ' পঁচিশ বছর ক'রে বাঁচে তাহ'লে অনেক সমস্যা দেখা দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্যা তো আসাই চাই। নতুন-নতুন সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে তা'কে overcome (অতিক্রম) করতে না পারলে তো আমার evolution (বিবর্ত্তন) হবে না। আমাদের problem-এর (সমস্যার) পাল্লা যতদূর আছে, আমাদের জ্ঞানও ততদূর হতে পারে। এই বর্দ্ধনার পথে উন্নীত হওয়ার জন্য সুস্থ দেহে বেঁচে থাকা লাগে। আমার মত health (স্বাস্থ্য) নিয়ে চললে অবশ্য লাভ নেই। রোজ একটা ক'রে ডাঁটা শুদ্ধ থানকুনি পাতা খাওয়া ভাল। তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

বলদেববাবু থানকুনি পাতা চিনতে পারলেন না। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) থানকুনি পাতার বর্ণনা দিলেন, হিন্দী ও ইংরাজী নাম বললেন, তাতেও বলদেববাবু চিনতে পারছেন না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে হাউজারম্যানদা দৌড়ে

একটি পাতা নিয়ে এলেন। বলদেববাবু এখন পাতাটি চিনলেন এবং এর গুণ তিনি জানেন বললেন।

কেষ্টদা—রোজ সকালে থানকুনি পাতা খেলে শরীরের organ-গুলি ( যন্ত্রগুলি ) ঠিক থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর, organ ( যন্ত্র ) ঠিক থাকলেই longevity ( দীর্ঘজীবন ) আসে।

বলদেববাবু—হ্যাঁ, তা' বটে। ( হাসি )

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোজ সকালেই ওর একটা-দু'টা খাওয়া ভাল। Big ( বড় ) পাতা খাওয়া লাগে। এটা ছোট পাতা।

এরপর বলদেববাবু বিদায় নিলেন। আজ ১৫ই আগস্ট, স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে তাঁকে জসিডিতে এক জায়গায় পতাকা-উত্তোলন করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মায়া মাসীমার জন্য মোটর-লাগানো একটি সাইকেল রিক্সা কেনার কথা বলেছিলেন বিশুদাকে ( বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় )। গতকাল কলকাতা থেকে রিক্সা কিনে লরীতে ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিশুদা। আজ সকালে বিশুদা নিজে এসে পৌঁছালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুদার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও-সম্পর্কে সব কথা শুনছেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর মণি চ্যাটার্জীদাকে আদেশ করলেন মায়া মাসীমাকে রিক্সায় চাপিয়ে একটু ঘুরিয়ে আনতে। তদনুযায়ী মণিদা ঠাকুরবাড়ীর ভেতর ও বাইরে মায়া মাসীমাকে সাইকেলে বসিয়ে কয়েকবার এদিক-ওদিক ঘুরলেন। মোটরটি ভট-ভট শব্দ তুলে যখনই সামনে দিয়ে যাচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ে দেখছেন। একবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ও ভেক্কুর মা, কেমন হইছে ?

রিক্সায় ব'সেই এক গাল হেসে মায়া মাসীমা জবাব দিলেন—খুব ভাল।……

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম—বাইরের একটি দাদা জানতে চেয়েছেন, প্রাজাপত্য ব্রতকালে উপবাসের দিন অশক্ত অবস্থায় কী খাওয়া চলতে পারে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশক্ত হ'লে দুধ খাওয়া চলতে পারে।

সন্ধ্যার আগে ও পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ কয়েকটি বাণী দিয়েছেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর কেষ্টদা এলেন। প্রফুল্লদা ( দাস ) বাণীগুলি পরিষ্কার ক'রে লিখছেন ও কেষ্টদাকে শোনাচ্ছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Animatology ( এ্যানিমেটলজি ) হয় নাকি ? কেষ্টদা—হুঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত logy-ই ( বিজ্ঞানই ) থাকুক, তা' যদি আমার জীবন-বৃদ্ধিকে

ধারণ না করে তাহ'লে তা'র কোন দাম নেই।

এই সময় বলদেব বাবু ও আচার্য্য কপিলদেও শাস্ত্রী এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, স্বধা মানে কী?

শাস্ত্রী—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রে দ্রব্যপ্রদান করা হয় তা'কে স্বধা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ব, দন্ত্য স-এ ব-ফলা?

শাস্ত্রী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে, নিজ?

শাস্ত্রী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মধ্যে ধা আছে?

শাস্ত্রী—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আমিই আমার পিতৃপুরুষের contribution (অবদান)। আমিই তাঁদের বেদী। বাংলায় বলে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'। এটা গ্রাম্য কথা। তা'র মানে, আমি যদি বাঁচি তাহ'লে আমার বাপের নাম থাকবে। আবার, তোমরা বাঁচলেও তোমাদের বাপের নাম থাকবে। আমার মধ্যে যদি আমার পিতা থাকেন, তবে তোমার মধ্যেও তোমার পিতা আছেন। তাই, তোমরা যদি বাঁচ, বাড়, তোমাদের পিতাও সম্বর্দ্ধিত হবেন। যদি আমার parent-এর (পিতামাতার) emblem (প্রতীক) আমি হই, এটা যদি fact (তথ্য) হয়, fact (তথ্য) না হ'য়ে theory-ও (মতবাদও) যদি হয়, তাহ'লেও তা' তো আমি। আমাকে নিয়েই তো সম্বন্ধ। আমি যদি না বাঁচি তাহ'লে আমার পিতাও আর আমার মধ্যে বেঁচে থাকবেন না। বলদেববাবু বলছেন, বেঁচে থাকলে পরে অনেক problem (সমস্যা)। আমি বলি, তা' তো ভাল। বেঁচে থাকলে যত problem (সমস্যা) আসবে তা'র solution (সমাধান) করতে-করতে আমরা elongated (সম্বর্দ্ধিত) হ'য়ে পড়ব। আমরা তো বিস্তর লাভ করতেই চাই।

এরপর পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে কথা উঠল। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যেমন তোমার জন্য দায়ী, তেমনি তুমিও আমার জন্য দায়ী। এইরকম প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব ignore (অবহেলা) করলেই পলিটিক্‌সের মধ্যে আসে ঝগড়া। কিন্তু আমরা তা' তো চাই না। তাই, মানুষকে love কর (ভালবাস), serve (সেবা) কর, culture (অনুশীলন) কর, enjoy (উপভোগ) কর।

হাউজারম্যানদা—বেশী love (প্রেম) করতে গেলে আজকাল বারোটা বেজে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বারোটা বাজলে তারপর এক হবে। বারোটার পরে একটা বাজে। ( হাসছেন )।

কোন আততায়ী যদি আক্রমণ করতে আসে তবে তা'কে হত্যা করা ছাড়া আর পথ থাকে না, এই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন বলদেব সহায় ও কপিলদেও শাস্ত্রী।

শ্নতে শ্নতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঐ যে রবি ঠাকুরের কী একটা কথা আছে, 'অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছ্রি'। অত্যাচার কিন্তু, অত্যাচারী নয়। তোমার 'পরে যদি কেউ আক্রমণ করে তাহ'লে সেই অত্যাচারের ব্কে যদি ছ্রি মারতে পার তাহ'লে হয়। অত্যাচারীকে ছ্রি মারার কথা নেই।

কেষ্টদা—নাদির শাহ বা তৈমুরলঙ্গ যদি আক্রমণ করে, তখন যদি অত্যাচারের ব্কে ছ্রি মারতে যাই তাহ'লে ম্শকিল হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি তা' না পারি তাহ'লে ব্ঝতে হবে আমারই কমা আছে।

কিছ্ পরে আবার আলোচনার প্রসঙ্গ পালটায়।

আমলকীর উপকারিতা নিয়ে কথা উঠল।

কপিলদেও—আমলকীর মধ্যে স্বর্ণ, ক্যালসিয়াম এবং সি-ভিটামিন বহ্ত পরিমাণে আছে। আর, এক্শ তোলা কমলালেব্র রসে যা' আছে, এক তোলা আমলকীর রসে তা' আছে। হিন্দীতে বলে 'আমলা'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমলকী খাওয়া খ্ব ভাল।

কপিলদেও—বলা আছে, 'ধাত্রীফলং সদা পথ্যম্ অপথ্যং বদরীফলম্'। আমলকী সদা পথ্য, কিন্তু ক্ল অপথ্য।

এই সময় পাটনা থেকে তিনজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। ও'রা চিকিৎসক। কিন্তু এখন সরকারী কাজে বেরিয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে কত সংখ্যক টি, বি, রোগী আছে তা'র হিসাব জোগাড় করছেন। বর্ত্তমানে ও'রা দেওঘর মহকুমায় কাজ করছেন। চেয়ার দেওয়া হ'ল। ও'রা বসলেন।

দেওঘর মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডটা আশ্রমের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। খ্ব দ্রে নয়। ওখানকার দ্র্গন্ধময় বাতাস প্রায় সব সময় সৎসঙ্গ আশ্রম ও তার আশপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। আশ্রমের পক্ষ থেকে বলদেববাব্কে আগেই এ-কথা জানান হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও বলেছেন। এখন বলদেববাব্ সমাগত ঐ ডাক্তারব্ন্দকে এ সম্পর্কে জানালেন। ও'দের মধ্যে একজন বলছিলেন, ময়লা ফেলার জায়গা থেকে ওরকম একটু গন্ধ ছড়িয়েই থাকে। কিন্তু বলদেববাব্ ঐ কথার প্রতিবাদ জানিয়ে, যত সত্বর সম্ভব ডাম্পিং গ্রাউণ্ডটা ওখান থেকে অপসারণের জন্য

বিশেষভাবে চেষ্টা করতে বললেন ডাক্তারবাবুদের। কথা শেষ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে বলদেববাবু একটু কাজে বাইরের দিকে গেলেন।

ডাক্তার ভদ্রলোকগণ কপিলদেও শাস্ত্রীর সাথে নিম্নস্বরে কিছু কথা বলছিলেন। ওঁদের কথা জেনে নিয়ে কপিলদেও শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—এই ডাক্তারবাবুরা ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো অমনি ক'রে বলতে পারি নে। কথা যদি ওঠে, তখন আমি যা' বুঝি তা' বলতে পারি।

কপিলদেও—ঈশ্বরকে জানা যায় কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর (কেষ্টদাকে)—আপনি ক'ন।

কেষ্টদা সেকথা যেন শুনতেই পাননি এইভাবে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করছেন, ঈশ্বরকে জানা যায় কী ক'রে!

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঈশ্বরকে যে যত আপন ক'রে নিতে পারে, সে তত তাঁ'কে জানে।

কপিলদেও—কী ক'রে আপন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর কী তা' কি আমরা বুঝি? তিনি কোথায় থাকেন—আকাশে, বাতাসে না ধূমকেতুতে? আমি বুঝি, ঈশ্বর আমাদের অন্তঃস্থ ধারণপালনী সম্বেগ, যা' আমাদের সত্তাকে ধারণ করে, পালন করে, পোষণ করে। আমি আছি। আমার সামনে আমার দুনিয়া আছে। ধারণপালনী সম্বেগ যেমন আমার মধ্যে আছে তেমনি এই পৃথিবীর মধ্যেও আছে। ঐ বাঁশটা, ঐ গাছটা সব-কিছুর মধ্যেই আছে। তাহ'লে তিনি সব-কিছুর মধ্যেই আছেন। গীতায় আছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভুতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

হৃদ্দেশে মানে আমার being-এর (সত্তার) অন্তঃস্থ প্রদেশে। সেখানে আছে বাঁচার আকুতি। আমরা বাঁচতে চাই, সুস্থ থাকতে চাই। এই যে আপনারা টি-বি রোগী দেখে বেড়াচ্ছেন তা' ঐ জন্যই কিন্তু, মানুষ যাতে বাঁচে, কষ্ট না পায়, রোগে না ভোগে।

প্রশ্ন—ভগবানের কি সাকার উপাসনা করা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিরাকার তো বুঝি না। সেইজন্য আমরা ধ'রে নিই তিনি সদ্গুরু, ইষ্ট। ঐ ইষ্ট বা সদ্গুরুই হ'লেন ভগবানের ব্যক্ত মূর্ত্তি। এ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবারই কাছে। আমাদের যত তাঁ'তে meaningfully adjusted (সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন) ক'রে তুলতে পারি, উপাসনা ততই সার্থক হয়।

প্রশ্ন—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী ?

কেষ্টদা—জীবনের উদ্দেশ্য to exist and to grow ( বাঁচা ও বাড়া )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আর, ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানে আপনি যা' ক'লেন তাই, to live and to grow ( বাঁচা ও বাড়া )।

প্রশ্ন—কিন্তু মৃত্যু তো আছেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই জন্যেই তো আর্য্যরা অমৃতলাভের জন্য 'অমৃত অমৃত' ব'লে চীৎকার ক'রে গেছেন।

প্রশ্ন—আমাদের এই জীবনের পরে কি আর জীবন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাক্ বা না-থাক্ কিছু আসে যায় না। আমাদের সাত্বত পথে যা' করার তা' এই জীবনেই করতে হবে।

প্রশ্ন—আচ্ছা, একজন মহাপুরুষ তো বাস্তব দেহ নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকেন না। তাহ'লে তিনি চ'লে যাওয়ার পরে তাঁর আদর্শ থাকা তো কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকেন ব'লে তিনি immortal ( অমর )। দুনিয়ার সৎকর্ম্মের মধ্যেই বেঁচে থাকেন তিনি।

প্রশ্ন—সৎকর্ম্ম কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ হল অস্তিত্ব। যে নিজে বেঁচে অপরকে যত বাঁচাতে পারবে সে তত বড় সৎকর্ম্মী।

প্রশ্ন—তাহ'লে এর মধ্যে তো কোন কামনা-বাসনা রাখা উচিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্য কোন বাসনা-কামনা দিয়ে তো লাভ নেই। বাসনা-কামনা একমাত্র ঐ, তুমি বাঁচ ও বাড়। আর, তাইই তো ঈশ্বরভজনা।

প্রশ্ন—এর জন্য কি কোন গুরু দরকার, না নিজেই করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা বড় জিনিস আছে যেটা নিজে পারি না। সেটা হ'ল সবটাকে meaningful ( সার্থক ) ক'রে adjusted ( বিনায়িত ) ক'রে তোলা। সেইজন্য দরকার আচার্য্য, যিনি হাতেকলমে ক'রে জেনেছেন। নয়তো আমি একজন আচার্য্য হলাম, উনি একজন আচার্য্য হ'লেন তা'তে হয় না। আচার্য্য মানে কী পণ্ডিতমশাই ?

কপিলদেও—( হেসে ) ঐ তো, আপনি যা' বলছেন তা'ই ; আ-চর্-ধাতু দিয়ে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্য ছাড়া কা'রোই জানা আসে না, একটা কুকুরেরও না, একটা বিড়ালেরও না, মাটিও বাড়ে না, পাহাড়ও ম'রে যায়।

প্রশ্ন—ঠাকুর কি এখানেই থাকেন, না বাইরেও যান ?

কেষ্টদা—ঠাকুর এখন অসুস্থ।

এরপর ডাক্তারগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য-সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজখবর নেওয়ার পর বিদায় প্রার্থনা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিতহাস্যে ঘাড় কাত ক'রে বললেন—আবার যখন সুবিধা হয় তখনই চ'লে আসবেন।

কপিলদেও শাস্ত্রীও বিদায় গ্রহণ করলেন। রাত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

## ৩১শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ১৬।৮।১৯৫৭)

সকাল আটটা বাজে। একটু আগে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণ থেকে এসে বসেছেন দালানের বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন।

আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর পূজা, অর্চ্চনা, যজ্ঞ, আহুতি, হুতাশন এই শব্দগুলির অর্থ বার-বার জিজ্ঞাসা করছেন। বার-বার ক'রে শুনছেন প্রতিটি শব্দের ধাতুগত অর্থ। কেষ্টদার সাথেও এই কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করছেন।

কথা বলতে-বলতে বেলা নয়টা বেজে যায়। বলদেব সহায় ও তাঁর এক আত্মীয় শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। সামনে দু'খানা চেয়ার দেওয়া হ'ল। বলদেববাবু একখানা চেয়ারে বসলেন। কিন্তু তাঁর ঐ আত্মীয় মেঝেতে পাতা সতরঞ্চির উপরেই বসলেন। এঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উঠে বসেন।

ভদ্রলোকটি সলজ্জভাবে চেয়ারের উপর উঠে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গতকাল বলদেব-বাবুকে বলেছিলেন রোজ সকালে খালিপেটে থানকুনি পাতা খাওয়ার জন্য, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—থানকুনি পাতা দেছে আপনাকে ?

বলদেববাবু—না, সকালে দেয়নি।

উপস্থিত একজন বললেন—এখনই এনে দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর। সকালে খাওয়া লাগে। তা' তো আর হবি নানে। (বলদেববাবুর দিকে তাকিয়ে) ওরা একেবারে regularly irregular (নিয়মিত-ভাবে অনিয়মিত)।

এর পর বলদেববাবুর সাথে হত্যা, হত্যাকারী, ইত্যাদি নিয়ে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করি, একজন মানুষ বহু লোককে মারছে, তাকে যদি আমি মারি, তাতে আবার পাপ হবে না। কারণ, ঐ মারার ব্যাপারে আমার কোন passion (প্রবৃত্তি) নেই ; ego (অহং) নেই। আর, kill (হত্যা) করা মানে তার attribute-কে kill (মনোবৃত্তিকে হত্যা) করা।

কেষ্টদা—বুদ্ধদেবেরও কথা আছে, মানুষকে জয় করা মানে তার heart win

( হৃদয় জয় ) করা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার propensity-ই ( ঝোঁকই ) হওয়া উচিত মানুষের killing attribute-কে kill ( হত্যার মনোবৃত্তিকে হত্যা ) করা। এটাও এক রকমের fight ( যুদ্ধ )। কিন্তু তা' অনেক সময় না হ'তেও পারে। এই যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব চেষ্টা করলেন যা'তে war ( যুদ্ধ ) না হয়। শেষ পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের কাছেও গেলেন। কিন্তু ওরা তা' শুনল না। যুদ্ধ করল ওরাই। ওদের সেই propensity-কে ( প্রবণতাকে ) শ্রীকৃষ্ণ manipulate ( পরিবর্ত্তিত ) করতে পারলেন না, kill ( হত্যা ) করতেও পারলেন না। তখন কী হ'ল? যুদ্ধ কে করল? কেষ্টঠাকুর যুদ্ধ করেননি। তিনি ওদের বাঁচানোর জন্য কত চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওরা কোন কথাই কানে তুলল না। দুর্য্যোধনরাই পাণ্ডবদের attack ( আক্রমণ ) করল। পাণ্ডবরা প্রথমে কিছুই বলেনি। কিন্তু যুদ্ধ বাধতে-বাধতেই অনেকগুলি হত হ'য়ে গেল। এমন জায়গায় দোষ কার? বলদেববাবু কী বলেন!

বলদেববাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন। ………এর পর peaceful co-existence ( শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ) নিয়ে কথা উঠল। কেষ্টদা ও বলদেববাবুই আলোচনা করছিলেন। আলোচনার শেষ দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—peaceful co-existence ( শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান )-এর কথা তো মুখে বললে হয় না। এর জন্য মানুষের সাথে মেশা চাই, তাদের interest ( স্বার্থ ) জানা চাই, আদর্শপ্রাণ ক'রে তাদের মধ্যে পারস্পরিকতা-বোধ জাগিয়ে তোলা চাই, শুভ কোন্‌টা তা' নিজেদের বোঝা চাই এবং সবাইকে সেই পথে চালিত করা চাই। তবে তো?

ইতিমধ্যে বারান্দায় অমৃতরসপিপাসু ভক্তবৃন্দের ভিড় জমে গেছে। বেলা দশটা বাজতে বলদেববাবু তাঁর আত্মীয়সহ বিদায় গ্রহণ করলেন।

কলকাতা থেকে এসেছেন হর্ষোৎফুল্ল বসু। তাঁর চাকরীতে একটু গণ্ডগোল হ'য়ে ছেদ পড়েছে। সেই সব সমস্যার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করেছেন। সুশীলদা ( বসু ) এখন জিজ্ঞাসা করলেন—হর্ষোৎফুল্লদা এখন তাহ'লে কী করবেন? চাকরীও নেই, পেনসনও পাবেন না।

হর্ষদা—চেষ্টা করতে হ'লে দিল্লী যেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেতে হয় যাবি। আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে? চেষ্টা কর্। হয় হ'ল, না হয় না হ'ল। ( একটু থেমে ) চাকরীর value ( মূল্য ) এমনতরই। কিন্তু এর সাথে তোমরা যে value ( আবশ্যক কর্ম্ম ) কর তা'তে যদি জোর দেও, তবে ঠেলে উঠতে পার। এই কাজে মানুষের প্রত্যেকটি চুলের কণা পর্য্যন্ত তোমাতে interested ( অন্তরাসী ) হ'য়ে উঠবে। এই ঘোল আনার জিনিসে

যদি আট আনার উপরেই দাঁড়াও তার ঠেলাও কম না। আর, চাকরী করতে যেয়ে চাকরী যদি কখনও চ'লে যায় তখন ঐ যে মজুত ফাণ্ড থাকে তা'তে হাত দেওয়া লাগে। কিন্তু তা'তে ক'দিন আর চলে? টাকা আসে কি ক'রে জান? এই যেমন ক্ষেত আছে। ক্ষেতে তুলো হয়, ধান হয়। আবার, নানারকম শিল্প যেমন তামা, রুপো, সোনা, লোহা তাও হয় ক্ষেত থেকেই। প্রত্যেক মানুষের environment (পরিবেশ) হ'ল তার ক্ষেত। এই ক্ষেত যদি ঠিক রাখ তাহ'লে টাকা আসার পথও ঠিক থাকে। তোমার বাঁচা যদি আর একজনকে বাঁচায় তখন সেও তোমার বাঁচার জন্য চেষ্টা করবে। নিজের confidence (বিশ্বাস) বাড়ানো লাগে। কারো শত্রু হ'য়ে উঠতে নেই।

হর্ষদা—কিন্তু আমরা তো ততটা জোর দিয়ে কাজ করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করলেই হয়। ঐ যে গান আছে—

(সুর করে গাইলেন) "ছাড়িস যদি দাগাবাজী
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারিস।"

চেষ্টা কর্। হয় না, পারি না, ওসব কথা ক'স্ না। হয় হ'ল, না হয় না হ'ল। চ্যাংড়া মানুষ তোরা। ও-রকম কথা ক'বি কেন? চালদুরস্ত না হ'লে বেঘোরে প'ড়ে যেতে হয়। মিতিচলন না থাকলেও বেঘোরে প'ড়ে যেতে হয়। যা' আমার কৃতী চলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় তার বেশী যখন করতে যাই তখনই অমনটা হয়। যেমন আমার চার চামচ দৈ হজম হয়। সেখানে দশ চামচ খেলে সহ্য হবে কেন? চার চামচ খেলে মুখেও ভাল লাগে, হজমও ভাল হয়।

ভাটপাড়া (নৈহাটি) থেকে এসেছেন ননী ঘোষদা। নানারকম সাংসারিক ভুলে তাঁর প্রায় এগার হাজার টাকা দেনা হয়ে গেছে। ননীদার সঙ্গে এসেছেন দুলাল নাথদা। এই ব্যাপারটা কিভাবে সমাধান করা যায় সে-সম্বন্ধে ওঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে কথাবার্ত্তাও বলেছেন।

এখন শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে দেখিয়ে বললেন—ঐ যে ননীর বেচাল হ'য়ে যায়, এখন যদি সবাই ওকে না দেখে তাহ'লে মুশকিল। ঐ যে দেনা করেছে, চাকরীর ভরসায় করেছে। কিন্তু চাকরী যে চাকরাগিরি তা' ভুলে গেলে চলবে না।

দুলালদা—ননীদার বাড়ীর মা-টি ভাল হ'লে হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো হ'লে হ'ত। হয়নি তো! সে-কথা ক'য়ে আর কী হবে?

দুলালদা—হালিসহরের ননীদা (মুখার্জী) যে টাকাটা ধার নিয়েছিলেন, তা' ফেরত পাচ্ছেন না ব'লে এখন ননীদার সাধনভজন, জপতপ সব গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবেই বুঝে দেখ। টাকার জন্যে যদি সাধনভজন সব যায় তাহ'লে interest ( স্বার্থ ) তো ঐ টাকা। আর, ঐরকমভাবে টাকা দেয়ই বা কেন? বরং পাই ভাল, না পাই না পাব, এই ভাব নিয়ে দিলে ভাল হয়। ঐ যে কথা আছে—business is business ( ব্যবসা তো ব্যবসাই )। Business ( ব্যবসা ) যখন করবে, তার নীতি ঠিক রেখেই করবে।......আমার অসুখ হ'য়ে প'ড়েই যত মুশকিল হয়েছে। নড়তে পারি নে। একা-একা হাঁটতে গেলেই মনে হয় বুঝি প'ড়ে যাব। সাথে একজন থাকা লাগে। সব সময় একটা অস্বস্তি লেগেই আছে। এ-রকমটা না থাকলে, এই দুলালকে নিয়ে আমি চ'লে যেতাম এদিক-ওদিক কোন মাঠে কি কোন্ পাহাড়ের কোলে। যেয়ে ব'সে যুক্তি-টুক্তি করতাম।

এর পর আলোচনার মোড় পরিবর্ত্তিত হয়। উপস্থিতদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোন্ সালে নৈহাটী স্কুলে পড়েছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' মনে নেই।

প্রশ্ন—তখন স্কুলটা কোথায় ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে বড় রাস্তার পাশে একটা আমবাগান ছিল।

প্রশ্ন—সেটা তো স্টেশনের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, বড় রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে যেতে বামদিকে স্কুলটা পড়ত। ওখানে কাছেই ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীমশাই ছিলেন। তিনি আমাকে মেডিক্যালে ভর্ত্তি ক'রে দেবার ব্যবস্থা করেন।

প্রশ্ন—সেটা কোন্ সালে?

সুশীলদা—বোধহয় ১৯১০ সালে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ চক্রবর্ত্তী-মশায়ের বাড়ীর পশ্চিমের দিকে একজনের বাড়ী ছিল। তিনি ছিলেন কেবিন স্টেশনমাস্টার। তখন ওখানে স্টেশনমাস্টার ছিলেন বোধহয় ললিত চক্রবর্ত্তী। তাঁর সাথে আমার খুব ভাল ছিল। ভাল লোক ছিলেন।

প্রশ্ন—তাঁর একটা দোকান ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তখন দোকান ছিল না। তখন রেলেই চাকরী করতেন।

বেলা এগারোটা বেজে গেছে। সরোজিনীমা এসে স্নানের তাড়া দিলেন। সবাই এবার প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

## ১লা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৭। ৮। ১৯৫৭ )

শরতের প্রথম ছোঁয়ায় প্রকৃতি বেশ পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে খুশির আমেজ। শিশিরভেজা পাতাগুলি সূর্য্যকিরণে ঝকমক করছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের

বারান্দায় ব'সে প্রফুল্লচিত্তে কথাবার্ত্তা বলছেন। এই সময় পণ্ডিত কপিলদেও শর্ম্মা এলেন। কেষ্টদাও (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে-সঙ্গে এলেন। পণ্ডিতজীকে চেয়ার দেওয়া হ'ল। কিন্তু আজ আর তিনি কিছুতেই চেয়ারে বসলেন না। সবার সাথে নীচে সতরঞ্চিতেই বসলেন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিতজীর সাথে কেষ্টদার অনেক আলোচনা হয়েছে। সেই সূত্র ধ'রে কেষ্টদা এখন বললেন—সংস্কৃত ভাষা কখনও মরতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কৃতের progeny (সন্তান-সন্ততি) হ'ল বাংলা, হিন্দী, গুজরাটি, এই সব। এই ভাষাগুলির উন্নতি করতে হ'লে সংস্কৃত জানতেই হবে। সংস্কৃত ভাষা এদের পূর্ব্বপুরুষ। সুশীলদা আমাকে বলেছিলেন, যুদ্ধের আগে জার্ম্মাণরা কিভাবে সংস্কৃতের চর্চ্চা করত।

সুশীলদা (বোস) শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথা সমর্থন ক'রে ঐ বিষয়ে পণ্ডিতজীর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

### ৪ঠা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ২০।৮।১৯৫৭)

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ম্মীয়মাণ ফিলানথ্রপী অফিস বাড়ীটি দেখতে গিয়েছিলেন। পূজ্যপাদ বড়দাই গাড়ী ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ ঘুরে-ঘুরে দেখার পর ঠাকুরবাংলায় ফিরে এসে প্রাঙ্গণের তাম্বুর নীচে বসলেন। ওখানে বসে একবার তামাক খেলেন। তারপর আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মীবৃন্দ একে একে প্রণাম করতে এলেন। তাঁদের কিছু-কিছু প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিলেন। বেলা বাড়তেই প্রাঙ্গণ থেকে উঠে চ'লে এলেন দালানের ঘরের মধ্যে। বিছানা আগে থেকেই পাতা ছিল। সেখানে বসলেন।

একজন দাদা তাঁর ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেবার সুযোগ ক'রে উঠতে পারছেন না। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলে বড় হোক, ভাল হোক, এই আমাদের কামনা। আর, এর জন্য কখনও একে ধরি, কখনও ওকে ধরি। এইভাবে আকাশ-পাতাল ভাবতে হয়। ভাবতে-ভাবতে পথ পাওয়া যায়। অবশ্য, যে করে তার হয়। না করলে আর হবে কী?

আজ সকালে একজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কিছু টাকা চায়। শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা ক'রে টাকা সংগ্রহ ক'রে তার সে দাবী মিটিয়ে দিলেন। তারপর সে চ'লে যাওয়ার পর বলছেন—যারা ভোগ করে তারা টের পায় না। কিন্তু যারা জোগান দেয় তারা বোঝে, কিভাবে কী করা লাগে।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

কা'রো কাছে
এমনতর অনুগ্রহ চেও না,
যা'তে তোমাকে যে অনুগ্রহ করছে—
তা'র নিগ্রহ সৃষ্টি হয়
বা অসহনীয় ক্ষতির সৃষ্টি হয়
বা ক্ষতি বা নিগ্রহের উপকরণের আমদানী হয়
এবং তুমিও ক্ষতিগ্রস্ত হও।

বাণীটি লেখা হ'য়ে গেলে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই অনুগ্রহের ভিতর দিয়ে নিগ্রহ, এ আমার জীবনে বহু আছে। Character (চরিত্র) যার নেই, তাকে তুমি যতই অনুগ্রহ কর না কেন, সে আজ এক কথা, কাল আর এক কথা ক'বে। এই যেমন অনুরাধা এখানে খায়-টায়। শেষকালে একদিন ক'ল—'আমি কত টাকা দিছি ঠাকুরকে'। তাই শুনে আমি আবার একশ' চল্লিশ টাকা ওকে দিলাম।

প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের tenden-cy-র (ঝোঁকের) মধ্যে কিছু good (সৎ) আছে, কিছু evil-ও (অসৎও) আছে। অনেক ভদ্রলোক আছে, তাদের evil (অসৎ) মনে আসে, কিন্তু করতে ইচ্ছা করে না। আবার কা'রো কা'রো আছে, evil (অসৎ) ছাড়া করতেই ইচ্ছা করে না। সেইজন্য প্রত্যেকেরই উপযুক্ত training (শিক্ষা) দরকার। কুকুরকে যেমন ক'রে trained (শিক্ষিত) করতে হয়, মানুষকেও ঐভাবে trained (শিক্ষিত) করা লাগে।

সন্ধ্যার পর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর মধ্যেই আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), প্রফুল্লদা (দাস), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন। সন্ধ্যার থেকেই পর-পর অনেকগুলি বাণী দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রতিটি বাণী নিয়েই আলোচনা হয়েছে। বার-বার ক'রে পড়া হয়েছে বাণীগুলি।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার সত্তার ঈশ্বর যিনি, তিনি আমার স্বামী। আবার, আমার স্ব যাঁ'তে যুক্ত, তিনিই আমার স্বামী। তাহ'লে ভর্ত্তা যিনি, তিনি আমার স্বামী না-ও হ'তে পারেন। কিন্তু স্বামী যিনি, তিনি ভর্ত্তাও বটেন, পতিও বটেন। আবার, বধূর sense (সংজ্ঞা) হ'ল, স্বকে অর্থাৎ স্বামীকে যে বহন করে। স্বামীকে যে নিজ সত্তায় বহন করে, সে-ই বধূ।

### ১৩ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৯। ৮। ১৯৫৭ )

আজকাল রোজ সকালেই পূজ্যপাদ বড়দা এসে মোটরে ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে যান ফিলানথ্রপী অফিসের নির্ম্মাণকার্য্য দেখাতে। সঙ্গে শ্রীশ্রীবড়মাও থাকেন। ঐ চত্বরে কিছুক্ষণ ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের সাথে কথাবার্ত্তা বলেন, দরকারমত স্কেচ এঁকে দেখিয়ে দেন ঘরগুলির নির্ম্মাণকৌশল। রাধারমণদা ( দত্ত জোয়ারদার ), খগেনদা ( তপাদার ) প্রমুখ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণ দায়িত্ব বুঝে নিয়ে শ্রমিকদের নিয়ে জোরকদমে কাজে লেগে যান। রোদ্রে ঘোরাঘুরি করতে হয় ব'লে রাধারমণদা একটি 'হ্যাট্' মাথায় দিয়ে চলাফেরা করেন।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলানথ্রপী প্রাঙ্গণে একটি চেয়ারে ব'সে আছেন। চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে। শ্রমিকদের বাঁশ-কাঠ টানা, মাটি কাটা, কর্ণিক চালানো, ইঁট উপরে তোলা, প্রভৃতি শব্দে সমস্ত প্রাঙ্গণটি মুখরিত। রাধারমণদা 'হেই হৈ' শব্দে শ্রমিকদের কাজে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। কখনও এদিকে আসছেন, আবার ছুটে ওদিকে যাচ্ছেন। কখনও বা মই বেয়ে উঠে উপরের গাঁথনিটার তদারক ক'রে আবার নেমে আসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ ধ'রে নীরবে এই কর্ম্মব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন। তারপর একটু মধুর হেসে বললেন—দেখতে ঠিক যেন সিনেমার মত, না ?

আমরাও হেসে ফেলে সে-কথা সমর্থন করলাম। পূজ্যপাদ বড়দা সর্ব্বক্ষণই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই উপস্থিত থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেন কিভাবে কী করতে হবে, প্রাঙ্গণের কোথায় কী গাছ লাগাতে হবে, ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো বহু প্রয়োজনীয় কথা হয়।

আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনার্থে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন, প্রত্যেকেরই থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা পূজ্যপাদ বড়দার বাড়ীতেই। কিন্তু ওখানে স্থানাভাব-বশতঃ বেশ অসুবিধা হয়। সেজন্য, শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলানথ্রপী অফিসের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের পশ্চিম-দিকে আধুনিক রুচিপূর্ণ সুব্যবস্থাযুক্ত দুইটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করার কথা বলেছেন। তাঁর স্বরচিত প্ল্যান ও নির্দ্দেশ-অনুযায়ী ভবনের নক্সা ও জায়গা জরিপ করা হয়ে গেছে। আজ প্রাতে শুভক্ষণ দেখে ঐ ভবনের ভিত্তিস্থাপন হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে শ্রীশ্রীবড়মা দূর্ব্বা-পুষ্প সহ একখানি ইঁট স্পর্শ ক'রে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করে ঐ ইঁটখানা নিয়ে যেয়ে পণ্ডিতমশাই ( গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ) যথাবিহিত ইষ্টপূজা সমাপন ক'রে ভিত্তিস্থাপন করলেন। মায়েরা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি ক'রে এই মাঙ্গল্য-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে নিয়ে পূজ্যপাদ বড়দা ঠাকুর-বাংলায় ফিরে এলেন।

ফিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারান্দায় বসেছেন। কথাবার্ত্তা চলছে। নষ্টা নারী সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন আমাকে বিয়ে করল। তারপর আমাকে ছেড়ে যেয়ে আর একজন পুরুষকে বিয়ে ক'রল। ঐসব জায়গায় আমি সেই মেয়েলোকের ভর্ত্তা হ'তে পারি, কিন্তু স্বামী হব না?

প্রশ্ন করা হ'ল—দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ব্যাপারটা কিভাবে সমর্থন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রৌপদীর বিবাহটা কথিত আছে কুন্তীর আদেশে হয়েছিল। কুন্তী ওদের পাঁচজনকে ভাগ ক'রে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, যুধিষ্ঠিরেরই বৌ ছিল দ্রৌপদী। ওরা সব দেবর, মানে দ্বি-বর। আবার দেখ, প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা বৌ ছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আর বৌ ছিল না। সে আর বিয়ে করেনি।

প্রশ্ন—কিন্তু কুন্তী তো পাণ্ডুর স্ত্রী হয়েও সূর্য্য, ইন্দ্র, পবন প্রভৃতির কাছ থেকে সন্তান লাভ করেছিলেন। কুন্তী তো সতী নারী নয়। অথচ তার পেটে অত ভাল ভাল ছেলে হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুন্তীর সম্বন্ধে বলা আছে যে সূর্য্যের কাছ থেকে, ইন্দ্র, পবন এদের কাছ থেকেও সন্তান নিল। তার মানে কি এরা প্রত্যেকেই এসে কুন্তীর সাথে সহবাস করেছিল? সবাই কি তখন ছিল? তা' নয়। কুন্তী ঐসব দেবতার আরাধনা করত এবং স্বামীর উপর এক-এক দেবতার ভাব আরোপ ক'রে সেই-সেই গুণবিশিষ্ট সন্তান লাভ করে। সব সন্তান পাণ্ডুর ঔরসেই হয়। আবার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্মরণ ক'রে মাদ্রীর যে সন্তান হয়, তার মানে ঐরকম প্রকৃতির সন্তান হয়েছিল। সে-সন্তানও পাণ্ডুরই সন্তান। এই আমার মনে হয়। এখনও মেয়েদের প্রথা আছে, ঋতুস্নানের পর স্বামীর মুখদর্শন করবে। আর যাদের স্বামী না থাকে, তারা সূর্য্যকে দর্শন করবে। কারণ, সূর্য্যকে বলা হয় জগতের আত্মা। তাহ'লে স্বামীর আত্মাও ওখানে নিহিত। অবশ্য এইক্ষণে কী আছে তা' বলা মুশকিল। কিন্তু বড়-বৌদের আমলেও ঐ ব্যাপার ছিল। কুন্তীর ব্যাপারটাও অমনতরই। নতুবা সূর্য্য এসে intercourse (সহবাস) করেছিল?—Meaningless (অর্থহীন)। আমার এইরকমটা মনে হয়।

প্রশ্ন—কিন্তু পরপুরুষের সাথে উপগত হওয়ার দৃষ্টান্ত পুরাণে ঢের আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনও আছে। কিন্তু ওটা ভাল না।

প্রশ্ন—কয়েকটি মেয়েলোক মিলে যদি একটি পুরুষকে বিয়ে করে তাহ'লে সেটা কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁচজন মেয়েলোক মিলে যদি একটা পুরুষকে বিয়ে করে তবে সে

ঐ পাঁচজনেরই স্বামী হয়। যেমন এ্যাটমের মধ্যে একটা প্রোটন এবং অনেকগুলি ইলেকট্রন থাকে—কোথাও সাতটা, কোথাও পাঁচটা, কোথাও বা তিনটা। ঐ ইলেকট্রন এবং প্রোটন নিয়েই সম্পূর্ণ একটা এ্যাটম। মেয়েদের মধ্যেও ঐ ইলেকট্রনের মত negative (চরিষ্ণু) রকম আছে। তাই মেয়ে আর পুরুষ নিয়েই একটা সম্পূর্ণ জীবন হয়। সেইজন্য স্ত্রীকে বলা হয় অর্দ্ধাঙ্গিনী।

কথা চলছিল। এই সময় অমূল্য ঘোষদা বারখানা একটু বড় আকারের নোট-বুক বাঁধিয়ে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই এগুলি ঐরকম সাইজের করতে আদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাত দিয়ে নোট-বুকগুলি নেড়েচেড়ে দেখে বললেন—বাঃ, বেশ হয়েছে।

তারপর বৈকুণ্ঠদা (সিং) ও আর একজনকে দু'খানা দিলেন। বাকীগুলি সেবাদিকে তুলে রাখতে বললেন। সেবাদি ওগুলি নিয়ে যাওয়ার পর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে উঠলেন।

**১৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ১।৯।১৯৫৭)**

গত রাতে বার কয়েক কাশি হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর একটু কাতর হ'য়ে পড়ে। আজ সকালেও কাশির দমক ছিল। সকালে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন খড়ের ঘরে।

দুপুরের পর থেকে শরীর অনেকটা ভাল বোধ করছেন। খড়ের ঘরেই আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আজ ভাদ্রের শুক্লা অষ্টমী। আগামীকাল শুভ তালনবমী তিথি—বিশ্বপিতার বর্ত্তমান ব্যক্ত রূপের ধরণীতে আবির্ভাবের মহিমময় পুণ্য দিবস। এই উপলক্ষে বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকে এসেছেন। ঠাকুর-ঘর, প্রাঙ্গণ, প্রধান তোরণ, প্রভৃতি মনোরম সজ্জায় সেজে উঠেছে। কর্ম্মিবৃন্দ ও আশ্রম বালক-বালিকাগণের আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত। ঠাকুর-ঘরের ভেতরে ও বাইরে বহু ভক্তপ্রাণ দাদা ও মা নীরবে ব'সে একমনে নিরীক্ষণ করছেন ভূতমহেশ্বরের মানুষী তনুখানিকে। দেখে-দেখে আশা আর মেটে না। সে-রূপে শুধু সৌন্দর্য্যই নেই, আছে এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী মাধুর্য্য। যে দর্শন করে, সে-ই প্রলুব্ধ হয়, ব'সে পড়ে তাঁর সন্নিধানে, ধ্যানবিভবের সঞ্চারণায় হৃদয় তা'র হ'য়ে ওঠে অন্তর্ম্মুখী।...

এখন সন্ধ্যা হয়-হয়। চপল কুণ্ডুদা (নৈহাটি) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁর কাছে নৈহাটির কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত খবর নিলেন।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে চপলদা বললেন—আজ বুড়িমার কাছে মহারাজের গল্প শুনছিলাম। আমাদের মধ্যে এখন ঐ রকমের কর্ম্মী হ'লে খুব ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ছিল আমার তাজা রকম। মানুষ কাম করত। আর ছিল

আনন্দবাজারের ভাত আর পদ্মার জল-মেশানো ডাল। সে-সময় কাম হ'ত খুব। তারপর খ্যাপা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা) করল allowance-এর (ভাতার) ব্যবস্থা। ওটা হওয়ার ফলে আমার ও তোমাদের মধ্যে একটা allowance-এর (ভাতার) wall (প্রাচীর) প'ড়ে গেল। আমাকে আর imbibe (অন্তর দিয়ে গ্রহণ) করতে পারলে না। তার ফলে আজকের এই অবস্থা। তোমার ও আমার মধ্যে যদি কোন wall (প্রাচীর) না থাকে তাহ'লে—ঐ যে ঘাসের উপর শিশিরকণা প'ড়ে থাকে, তার মধ্যে অন্ধকারের বুকেও একটা সূর্য্য জ্বলজ্বল করতে থাকে দেখনি ?—ঐ রকম হয়। মহারাজ চ'লে গেল ; কিশোরী ছিল, সে-ও গেল। কিন্তু তা'দের রকমটা আর কেউ imbibe (অন্তর দিয়ে গ্রহণ) করতে পারল না। নৈহাটিতে ছিলেন পঞ্চানন তর্কালঙ্কার, খুব বড় পণ্ডিত। তার কাছে মহারাজ গিছিল। মহারাজের কথাবার্ত্তা শুনে পণ্ডিত এত moved (বিচলিত) হইছিলেন যে অনেকগুলি বই আমার নামে পাঠায়ে দিছিলেন।

চপলদা—আমি ছোটবেলায় রামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়তাম, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতন একজন মানুষ দেখতে খুব ইচ্ছা করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতন মানুষ আর ছিল না।

চপলদা—আজকাল তাঁর নামে কত প্রতিষ্ঠান হ'চ্ছে। তাঁর কথা বললেই লোকে টাকা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের মধ্যেও ঠাকুর আছে। কিন্তু তোমরা তোমাদের ঠাকুরকে ঠিকমত propagate (প্রচার) করতে পার না। তোমাদের self-interest-ই (আত্মস্বার্থই) বড় হ'য়ে দাঁড়ায়। ওদের ওখানে যে সন্ন্যাসীর দল ছিল, তারাই ঠিকমত প্রচার করত। তাতেই যা' হবার তা' হ'য়েছে। তবে এখন ওদের মধ্যে অনেক ত্রুটি এসে গেছে। যেমন, ওরা এখন বেদের কথা কয়, কিন্তু বেদপুরুষের কথা বেশী কয় না। তোরা তা'ই ক'। তাঁ'র যাজন কর। আমি এমনভাবে সব জিনিস বলেছি যা'তে জীবনের কোথাও তোমাদের ঠেকে যেতে না হয়।

চপলদা—আপনি তো বলতে কিছুই বাকী রাখেননি ; তবুও মানুষ গ্রহণ করতে পারছে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেষ্টনী ভাল না থাকলে হয় না। সব চাইতে ভাল বেষ্টনী ছিল হজরত রসুলের। বুদ্ধদেবেরও ভাল বেষ্টনী ছিল। চৈতন্যদেবেরও ভাল বেষ্টনী ছিল। সব চাইতে খারাপ বেষ্টনী ছিল Jesus-এর (যীশুর)। তোমরা সবাই ঠিক হ'য়ে উঠলে হয়—যেমন রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ভক্তরা ছিল। শুধু রামকৃষ্ণ ঠাকুর কেন, জগতের সমস্ত মহাপুরুষ, অবতার-পুরুষেরই এমনটা ছিল। আমাদেরও ও-ভাণ্ডারের

কিছু কমতি নেই। ভাণ্ডার ব্যবহার না করলে, না বুঝলে, ignore ( অবজ্ঞা ) করলে আর ফল পাব কি ক'রে !

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বিশ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সবাই উঠে এসে ঘর ফাঁকা ক'রে দিলেন।

## ১৭ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ২।৯।১৯৫৭ )

আজ সারা বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত সেই পরমমাঙ্গল্য তালনবমী তিথি। রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই আজকের উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। শেষ রাতে বাইরে থেকে বহু সৎসঙ্গী এসে পৌছালেন এই শুভদিনে তাঁদের পরমারাধ্য দেবতার শ্রীচরণে প্রণিপাত জানাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অতি প্রত্যূষে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বসেছেন খড়ের ঘরের ভেতরের চৌকিতে। হাসনাহানা ও কামিনী ফুলের ডালের মধ্যে পদ্ম ও রজনীগন্ধা দিয়ে স্তবক তৈরী করে এই ঘরের প্রতিটি খুঁটিকেই সাজানো হয়েছে। মধুর সুবাস আসছে ঐগুলি থেকে। ঘরের মধ্যে পূর্বদিকে স্থাপিত একটি বড় কাষ্ঠাসনের উপরে শ্রীশ্রীহুজুর মহারাজ, পরমপূজনীয় পিতৃদেব ও পরমপূজনীয়া মাতৃদেবীর প্রতিকৃতি কাঠটগরের মালা ও পদ্মের স্তবক দিয়ে সুসজ্জিত।

বাইরে শ্রীশ্রীঠাকুর যেসব জায়গায় বসেন, প্রতিটি জায়গাই ফুল, পাতা, রঙ্গিন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা সাজানো হয়েছে। কাঠের কারখানার পাশে অশথতলায় একটি ছাউনির নীচে বসেছে নহবৎ। ভোর থেকেই সেখানে বিভিন্ন রাগে নহবৎ বেজে চলেছে।

কিন্তু এত আয়োজন, কিছুই ভালভাবে জমছে না। কারণ, রাত শেষ হবার আগে থেকেই সুরু হয়েছে আকাশভাঙ্গা বর্ষা। সকাল থেকে বৃষ্টির বেগ মাঝে-মাঝে সামান্য কম হ'লেও একটানা ঝরার বিরাম নেই। বৃষ্টির শব্দে কাছের লোকের কথাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। সাথে আছে প্রচণ্ড হাওয়া। হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট আসতে পারে ব'লে খড়ের ঘরের তিনদিকের পর্দ্দাই এঁটে দেওয়া আছে। কেবল সামনের দিকটাই সামান্য খোলা। সেখানে এসে সবাই দর্শন ও প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন।

পূজ্যপাদ বড়দা ভোরেই এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। সকালে ৬টার পর তিনি উপস্থিত সকলকে নিয়ে একসাথে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলেন।......সকাল ৭-৫ মিনিটে তোপধ্বনি, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জন্মলগ্ন ঘোষিত হ'ল। তারপর সবাই প্রণাম করল তাদের ইষ্টদেবকে। ওদিকে যতি আশ্রম-প্রাঙ্গণে গোঁসাইদা ( সতীশচন্দ্র গোস্বামী ) ও পণ্ডিত মশায়ের ( গিরীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ ) তত্ত্বাবধানে

স্বস্ত্যয়ন-মহাযজ্ঞ ও পিতৃপুরুষের পূজাদির কাজ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে হাওয়ায় সব একেবারে লট্‌পটে। মন্দিরে তুমুল কীর্ত্তন সুরু হয়েছে। হাওয়ার দাপট সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে কীর্ত্তনের সুর ভেসে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে বেশ ভীড়। একটু পরে বলদেব মিশ্রদা এসে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেড় টন ওজনের মাল বইতে পারে এমন একটি ট্রাক কিনে দেবার কথা বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মণি সেনদা সামনে ছিলেন। তাঁকে ডেকে বললেন—

—এই মণি! আমি বলদেবকে ক'লেম, আমাকে একটা দেড় টনের ট্রাক কিনে দিবি খুব শক্ত দেখে? আমি একজনকে দেব। আরো ক'লেম, টাকা আমি জোগাড় ক'রে দেব। যদি না পারি তাহ'লে তুই দিবি।

এই জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে, পাটনার বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীমুরলীমনোহর প্রসাদ ( সৎসঙ্গী ) এসেছেন। সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে ছিলেন। বেলা দশটা বাজতেই উঠলেন, উঠে মন্দিরের দিকে গেলেন।

সারাদিনই চ'লল নানারকমের আনন্দ-অনুষ্ঠান। বিকালের দিকে বৃষ্টি ধ'রে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লচিত্তে সমাগত দাদা ও মায়েদের সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন।

**১৯শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ৪।৯।১৯৫৭ )**

আজ সকালে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে তাম্বুর নীচে এসে বসেছেন। পূজ্যপাদ বড়দা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। একটু পরে প্রণাম করতে এলেন শ্রীশদা ( রায়চৌধুরী ), খগেনদা ( তপাদার ), রাধারমণদা ( দত্ত জোয়ারদার ) প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর ও'দের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—ফিলান্‌থ্রপী-বাড়ীর কাজ শেষ হ'তে আর কত দেরী?

ও'রা সকলেই কাজ যতখানি এগিয়েছে এবং আর কোন্‌-কোন্‌ কাজ বাকী তা'র বিবরণ দিলেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাড়াতাড়ি ক'রে সেরে ফেলাও লক্ষ্মী!

গৌরদা ( মণ্ডল ) এসে দাঁড়ালেন। ফিলান্‌থ্রপী বাড়ীতে কাঠের কাজের ব্যাপারে কাঠ কম প'ড়ে গেলে কোথা থেকে আনা যাবে সেই প্রসঙ্গে কথা তুললেন। পরে বললেন—আর একবার দুমকায় যেতে পারলে ভাল হ'ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাওয়া লাগলে যাবি।

চাকদার শৈলেন দে-কে শ্রীশ্রীঠাকুর কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছু অর্থ সংগ্রহ করার কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে এখন আবার শৈলেনদাকে বললেন—যা' বললাম মনে রেখো। যত কম লোকের মধ্য-দিয়ে পার, সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে।

শৈলেনদা—চাকদা'য় একটা কলেজ করার জন্য আমাদের ঐ এলাকা থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের (পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী) হাতে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা দিয়ে দিতে পারলে খুব ভাল হয়।

গাছের মাথায়, দালানের গায়, সামনের মাঠে, সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে শরতের সোনাঝরা মিষ্টি রোদ। চারিদিকে একটা খুশির আমেজ। সকাল আটটা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরের চারিপাশে ভক্তবৃন্দের ভীড়।

নৈহাটির চপল কুণ্ডুদা কাছে উপবিষ্ট তাঁর মেয়েকে দেখিয়ে বললেন—আমার এই মেয়েটি এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কলেজে ভর্ত্তিও হয়েছে। কিন্তু ওর health (স্বাস্থ্য) খুব ভাল না। তা' পড়া কি চালিয়ে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পড়া ভাল। তবে কথা হ'চ্ছে কি সাথে-সাথে বিয়ের চেষ্টাও করা লাগে। বিয়ে না হলে স্বাস্থ্যও ভাল হয় না। ভাল বরের চেষ্টা কর—ভাল ঘর দেখে, আমাদের যেসব নিয়ম আছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের দেশে যে গৌরীদান-প্রথা ছিল, সেটা এত sane (সুস্থ) ছিল যে তা' আর কওয়ার না। Health-এর (স্বাস্থ্যের) দিক দিয়েও ওটা ভাল। আর মনে রাখতে হয়, শ্বশুর-বাড়ীর দিক দিয়ে মেয়েরা যত successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারবে ততই তাদের গৌরব।

এর পর শিখাসূত্র নিয়ে কথা উঠল।—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই দেশে সবারই টিকি আছে। বাংলাদেশ বেশী কুলীন কিনা! তাই টিকি রাখে না। আমি রাখতে পারিনি, কিন্তু রাখাটা আমার ভাল লাগে। আমার কাজল, সোনা (পূজ্যপাদ বড়দার দ্বিতীয় পুত্র) ওরা রাখে। সোনার খুব বড় টিকি, কাজলেরও আছে।

আমি—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এদেরও কি টিকি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, দ্বিজাতি হ'লেই তো তা'র টিকি আছে।

আমি—এর প্রয়োজনীয়তা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিখা বোধ হয় আচার্য্যের প্রতীক। আর সূত্র হ'ল এই (নিজের পৈতা দেখালেন)। শিখার ধাতুগত অর্থ কী দেখ তো!

অভিধান দেখে এসে বললাম—শি-ধাতু মানে তীক্ষ্ণীকরণ; শিখা তাই যা' মানুষকে তীক্ষ্ণ ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোলে।

আমেরিকা থেকে, ব্যক্তিগত নানারকম সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন গুরুভাই ডন লুটম্যান। সমস্যাগুলির কথা নিবেদন করে হাউজারম্যানদা জানতে

চাইলেন কী উত্তর লিখবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটার সাথে সব harmonize ( সামঞ্জস্য ) ক'রে নেওয়া লাগে। Harmony ( সামঞ্জস্য ) চাই। ঐ যে সানাইতে পোঁ ধরে ( ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ মুখে পোঁ ধ'রে রইলেন )—আর তার সাথে অন্য বাজনাগুলি সুরসঙ্গত করে। এইরকম পোঁ হ'লেন Christ ( খ্রীষ্ট )। তাঁর সাথে আর যা'-কিছুকে harmonize ( সামঞ্জস্য ) করা লাগবে। Harmony-এর root ( ধাতু ) কী ?

হাউজারম্যানদা—Concord ( একতান )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চুরি করি, debauchery ( লাম্পট্য ) করি, সবই করব তাঁর নামে। তখন আর সেগুলি চুরি, debauchery ( লাম্পট্য ) থাকে না। তখন সে মানুষ সেন্ট অগাস্টিনের মত হ'য়ে পড়ে। এইরকম হওয়া লাগে—I love you in the name of Christ. I love you because I love Christ ( আমি তোমাকে খ্রীষ্টের নামে ভালবাসি। আমি খ্রীষ্টকে ভালবাসি ব'লেই তোমাকে ভালবাসি )।

কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা, গীতায় এরকম কথা কোথায় আছে যে সব-কিছুকে transcend ( অতিক্রম ) ক'রে তিনি আছেন।

কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘর থেকে গীতা এনে খুঁজতে লাগলেন কথাটা। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—কথাটা এইরকম। আমি অব্যক্ত ছিলাম, অব্যক্ত হ'য়ে আছি, অব্যক্তই থাকব।

অনেকক্ষণ খুঁজেও কেষ্টদা ঠিক ঐ কথা গীতার মধ্যে পেলেন না। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে বললেন—একটু-একটু ক'রে ধ'রে সমস্ত গীতাখানি ক'রে ফেলালে হয়। এক একটা dictation-এর ( বাণীর ) মত হ'তে পারে। কত যে ক'লাম। আমার মনে হয়, আমি যে কী তা' আমিই জানি নে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। রোদের তেজ একটু চড়েছে। কথায়-কথায় অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী এই পঞ্চকন্যা সম্বন্ধে আলোচনা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে এত বড় হ'য়ে উঠল যে আগেকার সেই ব্যভিচার-টার কোথায় ভেসে গেল। দ্রৌপদী হ'য়ে উঠল কৃষ্ণচারিণী, তারা হ'য়ে উঠল রামপরিচর্য্যী।

বঙ্কিমদা ( রায় )— অহল্যা ছিল পাষাণী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাষাণী মানে callous ( জড়বৎ )। কিন্তু রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে

মানে চলন স্পর্শে তার সে ভাব কেটে গেল।

কেষ্টদার হাতে ছিল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত একখানা 'ব্রহ্মসূত্র'। 'ব্রহ্মসূত্রে' একটি সূত্র আছে "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"। এই সূত্রটির অর্থ নিয়ে পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বহু আলোচনা হয়েছে। এখন কেষ্টদা আবার ঐ বিষয়ে কথা তুললেন। বই থেকে সূত্রটির ব্যাখ্যা প'ড়ে শোনালেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। অনেকক্ষণ আলোচনা চলার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার চাইতে আমি যা' বলি তা'ই ভাল। 'অশব্দম্'—শব্দ যাহার নাই, তাহা 'ন ঈক্ষতে'—দেখা যায় না।

স্নানের বেলা হ'য়ে যাওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর এবার স্নানে উঠলেন।

**২১শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ৬।৯।১৯৫৭ )**

কয়েকদিন পর আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলানথ্রপী-বাড়ীর কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরেফিরে দেখার পর পশ্চিমের বারান্দায় পাতা বিছানায় এসে বসলেন। পূজ্যপাদ বড়দার সাথে অন্যান্য জায়গার কাজকর্ম্ম নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। ওয়েষ্ট-এণ্ড-হাউসের পশ্চিমদিকে আতর্থী-হাউসেও construction (নির্ম্মাণ)-কার্য্য চলেছে। ওবাড়ী দোতলা হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার আতর্থী-হাউসটা ঘুরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পূজ্যপাদ বড়দা তাড়াতাড়ি মোটর নিয়ে এলেন বারান্দার কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠলেন গাড়ীর পেছনের সিটে। তাঁর বামভাগে আসন গ্রহণ করলেন শ্রীশ্রীবড়মা।

আতর্থী-হাউসের কাজ পরিদর্শন ক'রে সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাকুর-বাংলায় ঘুরে এলেন। এসে বসলেন বড় দালানের বারান্দায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে বড়দা বাইরের দিকে গেলেন।

এই সময় কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন। তাঁর সাথে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বেশ বড়-বড় দু'টি বাণী দিলেন। লেখা শেষ হ'য়ে গেলেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বললেন—এখনই প্রফুল্লকে ( দাস ) দেখিয়ে ঠিক ক'রে নিয়ে আয়।

আমি ভাবছিলাম, এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটু থাকি, পরে এখান থেকে যেয়ে দেখিয়ে নেব। তাই বললাম, এখনই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, যখনকার যে কাজ, তখন সেটা না করলে হয় ?

আমি খাতা হাতে ক'রে যতি-আশ্রমে যেয়ে প্রফুল্লদাকে দেখিয়ে নিয়ে এলাম। কেষ্টদা আবার বাণী দুটি শুনলেন। তারপর—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখনও ওটা আছে, যেটা মনে হবে সেটা তখনই করা। ঐ

যে লেখাটা হ'য়ে গেলে আমি বললাম—এখনই দেখায়ে নিয়ে আয়। ওর ইচ্ছে যে একটু পরে করলেও হবে নে। কিন্তু আমার তা' হয় না। ভালটা মনে হ'লে সাথে-সাথে করা ভাল।

গৌরদা (মণ্ডল) ও মনোহরদা (মিস্ত্রী) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী খবর?

ওঁরা কাজকর্ম্ম যতটা যা' এগোচ্ছে তা' বললেন।…খগেনদার (তপাদার) ছোট মেয়ে মণি প্রণাম করতে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—খগেন কো'নে?

'দেখি খুঁজে', ব'লে মণি খুঁজতে গেল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—আমার যখন trance (সমাধি) হ'ত তখন bloodpressure (রক্তচাপ) ব'লে কিছু ছিল না। তখন control (সংযম) করারও ক্ষমতা ছিল।

কেষ্টদা—মুখে কোন-কোন সময়ে রক্তের আভা এসে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হ'ত ঐ dictation (বাণী) দেবার সময়। সমাধির বর্ণনা দেবার সময়েও হ'ত। আপনি তা' দেখেননি।

কেষ্টদা—একটুখানি দেখেছিলাম।

এই সময় নিখিলদা (ঘোষ) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, ফোন করবি নে? (কলকাতায় ফোন করার কথা ছিল)।

নিখিলদা—হ্যাঁ, কী বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কথা তুমি বলবা।

নিখিলদা—আমার কথা তো আমি বলবই। আপনার যদি কোন বিশেষ কথা থাকে—।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ব'লে দিলেন। নিখিলদা ফোন করতে চ'লে গেলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু যেন কাতরস্বরে বললেন—এইরকম ক'রে ব'সে থাকতে কষ্ট হয়।

কেষ্টদা—কিরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা suffocation-এর (দমবন্ধের) মতন অবস্থা হয়। কেমন যেন একটু কষ্ট! মনে হয়, খানিকটা উঠে হেঁটে বেড়িয়ে আসি। কিন্তু তা' আবার ভয় করে—প'ড়ে-ট'ড়ে যাই না কি! পা যেন কেমন করে।

কেষ্টদা—ডান হাত আগের থেকে একটু ভাল বোধ হয় না? (শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণ অঙ্গ স্ট্রোকের পর কমজোরী হ'য়ে যায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিচ্ছু না। হাতও না, পা-ও না।

কেষ্টদা—এবার গরমের সময় 'ভাল লাগছে' বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রীষ্মকালে টনটনানিটা একটু কমেছিল।

সন্ধ্যার পরেও শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর মধ্যেই আছেন। বৈদ্যুতিক আলোয় তাম্বুর সম্মুখভাগ এবং গোটা প্রাঙ্গণটাই উদ্ভাসিত। তাম্বুর পাশটা অন্ধকার। রমণদার মা গুটি-গুটি এসে বসলেন সেই অন্ধকারের মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ওখানে বসলে কেন? এইদিকে এসে বস।

রমণদার মা—কোথায় বসব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই, রমণের মা'র সিংহাসনখানা এনে দে। রঙ্গমঞ্চখানা আন্।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মায়ের বসার জন্য ছয়-সাত হাত লম্বা, আধ হাত উঁচু এবং হাত দেড়েক চওড়া একটি চৌকি তৈরী করিয়েছেন। সেটা একটু দূরে সরানো ছিল। গৌরদা ও সতীশদা (দাস) সেটা ধ'রে এনে সামনে বেড়ার কাছে রাখলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝামাঝি দে, মাঝামাঝি দে।

তাম্বুর একটা খুঁটি মাঝামাঝি রেখে ওঁরা চৌকিখানা পেতে দিলেন। রমণদার মা আস্তে আস্তে তার উপর উঠে বেশ আরাম ক'রে ঐ বাঁশে হেলান দিয়ে বসলেন। ব'সে তাঁর আপন মনে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ব'লে যাচ্ছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়, বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা তিনিই ছিলেন! কথা শুনে উপস্থিত সবাই মুখ টিপে হাসছেন।

ইতিমধ্যে পঞ্চানন সরকারদা এসে দাঁড়ালেন একখানা চাদর গায়ে দিয়ে। তাঁর শরীরটা ভাল নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চাননদার শরীরটা একটু ভাল হোক, তারপর পঞ্চাননদার সাথে তত্ত্ব আলোচনা ক'রো।

রমণদার মা—পঞ্চানন বাবা কত বড় ভক্ত!

পঞ্চাননদা একটু গলা খাঁকারি দিয়ে এসে সামনের পিঁড়িতে বসলেন। রাত্রি পৌনে ন'টা। চারিদিক বেশ শান্ত, নিস্তব্ধ। রমণদার মা আপন মনে বক্-বক্ ক'রে চলেছেন।

**২৩শে ভাদ্র, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৮। ৯। ১৯৫৭)**

সন্ধ্যায় প্রাঙ্গণের তাম্বুটির নীচে তুষারধবল শয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অর্ধশায়িত। কাছে লোকজন কম। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে ব'লে প্রাঙ্গণের আলোগুলি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যার পূর্বদিকের বালিশটির উপর বাম হাত

ন্যস্ত ক'রে, হাতের তালুর উপর মাথাটি দিয়ে শুয়ে আছেন। পূর্ণিমার চাঁদের শুভ্র স্নিগ্ধ কিরণমালা তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে ও দেহের কিছু অংশে ছড়িয়ে প'ড়ে সৃষ্টি করেছে স্বর্গীয় সুষমার এক অপূর্ব্ব পরিবেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন কোন এক বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন। কিন্তু সে চিন্তাতরঙ্গ তাঁর চিত্তের প্রশান্তিকে এতটুকুও বিঘ্নিত করতে পারেনি। সদাপ্রফুল্ল সেই মুখচ্ছবি-দর্শনে অশান্ত প্রাণ শান্ত হয়, তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হয়, সর্ব্ব-অকল্যাণ তিরোহিত হয়।

যতি-আশ্রমে আজ রান্নার বড় ধুম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে ননীদা (চক্রবর্ত্তী) তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে বিশেষ প্রণালী সহযোগে প্রস্তুত করছেন বড়-বড় পুরি, ঘি-ভাত এবং তার সাথে যথাযোগ্য তরকারি। রমণের মা, অনুরাধা-মা, শৈল-মা প্রমুখ কয়েকজনের 'আর না, আর না' ক'রে ভূরিভোজনের দৃশ্য দেখবেন ও উপভোগ করবেন পরম দয়াল। তাই, এত আয়োজন। তাঁর লীলানিকেতনের নিত্যনূতন মনোহর লীলাবলীর মধ্যে এই লীলা অন্যতম। প্রকৃতজনের কাছে তাঁর এই সব কর্ম্মধারা যত স্থূল তাৎপর্য্য নিয়েই উপস্থাপিত হোক না কেন, ভক্তমানসে তা' চিরন্তন পরানুরক্তিরূপ-রসসঞ্চারী।

রাত আটটা বাজতেই ভোজনরসিকের দল একে-একে উপস্থিত হ'তে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। রমণের মা'র হাতে একটা মগ, মুখে উচ্চারিত হ'চ্ছে কোন অদৃশ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অজস্র অভিযোগ। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন, কৌতুকভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—ও রমণের মা, কী কও ?

রমণের মা—এই ঘরে ঢুকতি পারতিছি নে, আমার চাবি হারায়ে গেছে। কাউকে দিয়ে আমার ঘরের তালা খোলায়ে দেন। আমার কথায় তো কাজ হবি নানে। আর আমার টর্চ্চ নেই, টর্চ্চ কেনায়ে দেন একটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানকে চাকর করা ভাল না। ভগবানের চাকর হওয়া ভাল। ঐ যে রাবণ, সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সকলকে বেঁধে এনে রেখেছিল।

রমণের মা—তার তপস্যার জোর ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তপস্যার জোর তো ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কী হ'ল ?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মণি চ্যাটার্জীদাকে ডেকে রমণের মাকে একটা টর্চ্চ দিতে ও ঘরের তালা খুলে দিতে আদেশ করলেন। মণিদা সঙ্গে-সঙ্গে সব ব্যবস্থা করতে গেলেন। রাতে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্রকূট সেবন করতে-করতে দেখলেন রমণের মা'দের ভোজন-পর্ব্ব।

**২৪শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ৯ । ৯ । ১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতেই আছেন। আমেরিকান সঙ্ঘভ্রাতা মিঃ ই, জে, স্পেন্সার এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পেন্সার, কাল পুরি কেমন হইছিল ?

মিঃ স্পেন্সার—Oh, poori ? Very nice (ওঃ পুরি ? খুব সুন্দর)। (তারপর পেটে হাত দিয়ে বললেন)—I mean I am growing fatty (আমার মনে হয়, আমি মুটিয়ে যাচ্ছি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তার-পর ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) ডাকতে বললেন।

ননীদা এলে তাঁকে বললেন—এই, আজ স্পেন্সার, হাউজারম্যান আর ওদের সবাইকে যদি ঐ পুরি দিতে পারিস তো খুব ভাল হয়। আর, ঐ সঙ্গে যদি ক্ষীর, চমচম আর সরমোহন দিতে পারিস্, তাহ'লে আরো ভাল হয়।

ননীদা একটু হেসে বললেন—আজ্ঞে, তাই দেওয়া হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল পুরি কত বড় হইছিল ?

ননীদা—বেশ বড়-বড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর খিচুড়ি যেদিন হয় সেদিন ওকে,—ঐ মনোহরকে (মিস্ত্রী) খেতে কো'স্। ও আবার আগেই চ'লে যায়।

ননীদা—আজ্ঞে বলব। আমি এখন আসি ?

শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি পেয়ে ননীদা যতি-আশ্রমের দিকে চ'লে গেলেন।...রোদ একটু চড়া হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসলেন। পাবনায় বিশ্ব-বিজ্ঞান-কেন্দ্রে যে সব কাজ হ'ত, সেই সব নিয়ে আলোচনা করছেন পঞ্চাননদার (সরকার) সাথে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই গোপাল (মুখার্জী) যেমন চালাচ্ছিল, বেঁচে থাকলে কী করতে পারত তা' কওয়া যায় না। ও-লাইন তো আর কেউ ধরল না।

ভেতরবাড়ী থেকে কিছুক্ষণ যাবৎ একটা কথা কাটাকাটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এই সময় সেটা তুমুল ঝগড়ার আকারে শোনা যেতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনীমা'র দিকে তাকিয়ে বললেন—আবার কী হ'ল ? যা দেখে আয়।

সরোজিনীমা দেখে এসে বললেন—সুধাপাণি আর রাণীর মধ্যে ঝগড়া হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কিছু না হ'লে যেন এরা থাকতেই পারে না।

প্যারীদা (নন্দী)—সবসময় ক্যাচম্যাচ লেগেই আছে।

আমি বললাম—শান্ত পরিবেশে আপনি একটু নিরিবিলিতে থাকবেন, স্বস্তিতে

থাকবেন, এ কি আর হবারই উপায় নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্লান্ত করুণ সুরে বললেন—আর আমার এই অবস্থায়—। ( তারপর একটু থেমে বললেন ) আমার শরীর ভাল থাকলে এগুলিকে avoid ক'রে ( এড়িয়ে ) চলতাম।

ভালভাবে বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম আবার—মানে, এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াতেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এই যে, যা' করতাম। এখানে যেতাম, ওখানে বসতাম। ওদিকে একটু গেলাম। তারপর হয়তো বললাম, 'চল্ যাই, অমুক জায়গা থেকে একটু বেড়ায়ে আসি।'

**৩১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৬। ৯। ১৯৫৭ )**

প্রাতে—তাম্বুতে। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), পঞ্চাননদা ( সরকার ), শরৎদা ( হালদার ), প্রফুল্লদা ( দাস ) প্রমুখ আছেন। আজ কয়দিন ধ'রেই অনেক বাণী দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রফুল্লদা সেগুলি পাকা খাতায় পরিষ্কার ক'রে লিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সেই কেষ্টদাদের পড়িয়ে শোনাচ্ছেন। এক-একটা বাণী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলছে ভালভাবে বোঝার জন্য। পরম দয়াল প্রয়োজনবোধে বাণীগুলির মধ্যে কোথাও কিছু কথা সংযোজন করছেন, কোথাও বা একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত ক'রে অধিকতর অর্থবাহী কোন শব্দ লেখাচ্ছেন। এ-সব আলোচনা যখন চলতে থাকে তখন জ্ঞানপিপাসু ভক্তবৃন্দ মধুপিয়াসী মধুকরের মতন ইষ্টচরণ-সরোজেই নিমজ্জিত থাকেন। হিসাব থাকে না সময়ের, খেয়াল থাকে না 'কে এল আর কে গেল'। নয়নসমক্ষে শুধু প্রোজ্জ্বল হ'য়ে থাকে প্রিয়পরমের চিদ্‌ঘন বরবপু, ধ্যানে থাকে তাঁর সদ্যঃপ্রদত্ত বাণীর বিষয়বস্তু। কাছে যে আসে, সে কিছু না বুঝলেও অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে এই মহা-আকর্ষণী দিব্যলীলায়িত আব-হাওয়ায় !

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর অর্থ-শব্দের মানে জিজ্ঞাসা করলেন। ক'রে বললেন—আমার মনে হয়, অর্থের মধ্যে গতি আছে, প্রাপ্তি আছে, চেষ্টা আছে। দেখেন তো নিরুক্ত কী কয়।

কেষ্টদা তাঁর বাড়ী থেকে যাস্কের নিরুক্তখানা নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। দেখা গেল, শ্রীশ্রীঠাকুর যে-সব অর্থের কথা বলেছেন, সবগুলিই নিরুক্তে আছে। শুনে তিনি যেন আত্মপ্রসাদে ভরপুর হ'য়ে ব'লে উঠলেন—এই যে এত মেলে-টেলে, এতে মনে হয়, প্রাচীনেরই পুরশ্চরণ আমি।

এর পর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কুলপ্রথা নিয়ে বেশ বড় একটি বাণী দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। লেখাটি শেষ করার পর তামাক খেতে-খেতে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন হ'ল ?

কেষ্টদা ও পঞ্চাননদা একসাথে উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় হইছে নাকি ?

শরৎদা—না, খুব বড় হয়নি।

তারপর তামাকের নলে কয়েকটি টান দিয়ে নলধরা ডান হাতখানি মুখের একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন—একটা মজা দেখি, ভাল ক'রে লেখব মনে করলে আর লেখা হয় না।—তারপর বললেন—আর একটা মনে হ'চ্ছে, ক'ব নাকি ?

আমি 'আজ্ঞে' ব'লে আবার খাতা-কলম নিয়ে প্রস্তুত হ'লাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

জন্মগত ও কৃষ্টিগত
প্রতিলোম-সংস্রব যদি থাকে,
তাহ'লে সে আত্মকৃষ্টি
মানে প্রাচীন কৃষ্টিস্রোতকে
অগ্রাহ্য করবেই কি করবে,
তা'তে সে বিশ্বাসঘাতক হবে,
কৃতঘ্ন হবে।

লেখা শেষ হবার পরে ঐ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে থাকেন—আমরা এখন কৃষ্টি বলতে বুঝি শুধু ওঁ, হ্রীং, ক্লীং, এইসব আওড়ানো। কিন্তু সেই কুতবমিনার, অশোকস্তম্ভ, তাজমহল, এইসবের মধ্য-দিয়ে দেখা যায় আমাদের কৃষ্টি কতটা উন্নত ছিল। (কেষ্টদার দিকে তাকিয়ে) আমার মনে হচ্ছিল, আপনি যদি daily (রোজ) আমার এই saying-গুলির (বলাগুলির) কিছু-কিছু ক'রে ইংরাজী করতেন, খুব ভাল হ'ত। ও করার ক্ষমতা কারও নেই।

## ২রা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ১৮।৯।১৯৫৭)

গত কাল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সঙ্গীত সম্পর্কে একটি বাণী দিয়েছেন। আজ তাম্বুতে ব'সে আর একবার লেখাটি শুনলেন। তারপর ঐ-প্রসঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে। সুশীলদা (বসু) তানসেন ও হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত-সাধনার কথা গল্প ক'রে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারদ, হনুমান, এরা সব ছিল গানের expert (দক্ষ)। নারদের

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



তো এ-বিষয়ে বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল।

কথার মাঝখানে রমণের মা এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর পুলকভরা ভঙ্গীতে চোখ নাচিয়ে গেয়ে উঠলেন—

অঙ্গ অবশ হ'ল,
প্রাণ জুড়াল,
পূর্ণ হ'ল মনস্কাম।

## ৩রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ১৯।৯।১৯৫৭)

সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতেই আছেন। বিকালের দিকে বেশ বড় কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। তারপর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ব'য়ে চলেছে। সন্ধ্যার পর থেকেই বর্ষা নেমেছে। তাম্বুর ভিতরে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), নির্ম্মলদা (ঘোষ), ক্ষিতীশদা (চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ওঠায় ক্ষিতীশদা বললেন—তাঁর উপরে তো দুর্য্যোধনের শত্রুভাব ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, তাই ছিল। কিন্তু কেষ্ট ঠাকুরের ভাল ব্যবহারের ঠেলায় সে আর কোন ফাঁসা পায়নি খারাপ ব্যবহার করার। কৌরবপক্ষে যারা ছিল, তারা প্রত্যেকটিই অর্থদাস। আর পাণ্ডবপক্ষের প্রত্যেকটি লোকই ছিল sincere (একনিষ্ঠ)। তাদের একমাত্র ভরসা ছিলেন কেষ্ট ঠাকুর।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন—একবার ব্যাস কেষ্ট ঠাকুরের সাথে এঁড়ে তর্ক করছিল। নানারকমভাবে কেষ্ট ঠাকুরকে হারাতে চায়। শেষকালে কেষ্ট ঠাকুর বললেন, নবীন সেনের লেখার মধ্যে আছে—

"শুনিবে ব্যাস, বাজাইব বাঁশী!"

মানে, ওর কুৎসিত মনটা তিনি ঐভাবে divert (পরিবর্ত্তন) ক'রে দিতে চাইলেন।

ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ বড়দা এসে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট পিঁড়িটির উপর আসন গ্রহণ করেছেন। কথায়-কথায় অনুভূতি নিয়ে কথা উঠল।

সুদূর শৈশবের এক স্মৃতি রোমন্থন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে যেতে থাকেন—একদিন রাত্রে বেড়া-দেওয়া একটা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তখন 'ভগবান, দয়াল, দয়াময়' মানে যা'-যা' ব'লে থাকি, সেই সব ব'লে খুব কাঁদছি। হঠাৎ দেখি সেই বেড়ার 'পরে একটা light (আলো), সিনেমাতে যেমন ছবি পড়ে, ঠিক ঐ-রকম। সেই আলোর মধ্যে জ্যান্ত মানুষ, নড়ছে-চড়ছে, মাথায় মুকুট, দুই কি চার হাত হবে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঠাকুর! আমি

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ডাকলেই আবার তুমি আমাকে দেখা দেবে ? তখন এমনি ক'রে ( ঘাড় কাত ক'রে দেখালেন ) ঘাড় নাড়ল। তারপর ছবি vanished ( অন্তর্হিত ) হ'য়ে গেল। সেই আলোর পরিধিও অনেক ছোট হ'য়ে এল। তখনই ভাবলাম, কী দেখলাম ! আমার চোখের ভুল বোধহয়। তখন সেই আলোর মধ্যে একখানা হাত—অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলাম। তারপর আবার নেই। ভাবলাম, ভুল হ'ল বোধ হয়। আবার সেই হাত দেখতে পেলাম। আবার চ'লে গেল কিছুক্ষণ পরে। আবার আমার মনে হল, যা' দেখলাম তা' ঠিক তো ? আবার সেই হাত দেখা গেল। তখন চীৎকার করে বললাম —'ঠাকুর ! আমি যখনই ডাকব তখনই আবার দেখা দেবা তো ?' সেই হাত আমাকে এমনি করে অভয় দেখাতে লাগল ( অভয় দেখাবার ভঙ্গিমায় ডান হাতখানি তুলে মৃদুভাবে ডাইন-বাঁয়ে নাড়ছেন। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে )।

অন্যান্য দেবতা দর্শন সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—মা-কালীকেও দেখেছি। জিভ বা'র করা নয়। সুন্দর চেহারা, দেখতে ঠিক আমার মা'র মত। আমাকে কোলে ক'রে শুয়েছে, মাই দিয়েছে, খেয়েছি। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কথায় বলতে গেলে, এ-সব তোমাকে যেমন দেখছি ঐ রকমই দেখেছি। কিন্তু এ-সবও ঈশ্বর-দর্শন নয়। ঈশ্বর-দর্শন মানে আমি কই, সমবেত বোধের সংশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে যা' ফুটে বেরোয়। ঐ যে মূর্ত্তনা কই। যেমন, একটা পুতুল যদি বানান, তবে আপনি তার কোথায় কেমনভাবে হাত দিয়ে কী করেছেন তা' সবই আপনার মনে থাকে, ঐ-রকম বিশ্ব দুনিয়ার ধারণপালনী জ্ঞান যে-মানুষের মধ্য-দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে বেরোয় সেই রক্তমাংসসঙ্কুল দেহেই ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান। আমার যে অনুভূতির description ( বর্ণনা ) আছে, ওর মধ্যেই সবটা বলা আছে।

কেষ্টদা—এ-রকম স্পষ্ট বর্ণনা আর কোথাও নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' জানি নে। যা হোক, ঐ জন্যেই 'প্রভু' কথাটা আমার ভাল লাগে, সম্যক প্রকারে যিনি হয়েছেন। আর, ঈশ্বরই পরম প্রভু। আমার মনে হয়, ঈশ্বর যদি এক অদ্বিতীয় হন, তবে সার্থক সঙ্গতিশীল চলন নিয়ে যিনি এক-এ পর্য্যবসিত হননি তাঁর ঈশ্বরবোধ হয়নি।

এই পর্য্যন্ত ব'লে মিষ্টি হাসির মাধুরী ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কথাটা শুনতে খারাপ শোনা যায় ?

কেষ্টদা—না, ঠিকই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর, অমনটা যিনি হয়েছেন তিনিই "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্"। তার মানে আমি বুঝি, বৃদ্ধির অর্থাৎ বেড়ে চলার যে আনন্দ, enjoyment ( উপভোগ ) সেটা পরম সুখদ অর্থাৎ শুভদ। আর, তার result

( পরিণতি ) হ'ল জ্ঞান, সার্থক সঙ্গতিশীল বোধ অর্থাৎ সবটার সাথে সবটার সঙ্গতি-সৃষ্টিকারী যে বোধ। আর, তাই হ'ল 'কেবল'। তাঁরা কী বুঝে লিখেছেন জানিনে। কিন্তু আমার এইরকম মনে হয়। আর, এ-সব না ক'রে যার অনেক কিছু হয়েছে ব'লে লোকে বলে, তার কিছুই হয়নি—তা' সে পাহাড়েই থাক্, জঙ্গলেই থাক্ আর যেখানেই থাক্। কৃতিচর্য্যা না থাকলে কিছু হয় না। হাই-হুই করলে হবে না, কখনও এ-তাল কখনও ও-তাল এমনটা করলেও হবে না। অন্তরবন্ধন ইষ্টে অটুট এবং অনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে রাখা লাগবে। আসল জিনিসই হ'ল ভক্তি। ভক্তি থেকে যে-জ্ঞান আসে, তা' analytic ও synthetic ( বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী ) হয়। আমার এইরকম সব মনে হয় ব'লেই বোধহয় আমি শঙ্করাচার্য্যের কথা বুঝতেও পারিনে, বোঝাতেও পারিনে। মনে হয়, ঐ-রকমে চললে জীবন নষ্ট, জ্ঞান নষ্ট, সব নষ্ট। এই সব দেখেশুনেই কই অন্ততঃ ২৫০ খাঁটি মানুষ জোগাড় করার কথা। যাজন-জৈত্র না হ'তে পারলে ও-রকম মানুষ জোগাড় করা কঠিন আছে।

নির্ম্মল ঘোষদা—জৈত্র মানে কী ?

কেষ্টদা—সে-কথা এখন জিজ্ঞাসা করছ কেন ? জৈত্র মানে তুমি জান না ? জৈত্র মানে জয়শীল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যে ও-কথা জিজ্ঞাসা করল তাতেই আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি।

নির্ম্মলদা—আমি জানি। তবুও আপনার মুখ দিয়ে একটু শোনার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে, আমার মুখ দিয়ে শুনে কী হবে ? তোর মুখ দিয়ে মানুষ শুনবে, শুনে শিখবে। সেই তো আমার বলা।

এরপর কিছুক্ষণ নীরবে কাটে। ক্ষীরোদ-শয়নে শায়িত মহাবিষ্ণুর ন্যায় চারু শুভ্র শয্যায় বিরাট উপাধানে মাথাটি হেলিয়ে বিশ্রামরত পরমদয়াল। ঝিঁঝির এক-টানা শব্দ চারিদিক আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। এক দিব্য অনুভূতিতে সবারই অন্তর ভরপুর, চেতনা ধ্যানবৈভবে প্রদীপ্ত।

পূজ্যপাদ বড়দা কিছুক্ষণ আগে বিদায় নিয়ে উঠে গেছেন। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—প্রফুল্লর মধ্যে মাল ছিল। যদি ঠিক ক'রে নিবের পারতেন ! তা' আর হবার উপায় নেই। ওর শরীরই ঠিক হয় না।

কেষ্টদা—তবুও ও এই শরীর নিয়ে যা' করে তা' আমরা পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ইচ্ছে করে, প্রফুল্ল সব কাজে সব সময় থাকে, সবটা attend করে ( সঙ্গে থাকে )।

কেষ্টদা—সবটাতে attend ( মনোযোগী ) করার মত মানুষই পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের আগের যে পদ্ধতি ছিল, normally ( স্বাভাবিকভাবে )

যেটা গ'ড়ে উঠেছিল, ঐ-রকমটা করতে পারলে, মানে সব একচালা আনন্দবাজারে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো এর মধ্যে দু'চারটা বেরোত। কিন্তু এখন আর তা' ক'রেই ওঠা যাচ্ছে না। ঐ allowance-ই ( ভাতাই ) সব কাম সেরেছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন।

**৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ২০। ৯। ১৯৫৭ )**

ওয়েস্ট-এণ্ড-হাউসের মন্দিরের মধ্যে ব'সে পণ্ডিত বহির্ষদ ভট্টাচার্য্য প্রত্যূষ থেকেই উদাত্তকণ্ঠে বেদপাঠ করছেন। মাইকে পঠিত ঐ ছন্দোবন্ধ সুরলহরী আশ্রমের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ মন দিয়ে শুনলেন ঐ সঙ্গীতধ্বনি।

কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসতেই তাঁকে বললেন—ঠিক একেবারে কোরানের সুরের মত। সঙ্গীতের আদি স্বর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তি সমর্থন ক'রে কেষ্টদা বৈদিক ছন্দ নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর ঐ আদি স্বরই বিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে কিভাবে ধ্রুপদ, ধামার ইত্যাদি রূপ পরিগ্রহ করেছে সে-সম্বন্ধেও বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( সহাস্যে )—ধ্রুপদ কেমন ? একটু ঝাড়েন তো !

কেষ্টদা ধ্রুপদের কয়েকটি স্তব গেয়ে শোনালেন। তারপর গানের জগতে যদু ভট্ট প্রমুখ সঙ্গীতাচার্য্যের অবদানের কথা গল্প ক'রে শোনাতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

দুপুরের পরে আকাশটা মেঘলা হ'য়ে এল। বিকালে সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির শেষের দিকে কেষ্টদা এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুটিতে আছেন এখন।

কেষ্টদার সাথে কথা সুরু হয়েছে। সন্ধ্যা সাতটা বাজে। এই সময়ে রমণের মা ( ৮২ বছর বয়স ), অনুরাধা মা, কার্ত্তিকদা (পাল) সব হৈ হৈ ক'রে এসে পেঁছালেন। ও'দের চেঁচামেচির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কথা ভাল ক'রে শুনতে পাচ্ছেন না। সেইজন্য একটু পরে বললেন—ও রমণের মা, তুমি ঐ সামনের ছোট তাম্বুতে যেয়ে বস। আমি এখানে একটু কেষ্টদার সাথে কথা কই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামত রমণের মা যাওয়ার জন্য উঠেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে কার্ত্তিকদা উঠে এসে রমণের মা'র পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—সেই ভাল। চল যাই, আমরা দু'জন ওর মধ্যেই যাই।

বলার সঙ্গে-সঙ্গে রমণের মা'র একেবারে তীব্রমূর্ত্তি। চোখ পাকিয়ে, দাঁত কিড়িমিড় ক'রে তিনি তাঁর স্বভাবমত ঝাড়তে লাগলেন গালি—জা'ড়ে না'ড়ে তুরুক।

তুই আমার সঙ্গে যা'বের পারবি নে।

রমণের মা যত গালাগালি করেন, কার্ত্তিকদা তত তাঁকে ঐ ছোট তাম্বুতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। বলতে থাকেন—চলেন, আমরা দুইজনে ওখানে নিরিবিলি ব'সে ভজন করি গে।

তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠে রমণের মা বললেন—শুনিছেন ঠাকুর, ও জা'ড়ে কয় কী। ও আমারে নিয়ে ভজন করবের চায়। (কার্ত্তিকদার দিকে তাকিয়ে) ইল্লেৎ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তুমি চট কেন? ভজন করা তো ভালই।

রমণের মা—আপনি জানেন না ঠাকুর। ওর ভজন আলাদা। ও কমবক্তে কি সোজা?

রমণের মা গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে রইলেন। হৈ হট্টগোল চলতেই লাগল। সবাই উপভোগ করছেন। কিছু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—চলেন, আমরাই ওখানে যাই।

কেষ্টদার হাত ধ'রে ছোট তাম্বুতে এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। বিছানা আগে থেকেই পাতা ছিল। সামনে একটা জলচৌকিতে ব'সে কেষ্টদা কথা বলছেন। ননীমা মাঝে-মাঝে তামাক সেজে দিচ্ছেন। একটু পরে কেষ্টদা আমার দিকে ফিরে ডাকলেন—দেবী, খাতা নিয়ে এস তো!

কাছে যেতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন। লিখলাম—

স্থনিষ্ঠ সার্থক সঙ্গতিশীল
সাত্বত আচরণই হ'চ্ছে
ধর্ম্মের কৃতি-লক্ষণ,
যা' ঐ ইষ্টনিষ্ঠায়
বিনায়িত হ'য়ে চলেছে—
সত্তাকে বিভবান্বিত ক'রে।

লেখা শেষ হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মপালনে মানুষ ভীত না হ'য়ে প্রীত হ'য়ে ওঠে। ধর্ম্মের আর এক নাম সদাচার। সদাচার কিন্তু সাত্বত সদাচার—যা' করলে তোমার ও অন্যের সত্তা সন্দীপ্ত হয়, exalted (উদ্দীপ্ত) হয়, উচ্ছল হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—উপনিষদে আছে, আত্মার প্রিয় যে হয় সে-ই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মার প্রিয় মানে সাত্বত চলনা যার প্রিয়, অধ্যাত্ম চলনা যার প্রিয়।

কেষ্টদা—আপ্ত সম্বন্ধে এক জায়গায় আছে, প্রবৃত্তি পীড়িত হ'লেও যিনি সত্যের অপলাপ করেন না তিনিই আপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে প্রবৃত্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ হ'লেও যিনি সাত্বত আচরণের

অপলাপ করেন না। কথাটা ভাল। পরে আমারে মনে করায়ে দেবেন।

একটু থেমে, প্রসঙ্গান্তরে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান কেমন? না—ঐশ্বর্য্যবান। ঐশ্বর্য্য কী? তার মধ্যে আছে ধারণ করা, পালন করা। ঐশ্বর্য্যবান কে? এই সব অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে যে কৃতী হ'য়ে উঠেছে। তাই ভগবানই ঐশ্বর্য্যবান। সে আবার বিদ্যমান, মানে সে জানে—প্রীতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে।

বর্ষা হ'য়ে গেলেও গরম কমেনি। তাই, পেছনে খড়ের ঘরের বারান্দায় একটা এয়ার-সার্কুলেটর চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বাতাস এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীরে ও আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।···এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কথা তুললেন কেষ্টদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে এত কথা, আমি কী করে ক'লেম তাই ভাবি।

কেষ্টদা—আমরা হয়তো কিছু-কিছু প্রশ্ন করেছি, তার উত্তরে আপনি বলেছেন। তা' ছাড়া আপনি নিজের থেকেই তো অনেক লেখা দিয়েছেন। সেদিন দেখছিলাম, পঁয়ত্রিশখানা বই হ'য়েই গেছে। আরো matter (বিষয়) যা' ready (তৈরী) আছে, সব নিয়ে একশ' খানা বই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(খুব হেসে)—তা' বোধ হয় হবে।

কেষ্টদা—আপনি গল্প-আকারে কিছু বাণী দেবেন বলেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপনারা চেষ্টা ক'রে ধরলে হয়। আর, আমার ঐ লেখাগুলির ইংরাজী যদি রোজ কিছু-কিছু ক'রে করেন তো খুব ভাল হয়।

কেষ্টদা—সংস্কৃত করা দরকার, হিন্দীও করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ইংরাজী করেন তো! ইংরাজী করলে ওগুলি আপনার থেকে হ'য়ে আসবে নে। হিন্দী করতে হ'লে বাংলার মত সোজা ক'রে করা লাগে। সংস্কৃত করতে গেলেও তাই করা লাগে। (তারপর আপনমনে বলছেন) আমার এই ভাষাগুলি কেমন হ'য়ে যায়। ভাষাগুলি যদি সরল করে দিতেন তাহলে ভাল হ'ত।

কেষ্টদা—এ তো নতুন একটা style (শৈলী) হ'য়ে গেছে। এতে আপনার নিজস্ব একটা coining (নতুন শব্দগঠন) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হয়েছে, মানে আমি কিভাবে express (প্রকাশ) করব তার ভাষা খুঁজতে যেয়ে ঐরকম হয়ে গেছে।

কেষ্টদা—তাহ'লেও আপনার ভাষার একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য আছে, একটা বিশেষত্ব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি লেখাপড়া জানলে পরে ঐ রকম হ'ত না। অথবা ইচ্ছে করলে

আপনারা বদলায়ে দিতে পারতেন।

কেষ্টদা—না, ও আমরা অনেক suggest ( প্রস্তাব ) ক'রে দেখেছি। একটা কথা আপনি বলেছেন। সেটা আরো ভালভাবে express ( প্রকাশ ) করা যায় কিনা তার জন্য আমরা ঢের আলোচনা, বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। আপনি হয়তো চুপ ক'রেই আছেন। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেছে, আপনি যা বলেছেন সেটা ছাড়া ওখানে আর কিছু লাগেই না। একটা ব'লে দিলাম আর সেটা আপনি accept ( গ্রহণ ) করলেন, এমনধা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওরকম অনেকবার হয়েছে।

### ৫ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২১।৯।১৯৫৭ )

সকালে বড়ালের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর সমাসীন। কাছে দু'একজন আছেন। খাতা-কলম সহ তাঁর সামনে যেয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমার চোখে চোখ রেখে বলতে আরম্ভ করলেন—ভিক্ষা কর, কিন্তু ভজন পরিচর্য্যা নিয়ে...।

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। এই পর্য্যন্ত শুনেই মনে হ'ল বাণী দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি খাতা খুলে লিখতে থাকলাম—

ভিক্ষা কর—
কিন্তু ভজন-পরিচর্য্যা নিয়ে,
নতুবা সে-ভিক্ষা প্রত্যবায়ধুক্ষিত।

তারপর বললেন—আর একটা লেখ—

কৃষ্টিতপা হও—
কৃতি-পরিচর্য্যায়,
সাত্বত নিয়মনায়,
বোধায়নী তৎপরতায়,
মিতি-চলনে,
অনুশীলন-আগ্রহে,
ত্বারিত্যে,
শুভসুন্দর নিষ্পন্নতায়,
সঙ্গীতির সার্থক অন্বয়ে,
উচ্ছল অনুদীপনায়।

এই সময় সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাকের নলে দুটি টান দিয়ে একমুখ সুগন্ধি ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যারা-যারা এখানে থাকতে চায়

তারা এগুলি strictly follow (দৃঢ়ভাবে অনুসরণ) করবে। অনেকে এখানে থাকতে চায় তো, তাদের জন্যে এইরকম সাতটা দেব ভাবছি। সাতটা নিয়ে নাম হবে 'সপ্তব্যাহৃতি' (চর্য্যাসূক্ত গ্রন্থের ১৬৪ নং বাণী)।

একটু বেলায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), প্রফুল্লদা (দাস) এলেন। সপ্তব্যাহৃতির বাণীগুলি নিয়ে তাঁদের সাথে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের কথা যেখানে আছে, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কুকুরেরও concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার দরুন pugnacity (পরাক্রম) থাকে।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, love for the master (প্রভুর প্রতি ভালবাসা) ওদের ক'রে তোলে।

পঞ্চাননদা—এগুলি সব করতে গেলে একটা attempt (প্রচেষ্টা) বোধ তো থাকবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগ্রহ আস্‌লে আর attempt (প্রচেষ্টা) বোধ হয় না। আমি যে এত কথা লিখলাম, এত সব না জেনেও একটা কথা ঠিক রাখলেই হয়—ইষ্টার্থ-পরায়ণতা, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসব, তাঁর মনোমতন চলব। এগুলি হচ্ছে ওরই analysis (বিশ্লেষণ)। আসল কথা ঐটাই। তাঁকে ভালবাসলেই আসে তাঁর আসঙ্গলিপ্সা। আর তখন আপনা থেকেই সবগুলি হয়।

কথায়-কথায় বেলা এগারোটা বেজে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হ'ল। সবাই এবারে উঠছেন। বিছানা থেকে উঠে চটি পায়ে দিতে-দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কাজলের বয়স কত হ'ল?

প্রফুল্লদা—আঠারো হ'তে চলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাঃ গুপ্ত বলেছিল, উনিশ বছরের পর থেকে কাজলার সব দিক দিয়ে উন্নতি।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাথরুমে গেলেন।

### ১৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ১।১০।১৯৫৭)

আজ শারদীয়া পূজার মহাষ্টমী তিথি। ভোর থেকেই একটু শীত-শীত লাগছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে রাত্রিযাপন করেছেন। তাঁর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত হ'লে ঘরের চারিদিকের পর্দ্দা সরিয়ে দেওয়া হ'ল। বিরাট শ্বেতশয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর সমাসীন। তাঁর চৌকির পশ্চিমদিকে একখানা সিংহাসনোপম চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—ঠাণ্ডা পড়ছে। একটা জামা

গায়ে দেবা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর বুক ও গা দেখিয়ে বললেন—জ্ব'লে যাচ্ছে।

শুনে শ্রীশ্রীবড়মা আর কিছু বললেন না।

সাড়ে পাঁচটা বাজল। পূজ্যপাদ বড়দা এখনই এসে পেঁছাবেন। সমবেত প্রণাম হবে। সবাই অপেক্ষা করছেন। একটু পরেই বড়দা এলেন। তাঁর সাথে উপস্থিত সবাই একসাথে প্রণাম করলেন দয়াল ঠাকুরকে। তারপর প্রণাম করা হ'ল শ্রীশ্রীবড়মাকে। এর পরে সবাই প্রণাম করলেন পূজ্যপাদ বড়দাকে। প্রণামের পরে একটু দাঁড়িয়ে বড়দা বাইরের দিকে গেলেন।

একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে খড়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নিভৃত কেতনের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে বসলেন প্রাঙ্গণের বড় তাম্বুটির মধ্যে। আজ মহাষ্টমী উপলক্ষে আশ্রমের মায়েরা সমবেত হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করতে। হাতে তাঁদের ফুল, প্রণামীর অর্ঘ্য, ভোগের দ্রব্য, বস্ত্র, প্রসাধনী প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ। সবারই মন প্রফুল্ল। পরম দয়াল প্রসন্ন আননে গ্রহণ করছেন সবার ভক্তি-উপচার। উৎসব আরম্ভ হ'তে আর তিনদিন দেরী। এখন থেকেই বাইরের ভক্তবৃন্দ কেউ-কেউ আসতে সুরু করেছেন। তাঁরাও এসে প্রণাম নিবেদন করছেন। চারিদিকে একটা মধুঘন আনন্দের পরিবেশ।

ডাঃ ব্রজেন দাসদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে বলে উঠলেন—তুই কখন আলি (এলি)?

ব্রজেনদা—এইতো আসছি।

ব্রজেনদা কয়েকটা বড় কাগজি লেবু এনেছেন। থলে থেকে বের ক'রে হাতে ক'রে দেখিয়ে বললেন—কয়টা লেবু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে আয়।

ব্রজেনদা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে লেবুগুলি দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত লাঠিখানি। লাঠির দিকে তাকিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—তোর লাঠি দেখে মনে হয়, তোর ভক্তি আছে। লাঠি দেখলেই মনে হয়, তুই মানুষকে ভালবাসিস্। লাঠির যে-রকম যত্ন!

জীবনদেবতার এমনতর স্নেহমধুর আশীর্ব্বাদ পেয়ে ব্রজেনদা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। এর পর নানারকম কথাবার্ত্তায় বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে। সকালের রোদ প্রখর হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ চারিদিকে। সেবাদি স্নান ক'রে এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সেবা, ধর্।

সেবাদি এগিয়ে এসে পিকদানী ধরলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মুখের সুপারির কুচিগুলি পিকদানীর মধ্যে ফেলে সেবাদির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—ভগবান কেমন মেয়েলোকরে বিশ্রাম দেয় দেখিছিস।

সরোজিনীমা—বিশ্রাম কোথায় ? কষ্টই বেশী।

সেবাদি—না না, কষ্ট কিসের ! এই করতেই তো ভাল লাগে।

এই ব'লে সেবাদি পিকদানী রেখে হাত ধুয়ে বিছানার একপাশে ভাঁজ ক'রে রাখা গামছাটি তুলে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর মুখ মুছে গামছাটি রেখে এবার বহিরাগত দাদা ও মায়েদের সাথে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

**১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ২। ১০। ১৯৫৭)**

বিকালে—বড়াল-প্রাঙ্গণে। পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা, উমাপতিবাবু (দেওঘর কোর্টের উকিল), পাটনার মহেশ্বর প্রসাদ ও আরো দু'তিনজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করতে এলেন। বিনোদাবাবুর শরীর ভাল নেই। সে-কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরীরটা ঠিক ক'রে তোলা লাগে।

বিনোদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল—এবারে ক'দিন থাকবেন ?

বিনোদাবাবু—পাঁচ তারিখ পর্য্যন্ত থাকব, ছয় তারিখে যাব।

আগতপ্রায় উৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সব বড়-বড় লোক আসছেন এবার, তা' কেউ না থাকলে কী ক'রে হবে ! (মহেশ্বরবাবুকে) আপনি থাকবেন তো ?

মহেশ্বরবাবু—আছি তো কয়েকদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে এক রকম উল্টোপাল্টা ক'রে হ'য়ে যাবে নে।

বিনোদাবাবু—উমাপতিবাবুর বাড়ীতে চুরি হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদিকে চুরি খুব শোনা যায়।

কী কী চুরি গেছে শুনলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর মহেশ্বরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি বিনোদাবাবুকে বলেছি, গঙ্গা এদিক দিয়ে এনে দেওয়া চাই।

বিনোদাবাবু—আপনার এ প্রস্তাব আমি অনেক ইঞ্জিনীয়ারের কাছেও করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা, আপনি এটাকে পাবনা ক'রে দেন।

বিনোদাবাবু—এখানে পদ্মা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দারোয়ায় গঙ্গা এসে গেলে দেখবেন এখানে কত লোক আসে।

তারপর গঙ্গা-দারোয়া পরিকল্পনা নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হল। একটু পরে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এখানে স্কুলের ব্যবস্থাও করতে হয়—একটা ছেলেদের স্কুল

আর একটা মেয়েদের স্কুল। কাছে হ'লে যেমন দেখাশুনা যায়, দূরে হ'লে তো আর তা' হয় না। দূরে স্কুল হ'লে আমার contact ( সংস্পর্শ ) তো পাবে না। মেয়েদের স্কুল কাছে হওয়া বিশেষ দরকার। নতুবা মেয়ে পালা ( পালন করা ) মুশকিল। আজকালকার যে অবস্থা! আর একটা ল্যাবরেটরীও ( গবেষণাগারও ) ক'রে দেওয়া লাগবে। সব কথাই ক'য়ে রাখি। বাপ বাড়ী আসলে ছাওয়াল যেমন তার কাছা টেনে রাখে, আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। আর, ঐ তপোবন যেখানে হবে সেখানে আরো কিছু বেশী জমি নিয়ে রাখা লাগবে। তাহ'লে তপোবন একেবারে ঠিক হ'য়ে যাবে। এখানে land-ও ( জমিও ) অনেক লাগবে নে। যেগুলো সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেগুলো এক জায়গায় করতে হ'লেও অনেক জমির দরকার।

বিনোদাবাবু—জমি তো হবে। বাড়ী করবেন কী দিয়ে? চুণ মেলে তো সিমেণ্ট মেলে না।

উমাপতিবাবু—সিমেন্ট বাদ দিয়ে বাড়ী করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু কিছু সিমেণ্ট তো লাগেই। আর এক কথা। কেষ্টদা আমাদের educational, industrial ( শিক্ষাগত, শিল্পসংক্রান্ত ) প্রভৃতি নানারকম বিষয় নিয়ে একটা ফিল্‌ম্‌ করার চেষ্টা করছে। তার জন্য এখানে একটা shooting centre ( চলচ্চিত্রের ছবি তোলার কেন্দ্র ) করারও চেষ্টায় আছে।

বিনোদাবাবু—হ্যাঁ, ভাবধারা প্রচারের জন্য বহু মাধ্যম তো দরকারই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু আসল কথা হ'ল মানুষ চাই। মানুষ যদি না বাঁচে তবে ঐ যতই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলি আর যাই বলি, সবই ব্যর্থ।

একটু পরে ও'রা বিদায় গ্রহণ করলেন।

### ১৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ৩।১০।১৯৫৭ )

প্রাতে—তাম্বুতে। আজ বিজয়াদশমী। বাইরের থেকে দাদা ও মায়েরা অনেকে এসে পে'ছিাচ্ছেন। প্রত্যেকের হাতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু-কিছু জিনিস। শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি সব বাড়ীর ভেতরে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসতে বলছেন।

সকাল সাড়ে ছ'টা। কালো জোয়ারদারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রস্তুত করা ছয়খানা বাঁধানো লাঠি নিয়ে এসেছেন। লাঠিগুলির গলার কাছে গোল ক'রে সোনার পাতে লেখা—"দদাতু জীবনবৃদ্ধী নিয়তং স্মৃতিচিদ্‌যুতে।" আর মাথার উপরে স্টেনলেস্ স্টীলের গোলকের উপর লেখা—"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।"

লাঠিগুলি দেখে খুশী হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—"খুব ভাল।" ঐ-রকম লাঠি

আরো তিনখানা করিয়ে আনার কথা বললেন কালোদাকে।

কালোদা—লেখার dice-গুলি ( ছাঁচগুলি ) ভেঙ্গে গেছে।

শুনে দুঃখ প্রকাশ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাহ'লে তো আর এর মধ্যে হবে নানে।

কালোদা—নাঃ, নতুন ক'রে তৈরী না হ'লে তো আর হচ্ছে না।

সকাল ৯-১০ মিঃ। শ্রীশ্রীঠাকুর বড় দালানের বারান্দায় এসে বসেছেন। হাউজার-ম্যানদা রেলওয়ে পুলিশের চীফ সেক্রেটারীকে সাথে নিয়ে এলেন। অফিসার-ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। বললেন—আপনাকে দেখে আনন্দ পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও খুব আনন্দ হ'ল আপনাকে দেখে। আমি তো নড়তে পারি না, চড়তে পারি না।

অফিসার—অনেক রকম প্রশ্নই মনে জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বলতে লাগলেন—সাধু সে-ই যিনি ভাল নিষ্পাদন করেন। যিনি সবারই সাত্বত চলনে চলেন। তা' না ক'রে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলে থাকতে-থাকতে সাধু হ'য়ে গেলাম তা' হয় নাকো। আমরা তো সাধু কথার মানে বুঝি না। বুঝি ঐ সাধারণতঃ যা দেখি! সাধু মানে ইষ্টার্থপরায়ণ চলনে যিনি চলেন, ইষ্টের নিদেশ মেনে যিনি চলেন। এই যে আপনারা আছেন। আপনারা কিন্তু শাস্তা নন, শান্তা। শান্তির পথের বিরোধ যেগুলি সেগুলি যদি সরিয়ে দিতে পারেন তাহ'লেই কাজ হ'য়ে যায়। Public Servant ( জনগণের সেবক ) যারা তারা সবাই শান্তা। ভগবান শাস্তি পছন্দ করেন না। শান্তা কথাটা বললাম, ওটা correct ( ঠিক ) কিনা জানি না।

আমি বললাম—না, ওটা ঠিক। শান্তা মানে শান্তিদাতা, শান্তিকারী।

অফিসার—সব কাজের মধ্যে কিভাবে তাঁকে মনে রাখব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব কাজের মধ্যে তাঁকে মনে রাখতে গেলে এলোমেলো চিন্তা করতে নেই। স্বাধীন হওয়া চাই। আর, স্বাধীন মানে স্বকে অর্থাৎ সত্তাকে ধারণ করা। সত্তায় অটুট থাকতে হয়। সাত্বত চলনে অস্খলিত থাকতে হয়। তা' ছাড়া আমার propensity ( ঝোঁক ) যেদিকে নিয়ে যায় সেইদিকে যদি হেলে পড়ি তাহলে আমার balance ( সাম্য ) নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই balance ( সাম্য ) ঠিক রাখার জন্য ইষ্ট গ্রহণ করা লাগে। নিজে ইষ্টগ্রহণ ক'রে সুন্দর ও সাত্বতচলনশীল হ'য়ে উঠলে তখন পরিবেশেরও অনুচর্য্যা করা যায়।

অফিসার—ইষ্ট মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্ট মানে গুরু, সদ্‌গুরু, আচার্য্য, যিনি আচরণ ক'রে জেনেছেন। তা' না ক'রে যাকে তাকে গুরু করলে হয় না। গুরুগ্রহণ করার custom ( প্রথা ) আমাদের আছে। ওটা এখন maintained ( রক্ষিত ) হয় কুলগুরু গ্রহণের ভিতর-দিয়ে। কিন্তু কুলগুরুর কাছে দীক্ষাই তো final ( চরম ) না। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া লাগে।

অফিসার—দীক্ষা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা মানে যে-অনুশীলনের মধ্য-দিয়ে মানুষ দক্ষতা অর্জ্জন করে।

অফিসার—দীক্ষা একবার নেওয়া থাকলে কি আবার নেওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়াই লাগে। যিনি ভাল professor ( অধ্যাপক ) তাঁর কাছে পড়লে ভাল হয়।

অফিসার—সদ্‌গুরু গ্রহণ করলে কি সব কাজে সঙ্গতি আসবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সঙ্গতি করা লাগে। আর, এই সঙ্গতি আনা চাই বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে সব কাজের মধ্যে দিয়ে, শুধু বোধ দিয়ে নয়।

অফিসার—আমার আরো বেশী concentrated ( সুকেন্দ্রিক ) হওয়া সম্ভব কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যা' বললাম এইভাবে। এই তো education ( শিক্ষা ) যা' আমাদের দেশে আগে ছিল।

অফিসার—তাহ'লে আমি কী ক'রে কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার যদি ইচ্ছা হয়, প্রাণ টানে, তবে গুরুর কাছে শুনে নেবেন।

কিছু সময় চুপচাপ কাটার পর অফিসার-ভদ্রলোক বললেন—আপনারা পাকিস্তান থেকে আসার সময় কিছু আনতে পারেননি বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, চ'লে আসতে হ'ল হঠাৎ।

অফিসার—এখন তো বহু কাজ করার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর বুড়ো হ'য়ে গেলাম। এখন আপনারা করবেন আমার জীবনের যা' চাহিদা।

তারপর অফিসার-ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলছেন—ওঁকে দেখে বড় ভাল লাগছে। চলতে-ফিরতে তো পারি না। এখানে ব'সেই দেখলাম।

অফিসার—এখানকার স্বাস্থ্য তো খুব ভাল। জায়গা আপনি ভালই select ( নির্ব্বাচন ) করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাস্থ্যের জন্যেই এখানে আসি, পাকিস্তান হওয়ার এক বছর আগে।

এইবার ভদ্রলোক উঠছেন। এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন যাচ্ছেন ? আবার সুবিধা হ'লেই চ'লে আসবেন।

অফিসার মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন। বেলা ৯-৪০ মিঃ। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শিক্ষাপ্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলতে থাকল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের আগে যেরকমটা ছিল, ঐ রকম না হ'লে হয় না। ছেলেরা সারাদিনই পড়ত, কিন্তু ঠিকই পেত না যে সে পড়ছে।

কেষ্টদা—পাবনায় তপোবনের teacher-রা (শিক্ষকরা) রোজই ভোর চারটা সাড়ে-চারটার সময় এসে আপনার কাছে বসত। এখানেও আবার তা' আরম্ভ করা দরকার।

আজ সন্ধ্যার পর বিজয়া-দশমীর প্রণাম। সাড়ে ছ'টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানানো হ'ল প্রণামের সময় হয়েছে। সামনে উঁচু কাঠের পাটাতনের উপর প্রতিকৃতি-গুলি রাখা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর শয্যা থেকে নেমে এসে প্রথমে হুজুর মহারাজ, তারপর পিতৃদেব ও জননীদেবীকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে গড় হ'য়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম ক'রে শয্যার উপর যেয়ে বসতেই দৃষ্টি পড়ল সরকার সাহেবের ছবির প্রতি। সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এসে আবার মেঝের উপরে ঐভাবে ব'সে প্রণাম করলেন দয়াল ঠাকুর।

তাঁর প্রণাম শেষ হওয়ার পর শ্রীশ্রীবড়মা পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে নিয়ে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে, তারপর প্রতিকৃতিসমূহে প্রণাম করলেন। তাঁদের প্রণামের পর উপস্থিত সবাই শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করলেন। একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসলেন। তাম্বুর দরজার কাছে প্রণামীর পাত্র দেওয়া হ'ল। সেখানে প্রণামী রেখে সকলে প্রণাম করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় কলকাতা থেকে প্রখ্যাত গায়ক শচীনদাস মতিলাল এসে পেঁছেছেন। এখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে প্রণাম জানিয়ে বসলেন। কথাবার্ত্তা কিছুক্ষণ চলার পর শচীনবাবুকে গান গাইতে অনুরোধ করা হ'ল। সানন্দে রাজী হলেন তিনি। যতি-আশ্রমে আসরের ব্যবস্থা করা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে এখানে ব'সেই গান শুনতে পান তার জন্য চটপট মাইকের ব্যবস্থাও করা হ'ল। শচীনবাবু উঠে গান গাইতে গেলেন।

এদিকে ঠাকুরবাড়ীতে সর্ব্বত্র চলছে শুভ বিজয়ার প্রণাম-আলিঙ্গনাদি। শিশুদের কলরব, মায়েদের আনন্দধ্বনিতে, পুরুষের 'জয়গুরু' শব্দে সমগ্র আশ্রম মুখরিত। শ্রীশ্রীবড়মা, পূজ্যপাদ বড়দা এবং ঠাকুর-পরিবারের অন্যান্যদের কাছেও প্রণামের ভীড়। শচীনবাবুর গান সুরু হ'তেই কোলাহল ধীরে-ধীরে স্তিমিত হ'য়ে এল। অনেকে গানের ওখানে যেয়ে বসলেন।

রাত্রি নয়টা। শচীনবাবু এখন একটা ভজন গাইছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একমনে গান শুনছেন। মাঝে-মাঝে দু'একটা কথা হ'চ্ছে। এক সময় কালীষষ্ঠীমার দিকে ফিরে বললেন—আমার কি রকম স্বভাব!—ঠাট্টা ক'রে কথা কই। কিন্তু লক্ষ্য থাকে, আত্মার মর্য্যাদা যেন লঙ্ঘন না করে।

কালীষষ্ঠীমা—আপনার সবই তো মঙ্গল। যা'-কিছু ক'ন বা করেন, সবই তো মঙ্গলের জন্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যাকে যা' করব ভাবি, decision-এ (সিদ্ধান্তে) যখন আসি, তখন তা' না ক'রেই পারি না।

হাউজারম্যানদা এসে বসলেন। সকালে যে পুলিশ অফিসারটি এসেছিলেন তাঁর কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—ও ভদ্রলোক দুঃখিত হয়নি তো?

হাউজারম্যানদা—না। খুব খুশি। এখন দীক্ষা নিতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Test (পরীক্ষা) ক'রে নেওয়া ভাল। যাকে তাকে দীক্ষা দেওয়া ঠিক না।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু ও দুঃখিত হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল, দুঃখিত না হ'লেই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর allowance (ভাতা) নেওয়া পছন্দ করেন না শুনে অনেকেই allowance (ভাতা) ছেড়ে দিচ্ছেন। সেই কথা তুলে হাউজারম্যানদা বললেন—যতীনদাও (দাস) আজ allowance (ভাতা) ছেড়ে দিলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

হাউজারম্যানদা—চাকা ঘুরে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Hopeful (আশাজনক)।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় গানের আসর ভাঙ্গল। এবার সবাই একে-একে খাওয়া-দাওয়া করতে চললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগেরও সময় হ'ল।

### ৪ঠা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ২১।১০।১৯৫৭)

এবার উৎসবে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। বহুজনের সাথে কথা বলতে-বলতে এবং অনেক রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের ফেরেঞ্জাইটিসের কষ্ট বেড়ে যায়। উৎসবের পর কয়েকদিন ধ'রে গলা খুব ভারী থাকে। ভালভাবে কথা বলতেও পারেন না। দু'তিনদিন তো শ্লেটে লিখে-লিখে মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন।

আজ অনেকটা ভাল আছেন। গলার স্বর কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। বড়াল-বাংলোর দালানেই আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), আকুদা (অবিনাশচন্দ্র অধিকারী),

পঞ্চাননদা ( সরকার ) প্রমুখ কাছে এসে বসেছেন। Ego নিয়ে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় ego ( অহং ) মানে that which goes out ( যা' বাইরে চ'লে যায় )। দেখ্ তো!

আকুদা dictionary ( অভিধান ) দেখে বললেন—হ্যাঁ তাই। E মানে out ( বাইরে ), আর go ( যাওয়া )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চাননদাকে দেখায়ে রাখ্।

পঞ্চাননদা কাছে এসে দেখে নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা হ'ল অস্মিতা। পারিপার্শ্বিকের আঘাতে সেটা বোধ করি। আর একটা হ'ল নিজেকে exert ( উদ্যোগী ) করা। সেটা আমার থেকে বাইরে যায়।

শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে একটা কথা কত রকমে ধরার চেষ্টা করতাম, কিন্তু ঠিক অর্থটা মিলত না। তারপর যেই root-meaning ( ধাতুগত অর্থ ) ধ'রে এগোতে সুরু করলাম, তখনই clue ( সন্ধান ) পেয়ে গেলুম।

তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা তুলে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—একজন হয়তো সৎসঙ্গে দীক্ষা নিয়ে তারপর অন্যত্র দীক্ষা নিল। সে যদি আবার সৎসঙ্গে দীক্ষা নিতে চায়, তাকে কী করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা একবার নিলে তা' আর নষ্ট হয় না। কেবল আর একবার ঝালায়ে দেওয়া লাগে। ওকে পুরশ্চরণ কওয়া যায় না, পুনঃস্মরণ কওয়া যায়। আমি আগে পুরশ্চরণ বলতাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, পুরশ্চরণ হল কাউকে 'পুরঃ' মানে সামনের দিকে চারিয়ে দেওয়া অর্থাৎ এগিয়ে দেওয়া। কিন্তু এটার নাম পুরশ্চরণ নয়, পুনঃস্মরণ।

এই পর্য্যন্ত কথা বলতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের বেশ কাশি এল। কাশির দমকে চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠল। কাশির বেগটা একটু সামলে নিয়ে তিনি মোটা তাকিয়াটায় একটু হেলান দিয়ে শুলেন। এর পর আর কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না।

**৭ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৪।১০।১৯৫৭ )**

সকাল সাতটা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাম্বুর ভিতরে সমাসীন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), সুশীলদা ( বোস ), ব্রজগোপালদা ( দত্তরায় ) প্রমুখ আছেন। কথাবার্ত্তা চলছে। মুগ্ধচিত্তে সবাই শুনছেন অমিয়রসসিঞ্চিত সেই পরা বাণী।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে চলেছেন—আমার কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, সেটা ঠিক ক'রে দেয় self-regarding sentiment ( আত্মমর্য্যাদাবোধ )। ওটা কিন্তু গর্ব্ব

নয়। আবার, blood-এ (রক্তে) দোষ থাকলে পরে self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) ক'মে যায়। প্রতিলোম-সংস্রব যেখানে থাকে সেখানে তো self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) থাকেই না। প্রতিলোম সংস্রব থাকলে কেমন হয়! ধর, কেউ তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে হয়তো মুরগী-টুরগী রেঁধে খেতে দিল। তখন তোমার বুদ্ধি এসে যাবে—আমি যদি না খাই, এরা মনে ব্যথা পাবেনে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইকে (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) ডেকে আর তা' খাওয়াতে পারবে না। সে strongly (জোর ক'রে) বলবে—ও আমাকে দেবেন না। গুরুদাসবাবুর (কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি) self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদা-বোধ) কেমন ছিল দেখ দেখি। চোগাচাপকান খুলে নারায়ণ পূজা ক'রে আসল। দু'আনা দক্ষিণা পেয়ে তাও আবার নিয়ে আসল।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—আপনার কথিত এই self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) খুব কম দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' কইছিস, এক্কেবারে।

কেষ্টদা—ম্যাকডুগাল বলেন, self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) না থাকলে ইষ্টের সাথে যুক্ত হবার উপায়ই নেই। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই self-regading (আত্মমর্য্যাদা) ও self-surrendering sentiment (আত্মনিবেদনের বোধ) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) না থাকলে self-surrendering sentiment (আত্মনিবেদনের বোধ) আসে না। আমার মনে হয়, মানসিংহের self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) ছিল কিনা সন্দেহ।

কেষ্টদা—ওটা না থাকলে মানুষ অসৎ-নিরোধী হয় না।

পূজ্যপাদ বড়দা রোজ ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে যেয়ে কিছুক্ষণ পর আবার আসেন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসেন। আজও একটু আগে যথারীতি এসে পেঁছেছেন। তিনি এই সময় সিংহ, ভালুক, গরিলা প্রভৃতি প্রাণীর pugnacious attitude (মারামারিপ্রিয় মনোভাব) সম্বন্ধে বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন।

তারপর বললেন—হিংস্র যারা তারা একসাথে কখনও থাকতে পারে না দল ধ'রে। কিন্তু হরিণরা থাকে। বাঘরা থাকতে পারে না।

এরপর প্রতিগ্রহ-সম্বন্ধে কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার

মনে হয়, অসৎ-প্রতিগ্রহটাই অপ্রতিগ্রহ।

এরপর একবার তামাক খেয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—Artisan আর Engineer-এর (কারিকর আর যন্ত্রশিল্পীর) মধ্যে তফাৎ কী?

বড়দা—Engineer artisan (যন্ত্রশিল্পী কারিকর) তো বটেই, something more (আরো কিছু বেশী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গৌর (মণ্ডল) artisan না engineer (কারিকর না যন্ত্রশিল্পী)?

বড়দা—Artisan (কারিকর)। Engineer (যন্ত্রশিল্পী) হ'তে গেলে পড়া লাগে পাঁচ বছর।

এই সময় একটি দাদা একটি লাউ হাতে ক'রে এসে দেখিয়ে বলছেন—এটা আমার গাছে হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ, দিয়ে আস গে'।

দাদাটি লাউ হাতে ক'রে ভোগের ঘরে দিতে গেলেন।

### ৯ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৬৪ (ইং ২৬। ১০। ১৯৫৭)

প্রতিদিনকার মত শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুটিতেই আছেন। সকাল ছয়টা বাজল। দয়াল ঠাকুর মাঝে-মাঝে দু'-এক ঢোঁক জল খাচ্ছেন। আবার একটা পান মুখে ফেলে দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। তামাক খাওয়ার শেষে মুখের পান পিকদানীতে ফেলে গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন। তাঁকে এই জল-পান-তামাক দেওয়া, পিকদানী মুখের কাছে ধরা, আবার গামছা এগিয়ে দেওয়া, সবটাই এক হাতে করছেন তরুমা। সেবাদি, সুধাপাণিমা প্রমুখ কাছে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তরুমার তৎপরতায় আর কারও সেবার জন্য এগোবার প্রয়োজন হচ্ছে না।

তরুমার এই নিখুঁত অথচ ত্বরিত কর্ম্মতৎপরতা দেখতে-দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন। তারপর বললেন—ঐ যে ফুলটুনের (তরুমার মেয়ে) কি-রকম অভ্যাস ছিল। কাজ করতে-করতে কাউকে নাকি এগোতে দিত না? তুই গল্প করতিস্।

তরুমা—হ্যাঁ, এখনও সে-রকমটা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দেখ, ঐ ভাব রক্তের মধ্যে কেমনভাবে মিশে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটু আগে খবর এসেছে পূজনীয়া পিসিমার (গুরুপ্রসাদী দেবী) জ্বর এবং সরোজিনীমার বমি-বমি ভাব। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে ওঁদের দু'জনকে ভাল ক'রে দেখে ব্যবস্থাদি ক'রে আসতে বললেন।

ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) ও আকুদা (অবিনাশচন্দ্র অধিকারী) এসে বসলেন।

ব্রজগোপালদা তাঁর লিখিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনীখানির একটি নতুন সংস্করণ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল।

আকুদা—ব্রজগোপালদা আপনার জীবনীর মধ্যে, 'অলৌকিক প্রসঙ্গ' ব'লে একটা chapter ( অধ্যায় ) দিতে চায়। দিবি ( দেবে ) নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলৌকিক মানে কিন্তু অলীক নয়।

ব্রজগোপালদা—হ্যাঁ, জিনিসটা আমার হয়তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অলৌকিক ব্যাপারের প্রত্যেকটিরই কারণ আছে। সাধারণ মানুষে তো কারণ জানে না, তাই বলে অলৌকিক। ওগুলো দিয়ে যদি আলাদা একটা বই করেন তো ভাল হয়।

একটু পরে কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), শরৎদা ( হালদার ) প্রমুখ এলেন। তাঁদের সাথে সঙ্ঘের সাংগঠনিক দিক নিয়ে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

## ১২ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৯। ১০। ১৯৫৭ )

প্রাতে—তাম্বুতে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর 'চৌকষ' ও 'সমঞ্জসা' শব্দ দুটির অর্থ বার-বার ক'রে জিজ্ঞাসা করছিলেন। প্রত্যুষের প্রণামের পর পূজ্যপাদ বড়দা আবার এসে বসেছেন। ব্রজগোপালদা ( দত্তরায় ), রাধারমণদা ( দত্তজোয়ারদার ), বীরেনদা ( ভট্টাচার্য্য ), শশাঙ্কদা ( গুহ ), ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ) প্রমুখ আছেন। সরল বলতে কী বোঝায় সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সরল মানে আমি কই, সব complex ( জটিল )-টাকে simplify ( সরল ) ক'রে নিতে পারে যে, জটিল রাশিকে যে সরল করতে পারে। সরল হওয়া মানে কিছু বাদ-ছাদ দেওয়া না, সব-কিছুর common factor-কে ( উপাদান-সামান্যকে ) বের করা। এই যেমন ব্রজগোপালদা আছে, আমি আছি। আমার interest ( স্বার্থ ) দেখে সে চলছে, সবটা দেখে নিয়ে যোগফল ঠিক রেখে চলছে। যোগফলে ভুল নেই। আমি হয়তো পঁচিশ রকম ক'চ্ছি, কিন্তু তার মধ্য-দিয়ে একটার দিকেই focussed ( কেন্দ্রীভূত ) হ'য়ে আর সবগুলিও সেইরকম ক'রে নিচ্ছে। তার জন্য কোনটার হয়তো access ( প্রবেশাধিকার ) দেওয়া লাগবে, তাই দিচ্ছে। কোনটাতে হয়তো stagnant ( বদ্ধ ) থাকা লাগবে, তাই থাকছে। কী কয় যেন ওরে—common factor ( উপাদান-সামান্য )। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সবই আছে, তার মধ্য-দিয়ে common factor ( উপাদান-সামান্য ) বের করা লাগে।

ব্রজগোপালদা—তাহ'লে জীবনের সব-কিছু নিয়ে কেন্দ্রে পোঁছানো চাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু কেন্দ্রে পেঁছালেই হবে না, সঙ্গীতশীল হওয়া চাই।

যতীন দাসদা প্রণাম করতে এলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতীনদা কেবল ক'চ্ছে, allowance surrender ক'রে ( ভাতা ছেড়ে দিয়ে ) আমার সমস্ত শরীর ঝরঝরে হ'য়ে গেছে। না কী একটা language ( ভাষা ) বলেছিল, বড় ভাল।

যতীনদা—নিজেকে খুব free ( মুক্ত ) মনে হ'চ্ছে। Activity ( কর্ম্মতৎপরতা ) বেড়ে গেছে, নামধ্যানে রুচি হয়েছে। আচ্ছা, ভাববাণীতে যে আছে, নামধ্যানে অসম্ভব সম্ভব হয়। এর কি কোন scientific explanation ( বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ) আছে ?

বড়দা—আছে, ওর সবটাই তো scientific ( বিজ্ঞানসম্মত )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম মানে নম্‌-ধাতু, নত হওয়া। আমি যদি কোন জায়গায় অর্থাৎ আচার্য্যে নত হই, মানে তাঁর নাম করি, তার মানে হ'ল তাঁর ভাবানুকম্পন সর্ব্বদা আমার মধ্যে জাগাচ্ছি। তাঁর ধ্যান করছি মানে সব দিক দিয়ে তাঁর চিন্তা করছি—কিভাবে তাঁর জন্যে কী করব,—আমার না, তাঁর জন্য কিন্তু। আমার জন্যে করতে গেলেই কিন্তু আর সরল থাকবে নানে, সব জটিল রাশি হ'য়ে যাবে।—এই যা' বললাম, এর সাথে সঙ্গীত ক'রে না নিতে পারলে করাগুলি ফলে মিলবে না, শুভ-সার্থক হ'য়ে উঠবে না। আবার, এগুলি দেখে-শুনে যদি কেউ করে ও চলে তাহ'লে তার অদম্য অভাবনীয় অবস্থা হয়। আমার universe-এর ( জগতের ) সব-কিছু দিয়ে তাঁকে fulfil ( পরিপূরণ ) করার চেষ্টার ভিতর-দিয়ে একটা psycho-physical action ( শরীর মনের ক্রিয়াশীলতা ) হয়।

যতীনদা—আবার বলা আছে যে, কীর্ত্তনে সব হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কীর্ত্তন মানে তো ওই-ই, করা। আমার গতি যদি খারাপের দিকে হয় তবে ভালগুণগুলি সব নিভে যায়। সেইজন্যে চাই নিষ্ঠা অর্থাৎ নিবিষ্টরূপে লেগে থাকা। তাতে করাগুলি সব উপচে ওঠে শুভসঙ্গীত নিয়ে। আরো একটা কথা। ঠিক করলেন, একটা কাজ হয়তো ত্রিশ মিনিটে করবেন। তার মধ্যেই যাতে finish ( শেষ ) করতে পারেন তার চেষ্টা করবেন। এইভাবে অভ্যাস করতে-করতে তারপর ও-কাজ কুড়ি মিনিটেও করতে পারবেন। ধ্যানে এই হয়। কিন্তু কোন সময়েই কোন দিক দিয়েই নিজেকে profitable ( লাভবান ) করার বুদ্ধি যেন না থাকে, এমন-কি পয়সাকড়ির দিক দিয়েও না, তাহ'লে কিন্তু বাধা আসবে। Selfish ( স্বার্থপর ) রকম propensity-কে ( ঝোঁককে ) সৎপথে যেতে বাধা দেয়। আগে যা' বললাম সেইভাবে চলতে-চলতে আপনার চলনের minimum standard

( সর্ব্বনিম্ন মান ) হবে—ঐ সৎসঙ্গী ঋত্বিক্‌রা যেমন হবে বলেছি সেই রকমটা। এটা ঠেকায়ে রাখা যায় না, মানুষ বেড়ে ওঠেই। আর, এতে স্বাস্থ্য প্রায়ই ভাল থাকে। তবে যদি infection-এর (রোগ-সংক্রমণের) মধ্যে পড়েন, সে আলাদা কথা। তাহ'লেও resisting power (প্রতিরোধী শক্তি) থাকে। ঐ যেমন আপনার এ্যাজমা ছিল। শেষকালে এমন হ'ল যে আর ছিলই না। কিন্তু যেই complex-এর ( জটিলতার ) মধ্যে পড়লেন, অমনি যাহা হবার তাহা হইয়াছেন। আবার দেখেন কী হয়।

যতীনদা—একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে না পড়লে adjustment ( সামঞ্জস্য ) করা যায় না। এখন আমার স্ত্রীর অসুখ, ঋত্বিকী মাত্র কুড়ি টাকা। আমি দেখলাম এইতো সুযোগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার হয় কী, ঐ-রকম কঠিন অবস্থার মধ্যেও নিজের দাঁড়া ঠিক রেখে চলতে পারলে পরিবেশ এমন adjusted ( বিনায়িত ) হ'য়ে ওঠে যে সংসারের জন্য আমার আর চিন্তাই করা লাগে না।

যতীনদা—Glorious time of my life ( আমার জীবনের গৌরবোজ্জ্বল সময় ) গেছে কলকাতায় থাকাকালে। তখন পনের-ষোল ঘণ্টা ক'রে নাম হ'ত। যাজন করতে যেতাম রোজ, চার-পাঁচটা ক'রে দীক্ষা daily ( প্রতিদিন ) দিতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আর যাজন করতেন না, যাজন হ'ত। যখন আমরা যাজন করতে যাই তখন আর যাজন হয় না। যাজন যারা করতে যায়, তাদের যাজন কমই হয়। আর, স্বভাব যাদের যাজনশীল, তাদের যাজন আপনিই হয়। যাজনের ধাতু কী রে?

আমি বললাম—যজ্‌-ধাতু, মানে পূজা, দান, সঙ্গতিকরণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এই যেমন পূজা আছে। পূজা মানে শুধু ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে দেবতাকে দেওয়া নয়। আগ্রহ দিয়ে তাঁকে প্রীত করা, তাঁর স্তুতি করা, তাঁকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা, তাঁকে উপচয়ী ক'রে তোলা—সর্ব্বতোভাবে।

যতীনদা—কিন্তু দেবতা জীবন্ত না হ'লে কিভাবে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন্ত হ'লে তো ভালই হয়। আর, আমাদের ভেতরের ভক্তি দিয়ে যদি সেই বিগ্রহকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারি তাহ'লে তো খুবই ভাল।

### ১৪ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ ( ইং ৩১।১০।১৯৫৭ )

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণ জোয়ারদারদার সাথে কথা বলছিলেন তাম্বুর মধ্যে ব'সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর কাছে যে লেখাগুলি আছে, ঐ গুলি ধ'রে-ধ'রে work out ( বাস্তবায়িত ) করার চেষ্টা কর্, অনুশীলন কর্। তোর কাছে বোধহয় সবই আছে?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



অরুণদা—আজ্ঞে হ্যাঁ, জীবনের সব aspect-এরই ( দিকেরই ) কথা আছে।

অরুণদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক বাণী নিজের খাতায় কপি ক'রে নিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু কথা ভাল হ'লে হবে না। শুধু বইয়ের বিদ্যে হ'লে হবে না। সবদিক দিয়ে বুঝের একটা সঙ্গতি নিয়ে চলা চাই। এই করতে পারলেই দেখো, কীভাবে বেড়ে উঠছ। এই রকম ক'রে জানতে হয় ;—কা'কে chemistry ( রসায়ন-বিদ্যা ) কয় ? physics-ই ( পদার্থবিদ্যাই ) বা কা'কে কয় ? Chemical aspects of physics ( পদার্থবিদ্যার রাসায়নিক দিকগুলি ) কী ? How chemistry answers the physiological aspects of things ( পদার্থের দৈহিক সংগঠনের বিষয়ে রসায়নশাস্ত্রের জবাব কী ) ? Psychology ( মনস্তত্ত্ব ) কী ? এগুলি সব দেখা লাগবে, test ( পরীক্ষা ) করা লাগবে। আমগাছের সাথে কাঁঠাল-গাছের কী সঙ্গতি আছে ? আর কী বৈশিষ্ট্য থাকার দরুন একটা কাঁঠালগাছ আম-গাছ না হ'য়ে কাঁঠালগাছ হ'ল ? এক-একটা ধ'রে-ধ'রে বের করতে হয়। তারপর সেটা note ক'রে ( টুকে ) রাখতে হয়। Physical combination and chemical action ( দৈহিক সংগঠন এবং রাসায়নিক ক্রিয়া ) প্রতিটি জিনিসেরই দেখা লাগে।

অরুণদা—আপনি তো অনেকগুলি সুন্দরভাবে ব'লে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বললে তো হবে না, তুই বা'র কর্।

অরুণদা—আপনি যেগুলি বললেন সেগুলি matter ( বস্তু ) সম্বন্ধেই ঠিক করা যায়। কিন্তু মানুষের জীবনে এ-সবের application ( প্রয়োগ ) হবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জীবনে এইভাবে করতে হয়। ধর, যেমন affinity ( পারস্পরিক আকর্ষণী আকুতি ) আছে। Why and how females become hungry for males ( কখন এবং কেমন ক'রে মেয়েরা পুরুষের জন্য লালায়িত হ'য়ে ওঠে ) ? এই যে hungry ( লালায়িত ) হয়, এতে তার physiological কী change ( শারীরিক কী পরিবর্ত্তন ) হয় ? আর, তাতে affinity ( পারস্পরিক আকর্ষণী আকুতি ) কতখানি constant ( অবিচল ) থাকে ? আবার পুরুষের দিক দিয়ে অনেকে লুচ্চো হয়, বদ্‌মাইশ হয়, তা-ই বা হয় কেন ?—এ সব luxuriantly ( খুব বেশী ক'রে ) ভাবা লাগে। আর, এই conception-গুলি ( বোধগুলি ) খুব বাস্তব হওয়া চাই। তারপর, এগুলি defect ( ত্রুটি ) না কী ?—যেমন, পুরুষ-নারী উভয়েই distorted ( বিকৃত ) হয়। কোন-কোন পুরুষ বহু নারী ইচ্ছে করে, আবার কোন-কোন নারী বহু পুরুষের সঙ্গ চায়। ভেতরে কী change ( পরিবর্ত্তন ) থাকার দরুন ঐ-রকম এক-এক জনের এক-একটা ভাল লাগে। কা'র physiological

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

construction ( শারীরিক সংগঠন ) কেমন ? আবার, নারী ও পুরুষের physiological structure ( দৈহিক গঠনশৈলী ) আলাদাই বা হ'ল কেন ? হ'য়ে এই-ভাবে exist করে ( বর্ত্তমান থাকে ) কেন, কী জন্য ?—এইভাবে এগুলি সব দেখা লাগে, দেখে existence-এর ( অস্তিত্বের ) উপর গেঁথে তোলা লাগে। আবার দেখ, gene-এর ( জনির ) কথা আছে। Gene-টা ( জনিটা ) কী ? ওটা কি appear করে না innate ( হাজির হয় না সহজাত ) ? Gene-গুলি ( জনিগুলি ) কি lifeless না living ( প্রাণহীন না জীবন্ত ) ? যেমন, সেদিন তুমি ক'লে, $H_2O$ মিশলেই যে জল হবে তা' নয়, একটা energetic thrust ( শক্তিসঞ্চারী ধাক্কা ) চাই। এই thrust আর volition ( ধাক্কা আর ইচ্ছাশক্তি ) কি এক ? Thrust ( ধাক্কা ) দিলে gene-গুলি ( জনিগুলি ) combined ( মিলিত ) হয় কিনা ? হয়তো একটা atomic thrust ( আণবিক ধাক্কা ) দিলাম, তাতে ওদের combination-টা ( সংহতিটা ) created ( সৃষ্ট ) হ'ল না unlocked ( উদ্ঘাটিত ) হ'ল ? Energy ( শক্তি ) কা'কে কয় ? আবার, like ( পছন্দ ) করাটা কেমন হ'লে হয় ? Like মানে পছন্দ করা, ভাল লাগা। Dislike মানে ভাল না-লাগা। কোন্‌টা আমি like ( পছন্দ ) করি, কোন্‌টা dislike ( অপছন্দ ) করি। কেন করি ? এইরকম ক'রে-ক'রে think ( চিন্তা ) করতে হয়, আবার সেটা work out ( কার্য্যে পরিণত ) করতে হয়।

সাতটা বাজল। পূজ্যপাদ বড়দা হাড্‌সন্ গাড়ীখানি নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলান্‌থ্রপী অফিসবাড়ীতে যাবেন। শ্রীশ্রীবড়মা খবর পেয়ে রান্নাঘর থেকে এলেন। তারপর পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে নিয়ে বড়দা এলেন অফিসবাড়ীতে। মোটর থেকে নেমে শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা চেয়ারে বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মার হাত ধ'রে পূজ্যপাদ বড়দা গল্প করতে-করতে অফিসবাড়ীর ভেতরের দিকটা দেখাতে গেলেন।

চারিদিকের কাজকর্ম্ম দেখতে-দেখতে শ্রীশ্রীঠাকুর কাছে-দাঁড়ানো সরোজিনীমার দিকে তাকিয়ে চোখমুখ নেড়ে সস্নেহে বললেন—

ওরে মাণিক, ওরে সোনা,
ওরে আমার হীরের কণা—!
একটা পান দেও।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে সরোজিনীমা পান ও এক টুকরা সুপারি দিলেন। তারপর পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর অরুণদাকে বললেন—

আরও দেখতে হয়, life-টা ( জীবনটা ) কী ? এটা কি peculiar material combination and existence with changes ( বিশেষ ধরনের ঔপাদানিক

সংহতি এবং পরিবর্ত্তন-সহ বিদ্যমানতা)? না, একটা electronic flow (তড়িৎ-অণুপ্রবাহ) অথবা একটা electronic show (তড়িৎ-অণুর প্রকাশ), যার ভিতর দিয়ে এটা evolve করেছে (বিকশিত হয়েছে)? না, something other (আরও অন্য কিছু)? এর সুবিধাই বা কী, অসুবিধাই বা কী? আবার, সে সুবিধা-অসুবিধার বাস্তবতাই বা কতখানি? এই যে physics (পদার্থবিদ্যা) আছে, chemistry (রসায়নশাস্ত্র) আছে, এগুলি stream of life (জীবনের স্রোত)। এ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে? সাহিত্য কা'রে কয়? ভাব মানে কী? ভাব মানে হওয়া না কোন peculiar combination (বিশেষ ধরণের সমবায়)?

এই সময় সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে তামাক খাচ্ছেন। সামনে লোকজনের যাতায়াত, মিস্ত্রীদের কর্ম্ম-কোলাহল, কিছুই যেন তাঁর চিন্তাস্রোতকে স্পর্শ করতে পারছে না। তাঁর চোখে যেন খেলছে কত অজানার বিচিত্র তরঙ্গ।

তামাক খাওয়া শেষ ক'রে নলটি সরোজিনীমার হাতে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন দয়াল ঠাকুর—গানকে সঙ্গীত বলে কেন? সঙ্গীতে কি সঙ্গতি আছে? থাকলে কিসের সঙ্গতি—সুরের না আর কিছুর? সাহিত্যের? কলাবিদ্যার? আবার, শব্দই বা কা'কে বলে? অর্থই বা কা'কে বলে? সুরই বা কা'কে বলে? গানে বিজ্ঞানের কোথায় কী সঙ্গতি আছে? বিজ্ঞানও কি গানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে? যদি ক'রে থাকে, কোথায়, কেমন ক'রে, কিসে, কী কী কেমনতরভাবে? আর, এই সবগুলির সঙ্গতি গানে কী ক'রে হ'ল? এ-সব সঙ্গতি না থাকলে, গান কি হ'ত না? সাহিত্য কি হ'ত না? বিজ্ঞান কি হ'ত না? গণিতবিদ্যাও কি এর ভেতর আছে? গণিতের প্রভাব গানে কী করে এল? এর বিশেষ সামগ্রিকতা কোথায়? অঙ্ক কি গণিত? না—অঙ্ক মানে আরও কিছু? গানে অঙ্কের স্থান কোথায়? অঙ্কের ভিতর যদি অঙ্কন থাকে তবে তা' কি সুরের অঙ্কন নয়? গানের পরিবেশন কেমন ক'রে হওয়া উচিত?—সব যা'-কিছর তালে, মানে, লয়ের বিহিত মূর্ত্তনায় কিনা? সবগুলি বুঝে দেখে ঠিক করা লাগে।

অরুণদা—এত সব জানার জন্য তো perfection attain (পূর্ণতা অর্জ্জন) করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Perfection attain (পূর্ণতা অর্জ্জন) করা মানে যেটুকু আমি করছি তা' এমনতরভাবে adjust (বিনায়ন) করা যাতে তা' সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। এজন্য কয়টা জিনিস ঠিক রাখা লাগে। আমি কথা বলব কেমন ক'রে? মানুষের সাথে চলব কেমন ক'রে? আর, আমি যে mode (ধরণ) করি, সেটা আরও

better (উন্নত) হ'তে পারে কিনা ?

অরুণদা—ঠেকে যাই যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠেকলে পরে আরও আরও নতুন-নতুন বুদ্ধি বেরোবে।

তারপর কোন বিষয়ে যুক্তি ঠিক করতে হ'লে কিভাবে করতে হয় সে-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেমন, তুমি uneven (অসমান) জায়গায় হাঁটছ, তখন একরকম হাঁটা। আবার, একটা রাস্তা যেখানে গাড়ীঘোড়া আসছে, সেখানে আর একরকম হাঁটা। সলীল চলন এক জায়গায়, আর-এক জায়গায় ঐ-রকম। তেমনি existence-এর (সত্তার) কাছে আসলে পরেই আমার existence (সত্তা), আর একজনের existence (সত্তা), সবটারই interest (অন্তরাস) কোন্ দিকে সেটা দেখতে হয়। তখন যুক্তিও ঐ-রকম বের হয় বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে।

অফিসবাড়ীর পশ্চিমভাগে guest house (অতিথিশালা) নির্ম্মাণের কাজ পুরাদমে চলেছে। রাধারমণদা (দত্ত জোয়ারদার) ঘুরে-ফিরে কাজ করাচ্ছেন। এই সময় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে কোন্‌দিককার কাজ কতটা এগিয়েছে তার বিবরণ দিতে লাগলেন।

সব শুনতে-শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এর চারপাশ দিয়ে চেরীগাছ লাগায়ে দেব। ষাটটা চারা আনতে বলেছি different variety-র (বিভিন্ন রকমের)।

রাধারমণদা—(বিস্মিত হ'য়ে) ষাটটা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদুমধুর হাসতে-হাসতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

## ২০শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ৬। ১১। ১৯৫৭)

প্রাতে—তাম্বুতে। সরোজিনীমা ও সুধাপাণিমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আছেন। জল-তামাক দিচ্ছেন। তাম্বুর বেড়ার বাইরে দেবেনদা (রায়চৌধুরী), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), অতুলদা (বোস), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), হরিপদদা (সাহা), বৈকুণ্ঠদা (সিং) প্রমুখ আছেন। যতীন দাসদা প্রণাম করতে এলেন।

তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—যতীনদা ! ওর (সুধাপাণিমা'র) হাতখানা দেখেন তো ! সারাজীবন সুখ আছে কিনা ?

যতীনদা সুধাপাণিমাকে ডেকে নিয়ে রৌদ্রে গেলেন।

সরোজিনীমা—এই দেখেন, জলের ফ্লাস্কটা আনল সুধাপাণি। কিন্তু আলগা ক'রে রেখে চ'লে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো। ওতে কী বোঝায় জানিস্ তো !—বিচ্ছিন্নমনা।

একটু পরে, অসৎনিরোধ-প্রসঙ্গে দয়াল বললেন—অসৎনিরোধ দুই রকমের হয়,

প্রতিরোধাত্মক এবং আক্রমণাত্মক। কিন্তু defence-টা cordial ( আত্মরক্ষণী ব্যবস্থাটা হৃদ্য ) হওয়া চাই।

জনৈক দাদা—আমি যেখানে থাকি সেখানে অনেকে অধিবেশনে আসে না, ইষ্টভৃতিও ঠিকমত করে না। কী করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতরে কথায়-কাজে মিল থাকে না। চরিত্রেও খাঁকতি থাকে। সেইজন্য মানুষও গ'ড়ে ওঠে না। পাষণ্ড যে, সে-ও তো বাঁচতেই চায়। তোমার field-এর ( কর্ম্মক্ষেত্রের ) মধ্যে যেয়ে মানুষ যেন তোমার প্রভাব দেখতে পায়। আর, তোমার প্রভাব মানে তোমার character-এর ( চরিত্রের ) প্রভাব। Character ( চরিত্র ) না হ'লে তো প্রভাব হয় না।

সকাল আটটা। একটু আগে শ্রীশ্রীঠাকুর অফিসবাড়ী থেকে ঘুরে এসেছেন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসেছেন একখানা জলচৌকির উপরে। কথা উঠল।

কেষ্টদা—গীতায় আছে, অক্রিয় যে, নিরগ্নি যে, সে সন্ন্যাসী নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথাই ঠিক। শুধু গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীদের সাথে আলাপ করেছিলেন। শেষকালে সন্ন্যাস নেবার সময় বলেন—

'সন্ন্যাস লইনু যবে ছন্ন হইল মন।
কী কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন॥'

চৈতন্যচরিতামৃতে এই রকম কথা আছে। আবার দেখেন, রামকৃষ্ণঠাকুর সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষাও নিলেন, কত কী করলেন, কিন্তু কাপড়চোপড় রাঙ্গালেন না।

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর কেষ্টদা বললেন—আমাদের ছেলেদের আমরা এমন শিক্ষা দিইনি যাতে তারা ঠাকুরের কাছে এসে দু'মিনিট বসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কই, এই যেমন হরিনন্দন ( প্রসাদ ) ওরা আছে। এইরকম কয়েকজন teacher ( শিক্ষক ) যারা, যাদের energetic volition ( বলবতী ইচ্ছাশক্তি ) আছে, তারা যদি বসে, ব'সে ঐ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এগুলি করে তাহ'লে হয়। আচার্য্যোপাসনা চাই। নির্দ্দেশগুলি work out ( কার্য্যে পরিণত ) করা চাই। না হ'লে বহু কথা আছে, তাতে কোন কাম হবে না। সব ঐ ভাগবত পাঠের মত হ'য়ে যাবে। শুনল, শুনে চ'লে গেল, কাজে কিছু করল না। আবার, coaching-ও ( শিক্ষাও ) ভাল হওয়া চাই। Coaching ( শিক্ষা ) ভাল না হ'লে কিছু হয় না। হরিনন্দনের বাংলা শিখতে হয়।

কেষ্টদা—উনি বাংলা জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, কিন্তু colloquial ( চলতি ) বাংলা না শিখলে হবে না। দেহাতী বাংলা জানা চাই। Town-এর ( শহরের ) বাংলাও কিছু-কিছু শেখা লাগে।

ভোলা রাম এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী খবর রে ? (পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তে) ও কী হইছে রে ?

ভোলাদা—বাঁশের খোঁচায় কেটে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ দিছিস্ ?

ভোলাদা—হাঁ বাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী ওষুধ ?

ভোলাদা—এই গোকুলবাবু (ডাঃ গোকুল নন্দী) ছুঁই (ইন্‌জেকসন) দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন—ওষুধ হ'ল তা'ই যার অভাবে আমার শরীরের এই অবস্থা। হয়তো একদানা ম্যাঙ্গানীজ্ বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে সেটা make up ক'রে (সারিয়ে) দিলাম। আমার যত ওষুধ তা' এইভাবে দেওয়া।

**২১শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ৭। ১১। ১৯৫৭)**

প্রাতে—তাম্বুতে। সকালে পূজ্যপাদ বড়দা যথারীতি প্রণাম ক'রে যাওয়ার পর ছোট পীড়িগুলি এবং কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) বসার জলচৌকি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে সাজিয়ে রাখছি। সবাই এসে পৌঁছাবার আগে ওগুলি সাজিয়ে রাখা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দ্দেশ। কাজ করতে-করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি, তিনি একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সবগুলি ঠিকমত রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, আমার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন তিনি—

ঐ যে শবরী ছিল। রোজ সকালে উঠে জল এনে, ফুল এনে, শয্যা প্রস্তুত ক'রে, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত—কখন রামচন্দ্র আসবেন। একটু পাতার শব্দ হ'লেই ভাবত, ঐ বুঝি তিনি এলেন। একটা শিয়াল দৌড়ে গেলেই পাতার যে শব্দ হ'ত তাতে ভাবত, ঐ বুঝি রামচন্দ্র এলেন। এমনি ক'রে কত—দিন অপেক্ষা করেছিল, সে চোখের পাতা যখন বুঁজে আসে ততদিন পর্য্যন্ত। একদিন রামচন্দ্র এলেন, তখন শবরী আর তাকাতে পারে না। কোন রকমে তাকিয়ে দেখল, রাম এসেছেন। তখন আর ঐ আনন্দ সহ্য করতে পারল না, শুয়ে পড়ল রামের কোলে মাথা রেখে। শবরী কে ছিল রে ?

বললাম—নিষাদী। (এই সময় কলকাতার সত্যভূষণ দে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎফুল্ল কণ্ঠে)—কখন আলি (এলি) ?

সত্যদা—আজ ভোরে।

কুশল বিনিময়াদির পরে সত্যদা বলছেন—আমার মেয়েটার সংস্কৃতের 'পরে অত নেশা হ'ল কী ক'রে কি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর জন্মই যে তোর সেই সময়ে।

যে-সময়ে সত্যদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অনেক সময় থাকতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সময়কার ইঙ্গিত করছেন।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর নব-নির্ম্মীয়মাণ ফিলান্‌থ্রপী অফিস-বাড়ীতে এলেন। পশ্চিমের বারান্দায় বিছানার উপর ব'সে কেষ্টদার সাথে নানা বিষয়ে কথা বলছেন। কথা বলতে-বলতে ডান হাতখানি দেখিয়ে বললেন—আমার এই হাতখানা কেমন হ'ল, যেন বোদা-বোদা, কেমন ছ্যান্‌ছ্যানে। আর সারল না।

প্যারীদা (নন্দী)—শীতকালে ও-রকম বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে একটু ভাল বোধ করেছিলাম। সেদিন, না কাল একটু হাঁটলাম। হাঁটতে কোন অসুবিধা বোধ করিনি। মনে হ'ল বুঝি ভাল হ'য়ে গেছি।

ব্যারাকপুর থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি জানালেন, তাঁর শরীর বেশ দুর্ব্বল বোধ হয়, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে, শরীরে ক্লান্তি ও অবসাদ প্রায় সময়েই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সিকি তোলা শালম মিশ্রী এক ছটাক দুধে (কালো গরুর দুধ হ'লে ভাল হয়) জ্বাল দিয়ে নামিয়ে শঙ্খপুষ্পী, একে ডানকুনিও বলে, তার রস আধ তোলা আন্দাজ ও একটু মিশ্রী দিয়ে মিশিয়ে সকালে খালিপেটে খেয়ে দেখো। যাদের আমের দোষ আছে অথচ nervous debility-তে (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে) ভুগছে তারা ঐ ডানকুনি বাদ দিয়ে থানকুনির রস নিতে হবে সিকি তোলা আন্দাজ।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর চ'লে এলেন বড়াল-বাংলোয়।

আজ রাসপূর্ণিমা তিথি, আবার চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। সন্ধ্যা ৬-১৩ মিনিটে গ্রহণ লাগবে। সন্ধ্যা হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—৬-৮ মিনিট হ'লে বলিস্ প্রস্রাব ক'রে নেব। গ্রহণ লাগলে তো আর পায়খানা-প্রস্রাব করা যাবে না, জলও খাওয়া যাবে না।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বাথরুমে গেলেন, পরে এক ঢোক জল খেয়ে বসলেন। কেষ্টদা এসে বসলেন। তাঁর সাথে কথাবার্ত্তা চলতে লাগল। গ্রহণ লাগতেই ওয়েষ্ট-এণ্ড-হাউসের মন্দিরগৃহে খোলকরতাল-সহকারে কীর্ত্তন সুরু হয়েছে। আশ্রমবাসী মায়েরা অনেকে ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করছেন। চারিদিকে একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ।........ধীরে-ধীরে চন্দ্র পূর্ণগ্রস্ত হলেন।

সারা পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে গেল। এদিকে ভুতমহেশ্বরের শ্রীচরণোপান্তে নিত্য-বিরাজিত ক্ষেমপ্রভা।

এক দিব্য ভাবাবেশে সবারই মন আচ্ছন্ন। কথাবার্ত্তা বিশেষ হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে বললেন গ্রহণ কতটা ছেড়েছে। একজন দেখে এসে বললেন—প্রায় অর্দ্ধেক ছেড়ে এল।

শশাঙ্কদা—আপনি বলেছেন, বাংলা জাগলে ভারত জাগবে। তাহলে best worker ( উত্তম কর্ম্মী ) কি সব বাংলায় আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কথা আছে, "What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow" ( বাংলা আজ যা' ভাবে, ভারত তা' ভাবে কাল ), ঐদিক দিয়ে ভেবেই হয়তো ও-রকম কথা বলেছিলাম।

রাত প্রায় দশটার সময় গ্রহণের অবসান হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর এতক্ষণ পর বাথরুমে গেলেন এবং ফিরে এসে জল খেলেন। আশ্রমবাসিগণ শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম ক'রে ঘরে গেলেন। রান্নাঘরে খুব তৎপরতার সঙ্গে ভোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

## ২২শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৬৪ ( ইং ৮।১১।১৯৫৭ )

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর ভিতরে সমাসীন। একটু আগে অফিস বাড়ী থেকে ঘুরে এসেছেন। সরোজিনীমা তামাক সেজে দিচ্ছেন। একটু দূরে একটা পীড়ির উপরে পঞ্চানন সরকারদা এসে বসেছেন। ভোলা রামদা একটু দূরে দাঁড়াল প্রণাম ক'রে। হালিসহরের ননী মুখার্জ্জীদা এসেছেন গতকাল। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন করছেন।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে বললেন—এই, তোর কাছে তিনটা টাকা আছে ?

ননীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর –( ভোলাদাকে দেখিয়ে ) ওকে দান করতে পারিস্ ?

ননীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দে।

ননীদা পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের ক'রে বললেন—দু'টাকা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর একটা কারো কাছ থেকে জোগাড় ক'রে নিয়ে আয়।

ননীদা বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোলা ! তোর পা'র ফোলা সারিছে ?

ভোলাদা—হাঁ বাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( পায়ের দিকে তাকিয়ে ) না, এখনও সারেনি।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



ইতিমধ্যে ননীদা টাকা জোগাড় ক'রে ফিরে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনিছিস্ ? দে, ওকে দে। ও কিন্তু আমার কাছে টাকা চায়ওনি, বলেওনি। আমার ইচ্ছে করল তাই ওকে দিলাম। (আবার ভোলাদাকে বলছেন) তোরে যেমন দিলাম, তোর কাছে আবার যখন চা'ব, তুইও অমনি ক'রে দিবি। (তারপর পঞ্চাননদার দিকে তাকিয়ে বললেন)—অন্তরে কাউকে কিছু দেওয়ার সঙ্কল্প করলে তা' দেওয়া লাগে। আর, যাকে দেবে সে যদি লোকপীড়ক হয় তবে তাকে দিতে হলে এমন ক'রে দেওয়া লাগবে যাতে তার দ্বারা সে লোকপীড়া উৎপাদন করতে না পারে।

পঞ্চাননদা—কি-রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনভাবে দেওয়া ভাল যাতে লোকপীড়া না হয়, তার সাত্বত উপকার হয়। যেমন, হয়তো খাওয়ায়ে দিলে বা একখানা কাপড় কিনে দিলে।

পঞ্চাননদা—নগদ টাকা দেওয়া ভাল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নগদ টাকা দিলে হয়তো ঐ-সব ভাবে কাম করবে নে।

পঞ্চাননদা—এই যে এখন তিন টাকা দেওয়ালেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধাতু আছে তিনটা, বায়ু, পিত্ত ও কফ। আপনার চেহারা দেখে হয়তো দেখলাম, এই তিনটির সমন্বয় আপনার মধ্যে যেমনভাবে আছে তাতে অসুবিধা হতে পারে, কোনটার হয়তো বৃদ্ধি হ'তে পারে। অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনের হয়তো সমন্বয় নেই। এমন যদি কাউকে বোঝেন বা নিজের বোঝেন তাহলে তিন দিতে হয়—তার মাত্রা অনুপাতিক, মাত্রার যেন অপলাপ না হয় ; কোথাও তিন পয়সা, কোথাও তিন আনা, কোথাও বা তিন টাকা। এ যেন পাগলের কথার মত।

পঞ্চাননদা—তিনে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে আমার মধ্যে তিন যেয়ে নাড়া দেয় কিনা! তার ফলে ঐ অসামঞ্জস্যটা প্রায়ই ঠিক হ'য়ে আসে। (ননীদাকে দেখিয়ে) ওকে দেখে আমার মনে হ'ল যেন বায়ু-পিত্ত-কফের গণ্ডগোল হইছে, প'ড়ে যেতে পারে। সেইজন্যে তিনের কথা বললাম। ঐ তালে থাকার ফলে ওর ঐ ভাবটা কেটে যাবে, সামঞ্জস্য হবে। ঐ তিন টাকা দেওয়ার ফলে ওর স্বস্ত্যয়ন হ'য়ে গেল। (মৃদু-মৃদু হাসছেন)।

### ২৬শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ১২।১১।১৯৫৭)

সকালবেলা। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর ভিতরে আছেন। পূজ্যপাদ বড়দা কিছুক্ষণ আগে প্রাতঃপ্রণাম ক'রে গেছেন। এখন অনেকে এসে প্রণাম করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজগোপালদাকে (দত্তরায়) এখানে থেকে সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়ের

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

দায়িত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। আজ ভাল সময় আছে বেলা একটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। ঐ সময়ে ব্রজগোপালদা স্কুলে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে "Working Headmaster" হিসাবে যোগদান করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এখন ব্রজগোপালদা এসে কাছে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার সাথে একটা 'নোটবুক' রাখা লাগে। সব জিনিসগুলি 'নোট' ক'রে রাখা লাগে। এখানে science (বিজ্ঞান) নেই। Science-টা (বিজ্ঞানটা) আপনার ঠিক করা লাগে। কারণ, আপনি না করলে ওরা করবি নানে। আর মনে রাখবেন, কোন্ ব্যাপার বা বিষয় কেমন সঙ্গীত ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে কী ফল প্রসব করে তাকে জানা হ'ল science (বিজ্ঞান)।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে আছেন শরৎদা (হালদার), জ্ঞানদা (গোস্বামী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হাউজারম্যানদা, সেবাদি, সুধাপাণিমা প্রমুখ। ছয়টা বাজে। শ্রীশ্রীঠাকুর চার্ব্বাক দর্শনে কী আছে জানতে চেয়েছিলেন। এখন শরৎদা চার্ব্বাকের গ্রন্থ এনে তা' থেকে প'ড়ে-প'ড়ে শোনালেন। তারপর তাঁর (দয়ালের) কৃপা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কথা উঠল—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কৃপা যদি না থাকত, তাঁর দয়া যদি না থাকত তবে আমি profitable (লাভবান) হতাম না। আর, nature মানে প্রকৃতি। প্রকৃতি মানে প্রকৃষ্টভাবে করা (প্র-কৃতি)। প্রকৃতির মধ্যে যদি motive force (চালকশক্তি) না থাকে তবে প্রকৃতির কৃতি কোথায় থাকে? আর-একটা কথা, আমার behind-এ (পশ্চাতে) আছে আমার অস্তিত্ব। এই পর্দা, ঐ বটগাছ, শিয়াল, কুকুর, সবারই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বজায় রাখতে সবাই চায়। সেইজন্য দেখা যায়, একটা গাছকে যদি গরু খেয়ে যায় বা তার ডাল ভেঙ্গে যায় তাহলে আবার সেটা regenerate (পুনরায় উৎপন্ন) করে, আবার বাড়ায়।

শরৎদা—একটা গান আছে, "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি", সেটা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করে প্রকৃতি। তাই প্রকৃতি মা। মা মানে তিনি পরিমিত ক'রে তোলেন। প্রকৃতি করে। আমি কই, আমি করি। প্রকৃতি করে মানে মা যিনি আমাকে এই পরিণতিতে এনে দেছেন তিনি করেন।

শরৎদা—আমার কর্তৃত্ব কিছু থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃতি আছে আর গতি আছে, তাই আমার মধ্যে কর্ত্তৃত্বও আছে। তাই আমাকে করায়। আবার আমি যে করি, আমাকে তৈরী করিছে কিন্তু আমার

বাপ-মা। আমি তাঁদের gift ( অবদান )।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া-শব্দের অর্থ দেখতে বললেন। তিনি ধাতুগত অর্থ দেখতে চান। তাই, বঙ্কিমদা ( রায় ) অভিধান দেখে বললেন—দয়্-ধাতুর মানে আছে পালন, রক্ষণ, দয়া, গমন।

পূজ্যপাদ বড়দা তাম্বুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাত দু'খানা মাজার উপরে ন্যস্ত। তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক দিলেন—কী খবর রে? এইদিকে এসে বস্।

তাম্বুর কিনারায় ইঁট পাতা ছিল। বড়দা এগিয়ে এসে ঐ ইঁটের উপরে বসলেন। তারপর কলকাতার ফোন-লাইন খারাপ সে-কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—লাইন-টাইন ভাল থাকে না, কিছু না। কোন খবর নেই।

একটা ব্যাঙ্ আলোর কাছে এসেছে পোকা খেতে। লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আজ ব্যাঙ্টা বেরোল কেন? গরম পড়েছে নাকি?

বড়দা—শীত পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু ঐ ব্যাঙ্টাকে আজ কয়েকদিনের মধ্যে দেখিনি।

এর পরে অন্যান্য জীবজন্তু-সম্পর্কে কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—জিম করবেট লিখেছেন, বাঘ যে কত উপকারী জন্তু তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখেন, বাদ দেওয়ার কিছু নেই জগতে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। স্থানীয় শহরের বিশিষ্ট উকিল তারাপদবাবু শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। একখানা চেয়ার দেওয়া হ'ল, বসলেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ছোটবেলা থেকেই একটা complete university ( পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ) করার কল্পনা ছিল। ইচ্ছা করে ঐ ডিগরিয়া পাহাড়কে centre ( কেন্দ্র ) ক'রে চারিপাশ দিয়ে, একেবারে মেডিক্যাল কলেজ-টলেজ সব-কিছু নিয়ে university ( বিশ্ববিদ্যালয় ) গ'ড়ে উঠুক। তাহ'লে দেওঘর একটা seat of learning ( শিক্ষার পীঠস্থান ) হ'য়ে যায়, একেবারে তীর্থস্থান যারে কয় তাই হ'য়ে যায়। ( তারাপদবাবুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থেকে আবার বলছেন )—ইউনিভার্সিটির একটা বড় লোভ আমার ছোটকাল থেকেই ছিল।

তারাপদবাবু—এখানে জায়গা পাওয়া বড় মুশকিল।

রঙ্গন-ভিলা বাড়ীটি কেনার কথা উঠল।

কেষ্টদা—দাম হাঁকাচ্ছে বড় বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( তারাপদ বাবুকে ) আপনারা যদি নিয়ে নেন তবে তো আর

সৎসঙ্গের কথা হবে নানে। আপনারা নিয়ে নিলেন, তারপর সৎসঙ্গকে দিয়ে দিলেন।

তারাপদবাবু—দেখি আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

কেষ্টদা—এখন ওরা আড়াইশ' টাকা ভাড়া চাচ্ছে।

তারাপদবাবু—( সবিস্ময়ে ) আড়াইশ' টাকা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো তখন উপায় ছিল না। যা' বলেছিল, বাধ্য হ'য়ে তাই দিয়ে নেওয়া লাগিছিল।

হোসেনী লজ্ ও মিত্র লজ্ বাড়ী দু'খানিও নেওয়ার কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হোসেনী লজে ছেলেদের স্কুল, আর মিত্র লজ্ বিক্রী করবে কিনা জানিনে, যদি করে তবে ওখানে মেয়েদের স্কুল করা যায়। এখন ছেলেদের স্কুল যেখানে আছে, তাতে সব সময় নজর রাখাই মুশকিল। ( কেষ্টদাকে ) আপনারা এদিকে দেখবেন না ওদিকে দেখবেন! ( তারাপদবাবুকে ) দেখেন আপনার দয়াতে যদি হ'য়ে যায়।

ইতিমধ্যে তামাক সেজে এনে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। সব চুপচাপ। একটু পরে তারাপদবাবু বিদায় প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার যেন মনে থাকে আমার এই আবদার কয়টা।

তারাপদবাবু—( সপ্রতিভভাবে ) এই দেখেন দেখি, অমন ক'রে বলছেন কেন? যখন যা' দরকার আমাকে হুকুম করবেন। আমি তো আছিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুকুম না, আবদার। ( উভয়েই হাসছেন )

তারাপদবাবু—আর একটা জিনিসের বিশেষ দরকার, maternity home ( প্রসবাগার )। মেয়েদের বড় অসুবিধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আমি বিনোদাবাবুকেও বলেছি, জমি নেন ভাল দেখে। তারপর একটা ভাল হাসপাতাল, maternity home ( প্রসবাগার ), এই-সব করেন।

এর পর তারাপদবাবু বিদায় নিলেন।

### ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৭।১১।১৯৫৭ )

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে লোকজন কম। মণি চক্রবর্ত্তীদা একটু দূরে ব'সে আছেন। প্রশ্ন করলেন—একটা অভ্যাস একদিন যদি break down করে ( ভেঙ্গে যায় ) তাহলে সেটা আবার করতে কষ্ট হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তুমি যদি রোজ সকালে ওঠ আর একদিন যদি উঠতে দেরী কর তবে পরদিনও দেরী হ'য়ে যায়। কিন্তু সেটা যদি habit ( অভ্যাস ) হ'য়ে যায় তখন একদিন দেরীতে উঠলেও পরে আবার ঠিক হ'য়ে যায়।

একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ঠাকুর! রবিবার, মঙ্গলবার, এই সব বারে ক্ষৌরী হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, রোজ ক্ষৌরী হ'লে (মুখে হাত দিয়ে) এগুলির জোর ক'মে যায়। এ-ছাড়া যেমন মঙ্গলবার, সেদিন কামাতে যেয়ে রক্তপাত হ'য়ে একটা অমঙ্গল না হয়। রবিবার—সূর্য্যবার। সূর্য্য হ'ল আত্মা। রক্তপাতে আত্মা কলুষিত না হয় সেইজন্য এই ব্যবস্থা। এই-রকম জোড়াতালা দিয়ে একটা খাড়া হয়েছে আর কি।

বেলা প্রায় দশটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বড় দালানের ভিতরের দিকে সুধাপাণিমার ওখানে গেলেন। সুধাপাণিমা কী কী রান্না করলেন খোঁজ নেবার পর বললেন—পাট ভাজিস্‌নি?

সুধাপাণিমা—আজ্ঞে না, ভাজি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কি আর পারবিনি?

সুধাপাণিমা—হ্যাঁ, পারব (ব'লে পাটভাজার ব্যবস্থা করতে লাগলেন)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বাইরে এসে বসলেন। Love (প্রেম)-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love-এর (প্রেমের) সাথে life-এর (জীবনের) সম্বন্ধ আছে। আমার ভিতরে আছে life-urge (জীবন-সম্বেগ), আর life-urge-এর (জীবন-সম্বেগের) মধ্যে আছে interest (অন্তরাস)। Love-এর (প্রেমের) মধ্যে থাকে anxious beating throb (উদ্বেগাকুল গতিশীল স্পন্দন)। সেটা sweet (মধুর) হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বিরহে সেটা হ'য়ে পড়ে dangerous (বিপজ্জনক)। অনেক বেশ্যা যারা পিরীতে প'ড়ে যায় তারা সেই লোকগুলোর একেবারে সংসারশুদ্ধ টানে।

নিখিলদা (ঘোষ)—সেটা তো complex-এরই (প্রবৃত্তিরই) জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু ঐ একটা মানুষের জন্য। তখন তাদের interest (অন্তরাস) আর অন্য পুরুষ বা money (অর্থ) থাকে না। আম্রপালীর সেইরকম হয়েছিল। তার সব complex down (প্রবৃত্তি অবনমিত) হ'য়ে গিয়েছিল ঐ বুদ্ধদেবের জন্য। ম্যাগডালিনেরও তাই হয়েছিল Christ-এর (খ্রীষ্টের) জন্য।

স্পেন্সারদা—ওরা বুদ্ধদেব বা Christ-কে (খ্রীষ্টকে) ধরেছিল ব'লেই হ'ল। অন্য কোন পতিতার হওয়া কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ ওদের জীবনই ব'লে দেয়, আমাদের যখন হ'ল তখন সবারই হ'তে পারে। লায়লা-মজনুর হ'ল কি ক'রে?

দেওঘরে এখন হাওয়া-পরিবর্ত্তনের সময়। বিকাল হ'তে না হ'তেই ভ্রমণকারীদের ভীড়ে আশ্রম-প্রাঙ্গণ সরগরম হ'য়ে ওঠে। সারাদিনই মানুষের আনাগোনা থাকেই। সন্ধ্যার আগে জনসমাগম বেশী হয়। অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শন ক'রে তারপর অন্যদিকে ঘুরতে বেরিয়ে যান। এইরকম রোজই চলে।

আজ সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে শরৎদা এবং হাউজারম্যানদা সত্যানুসরণের ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই সময়ে রমণের মা এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রমণের মা! ঠিক আছাও (আছ)?

রমণের মা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, কী খাবেনে?

রমণের মা—দেখি, ঘরে আছে একটু দুধ। আর কয়খান রুটি ক'রে খাবনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো কপট করলে। সরল প্রাণে তাড়াতাড়ি ক'রে কইতে পারলে না।

রমণের মা—(একগাল হেসে) তাহ'লে আপনি যা' খাবির (খেতে) দেন তাই খাবানে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ননী চক্রবর্ত্তীদাকে ডেকে রমণের মা'র জন্য ভাল-ভাল খাবার তৈরী করতে বললেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন—সাতটা বেজে গেছে?

আমি বললাম—ছয়টাও বাজেনি এখনও। এখনও দশ মিনিট বাকী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাব্বাঃ, রাত্তির কত বেড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন একটা কাজের জন্য কিছু টাকা হাউজারম্যানদার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। এখন সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—সেই টাকা তোর কাছে আছে তো?

হাউজারম্যানদা—হাঁ (দ্বিধাজড়িত স্বর)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে তো?

হাউজারম্যানদা—কিছু এদিক-ওদিক হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত টাকা আছে?

হাউজারম্যানদা—পাঁচ-সাত টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো কাম খারাপ করিছ।

হাউজারম্যানদা—আমি যাকে দিয়েছি তাকেও ব'লে দিয়েছি যে টাকাটা কিন্তু এই উদ্দেশ্যের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খবরদার ও কাম ক'রো না। ও কখনও ভাল না। ও কাজের সাথে আমার পরিচয় আছে।

হাউজারম্যানদা—আচ্ছা, আমি make up ( পূরণ ) ক'রে রাখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবি, না আমি help ( সাহায্য ) করব ?

হাউজারম্যানদা—না, আমিই করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হ'লে কিন্তু আমার ঘুমই হবে নানে।

হাউজারম্যানদা—এখনই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন। হাউজারম্যানদা তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'লেখ্'। খাতা-কলম খোলাই ছিল। বাণী দিলেন—

যা'র কাছ থেকে যা' নাও
বা যা'রা তোমাকে দিয়ে থাকে
যে-কাজের জন্যে—
তা' দিয়ে তা'ই ক'রো,
তা' না ক'রে
অন্যপ্রকারে তা খরচ করলে—
অবিশ্বাস্ত
ঘুণপোকার মত
তোমার চরিত্র খেয়ে ফেলবে,
তুমি
অন্তঃসারশূন্য
একটা বেল্লিক হ'য়ে উঠবে ;
সাবধান কিন্তু।

( সময় ঃ সন্ধ্যা ৬-৩১ মিনিট )

**৩রা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৯। ১১। ১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসেছেন। পূজ্যপাদ বড়দার গতকাল একটু জ্বর হয়েছে—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। তাই, আজ সকালে প্রণাম করতে আসেননি। বড়দা না আসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতেও গেলেন না।

অজয়দা ( গাঙ্গুলী ) প্রণাম করতে এসে বললেন—কারখানায় কাঠগুলি ঠিকমত ফাঁড়া হয় না। নজরও রাখা হয় না। তাতে কাজের অসুবিধা হয়। অথচ মনোহরদা ইচ্ছা করলে এ-কাজ পারেন।

কাঠের মিস্ত্রী মনোহরদা সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে

আশ্রমের প্রথম আমলে অটলদার (দাস) কাজ করার কথা গল্প ক'রে শোনালেন। বললেন, অটলদা কাজগুলি কত তাড়াতাড়ি অথচ কত সুন্দরভাবে ক'রে ফেলতে পারতেন। তারপর বললেন—Experience-এর (অভিজ্ঞতার) মধ্যে যদি ত্বরিত্য না থাকে তবে তরকারীর মধ্যে নুন না দিলে যেমন হয়, সেইরকমটা হয় আর কি।

একটু পরে মনোহরদা কারখানার দিকে চ'লে গেলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে বললেন—Agile enthusiastic eagerness (ত্বরিত উদ্যমী আগ্রহ), যেটা আমি কই, সেটা impart (সঞ্চারিত) করা লাগে। চুরি করতে যেমন interest (অন্তরাস) থাকে, ঐ-রকম কাজেও eagerness (আগ্রহ) বাড়ায়ে দেওয়া লাগে। (একটু থেমে) আগে আমার কামগুলি খুব গোছানো ছিল।

এর পরে অজয়দাও কাজের দিকে গেলেন। আরও অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে সুপারী মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছেন।

একটি ছেলে ছবি আঁকা শিখছে। সে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে তার জীবনের গতিপথ কী হবে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চিঠিটি প'ড়ে শোনালাম। উত্তরে বললেন তিনি—লক্ষ্য তোমার আদর্শ। আর যা'-কিছু তার উপকরণ, সবই ঐ আদর্শের উপকরণ। এর সাথে সঙ্গতিশীল সার্থক অর্থনায় সব অর্থান্বিত ক'রে তোল, এই আমাদের প্রত্যাশা।

**৫ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ২১।১১।১৯৫৭)**

আজ পূজ্যপাদ বড়দা সুস্থ। প্রণাম করতে এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করার সাথে-সাথেই আমরা সকলেই একসাথে প্রণাম করলাম। তারপর বড়দা উঠে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে যেয়ে প্রণাম করবেন। এগিয়ে এলেন। কিন্তু কালীষষ্ঠীমা তাঁর ভারী শরীরের জন্য গড় হ'য়ে প্রণাম করতে পারেন না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই হাত-জোড় ক'রে প্রণাম করছিলেন। পেছনে যে পূজ্যপাদ বড়দা প্রণাম করতে আসছেন সেদিকে লক্ষ্যই করেননি। ফলে, বড়দাকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। কালীষষ্ঠীমা প্রণাম সেরে স'রে যাওয়ার পরে পূজ্যপাদ বড়দা এগিয়ে এসে প্রণাম করেন তাঁর মাতৃদেবীকে। আমরা সকলেই এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলাম। এইবার প্রণাম করলাম সবাই। এ ব্যাপারটা কারোই চোখ এড়াল না।

সবাই প্রণাম করে চ'লে যাওয়ার পর যোগেন সিংদা কালীষষ্ঠীমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—মা, আপনি যদি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন তাহলে একটু পেছনে দাঁড়িয়ে অথবা একটু side-এ (পাশে) গিয়ে প্রণাম করবেন। তাহলে আর কারো কোন অসুবিধা হয় না। আপনি আজ বড়মার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন,

সেইজন্য বড়দার প্রণাম করতে অসুবিধা হ'ল।

কথা শেষ ক'রে দু'জনেই ওখান থেকে স'রে আসেন। কিছু পরে কালীষষ্ঠীমা হঠাৎ রুক্ষস্বরে যোগেনদাকে ডেকে বললেন—যোগেন, তুমি যে আমারে বারণ কর। আরও কত লোক যে পেন্নাম (প্রণাম) করে, তাদের কিছু ক'তি পার না? তুমি উপদেশ দেবার কেডা? আমি নড়তি পারি নে, আমার এখন ঠ্যাঙে জোর নেই। আমার পা কাঁপে। আমি যাব কোনে? আগে বড় খোকার থালায় আমি ফুল দিতাম। তারপর পঙ্কজ একদিন বারণ করল। তখন থেকে আমি বাড়ীর থেকে থালা নিয়ে আসি।

যোগেনদা—আমি তো আপনাকে আর কিছু বলিনি। আমি শুধু বললাম, আপনি যদি একটু পেছনে দাঁড়িয়ে বা পাশে স'রে প্রণাম করেন তবে আর লোকের অসুবিধা হয় না। আমি কয়েকদিনই দেখলাম, আপনি এইরকম করেন। এতে অসুবিধা হয়।

কালীষষ্ঠীমা—তুমি আমারে বারণ করতি কেডা? বড় খোকার 'পরে কি তোমার দরদ? বড় খোকার 'পরে আমার দরদ কি কম? তার 'পরে দরদ আমার নেই, দরদ হ'ল তোমার? বড় খোকার সুবিধা-অসুবিধা কি আমি বুঝি নে?

যোগেনদা—আপনি যে অত কথা বলছেন, আমি আপনাকে বলেছি কী? যাতে আপনি কিছু মনে না করেন সেইজন্যে আপনাকে আরও privately (গোপনে) ডেকে নিয়ে বললাম। বড়দার উপর আপনার দরদ বেশী তা' আমি জানি, আর তা' থাকাও উচিত।

কালীষষ্ঠীমা—না, তুমি বড় বা'ড়ে পড়িছ। বড় খোকার 'পরে দরদ? বড় খোকার 'পরে দরদ কেন তা' কি আমি বুঝি নে? বড় খোকার তোয়াজ ক'রে ঠাকুরের বুকের 'পরে ব'সে খাওয়ার দরকার তো? তা' কি আর আমি বুঝি নে? য্যাত (যত) সব এখন উড়ে আ'সে জুড়ে বসেছে। (তারপর ছড়া কেটে বলতে থাকেন)—

উড়ে আ'লো শ্যাখ্ (শেখ)
তার চ্যাকম্যাকানি খান দ্যাখ্।
ঝড়ে আ'লো পানা
তারা এখন দেশের খানসামা।

য্যাত সব ভক্ত সাজেছে।

যোগেনদা—আপনি ও-সব বাজে-বাজে কথা বলছেন কেন? আমি আপনার কী করেছি যে অত বড়-বড় কথা বলছেন?

কালীষষ্ঠীমা—আর কী করবা? মারবা? আমার খোকা-মদন টের পালি

(পেলে) তোমারে দেখায়ে দিত। তোমার মতন কুড়িটা যোগেনরে ছিঁড়ে ফেলত।

যোগেনদা—আপনি মারবেন? ডেকে নিয়ে আসুন আপনার খোকাকে।

কালীষষ্ঠীমা—আমি লোক দিয়ে তোমারে মার খাওয়াতে পারি।

যোগেনদা—আচ্ছা, আপনি নিয়ে আসবেন আপনার সব লোককে। দেখবেন আমিও কী পারি।

এত যে কথা চলছে, শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু নীরব। মাঝে-মাঝে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে দেখছেন।

ইতিমধ্যে ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) দু'একবার ও'দের থামাবার চেষ্টা ক'রে বিফলকাম হয়েছেন। এবারে একটু জোরেই চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন—কী হ'চ্ছে এ-সব? এ কী? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সবাই ভক্ত! সকালবেলায় এই ব্যাপারটা ঠাকুরের বড় প্রীতিকর হ'চ্ছে, না? বড় প্রীতিকর হচ্ছে ঠাকুরের?

বলতে-বলতে যোগেনদাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই বাঁশের বেড়ার বাইরে নিয়ে গেলেন। কালীষষ্ঠীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'সে যোগেনদার নামে অনেক কথা চেঁচিয়ে বলতে থাকেন। কিছুক্ষণ বকাবকির পর উঠে বাড়ীর দিকে চ'লে গেলেন। যোগেনদাও অন্যদিকে চ'লে গেলেন।

·········রাতে তাম্বুতে যোগেনদাকে ডেকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই তখন কী কী বলেছিলি?

যোগেনদা যা' যা' বলেছিলেন, আবার বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যদি বলতিস্, আপনি মারেন মারবেন, কিন্তু ঐ যে লোক দিয়ে মারাবার কথা ক'ন, ঐটাই তো ভাল লাগে না।

যোগেনদা—আমি বলেছি, আপনার লোক ডেকে আনেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো বলেছিস্। বলতে হয়, আমার ক্ষত্রিয়-রক্ত কিনা, তাই অন্যায় সহ্য করতে পারি না। আর আপনি মারেন—সে এক কথা। লোক দিয়ে মারাবার কথা কন কেন? আপনি মেরে দেখলেই পারতেন, আমি কিছু করি কিনা।

**৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ২২।১১।১৯৫৭)**

আজ হৈমন্তিক শুক্লা প্রতিপদ। পরমপূজ্যপাদ বড়দার শুভ ৪৭তম জন্মতিথি-উৎসব। প্রত্যুষ থেকেই ষোড়শী-ভবন থেকে নহবতের সুমধুর সুর ছড়িয়ে পড়ছে আশ্রম ও তৎপার্শ্বস্থ অঞ্চলে। বীরেন ভট্টাচার্য্যদার পরিচালনায় ঊষাকীর্ত্তনের দলটি কয়েকটি রাস্তা পরিক্রমা ক'রে ষোড়শী-ভবনে যেয়ে পেঁছাল। তারপর আবার

ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মার ঘরের সামনে, যতি-আশ্রমের সম্মুখে এবং সেখান থেকে পূজ্যপাদ বড়দার কাছে কীর্ত্তন ক'রে সৎসঙ্গ-মন্দিরে যেয়ে কীর্ত্তন সমাপ্ত করে।

পূজ্যপাদ বড়দা খুব ভোরেই এসেছেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁর সাথে একসঙ্গে প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে এবং তৎপর শ্রীশ্রীবড়মাকে। প্রণামের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে তাম্বুতে এসে বসেছেন। তাঁর চৌকির পাশেই একখানা চেয়ারে শ্রীশ্রীবড়মা উপবিষ্ট।

চারিদিকে এক আনন্দঘন পরিবেশ। সবারই মন বেশ প্রফুল্ল। পাখীর কলকাকলীতে সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত। চারিদিকে আশ্রমবাসিগণের আনাগোনা। পরমদয়ালের নিকটেও আজ বেশ ভীড়। কারণ, আজকের এই শুভদিনে সকলেই পিতামাতার সাথে দর্শন করতে চান পূজ্যপাদ বড়দাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একবার তামাক খাওয়ার পর শ্রীশ্রীবড়মা ভেতরবাড়ীতে চ'লে গেলেন। একটু পরে বড়দা বললেন—আমি একটু ঘুরে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—আস'।

কিছুদিন আগে থেকেই পূজ্যপাদ বড়দা নিভৃত-কেতনের পশ্চিমদিকে একটা ছাউনিতে বসছেন। আজ সে-জায়গাটি ফুলপাতা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বড়দা এখন ছোড়দাকে সাথে নিয়ে সেখানে এসে বসলেন। সবাই প্রণাম করলেন বড়দা ও ছোড়দাকে। একটু পরে ও'রা উঠে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গেলেন।

সকাল সাতটার পর পূজ্যপাদ বড়দা হাড্‌সন গাড়ী নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অফিসবাড়ীতে যাবেন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) জিজ্ঞাসা করলেন—প্রার্থনা কোথায় হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেই।

সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীশ্রীঠাকুর অফিসবাড়ী এসে পশ্চিমের বৃহৎ বারান্দার মধ্যখানটিতে পাতা বিছানায় বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা তাঁর বামপার্শ্বে আসীনা। তাঁদের দক্ষিণদিকে বসেছেন দাদারা, বামদিকে মায়েরা। পূজ্যপাদ বড়দা এসে একটি আসনে বসলেন। প্রার্থনার আয়োজন সম্পূর্ণ। মণি চ্যাটার্জীদা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ ভঙ্গিমার কয়েকখানা ফটো তুললেন। ৭-৫৪ মিনিটে কেষ্টদা উদাত্তস্বরে আবাহনী পাঠ করলেন। বিনতি সুরু হ'ল।

বিনতি-অন্তে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত আশীর্ব্বাণী পাঠ করলেন—

"বড় খোকা আমার !
জাগৃহি-মন্ত্র

তোমার অস্তিত্বের কানায়-কানায়
স্ফুরিত হ'য়ে উঠুক,......"

সমগ্র আশীর্ব্বাণীটি একটি বড় বোর্ডে বড় ক'রে লিখে বাঁধানো হয়েছিল। প্রফুল্লদা (দাস) সেটি হাতে ক'রে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও পরে আর সকলকে দেখালেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে দিলেন। পূজ্যপাদ বড়দা সামনে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন। পরম ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করলেন তাঁর পিতৃদেবের শ্রীকরকমল থেকে ঐ আশীর্ব্বাণী। আলাদা ক'রে কাগজে আশীর্ব্বাণী ছাপানো হয়েছিল। এখন সেগুলি উপস্থিত সকলকে হাতে-হাতে বিতরণ করা হ'ল।......বেলা নয়টা বাজতে শ্রীশ্রীঠাকুর ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পূজ্যপাদ বড়দা তাঁকে ও শ্রীশ্রীবড়মাকে গাড়ীতে ক'রে নিয়ে এলেন বড়াল-বাংলোয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে সমাসীন। আজকের শুভদিনে সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণ আলোকসজ্জায় অলংকৃত। অনেকে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দাশুদা (রায়)। তাঁর শরীর কিছুদিন যাবৎ ভাল না। শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চাইলেন—দাঁড়িয়ে থেকে কেমন লাগছে?

দাশুদা—Exercise (ব্যায়াম) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে একদিন এক ভদ্রলোক কইছিল, দাঁড়িয়ে থাকাটা light-এর (হালকার) মধ্যে best exercise (উত্তম ব্যায়াম)।

একটু পরে কেষ্টদা এসে বসলেন। বিভিন্ন প্রাণীর ঝোঁক, রোখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কান, চোখ, মুখ, নাক সকলের সমান থাকে না। যেমন মাছের কান আছে কিনা জানি না, তবে চোখ আছে। এক এক প্রাণীর এক-একটা prominent (প্রধান)। কুকুরের গন্ধ prominent (প্রধান), কিন্তু সে আবার গু খায়। Liking-এর (পছন্দের) কত তফাৎ।

কেষ্টদা—নানা প্রাণীর নানারকম organ (ইন্দ্রিয়) আছে, তা' দিয়ে তারা sensation (সাড়া) পায়। মাছ নাকি নীচের কাঁটা দিয়ে ঠিক পায়। মানুষের তা' নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ওটা দরকার হয় না বোধ হয়।

কেষ্টদা—পাখীরা আড়াই-তিন হাজার মাইল non-stop flight (অবিরাম উড্ডয়ন) দিয়ে আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরে যেতে পারে। একাদিক্রমে অত মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আবার ঠিক আগের বাড়ীতেই ফিরে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক মনেও থাকে। না থাকলে আসে কী ক'রে? এগুলি যেন মানুষের থেকে বেশী।

কেষ্টদা—হ্যাঁ। আবার মৌমাছিরা একরকম নাচে। নেচে সূর্য্য কোন্‌দিকে তা' ঠিক ক'রে নেয়। এ যেন তুলনা করা যায় না কে ছোট, কে বড়। তারপর breeding time-এর (প্রজননকালের) রকমগুলি এক-এক জন্তুর এক-এক রকম। সেই সময় বড় পাখীর ঠোঁটে নাকি রঙ্গীন দাগ হ'য়ে যায় to attract the mate (সঙ্গীকে আকর্ষণ করার জন্য)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(কৌতুকের স্বরে) নাকি? আবার পরে চ'লেও যায়। মানুষ যেমন সিন্দুর-টিন্দুর পরে আর কি!

কেষ্টদা—আর এখানে প্রকৃতিই সিন্দুর পরায়ে দেয়। আমার কাছে একখানা বই আছে, 'Personality of Animals'. ছোট বই। তাতে এই সব কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা বড় বই আনতে পারেন না? ছোটতে সংক্ষিপ্ত ক'রে দেওয়া থাকে।

কেষ্টদা—দেখি। চিতাবাঘ ব'লে ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে দৌড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাব্বাঃ, ট্রেণের চাইতেও বেশী speed (গতিবেগ)।

কেষ্টদা—আকবর বাদশাহ নাকি চিতাবাঘ নিয়ে শিকার করতে যেতেন। কারণ, ওর সাথে দৌড়ে তো কেউ পারবে না। আর একরকম আছে লেপার্ড। লেপার্ড বড় সেয়ানা হয়, কেউ মারতে পারে না। ওর পায়ে আঘাত পেলে যখন আর দৌড়াতে পারে না তখন man-eater (নরখাদক) হয়।

এর পর এই আলোচনার উপর দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দেন। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হ'য়ে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের সময় হয়।

## ৯ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৪ (ইং ২৫।১১।১৯৫৭)

প্রাতে তাম্বুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত কাজলদার সাথে কথা বলছেন। খাদ্যাখাদ্য নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্ষারধর্ম্মী খাবার খাওয়া ভাল। বাসনে যেমন ময়লা পড়ে, আবার মেজে ফেললে পরিষ্কার হ'য়ে যায়, তেমনি alkali (ক্ষার) ভেতরের ময়লাটা ধুয়ে বের ক'রে দেয়। পেচ্ছাপ হ'য়ে-ট'য়ে বেরিয়ে যায়।

কাজলদা—এ্যাসিডে কি তা' করে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম করে।

কাজলদা—আমার এক প্রফেসর আছেন। তিনি নিজে মাছমাংস খান না, অথচ ছেলেদের খেতে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যে খান না, কেন খান না—কেন খান না?

এই সময় কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ) এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা কয় ব'লে ব্টেনে নাকি আশী হাজার নিরামিষাশী লোক আছে।

কেষ্টদা—হ্‌ঁ। এইরকম শোনা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের মাছ খাওয়া অভ্যাস আছে তারা কিছুদিন মাছ না খেলেও আবার যখন পায় তখন বেশ খেতে পারে। আবার, যারা খায় না, তাদের খেতে গেলে বমি-টমি হয়ে যাবে। আমি আগে মাছ খেতাম। একবার একটা চিংড়ি মাছ দেখে মনে করলাম, এ আমি নিশ্চয়ই খেতে পারব, আমার কিছু হবে না। কিন্তু খাওয়ার পর বমি ক'রে সে কী অবস্থা। ছোটবেলায় যখন মাছ খেতাম, নামও করতাম, তখন আমার একটা blunt ( ভোঁতা ) মত অবস্থা হ'য়ে থাকত। আবার, মাছ যখনই খেতাম তখন অন্ততঃ চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত তার effect ( প্রতিক্রিয়া ) থাকত।

কেষ্টদা—নিরামিষ ডাল-টাল বেশী খেলে কি অমনটা হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশী তো খেয়ে দেখিনি। আমার মতন আমি খেয়েছি।

কেষ্টদা—ডাল খেলে নাকি হাঁপানি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাদের পেটের অসুখ থাকে তাদের হ'তে পারে। ......কাজলাকে বলছিলাম, alkali ( ক্ষার )-ধর্ম্মী জিনিস খাওয়াতে আমাদের উপকার হয়। ওটা ভেতরের ময়লাগুলি সাফ ক'রে দেয় ঘটি-বাটি মাজার মত।

কেষ্টদা—কিন্তু এ্যাসিডও তো একটু খাওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যা' দরকার তা' আমাদের vegetables-এর ( শাকসব্জীর ) মধ্যে খুব থাকে। আবার দেখ, তুমি এ্যালকালি খেলে, তাতে তোমার অ্যাসিড হ'য়ে গেল। ঐ তো এ্যাসিডের কাজ হল, আর এ্যাসিড খাওয়ার কী দরকার ?

এর পর মাছমাংস ও পেঁয়াজ খাওয়ার ক্রিয়া-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যখন নিতাইবাবু লেনে ছিলাম তখন একদিন পেঁয়াজ খাইছিলাম। খেয়েই একেবারে একশ' পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হ'য়ে গেল। গা দিয়ে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোতে লাগল। ভাবলাম, এ-রকম সবারই হয়। আবার, মাংস যারা খায় তারা বাঘের মত হয়। আর, মাছ-পেঁয়াজ খেলে একটু মিষ্টি-মিষ্টি কথা ব'লে কাজ হাসিল করতে চায়। তারা কোন একটা সংকল্প নিয়ে লাগোয়া থাকতে পারে না। লাগোয়া হবার আগেই তারা tired ( ক্লান্ত ) হ'য়ে পড়ে।

একটু দূরে সাধন ( মিত্র ) রমণের মা'র সাথে চেঁচামেচি করছে। রমণের মা শ্রীশ্রীঠাকুরে কাছে আসবে, কিন্তু সাধন কিছুতেই আসতে দেবে না। খুব হৈ চৈ

হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরর সাধনকে ডাক দিলেন। সে এগিয়ে এলে বললেন—আচ্ছা এই, তোরে যে মাসীমা ( মায়া-মাসীমা ) কয়, লোকজনের মধ্যে ও-রকম করতে নেই। কান কোথায় থাকে ? একেবারে মেশিনের মত হওয়া লাগে।

কিছুক্ষণ পরে instinct ( সংস্কার ) নিয়ে কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্ট সাউদার একদিনের একটি ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন—একদিন কাছে বোধহয় কেউ ছিল না। কেষ্ট দাঁড়ায়ে আছে। ওর কাছে জল খেতে চাইলাম। কিছুতেই জল দিল না। আমি যত কই 'জল দে', ও তত জড়সড় হ'য়ে কয় 'না, আমি পারব না'। দেখে খুব ভাল লাগল। ঐ হ'ল instinct ( সংস্কার )।

### ১০ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৬।১১।১৯৫৭ )

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর মধ্যে আছেন। খবরের কাগজ থেকে বিশেষ-বিশেষ সংবাদ প'ড়ে শোনাচ্ছি তাঁকে। একটা সংবাদ আছে, রাশিয়া শীঘ্রই আলোর গতিসম্পন্ন রকেট বের করবে।

খবরটা শুনেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ-কথা আমি অনেকদিন আগে বলেছি। কেষ্টদা ওরা জানে। বলেছিলাম আলোর ট্রেণে চ'ড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু লোকই পেলাম না। নতুবা ও আমরা অনেক আগেই করতে পারতাম। এ্যাটম্‌ও অনেক আগে ভেঙ্গে দেখাতে পারতাম।

আমি—মানুষ যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে আসতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরাই যে educated ( শিক্ষিত ) নও। তারপর আমারও তো বয়স ফুরায়ে এল। মানুষই আসল না।

বিকালে—তাম্বুতে। পূজ্যপাদ বড়দা এসে বসেছেন। শরৎদা ( হালদার ), প্রফুল্লদা ( দাস ), পঞ্চাননদা ( সরকার ), হরিদাসদা ( সিংহ ) প্রমুখ আছেন। চাকদহ ( নদীয়া ) থেকে এসেছেন শৈলেন দে। উনি এবার ওঁর অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে দাঁড়িয়েছেন। এতে ওখানকার অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এ-কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার পলিসি ছিল, নিজেরা দাঁড়াব না, কিন্তু বেছে-বেছে আমাদের মানুষ দাঁড় করাব। তারপর people ( জনসাধারণ ) বুঝতে না পারে এইভাবে এমন push ( ঠেলা ) দেব যাতে সে দাঁড়ায়। কিন্তু যখন দাঁড়ায়ে গেছই তখন এমন-ভাবে সব করা লাগবে যেন তোমার কোন শত্রু তোমাকে কিছু করতে না পারে। এরকমভাবে সব দিক দিয়ে equipped ( প্রস্তুত ) হ'য়ে ওঠা লাগে। কারণ, এখন

তো পলিসি উল্টে গেছে। যাতে জয়ী হ'তে পার তাই কর। আর ঐভাবে চললে নিজে দাঁড়াতে না বটে, কিন্তু commander ( সেনাধ্যক্ষ ) হ'য়ে যেতে পারতে।

শৈলেনদা—আজ যাব ভাবছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, আজই চ'লে যাও। কিন্তু সবাইকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলা চাই। এবার যদি পরমপিতার দয়ায় successful ( কৃতকার্য্য ) হোস্ তো ভালই। তারপর একবার আমার মত ক'রে ক'রে দেখিস্।

শরৎদা—শৈলেন আবার নামধ্যান বেশী করে-টরে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান করিস্। ভোরে ওঠা অভ্যাস আছে তো ?

শৈলেনদা—আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনই আধ ঘণ্টা বসলে হয়। বিছানায় ব'সে করলেই হয়। এ হ'ল মূল জিনিস। যেমন চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, ঐ-রকম নেশা ক'রে নেওয়া লাগে। ( শরৎদাকে ) আর, আপনারাও ঐ-রকম ক'রে লাগেন। দেখবেন world ( পৃথিবী )-সুদ্ধই কি-রকম হয়ে যাবে নে। ( শৈলেনদাকে দেখিয়ে ) ওর কিরকম অবস্থা হয়েছে—? ও ভালই চায়, শক্তিও চায়, কিন্তু শক্তিপন্থী হ'চ্ছে না। যাও, ঐভাবে চল। দাঁড়ায়ে successful ( কৃতকার্য্য ) হও। দাঁড়াতে না পারলেও যাতে successful ( কৃতকার্য্য ) হ'তে পার তাই কর।

এই সময় যতীনদা ( দাস ) তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এলেন। বললেন—উনি জানতে চাইছিলেন, আমরা কী চাই! উত্তরে আমি বললাম, আমরা মানুষ তৈরী করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ কি তৈরী করা যায় ? মানুষ জন্মায়। আর, মানুষ যাতে জন্মায় তাই আমরা করতে চাই।

উক্ত দাদা—তার জন্য সমাজটাকে ঠিকভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে। দেশের মধ্যে এই ভাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর সেটার জন্য উঠে-পড়ে আমরা না লাগলে কী যে হবে বলা মুশকিল। কারো বৈশিষ্ট্যকে কখনও ব্যাহত হ'তে দিতে নেই।

উক্ত দাদা—হ্যাঁ কর্ম্মই তো ভাল ক'রে করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মই তো ধর্ম্ম। আমাদের ধারণ-পালন-ক্ষমতা যাতে বাড়ে তাই তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম। যাতে আমরা সপরিবেশ সব দিক দিয়ে বাড়ি তাই তো ধর্ম্ম।

উক্ত দাদা—সাহেব হ'য়ে আমাদের রকমগুলো বদ্‌লে গিয়েছে। এটা পালটাতে হবে। কিন্তু কী ক'রে পালটানো যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সেই আগের রকম ধরা লাগবে। প্রাচীনকে ত্যাগ ক'রে

বর্ত্তমানের সৃষ্টি হয় না, বাপ-মাকে ত্যাগ ক'রে সন্তানের সৃষ্টি হয় না, আবার বর্ত্তমানকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হয় না। আর, ওটা স্বাধীনতাও নয়।

উক্ত দাদা—তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা আমরা কখন পাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন আমরা সপরিবেশ নিজের self-কে ( আত্মাকে ) ধারণ-পালন করতে শিখি। আপনিও পরিবেশের জন্য করবেন, পরিবেশও আপনার জন্য করবে। এতে আপনারা উভয়েই profitable ( লাভবান ) হবেন।

উক্ত দাদা—হিটলার-মুসোলিনী পরিবেশের জন্য ক'রেও পেরে ওঠেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু রাশিয়া পেরে গেছে। কারণ, তার পিছনে ছিল লেনিন। আসল কথা, আমাদের জীবন সঙ্গতিশীল হওয়া চাই। আর, সঙ্গতিশীল হ'তে হ'লে পরেই চাই adherence ( নিষ্ঠা )। Adherence ( নিষ্ঠা ) হওয়া লাগবে আদর্শে। এইভাবে জীবনকে বিন্যাস লাভ করাতে হয়। তাই হ'ল আমার জীবনের পক্ষে মঙ্গল। তার ফলে, এই যে ব্যক্তিগত আমি আর সমষ্টিগত আমি—এর সঙ্গতি হ'য়ে যায়। যত পরিকল্পনা করি আর যাই করি, মানুষ যারা তাদের জন্যেই তো সে-সব; ( প্রফুল্লদাকে ) আমার একটা লেখা ও'কে শোনাস্ তো—complete summary ( পূর্ণাঙ্গ সার কথা )—আমরা কী চাই।

'সৎসঙ্গ কী চায়' এবং ঐ-জাতীয় আরো কয়েকটা বাণী পর-পর প'ড়ে শোনালেন প্রফুল্লদা।

রাতের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর মধ্যেই আছেন। কাছে লোকজন কম। স্পেন্সারদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—I cannot control my mind ( আমি আমার মনটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আস্তে-আস্তে হবে।

এর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে রসগোল্লার লোভ দমন করেছিলেন সেই গল্প করলেন। ক'রে বললেন—আমি দেখলাম, ঐ time-টাতে ( সময়টাতে ) otherwise engaged ( অন্যভাবে নিয়োজিত ) হ'য়ে পড়লেই হয়। এইভাবে আমার craving-টাকে adjust ( লালসাটাকে নিয়ন্ত্রণ ) করতে লাগলাম। Complex ( প্রবৃত্তি ) এসে আমাদের thought-টাকে twist করে ( চিন্তার মোড় ঘোরায় )। আর, তখনই যদি আমরা otherwise engaged ( অন্যভাবে নিয়োজিত ) হ'য়ে পড়ি তাহলেই হয়। এখনও আমি রসগোল্লা ভালবাসি। I love Rasagolla ( আমি রসগোল্লা ভালবাসি )। কিন্তু এখন না পেলে কষ্ট হয় না। ঐভাবে তখন তিন বছর রসগোল্লা খাইনি। একদিন যখন রসগোল্লা খাওয়ার সময় হ'ল, তখন একজনের সাথে ঝগড়া

বাধায়ে দিলাম। আর একদিন আর একটা করলাম। এইভাবে ক্রমে-ক্রমে লোভ ক'মে যেতে লাগল। তারপর তিন বছর পরে, স্টীমারঘাটায় আমার এক বন্ধু থাকত, সে বলল, 'আপনি খান, দুটো খান। আপনি না খেলে আমি খাবই না।' তখন তার কথায় তিনটে রসগোল্লা খেলাম।

স্পেন্সারদা সামনে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। তারপর ধীরে-ধীরে চ'লে গেলেন। সরোজিনীমা তামাক সেজে এনে দিলেন। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ননী (মা) সেদিন খুব ভাল মালপোয়া করিছিল, like big bread (বড় রুটির মত)। ননী! আবার কবে করবি?

ননীমা—আপনি যেদিন বলবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে স্পেন্সারকে খাওয়াবি না?

ননীমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরোজিনীকে খাওয়াবি না?

ননীমা—হ্যাঁ।

একটু পরে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরোজিনী! তোর ছাওয়াল চিঠি লেখেনি?

সরোজিনীমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী লেখছে?

সরোজিনীমা—ঐ-সব কথা লিখেছে। তুমি ঠাকুরের কাছে বেশীক্ষণ থেকো। আমার কথা ঠাকুর কী বলেন? পরীক্ষা সামনে। গিরিবালা লিখেছে, ভাল ক'রে পড়ছে। গিরিবালা খুব ভাল, খুব সেবাযত্ন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হুঁ। ঐ-রকম একটা মানুষ যদি ননীর থাকত।

ননীমা—আমার অত টাকাও নেই, ও-রকম লোক পোষারও ক্ষমতা নেই। সরোজিনীদি পুষতে পারে ব'লে কি আমিও পারব?

সরোজিনীমা—আমি কি আর পুষি?

ননীমা—আপনি ছাড়া কে পোষে?

সরোজিনীমা—ঠাকুর।

ননীমা—আমার তো আর ঠাকুর পুষবেন না। আমারটা আমারই পোষা লাগবে।

সরোজিনীমা—দুনিয়ার লোককে ঠাকুর পুষছেন, আর একটা অনাথা বিধবার জায়গা হবে না?

ননীমা—আমি যে দুনিয়া-ছাড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( সরোজিনীমাকে ) ও ও-রকম কয়। ও ইচ্ছে করলে নিজেই ঠাকুরকে পূষতে পারে।

এর পর ননীমা চ'লে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—আগে কথা-টথা বলতে পারতাম। এখন আর পারি না। আর, একা-একা নিয়ে কথা বলতে না পারলে মানুষের বোধও ফোটে না। এখন তোমরা কও, আমি শুনি। আমার কইতে গেলে খুলে কওয়া লাগে; না হ'লে তো তোমরা বোঝ না। আবার, খুলে কইলেই অন্যান্য মানুষ তখন সেগুলি নিয়ে ফেলে, এ-কানে ও-কানে দেয়। ব্যাঙ্ হাতের মধ্যে চ'লে আসে আর কি! আগেও এগুলো হ'ত, হ'ত না যে তা' না। কিন্তু অনেক কম হ'ত। কারণ, তখন আমি চলাফেরা করতে পারতাম। এই ওকে নিয়ে ঐদিকে গেলাম, আবার তোমাকে নিয়ে হয়তো এইদিক গেলাম। এইরকম পারতাম। এখন তো আর পারি না।

### ১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৭।১১।১৯৫৭ )

সকালে সমবেত প্রণাম হ'য়ে গেছে। পূজ্যপাদ বড়দা যথারীতি গাড়ী নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অফিস-বাড়ীতে যাবেন। শ্রীশ্রীবড়মার ঘর থেকে এসে বড়দা বললেন—মা'র মাজায় একটা ব্যথা হয়েছে। হাঁটলে বাড়তে পারে। তাই মা আজ যাবেন না। আপনি চলেন যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( একটু চুপ ক'রে থেকে ) থাক্, আমিও তাহলে আজ যাব না। রোজ দু'জনে একসাথে যাই।

পূজ্যপাদ বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আর কিছু সময় থেকে গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। এই সময় রমণের মা এসে পেঁছানতে আসর অন্যভাবে সরগরম হ'য়ে উঠল। বাদ-প্রতিবাদ, নালিশ-অভিযোগ, মান-অভিমান, হাস্য-পরিহাসে খড়ের ঘর ও বারান্দা মুখরিত। রমণের মা বৃদ্ধা। চীৎকার ক'রে কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে মুখ থেকে থুতু ছিটছে। তিত্তিরিদি রমণের মাকে ওটা দেখাতেই সে আপনমনে বকবক করতে-করতে উঠে চ'লে গেল। তিত্তিরিদি ঝাঁটা ও জল এনে ঐ থুতু-পড়া জায়গাটা ধুয়ে দিচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তিত্তির যত শয়তানই হোক, এদিক ঠিক আছে।

আজকাল রোজ দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁর ভোগের পরে রমণের মাকে খাওয়ানো হচ্ছে—ক্ষীরচমচম্, সরমোহন, রসমুণ্ডি, মোহনভোগ, প্রভৃতি নানারকম

সুন্দর রুচিকর খাবার। সাথে থাকে কার্ত্তিকদা ( পাল ) ও সাধন ( মিত্র )। তারাও খায়, তবে পরিমাণে রমণের মা'র চাইতে কম। খাওয়ার পরে সবাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তুমুল হট্টগোল সুরু করে। সে-শব্দে কান পাতা দায়। যে-কোন মানুষ অস্থির হ'য়ে উঠবে। কিন্তু পরমপুরুষের লীলা বোঝা ভার। ত্রিভুবনের কোন ব্যক্তি, বিষয় বা ব্যাপারের সাথে যে তাঁর তুলনা হয় না। তাই তিনি অনুপম, অদ্বিতীয়, অপরিমেয়। ঐ কানফাটানো হৈ-চৈ-এর মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়নযুগলে নেমে আসে ঘুমের আবেশ। বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন তিনি। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। সবাই একে-একে প্রণাম ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসেন।

বিকালে—তাম্বুতে। শরৎদা ( হালদার ), মহেন্দ্রদা ( হালদার ), কেষ্টদা ( সেন ), প্যারীদা ( নন্দী ), গোকুলদা ( নন্দী ), হরিপদদা ( সাহা ), বনবিহারীদা ( ঘোষ ), শ্রীশদা ( রায়চৌধুরী ), হরিনন্দনদা ( প্রসাদ ), প্রমুখ উপস্থিত আছেন।

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলছে। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবসমাধির কথা উঠল। সেইপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও একটা আগ্রহাকূল অবস্থা।

শরৎদা—আপনার যখন সমাধি হ'ত, তখন আপনি নিজের ভাবেই নিজে মত্ত থাকতেন। কিন্তু এখানকার অবস্থা দিয়ে জগতের অনেক কল্যাণ হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( অন্যদিকে তাকিয়ে ) কল্যাণ-টল্যাণ আমি কিছু বুঝিনে। যা' হবার তা' আপনিই হয়।

হাউজারম্যানদা—ঐ অবস্থায় তো অহং থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহংটারই sublimation ( ভূমান্বিত অবস্থা ) হয়। স্বার্থপর দাম্ভিক অহং থাকে না, সাত্ত্বিক অহং হয়।

তারপর লোকসংগ্রহ নিয়ে কথা উঠল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে কাগজে বেরোচ্ছে এ-গ্রহ থেকে ও-গ্রহে যাওয়ার কথা, আলোর গতিসম্পন্ন রকেটে চ'ড়ে যাওয়ার কথা, এ-সব আমি অনেকদিন আগেই বলেছি। তখন আলোর রেলে চ'ড়ে যাওয়ার কথা বলতাম। এই research ( গবেষণা ) যদি continue ( নিরন্তর ) করতে পারতাম তাহ'লে কী হ'ত কওয়া যায় না। যারা আমাকে ঘিরে আছে, এদের কেউ হয়তো foolish ( বোকা ), কেউ বা wise ( বুদ্ধিমান )। কতরকম ওষুধের কথা যে বলেছি। আমার backing ( পেছনে মানুষ ) যদি থাকত, যদি hands ( হাতের মানুষ ) থাকত, worker ( কর্ম্মী ) থাকত তাহ'লে কী হ'ত কওয়া যায় না। কত ওষুধই যে বের হ'য়ে যেত। ঐ যে ডাক্তার সুবোধ চক্রবর্ত্তী, তার পেটে

ক্যান্‌সার হয়েছিল। ডাক্তাররা কইছিল, অপারেশন করতে হবে। তারপর আমার ওষুধ খেয়ে—এখন—পরমপিতার দয়ায়—অবশ্য কওয়া যায় না—দশ পাউণ্ড ওজন বেড়ে গেছে। আর, সে কয়দিনের মধ্যে। এইরকম যে কত সুযোগ ছিল। ( উপবিষ্ট ডাক্তারগণকে দেখিয়ে ) ওদের আগ্রহ খুব কম। আগ্রহ কম ব'লে active adherence-ও ( সক্রিয় নিষ্ঠাও ) কম। ওদের আমি যে কত কইছি তার ঠিক নেই। ওদের একটা দোষ আছে। কেউ যদি গোয়ায় ( পাছায়—পাবনার ভাষা ) চিমটি মারে তাহ'লে চ'টে গেল। চ'টে গেলেই আর তার কাছ থেকে শিখতে পারল না। কিন্তু ওদের একটা পারগতা বেড়ে গিয়েছিল। ঐ যে সুরেশদার ( মুখোপাধ্যায় ) wife-কে ( স্ত্রীকে ) ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচাল—একেবারে সেই রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ডাক্তারের definition-এর ( সংজ্ঞার ) মত—বুকে হাঁটু দিয়ে ব'সে ওষুধ খাইয়ে।

এরপরে মহেন্দ্র হালদারদা একখানা চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। এক দাদা কিছু চেরী-গাছ দিতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিখে দে, গাছগুলি আষাঢ় মাসে আনা ভাল। নতুবা গরমে গাছ বাঁচবেই না।

……রাত সাতটা হ'ল। শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরের ভিতরে আছেন। কেষ্টদা ( ভট্টাচার্য্য ), পণ্ডিতদা ( ভট্টাচার্য্য ), ভাটুদা ( পাণ্ডে ), চুনীদা ( রায়চৌধুরী ), পঞ্চাননদা ( সরকার ), রমেশদা ( চক্রবর্ত্তী ), শৈলেনদা ( ভট্টাচার্য্য ) প্রমুখ এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে। ভাষাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যা' সব কই, আমি কেন, আমার বাবা-সুদ্ধ কোনদিন এ-রকম ভাষা জানে না। আমার মনে হয়, ( হেসে কেষ্টদাকে ) হয় আপনি না হয় পঞ্চাননদা, এই দুইজনের একজন এই-সব কর্ম্ম করেছেন। এখন তো মুশকিল হয়েছে। ( হাস্য ) কথা কইতে গেলেই ঐদিকে চ'লে যায়। দেখেন তো, বদলানো যায় কিনা ঐ ধারা।

পরে ভাটুদার দিকে চেয়ে রহস্যভরা কণ্ঠে বললেন—কী হবি রে ভাটু ? কথা কইতে গেলেই ঐরকম হ'য়ে যায়। ঘোরাবের ( ঘোরাতে ) পারি না।

কেষ্টদা—আজকাল অনেকটা যেন নাংলা রকম আছে আপনার কথাবার্ত্তার মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে ) দেখেন তো, দেখেন, এই সময়ে বাঁচাতে পারেন কিনা ! আপনার সাথে যদি বেড়াতে যেতে পারতাম হেঁটে-হেঁটে, তাহলে অনেক সুবিধা হ'ত। আমি যা' কই, ভাবি যে তা' আপনিই। ( আবার কিছুক্ষণ পরে ) কী হবে ? আমিও বুঝি, এ ক্রমেই কঠিন হ'চ্ছে। কী হবে তাহলে ?

কেষ্টদা—পাবনায় আমরা যখন যাজনকাজে বাইরে বেরোলাম, তখন প্রফুল্ল

( দাস ) এই লেখার কাজে ভর্ত্তি হ'ল। বাইরের থেকে ঘুরে এসে দেখি, ভাষা অন্য-রকম হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার দেখেন, এই আপনি আছেন, পঞ্চাননদা আছেন, ভাটু ওরা আছে। কথা বলছি, এর মধ্যে একটা লোক এসে পড়ল। অমনি আমার ভাবটারই type (রকম) ঘুরে গেল। তখন language-ই (ভাষাই) অন্যরকম হ'য়ে গেল। ( আবার বলছেন ) কী হবে তাহলে ?

কেষ্টদা—আমি তো মাঝে-মাঝে কই সেজন্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কইলে হবে না, ধরা লাগবে।

পঞ্চাননদা—একটা কায়দা করলে হয়—।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( যেন অত্যন্ত সিরিয়াস )—সে-কায়দা আমার কাছে ক'বেন না। ধ'রে ফেলাব তাহলে।

পঞ্চাননদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—( ননীমাকে ) এই, পিঠের এই জায়গাটা চুলকাচ্ছে।

ননীমা সেই জায়গাটা চুলকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর "হয়েছে" ব'লে জামাটা আবার ঠিক ক'রে নিয়ে বসলেন। তারপর কেষ্টদাকে বললেন—কিন্তু আপনারা যখন রাজসাহী গেলেন, তখন পঞ্চাননদা জিজ্ঞাসা করতে লাগল 'নারীর নীতি'। তা' তো খুব কঠিন না।

কেষ্টদা—না, না, সেগুলি অতি প্রাঞ্জল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কায়দা ক'রে যদি ক'রবের (করতে) পারেন তো দেখেন। আমাকে ক'বেন না। ক'লে পরে হবে নানে। ( আবার চিন্তার ভাব দেখিয়ে ) এ বড় মুশকিলের কথা হ'ল।

কেষ্টদা—এ ভাষার সাথে introduced (পরিচিত) যে নয় তার পক্ষে বোঝা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ঠিক।

তারপর, ভাব-অনুপাতিক যে ভাষার আবির্ভাব হয়েছে এবং সেই হিসাবে ভাষা কিছু সুকঠিন নয়, ধীরে-ধীরে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিন্তু দেখেন, ঐ যে 'প্রাবৃট্ পরিক্রমা' (দর্শনবিধায়না, ৩২০) নিয়ে লেখা, ওটাও কিন্তু কঠিন না।

কেষ্টদা—তা' না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর এখন হয়েছে কি, এখন ইংরাজী কথা খুব কম কই। আগে কথার মধ্যে ইংরাজী খুব মেশানো থাকত। এখন ইংরাজী ভুলেই গিয়েছি বোধহয়।

কেষ্টদা—কিন্তু অতিথিশালার নাম তো হ'য়ে গেল hospice (হস্‌পিস্‌)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে যে science-এর (বিজ্ঞানের) কথা-টথা ক'তেম আমার মত ক'রে, সেগুলিও তো খুব কঠিন না।

কিছু পরে হাউজারম্যানদাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কখনও নিজের জন্য কিছু চাইনি। এখনও চাই না। অপরের জন্য ভিক্ষা করি। আবার, যার কাছ থেকে ভিক্ষে করি, লক্ষ্য থাকে কিভাবে তাকে 3 times/4 times (৩ গুণ/৪ গুণ) জোগাড় ক'রে দেব। প্রথমে রোগী দেখতাম। আস্তে-আস্তে বাড়তে লাগল মানুষ। তখন কেউ হয়তো একখানা লেপ দিত, কেউ চাদর দিত, এই-রকম হ'ত। আবার আমি একজনের কাছ থেকে টাকা নিলাম একটা purpose-এ (উদ্দেশ্যে), সেটা কখনও অন্য purpose-এ (উদ্দেশ্যে) খরচ করি না। আর, সে-purpose (উদ্দেশ্য) যখন otherwise comply (অন্যভাবে সিদ্ধ) হ'য়ে যায়, তখন ঐ টাকা তাকে ফিরিয়ে দিই। আমি যখন মানুষকে chase করি (পেছনে লেগে থাকি), করি তার ভালর জন্য।

মানুষকে সেবা দেওয়ার প্রসঙ্গে বললেন—আমরা যখন hard-hearted (কঠিন হৃদয়) থাকি, তখন আর service (সেবা) দিই না।

হাউজারম্যানদা—মাঝে-মাঝে মন খুব খারাপ হ'য়ে যায়। মানুষের জন্য করতে ইচ্ছা করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চন্দ্রেশ্বরের (শর্ম্মা) হয়েছে ঐ-রকম। তার অবস্থা এইরকম—ধর, তুমি যদি শুধু খাও আর মোটে না হাগ তাহলে যে-রকম হয় আর কি।

**১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ২৮।১১।১৯৫৭)**

কাল রাত থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পেটে একটা ব্যথা সুরু হয়েছে। তাই, আজ সকালেও ফিলানথ্রপী অফিসে বেড়াতে যাননি। স্নানের সময় তাঁর টেম্পারেচার দেখা হ'ল—৯৮ ডিগ্রী। স্নান করলেন না, শুধু মাথা ধুয়ে ভোগে বসলেন। ভোগ হ'ল ভাতের ক্বাথ ও একটি ঝোল দিয়ে।

বিকালে আবার টেম্পারেচার নেওয়া হ'ল—সাড়ে আটানব্বই এবং নাড়ীর গতি—অষ্টাশী। শরীর তাঁর খারাপই দেখাচ্ছে। পেটে ব্যথাটা নেই, কিন্তু সারা শরীরে একটা অসোয়াস্তি আছে।

সন্ধ্যা ছয়টা। খড়ের ঘরে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র পূজনীয় অশোকদা এসে বসলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথাপ্রসঙ্গে অশোকদা বললেন—আমার অনেকক্ষণ এক কাজ করতে ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আবার প্রকৃতি, একসাথে অনেক কাজ না হ'লে ভালই লাগে না। তোর বাবারও এ-রকম আছে, কাকারও আছে, কাজলেরও আছে। তোর থাকবি নে ক্যা? তোদের তো এগুলি ingrained (দৃঢ়বদ্ধ)।

এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাস সিংহদাকে ডেকে অশোকদার কোষ্ঠী এনে দেখাতে বললেন। হরিদাসদা কোষ্ঠী নিয়ে এসে অশোকদার গ্রহনক্ষত্রাদির ফলাফল সব প'ড়ে শোনাতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। কেষ্টদাও মাঝে-মাঝে বিভিন্ন দশা ও অন্তর্দ্দশার ফলাফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন।······ কিছুক্ষণ আলোচনার পর অশোকদা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

একটি নবাগত দাদা সামনে বসেছিলেন, বললেন—আমি কলকাতায় থাকি, আজ এখানে এসে দীক্ষা নিলাম। আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কলকাতায় কী কর?

উক্ত দাদা—একখানা ছোটখাট দোকান আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে সবদিক দিয়ে উন্নতি করতে পার তাই কর। খদ্দেরের কাছ থেকে কখনও অতিলাভ করার জন্য বেশী দাম নিতে যেও না। আর বাকী ততটা দিও যতটা তুমি দাম ফিরে না পেলেও সহ্য করতে পার।

**১৩ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ২৯।১১।১৯৫৭)**

রাত্রি হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে আছেন। আজ তাঁর ও শ্রীশ্রীবড়মার শরীর অনেকটা ভাল। বেশ শীত পড়েছে। খড়ের ঘরের পর্দ্দাগুলি টেনে দেওয়া হয়েছে। সামনে একটুখানি জায়গা ফাঁক করা আছে মানুষের আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য।

কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পর রেবতী (বিশ্বাস) জিজ্ঞাসা করল—আপনি নাকি পাবনায় একবার বলেছিলেন যে, নিউটনের first law of motion (গতিবেগের প্রথম সূত্র) ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বলেছিলাম তখন, মনে নেই। তবে আমি বুঝি, আমি যখন একটা বল হাতের থেকে ছুঁড়ে দেই তখন দুনিয়ায় আর কিছু নেই—আছে বল আর আছি আমি। তাহলে আমি বলটা ছুঁড়ে দিলে বলটা আবার আমার হাতেই ফিরে আসবে।

আবার একটু পরে রেবতী বলল—আমার মেজাজটা বড় খিট্‌খিটে হ'য়ে গেছে আজকাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খিট্‌খিটে করলে খিট্‌খিটে হয়। খিট্‌খিটে না করলে খিট্‌খিটে হয় না, controlled (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়।

এই সময় কিরণমা প্রণাম করতে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই কিরণ!

কিরণমা—বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ কী করছে রে?

কিরণমা—কচুরি, পুরি, আর আপনার সেই দুগ্ধবতী। আর তরকারী তো আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন করছে রে?

কিরণমা—দেখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর্ পাগল! দেখে আয়।

কিরণমা রান্নার আয়োজন দেখতে গেলেন।

**১৪ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৪ (ইং ৩০।১১।১৯৫৭)**

রাতে—খড়ের ঘরে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আগামীকাল কলকাতায় যাবেন, সাথে যাবেন ভাটুদা (দ্বিজেন পাণ্ডা)। কেষ্টদা এখন ভাটুদা ও পণ্ডিতদাকে (ভট্টাচার্য্য) নিয়ে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাটুদাকে বললেন—এই, তুই কেষ্টদাকে রেঁধে খাওয়াতে পারবি নে?

ভাটুদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্ট ভট্টাচার্য্যির রাঁধুনে বামুন যদি তোমারে কেউ কয়, সেটা গৌরবের ব'লে নিও। ঐ যেমন আগেকার দিনে পণ্ডিতরা বলত, 'বাবা, পনের বছর ধ'রে মহামহোপাধ্যায়ের গাড়ু-গামছা ব'য়ে লেখাপড়া শিখেছি।' সেটা তারা গৌরবের মনে করত। (তারপর পণ্ডিতদাকে) পণ্ডিত! রাঁধতে জানিস্?

পণ্ডিতদা—একদিন রান্না করেছিলাম, মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরে গেলে তোর বাবাকে রেঁধে খাওয়াতে পারবিনে?

পণ্ডিতদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও কয়েকবার বাবাকে রেঁধে খাওয়ানোর ভাগ্য হয়েছিল। ঐ যে কী নৌকা কয়—।

কেষ্টদা—পানসী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, পানসীই বোধ হয়। তার উপরে কেবিন মত থাকে। তাতে রেঁধেছি। তা'ছাড়াও আরো কয়েকবার রেঁধেছি। একবার সেই জলের মধ্যে যেন কী ধান হয় সেই ধানক্ষেতের কাছে পানসীতে ব'সে রান্না করছি। রান্না আরম্ভ হওয়ার পর শালার পো শালা ফড়িং কী আসতে লাগল। ওরে বাবা! সে প্রায়

ফড়িং-এরই একটা ঝোল হয়ে যায়। তারপর তাড়াতাড়ি করে ভাত চাপা দিলেম। নতুবা ফড়িং-ভাতেই বুঝি হ'য়ে যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর কেষ্টদা প্রশ্ন করেন—মানুষ যদি তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে কথাই কয়, শুনতে মোটেই না চায়, সেখানে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে ঐ আমি যেমন করি। চুপ করে ব'সে বেকুবের মত শোনা। বলতে-বলতে তার stock (পুঁজি) ফুরিয়ে আসে। তখন repeat (পুনরাবৃত্তি) করা ধরে।

কেষ্টদা—তখন ধরতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। কথা বলতে-বলতে যখন ফাঁক দেয় তখন গোঁজ দেওয়া লাগে। হ্যাঁ, ঠিকই করেছ, কিন্তু তার সাথে এইটুকু রাখলে পরে ঠিক হয়। গৌরাঙ্গদেবের ঐ-রকম হয়েছিল। প্রকাশানন্দের কাছে যেয়ে চুপ করে বসে শুনছিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাস করেন—'আপনি যে কিছু বলছেনই না।'

সাধন মিত্র—আমার একটা কথা মনে হয়। যারা ইংলণ্ড, আমেরিকা, বা বহুদূরে আছে, আপনাকে একবারও দেখেনি, তারা সাধনা করবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন অনেকে ক্রাইস্টকে দেখেনি, অথচ তাঁর নাম করে।

কেষ্টদা—বার্ম্মা থেকে একবার এক দাদা এসেছিলেন। বলছিলেন, 'ঠাকুর! আমাদের 'পরে একটু দৃষ্টি রাখবেন'। তখন আপনি বলেছিলেন, 'স্টীমারের কাছে যে নৌকা থাকে তাতে ঢেউ লাগে না। ঢেউ লাগে দূরের নৌকাগুলিতে।'

**২০শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ৬।১২।১৯৫৭)**

গত পরশু পরমপূজনীয় বড়দা ও কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) কলকাতায় গেছেন। ……গতকাল বিকালে হাউজারম্যানদার মা বহুকাল পরে এলেন আমেরিকা থেকে। উঠেছেন ডাকবাংলোর সামনের বাড়ী অক্ষয়স্মৃতিতে। ঐ বাড়ীটা ওঁর থাকার জন্যেই সৎসঙ্গ থেকে ভাড়া নিয়ে রাখা হয়েছে। আজ সকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর পুনঃপুনঃ মায়ের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন প্রাঙ্গণে তাম্বুতে সমাসীন তখন স্পেন্সারদা ও হাউজারম্যানদাকে সাথে নিয়ে হাউজারম্যানদার মা শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে এলেন। প্রফুল্লদাও (দাস) সঙ্গে আছেন। দাদারা ও মায়েরা অনেকেই উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। মা জানালেন তাঁর শরীর ভালই আছে এবং কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমেরিকা থেকে আসতে পথে তাঁর যে-সব মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেগুলি

বলতে লাগলেন। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসেছেন। নীচে একখানা পীড়ির উপর ব'সে প্রফুল্লদা দোভাষীর কাজ করছেন—মায়ের কথাগুলি বাংলা করে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে, আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলির ইংরাজী-অনুবাদ ক'রে মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

কথাপ্রসঙ্গে মা বলছিলেন—বহুদেশের মধ্য-দিয়ে আমাদের আসতে হয়। তখন দেখি, একটা দেশের অন্যায় অন্য দেশের পক্ষে হয়তো ন্যায়। এইরকম ক্ষেত্রে আমরা কোন্‌টা গ্রহণ করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার বাঁচার পক্ষে যেটা প্রয়োজন, তার সেটা করাই ভাল। আমাদের existence (অস্তিত্ব) নির্ভর করে আমাদের environment-এর (পারিপার্শ্বিকের) উপর। তাই, আমরা environment-কে (পারিপার্শ্বিককে) nurture (পোষণ) দেবার চেষ্টা করব। আর, আমাদের environment (পরিবেশ) ছড়িয়ে আছে সমগ্র দুনিয়াতে। প্রত্যেকেই বাঁচতে চায়। বাঁচায়-বাঁচায় friendship (বন্ধুত্ব) আছে। তাই, আমি এমন কিছুই করব না যাতে আমার ও অন্যের বাঁচাটা ক্ষুণ্ণ হয়। আর, বাঁচাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যদি কোন বিরুদ্ধ রকম সহ্য ক'রে নিতে হয় তাও করা ভাল।

মা—কোথায় কোন্‌টা right (ন্যায়) তা' কিভাবে ঠিক করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু চিন্তা ক'রে দেখতে হয়, কোন্ মানুষের সত্তার পক্ষে কী প্রয়োজন এবং কিভাবে তা' আপূরিত হ'তে পারে।

এর পরে মা প্রফুল্লদার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠাকুরকে বল, আমার যত বয়স হ'চ্ছে তত আমি কথা বেশী বলছি। ঠাকুরকে এখন আর আমি বিরক্ত করব না। আমি এখন যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো শুনতেই ভাল লাগে।

মা—আমি আর-এক সময় এসে আবার কথা বলব।

এরপর মা উঠলেন। স্পেন্সারদা তাঁর হাত ধ'রে আস্তে-আস্তে বাইরে নিয়ে এলেন, তারপর তাঁদের বাসস্থানের দিকে গেলেন।

## ২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৪ (ইং ৮।১২।১৯৫৭)

কালীষষ্ঠীমা এবার কয়েকটি তীর্থ পরিভ্রমণ ক'রে এসেছেন। সকালে প্রণামের পরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কোথায় কী দেখলেন সেই সব গল্প করছেন।

কিছুক্ষণ শোনার পরে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে সুর ক'রে আদরের ভঙ্গীতে গাইলেন —"অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে নারিনু ঘরে।"

তারপর বললেন—শুনে আমারই বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে।

কালীষষ্ঠীমা—আপনি আর কী যাবেন! আপনারই তো সৃষ্টি সব। আমরা ক'লে আপনার সেই সব স্মৃতি মনে পড়ে আর কি।

দুপুরে ভোগের পর শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। মায়েরা অনেকে আছেন। কালীষষ্ঠীমা এসে ঘরে ঢুকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তার দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হাসতে-হাসতে অভিনয়ের ঢংএ বললেন—চিন্তামণি! তুমি বড়ই সুন্দরী। সেই যে চিন্তামণি যখন কয়, 'এঃ, কী বিশ্রী দুর্গন্ধ'! তখন বিল্বমঙ্গল কয়, 'জান না চিন্তামণি! 'প্রেমের টানের কাছে দুর্গন্ধ কিছুই নয়।' তুই বিল্বমঙ্গলের সমাধি দেখেছিস?

কালীষষ্ঠীমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই আর সেখানে যাবি কেন? বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গলের কাছে তুই যাবি ক্যা?

তারপর আরো দু'একটি কথাবার্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়নে ঘুম এল। সবাই প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে এসে বসেছেন। শরৎদা (হালদার), সুশীলদা (বসু), প্রফুল্লদা (দাস), দেবেন রায়চৌধুরী, বিনোদ মুন্সীদা, প্রমুখ আছেন। শরৎদা সত্তা ও আত্মার পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা হ'ল সব যা'-কিছু দিয়ে, শরীর-মন সব-কিছুর সজাগ সংহতি। আর, আত্মার মধ্যে আছে গতি, motive power (চালক-শক্তি), চেতনা, motility (চলমানতা), motile power (সঞ্চালনী-শক্তি)।

শরৎদা—তাহলে উপনিষদে যে আছে, আত্মা যাকে বরণ করেন সে-ই তাঁকে পায়, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা যাকে বরণ করেন মানে আত্মার গতি যার দ্বারা যেমনভাবে বিনায়িত হয়। বিনায়ন-ক্রিয়াটা যে যেমনতরভাবে ধারণ করে আর কি। যেমন স্টীম এঞ্জিনের গতি আছে। এঞ্জিনের mechanism (যান্ত্রিক সংগঠন) সেটাকে যেমন ক'রে নিতে পারে, তেমনি ক'রেই এঞ্জিন চলে। তাহ'লে শুধু স্টীম থাকলেই হয় না। তাকে puffed up (সঞ্চালিত) করার জন্য mechanism (যান্ত্রিক সংগঠন) চাই। আবার, ঐ স্টীমের right channel-এ (উপযুক্ত প্রণালীতে) যদি right pressure (ঠিকমত চাপ) সৃষ্টি করা না যায়, তবে এঞ্জিন চলবে নানে। সারাদিন

ব'সে ঘসলেও এঞ্জিন চলবে না।

আজ বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর একটু খারাপ বোধ করছেন। পূজ্যপাদ বড়দার আজ বিকালেই কলকাতা থেকে আসার কথা। থেকে-থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন—বড় খোকার আসার সময় হয়নি ?

বিকাল ৪-৪৫ মিনিট। প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের পাল্‌স্‌ দেখলেন—৭৬।

পণ্ডিতদার (ভট্টাচার্য্য) মা কলকাতায় যাবেন দাঁত দেখাতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে জানালেন। দয়ালের নির্দ্দেশমত পণ্ডিত মশাইকে (গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) ডাকা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গিরিশদা! পণ্ডিতের মা দাঁত দেখাতে কলকাতায় যাবে। ভাল ক'রে একটা দিন দেখে দেন।

পঞ্জিকা দেখে পণ্ডিত মশাই বললেন—মঙ্গলবার বেলা আড়াইটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত দিন আছে।

পণ্ডিতদার মা শুনে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। সন্ধ্যা ছয়টা হ'ল। হাউজারম্যানদার মা এলেন। হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'রে সামনের চেয়ারে বসলেন। ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকেও বুকের মধ্যে সেইরকম একটা অস্বস্তি আছে।

একটু পরে বললেন—আমরা কাজকে যত ignore (অবহেলা) করি, তত fine (জরিমানা) হয় অফিস থেকে। পরমপিতার কাছেও আমরা কাজকে যত অবহেলা করি, তত fine (জরিমানা) আসে।

প্রফুল্লদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে মাকে বুঝিয়ে বলছেন। আবার মায়ের কথাগুলি বাংলা ক'রে ব'লে দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। এইভাবে কথাবার্ত্তা চলছে।

মা—আমার বাংলা শেখার খুব ইচ্ছা। কথাবার্ত্তা কিছুই ধরতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা চেষ্টা করলে বাংলা শিখতে মোটেই দেরী হয় না।

মা—ঠাকুরকে বল, এখানকার মেয়েরা আমার কাছে যেয়ে নাচগান করেছে। তাতে আমি খুব খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র কাছে মানুষ যত open (খোলা) হয়, আবার মা'র instruction (উপদেশ) যত ভাল লাগে, তত ভালই হয় মানুষের। (তারপর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন) মাকে কী খাওয়ালে ?

হাউজারম্যানদা—রুটি এক-একবারে দশ-বার খানা খান। সাথে আলু, টম্যাটো,

গাজর, ফুলকপি, বেগুন, বেসন দিয়ে তরকারী।

মা—ওঁকে বল, আমার তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা দরকার। নতুবা এত খেলে আমার ফ্যাট্ হ'য়ে পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র control ( দমন ) করার ক্ষমতা আছে।

এরপর মা জিজ্ঞাসা করলেন, বড়দা কলকাতা থেকে ফিরেছেন কিনা। প্রফুল্লদা জানালেন যে তুফান এক্স্প্রেসে এসে গেছেন পূজ্যপাদ বড়দা। তারপর, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি ছাপানো হচ্ছে কিনা, মা সে-বিষয়েও খোঁজ নিলেন। প্রফুল্লদা জানালেন, ছাপাবার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

তারপর মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার একটি grand-daughter ( নাতনী ) আছে, তার India ( ভারতবর্ষ ) সম্পর্কে খুব আগ্রহ। বড়রা সাধারণতঃ India-র ( ভারতের ) দোষ ও politics ( রাজনীতি ) নিয়ে সমালোচনা করে। আমাদের দেশের newspaper ( সংবাদপত্র ) তোমাদের নিন্দা করে। আবার তোমাদের দেশের magazine ( পত্রিকা ) আমাদের নিন্দা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো ভাল না। কী করা উচিত, কী করা উচিত না, সেটা ভাল ক'রে বুঝে কখন কী করা উচিত সেটা যদি ঠিক না করি তাহলে বান্ধবতা আসে না।

মা—একবার নেহেরু যখন আমেরিকায় যান তখন সঙ্গে বহু লোক নিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যদি এ-রকমটা হয় তবে India ( ভারত ) আর আমেরিকার মধ্যে কোন খারাপ ভাব থাকে না। আমরা যদি কেবল মানুষের দোষগুলি নিয়ে আলোচনা করি তাতে friendship ( বন্ধুত্ব ) ক'মে যায়। আর, গুণগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দোষও ক'মে যায়, বান্ধবতাও বাড়ে।

মা—নেহেরু যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন আমি টেলিভিসনে দেখেছি, নেহেরুর কাছে যখন খুব কঠিন প্রশ্নও করা হচ্ছে তখনও তিনি calmly ( শান্তভাবে ) তার জবাব দিচ্ছেন। দেখে ভাল লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। মানুষের admiration-এর ( প্রশংসার ) ভিতর-দিয়ে friendship ( বান্ধবতা ) বাড়ে। Aversion-এর ( ঘৃণার ) ভিতর-দিয়ে friendship ( বান্ধবতা ) হয় না।

মা—অন্তরের দিক দিয়ে এক হ'লেও বিভিন্ন দেশের culture and custom ( সংস্কৃতি ও প্রথা ) এর মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরস্পর interested ( অন্তরাসী ) যদি হয় তখন এগুলি ভাল

লাগে। তখন দেশকাল-পাত্রানুযায়ী যার যতটুকু সঙ্গতি তা' করতে পারে। এইভাবে mutually ( পারস্পরিকভাবে ) লাভবান হয়।

মা—আমেরিকায় আমি যে চার্চের member ( সভ্যা ) তার একজন member ( সভ্য ) একবার আমেরিকায় বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলেছিলেন। খুব ভাল বলেছিলেন। শুনে ভারতের সম্বন্ধে একটা গৌরব বোধ করলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ আমেরিকার গৌরববোধ আবার ভারতের গৌরব সৃষ্টি করে।

ইতিমধ্যে পূজ্যপাদ বড়দা এলেন। মা চেয়ার থেকে উঠে যেয়ে গভীর আদর-সহকারে বড়দার হাত দু'খানি চেপে ধরলেন। বড়দাও মাকে দেখে খুশি হলেন। কুশল বিনিময়ের পর উভয়েই স্ব স্ব আসনে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা এসেছে, খুব ভাল হয়েছে। সবাই খুশি।

বড়দা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মা—আজ ঠাকুরের breathing ( শ্বাসপ্রশ্বাস ) অনেকটা ভাল ব'লে আমার মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, এখন একটু ভাল আছি।

এরপর মা বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ বড়দার সাথে নিরালায় কথা কইতে লাগলেন।

**২৩শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৬৪ ( ইং ৯। ১২। ১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে সমাসীন। কাছে লোকজন কম। ভূতভোজ্যের ব্যাপারটা ঠিক কেমন জানতে ইচ্ছা ছিল। এখন জিজ্ঞাসা করলাম—ভূতভোজ্য বলতে কী বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূতভোজ্য হল public-এর ( জনসাধারণের ) জন্য যা' করা হয়। যেমন কাকবলি আছে, কুকুরবলি আছে। তেমনি এটা হ'ল মানুষবলি—মানুষের জন্য করা।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে উপবিষ্ট। পূজনীয় অশোকদা ( শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র ), পঞ্চাননদা ( সরকার ), শরৎদা ( হালদার ), ক্ষিতীশদা ( সেনগুপ্ত ), গৌরদা ( সামন্ত ), ব্রজগোপালদা ( দত্তরায় ), চন্দ্রেশ্বরদা ( শর্ম্মা ), মান্না মাসীমা, সরোজিনীমা, সেবাদি প্রমুখ আছেন। হাউজারম্যানদা মাকে সাথে নিয়ে এসে প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে মা বললেন—মনে হয়, আপনার একটা change ( পরিবর্ত্তন ) দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব দিক দিয়ে অসুবিধা হ'য়ে গেছে। হাঁটতে পারি না, পেট খারাপ, মাথাও hazy ( অস্পষ্ট )।

মা—But your spirit is strong ( কিন্তু আপনার জীবনীশক্তি সতেজ আছে )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে কী আছে, spirit is willing but flesh is weak, Jesus said so ( যীশু বলেছিলেন, আত্মা আগ্রহী কিন্তু দেহ দুর্ব্বল )।

মা—ঠাকুর কখন বেড়াতে যাবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকালের দিকে যেয়ে থাকি। মাঠের দিকে যাই না। আজকাল বড় খোকার ওখানে যাই।

আজ হাউজারম্যানদা নিজেই দোভাষীর কাজ করছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর পঞ্চাননদা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল কর্ম্মফল যত বাড়ে ততই ভাল।

পঞ্চাননদা—কিন্তু তাতেও তো বন্ধন বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বন্ধন আবার কী ? পরমপিতার কর্ম্মে কোন বন্ধন হয় না। আর, তাঁর কর্ম্মই একমাত্র শুভকর্ম্ম। পরমপিতা যদি সবারই পিতা হন, আর যদি এটা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে, তাহলে তিনি কিন্তু অসম্ভব active ( সক্রিয় )। তিনি বিশ্বকর্ম্মা। তথাপি তিনি স্থির, শান্ত। তাহলে আমার শুভকর্ম্মের দ্বারা যাতে মানুষের all-round ( সর্ব্বতোভাবে ) ভাল হয় তা' যত করি তত Father-এরই ( পরমপিতারই ) work ( কাজ ) করি। এতে ego-টা ( অহংটা ) হ'য়ে ওঠে surrendered ego ( নিবেদিত অহং )। আর, তা' না ক'রে, কোন কর্ম্ম না ক'রে যদি মরার মত থাকি, সেটা কি ভাল ?

পঞ্চাননদা—কিন্তু আমরা এই যে সব কাজ করি, এর কোন definite purpose ( নিশ্চয়ী উদ্দেশ্য ) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Definite purpose ( নিশ্চয়ী উদ্দেশ্য ) আমার তো আছেই। সেটা হ'ল, to serve the Father, to serve the people ( পরমপিতার সেবা করা, মানুষের সেবা করা )।

পঞ্চাননদা—করতে যেয়ে inadequacy ( অসম্পূর্ণতা ) ধরা পড়ে অনেক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়ল, তাতে কী হ'ল ?

পঞ্চাননদা—কিন্তু inadequacy ( অসম্পূর্ণতা ) থাকার দরুন শুধু fail

করতে ( অকৃতকার্য হ'তে ) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Failure ( অসাফল্য ) হবে কেন? তা' হ'লেও থাকবে—আমি তাঁকে serve ( সেবা ) করার চেষ্টা করছি all through ( সব-কিছুর মধ্যে দিয়ে )। চেষ্টাও তো একটা কর্ম্ম। তাহ'লেই তাঁর কাজ হ'তে পারে। শুধু মনে-মনে think চিন্তা করলেই হবে না।

পঞ্চাননদা—করতে-করতে insincerity ( কপটতা ) অনেক ধরা পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একটা মানুষ sincerely ( অকপটভাবে ), এটা ঠিক তো? আমি বেঁচে আছি! বেঁচে থাকতে হ'লেই কর্ম্ম করতে হয়। তার মধ্যে আমার deficiency ( ত্রুটি ) অনেক থাকতে পারে। সেটা make up ( সংশোধন ) ক'রে যদি কাজ ক'রে যেতে পারি, তাই-ই ভাল। আর, সেটা যদি Father-এর ( পরমপিতার ) duty ( কাজ ) হয় তাহ'লেই ঠিক হ'ল। যাতে divine interest ( ঐশ্বরিক স্বার্থ ) কোনভাবে hampered ( ক্ষতিগ্রস্ত ) হয়, এমন কাজই আর করব না। কোথাও ভুল হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে শুধরে নেব।

হাউজারম্যানদা—আমার inefficiency-গুলি ( অযোগ্যতাগুলি ) কি Father ( পরমপিতা ) ক্ষমা করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার sincere ( অকপট ) চেষ্টাই ক্ষমা ক'রে নেবে। আর, তিনি ক্ষমা করেন। না করলে আমরা বেঁচে আছি কি ক'রে!

পঞ্চাননদা—তাই ব'লে কাজ করতে-করতে অনন্তকাল fail করা ( অকৃতকার্য্য হওয়া ) যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fail ( অকৃতকার্য্য ) হব কেন? ও licence ( পরোয়ানা ) দেব কেন? After all, I am sincere, সাধু ( মোটের উপর, আমি সরল, সাধু )।

পঞ্চাননদা—তাহ'লে ভুল হ'তে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুল হোক, ত্রুটি হোক। আমার ভুল correct ( সংশোধন ) করার চেষ্টা আছে। আমার করাটাই পারাবে আস্তে-আস্তে।

পঞ্চাননদা—ভগবান যুগে-যুগে এসে মানুষকে ঠিক করতে চাইছেন। হয় তো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, আপনি teacher ( শিক্ষক )। আপনার ছাত্র মেলা আছে। তার মধ্যে যে আপনাকে ভালবাসে, আপনার কথা অবজ্ঞা করতে পারে না, dull brain ( ভোঁতাবুদ্ধি ) হ'লেও সে পারে। আবার একজনের হয়তো sharp brain ( তীক্ষ্নবুদ্ধি ), সে আপনাকে ভালবাসে না, সে হ'য়ে গেল পাকা বদমাইশ। সে-ও পারবে, যখন বুঝতে পারবে যে বড় লোকসান হ'য়ে গেল।

পঞ্চাননদা—ছাত্র যদি পাকা বদ্‌মাইশ হ'য়ে মাষ্টার মশাইকে ঠকাতে চায়, আপনি তো তখন মাষ্টারকে ক্ষমা করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠকাতে চায় মানে ঐ চাওয়াটাতে সে conscious (চেতন) নয়। তাই মাষ্টার মশাইকেও ঠকাতে চায়। কিন্তু পরে বুঝতে পারে, মাষ্টার মশাই কত ভাল করেছেন। ছাত্র বদ্‌মাইশ হ'য়ে যায় মানে মাষ্টার সে trick (কৌশল) শেখেনি যাতে তাকে ভাল করা যায়। সে তো ঠকাবেই। কিন্তু মাষ্টার মশাই সব সময় চেষ্টা করবে, সে কি ক'রে ঐ ক্ষতিটাতে লাভবান হ'য়ে ওঠে। আর না ঠকে।

এর পরে এখানকার স্কুলের ছাত্রদের সম্পর্কে কথা উঠল। হাউজারম্যানদার মা জিজ্ঞাসা করলেন—এদের discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) কিভাবে শেখান হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) শেখাতে গেলে ছেলেপিলেকে আগে disciple (শিষ্য) ক'রে তুলতে হয়। আর, disciple (শিষ্য) করা মানে তাদের ভালবেসে শ্রদ্ধাশীল ক'রে তোলা।

মা—তাতে অনেকটা সময় লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Teacher (শিক্ষক) যদি ভাল হয় তাহলে অল্প সময়েই পারে।

মা—Student-রাও (ছাত্ররাও) তো কখনও teacher-কে inspire (শিক্ষককে অনুপ্রাণিত) করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা ভাল। তখন ঐ inspiration-টাই (অনুপ্রেরণাটাই) volition (ইচ্ছাশক্তি) হ'য়ে দাঁড়াবে।

মা—এখানকার স্কুলে ক্লাসগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কত ক'রে?

ক্ষিতীশদা (তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক)—সাধারণভাবে কুড়িজনের seat (আসন) আছে। এর বেশী হ'লে আমরা section (বিভাগ) করি।

মা—ছেলেরা কি খোলাখুলি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে?

ক্ষিতীশদা—করে, যখন মহাপুরুষদের জীবন নিয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ছাড়াও সাথে-সাথে অন্যান্য আলোচনাও করতে হয়। Teacherly activity (শিক্ষকসুলভ তৎপরতা) না দেখিয়ে ছাত্রদের কাছে friendly (বন্ধুভাবাপন্ন) হওয়া ভাল। কিন্তু ইয়ার হওয়া ভাল না। Respectable distance (সম্মানজনক দূরত্ব) যাতে থাকে সেইভাবে চলতে হয়, যাতে তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। হাল্কা রকম ভাল না। ছাত্রদের কাছে political affair (রাজনৈতিক বিষয়) নিয়ে গল্প করা উচিত। বুঝিয়ে দিতে হয় politics (রাজনীতি) কারে কয়। Teacher-এর (শিক্ষকের) সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, কোথায় কেমনভাবে কোন্ ফাঁক সারাব।

এরপরে ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা তুলে হাউজারম্যানদা বললেন—ভাল সব সময়ে একজনই বাসে। ওটা mutually (পারস্পরিক) বড় হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনটা তখনই হয় যেখানে passionate crave fulfilled (প্রবৃত্তির চাহিদা পরিপূর্ণ) হওয়ার ব্যাপার থাকে। তা' ছাড়া, একটা molecule (অণুপিণ্ড) সব সময় আর-একটা molecule-এর (অণুপিণ্ডের) সাথে যুক্ত হ'তে চায়। যেমন তুমি আছ। তুমি হয়তো লোককে wound (আঘাত) কর। একজন তোমাকে বলল, 'তুমি আর wound (আঘাত) ক'রো না'। এই লোকটিকে তুমি ভালবাস, like (পছন্দ) কর। তার প্রতি ভালবাসার টানে তুমি আর মানুষকে wound (আঘাত) করলে না। আবার এমন বড় energy (শক্তি) আছে যার action-এ (ক্রিয়ায়) দুটি atom (অণু) এক হ'য়ে যায়। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) আমাদের সেই energy (শক্তি)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই কথায় সবাই পুলকিত হলেন।

হাউজারম্যানদার মা বললেন—রে'র দাদা যে কাজ করে সেখানে সব চাইতে বড় problem (সমস্যা) হ'ল, labour ও manager-দের (শ্রমিক ও কর্ম্মকর্তাদের) মধ্যে communication-এর (যোগাযোগের) অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তার energy (শক্তি) হ'ল টাকা। সেই energy (শক্তি) দিয়ে labour ও capital connected (শ্রম ও মূলধন সংযুক্ত) হয়। কিন্তু এর মধ্যে-দিয়ে যদি আমাদের চালচলনে serviceable attitude (সেবার মনোভাব) থাকে, তা' অনেকখানি gain (উপায়) করে। তখন সেই energy-টা (শক্তিটা) Christ (খ্রীষ্ট) হ'য়ে পড়ে। আর ওখানকার interest-ই (স্বার্থই) হ'ল money (অর্থ)।

মা—আমার কথাটা ভাল লাগে livelihood (জীবিকা), money (টাকা) নয়। ওটা বাংলায় কী বলে?

পঞ্চাননদা—জীবিকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই মানুষ টাকা চায়। টাকা দিয়ে বাঁচতে চায়। আমি যদি মানুষকে service (সেবা) দেওয়া অভ্যাস করি, তখন service (সেবা) দেবার বুদ্ধি আসে। এইরকম সবাই করতে-করতে একটা common interest (সাধারণ স্বার্থ) এসে পড়ে। আর তাই religion—re-ligare (পুনর্নির্বন্ধ)। মানুষের interest (স্বাথ) বোঝা লাগবে, সেটা পূরণ করা লাগবে। তাই হ'ল যাজন। আমি পরমপিতাকে ভালবাসব। তাঁর সুখের জন্য আমি অনুচর্য্যাপরায়ণ হব এমনভাবে যাতে তিনি খুশি হন। আর তাই নিয়ে যখন আমি পরিবেশের মধ্যে

ঢুকব, পরিবেশও তখন সুখী হবে।

মা—মানুষ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, ভগবান তার উত্তর দেন। তখন সেই উত্তরগুলি মানুষ পারিপার্শ্বিকের কাছে বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনা মানে সেইমত চলা, to fulfil His intention, to serve according to His intention ( তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা, তাঁর অভিপ্রায়-অনুযায়ী সেবা করা )। তখন community-র ( যৌথ অধিকারের ) মধ্যে গেলেও সেই ভাব বজায় থাকে।

মা—Communication মানে mutual give and take ( যোগাযোগ মানে পারস্পরিক আদান-প্রদান )। You understand me and say something to me. I also ( আপনি আমাকে বুঝলেন, কিছু বললেন। আবার আমিও তাই করলাম )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ তাই তাই। সেইজন্য communication ( যোগাযোগ ) আগে হওয়া চাই পরমপিতার সাথে, Ideal-এর ( আদর্শ পুরুষের ) সাথে, Christ-এর ( খ্রীষ্টের ) সাথে। তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করেন। এই বোঝাবুঝি যত বাড়ে, পারিপার্শ্বিককেও তত বোঝা যায়।

মা—Communicate কথাটা আপনার ভাল লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওর মানে যোগ। যুক্ত হ'লে interchange of feelings, interchange of ideas ( ভাবের বিনিময়, বোধের বিনিময় ) হয়। আমার কথা শোনেন তিনি। আর, তাঁর ইচ্ছামত আমি moulded ( নিয়ন্ত্রিত ) হই। ( হাউজারম্যানদাকে )—তুমি মাকে ভালবাস। তাই মা'র ইচ্ছামত moulded ( নিয়ন্ত্রিত ) হও। ভাল না লাগলে তো হবেই না।

অশোকদা এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করলেন—শুধু বাইবেল পড়েই কি Christ-কে ( খ্রীষ্টকে ) পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি Christ-কে ( খ্রীষ্টকে ) ভালবাসেন এমন লোকের কাছে যাওয়া লাগবে। বাইবেলের কথা তাঁর কাছে বোঝা লাগবে। ( একটু থেমে ) আমার একটা কথা ভাল লাগে—commutation. আমি mutation ( অবস্থান্তর ) ক'লেম, কারণ ওর মধ্যে একটা change ( পরিবর্ত্তন ) আছে, একটা রকমের থেকে আর-একটা রকমে চ'লে যায়। তুমি আর তোমার মা কথা বলছ। বলতে-বলতে তোমাদের মধ্যে কিন্তু mutation ( অবস্থান্তর ) ঘটছে। commutation অবশ্য আমার coined word ( গঠন-করা শব্দ )।

মা—কথাটা খুব ভাল।

ব'লে হাত জোড় ক'রে বললেন—এবার আমরা যাব। নতুবা ঠাকুর tired feel (ক্লান্ত বোধ) করবেন।

মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—মাকে ধ'রে নিয়ে যা।

হাউজারম্যানদা তাড়াতাড়ি এসে মায়ের হাত ধরলেন। তারপর আস্তে-আস্তে কথা বলতে-বলতে মাতাপুত্রে আঙ্গিনা অতিক্রম ক'রে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টে ও'দের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ও'রা দৃষ্টির বাইরে যেতেই তাকিয়া টেনে নিয়ে দেহটা একটু ছড়িয়ে দিলেন।

**২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ (ইং ১০।১২।১৯৫৭)**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণে তাম্বুর নীচে সমাসীন। কিছু আগে প্রাতঃকালীন প্রণাম হ'য়ে গেছে। তপোবনশিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত আছেন। সুরেশদা (ভট্টাচার্য্য) কয়েকদিনের জন্য তাঁর বাড়ীতে (মেদিনীপুরে) ঘুরে আসার অনুমতি চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষক গৌর সামন্তদাকে দেখিয়ে বললেন—সে ওদের সাথে পরামর্শ ক'রো। ওরা জানে।

গৌরদা—আমরা বলেছি, উনি যেতে পারেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

গৌরদা—সুরেশদা এবার family (পরিবার) নিয়ে আসবেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তোমরা জান। কিন্তু family (পরিবার) এনে school-compound-এর (বিদ্যালয়-চত্বরের) মধ্যে রাখা ভাল না।

গৌরদা—School-compound (বিদ্যালয়-চত্বর) না হ'লেও boarding-compound-এর (ছাত্রাবাস-চত্বরের) পাশেই হরিপদদা ও মাধবদার family (পরিবার) থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আমি জানি নে। অনেক রকম বিশ্রী instinct (সহজাত প্রবৃত্তি) নিয়ে তোমাদের কারবার। কোথা দিয়ে কখন কী হয় বলা যায়?

গৌরদা—আমারও কয়েকদিন বাইরে যাওয়ার দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গেলে তাড়াতাড়ি ফিরো।

গৌরদা—বাইরে গেলে আমার পরিচিত মহলে দেখা না করলে তাঁরা দুঃখ পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাবে।

গৌরদা—কিন্তু কয়েকজন গুরুজন আছেন, তাঁদের কাছে সদ্‌গুরুর নিন্দা শুনলে খারাপ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৌম্য হৃদ্য retort (প্রত্যুত্তর) দিতে পারলে হয়। Retort (প্রত্যুত্তর) মানে তাকে আঘাত দেওয়ার কথা বলছি না। Conviction (বিশ্বাস)-এর সাথে তাকে বোঝানো লাগে—এটা কি খারাপ? এটা কি খারাপ? এইরকম এক-একটা ধ'রে বোঝাতে হয়।

ইতিমধ্যে ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্কুলে আপনার designation (নাম) কী?—রেক্টর না হেডমাষ্টার? লোকের কাছে ক'ব কী? দুইরকম না কওয়া হ'য়ে যায়।

ব্রজগোপালদা—হেডমাষ্টারই বলবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (গৌরদাকে)—ব্রজগোপালদাকে science (বিজ্ঞান) শিখিয়ে নে। কেমিস্ট্রি ওঁর পড়াই আছে। ফিজিক্সটা ঠিক ক'রে দিলে হয়।

ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ-প্রসঙ্গে গৌরদা বললেন—Adolescence period-এ (বয়ঃসন্ধিকালে) ছেলেদের স্কুলে নিলে tackle (বিনায়ন) করা অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ability (যোগ্যতা) এমন হওয়া চাই যে অশীতিবর্ষ-বয়স্ককেও যেন tackle (বিনায়ন) করতে পার।

Group system-এ (দলগত পদ্ধতিতে) পড়াবার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Group system (দলগত পড়াবার ব্যবস্থা) ভাল। তাতে ছাত্ররা এক teacher-এর (শিক্ষকের) কাছেই সব subject (বিষয়) পড়ে এবং teacher-এর (শিক্ষকের) character imbibe (চরিত্র অন্তরে গ্রহণ) করার সুযোগ পায়। অনেক সময় এটা business-like (ব্যবসার মত) হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু education-টা (শিক্ষাটা) তো আর business (ব্যবসা) নয়। Group-system (দলগত পড়াবার ব্যবস্থা) করা তো কিছুই কঠিন না। যারা আর্টস্ জানে, তারা সায়েন্স শিখে নিলেই হয়। আগে university-তে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) আর্টস্ এবং সায়েন্স combined (একত্র) ক'রে পড়ানো হ'ত।

গৌরদা—অনেক ছেলে আছে যারা সহপাঠীদের নামে তো নালিশ করেই, এমনকি অন্য মাষ্টারমশাইদের নামেও নালিশ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে নালিশ করে যে, 'মাষ্টারমশাই আমাকে এইরকম কয়'। যদি জানা যায়, ছাত্র ধারণা ক'রে বলছে তখন তাকে মিষ্টি ক'রে cross (জিজ্ঞাসাবাদ) করতে হয়। আর, সেটা এমনভাবে করতে হয় যাতে ছাত্র নিজেই repentant (অনুতপ্ত) হ'য়ে পড়ে। ঐ দোষ দেখার বুদ্ধিটা ভুতের মত, মিলনের অন্তরায়।

ঐ-রকম যারা তাদের যদি নিজেরা moulded (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ছোটবেলা থেকেই mould (নিয়ন্ত্রণ) না কর তাহলে হবে না।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে সমাসীন। হাউজারম্যানদার মা এসে বসলেন। বললেন—আমি আমেরিকা থেকে অনেক চিঠিপত্র পাচ্ছি। বব্‌ও (হাউজারম্যানদার ভাই) চিঠি দিয়েছে। Last sentence-এ (সমাপ্তি-বাক্যে) সে লিখেছে যে সে God-কে (ঈশ্বরকে) অন্তরে রেখে চলার চেষ্টা করছে।

প্রফুল্লদা (দাস) বাংলায় অনুবাদ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন সবটা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব যা'-কিছু যেখানে meaningful (অর্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, সেখানেই tone of God (ঐশী সুরতরঙ্গ)।

বেশ শীত পড়েছে। সকলেই র‍্যাপার, কোট, সোয়েটার ইত্যাদিতে শরীর বেশ ভালমত ঢেকে ব'সে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্গে একটা আদ্দির জামার উপরে একটা মোটা সাদা সুতীর চাদর জড়ানো। সে-দিকে লক্ষ্য ক'রে মা বললেন—এই ঠাণ্ডায় ঠাকুর অসুবিধা বোধ করেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর তো খারাপই থাকে, সেইজন্যে বোধ করতে পারিনে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তাম্রকূট সেবন করলেন। তারপর মুখ মুছে বললেন—মা আমার জন্য লজেন্স আনিছিল, বেশ ভাল।

মা—ওগুলি দেছে জনি, লুটের স্ত্রী। সে বেশ চিন্তাশীল, নম্র, ধীর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। আমি তাকে না দেখলেও ভালবাসি—ওদের (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনকেই, আর ওদের যে মেয়ে আছে তাকেও।

মা—আমি নিউইয়র্কে ওদের কাছ থেকে খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

মা—আজ হাঁটতে-হাঁটতে 'নিউ বিল্ডিং' দেখতে গিয়েছিলাম। ভাল লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা'র ভাল লাগাতে আমারও ভাল লাগল।

মা—আমার এখনও অনেক জায়গা দেখতে হবে। স্কুলে, হাসপাতালে এখনও যাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড় জায়গা পেলে একটা ভাল দেখে হাসপাতাল করতাম।

দূরে কোথাও মাইকে গান হচ্ছে—"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা………"। এই গানের মর্ম্মার্থটা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পীড়া দেয়। এখন অস্বস্তির সুরে তিনি বললেন—এই গানটা প্রায়ই এদিকে এসে গায়।

দেবেন রায়চৌধুরীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে মোটর চালানো শিখছেন। আশ্রম

থেকেই তাঁকে মোটরকার ও ড্রাইভার দেওয়া হয়েছে। আজকাল একটু-একটু রাস্তায়ও চালাচ্ছেন। এখন দেবেনদা এসে সামনে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—দেবেনের কতদূর হ'ল ?

দেবেনদা—আজ তো গাড়ী চালিয়ে ডিগরিয়া পাহাড়ের ওধারে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Back করিছিস্ (পিছনে হটিয়েছিস) ?

দেবেনদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হ'য়েছে ?

দেবেনদা—অনেকখানি করেছি। কালকের চাইতে ভালই হয়েছে।

একটু পরে হাউজারম্যানদার মা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলেন, বললেন—I go now (আমি এখন যাই)। শ্রীশ্রীঠাকুরও অনেকক্ষণ ধ'রে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে প্রতিনমস্কার জানালেন—বোধহয় মায়ের মঙ্গল কামনা করলেন। তারপর মা বললেন—Sleep well (ভালভাবে ঘুমাবেন)। ব'লে হাউজারম্যানদার হাতখানি ধ'রে বেরিয়ে গেলেন।

রাত হয়েছে। ডাক্তার শৈল-মা'র বাসা আশ্রম থেকে কিছু দূরে। কিন্তু ভূতের ভয়ে তিনি রাতে একা বাড়ী ফিরতে পারেন না। তাঁকে পেঁছে দিতে একজন লোক চাই। গত রাত্রে সাধন মিত্র গিয়েছিল পেঁছাতে। কিন্তু তার কোন একটি কথা শৈল-মার মনঃপূত হয়নি। তাই, আজ আর তাকে নিয়ে যাবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তিনি এ-সব কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননীকে ডাক তো!

কাছে তেমন কোন লোক না থাকতে আমিই ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) ডাকতে উঠছিলাম। আমাকে উঠতে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, থাক্, তুই থাকলেই হবে নে। শৈল রাত্রে যখন বাড়ী যাবে, সে রাত্রি বারোটা হোক, একটা হোক আর দু'টাই হোক, তখন কাউকে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা লাগবে।

ইতিমধ্যে ননীদা এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেবুকেও বলেছি, তোমাকেও কই। শৈল যখন বাড়ী যেতে চাইবে, সে যত রাত্রিই হোক, লোক দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেবে।

মায়া মাসীমা—ননীকে ব'লে পাকাপাকি ব্যবস্থা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আমাকে দেখিয়ে)—ওকে বলা মানেই পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়া।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলছেন—এই যে অনেক মানুষের আমি দেখি, কি-রকম একটা কাপট্যভাব। এটা অনেক leader (নেতা)-মত লোকেরই আছে। কাপট্য হ'ল পাগ্‌লামির মাসতুত ভাই। এরা যদি সহজভাবে এসে কয়, 'ঠাকুর! আমি

এটা পারলাম না। যদি আপনার কষ্ট না হয়, আপনি যদি সুস্থ থাকেন, তা'হলে এটা যদি একটু ক'রে দেন, বড় ভাল হয়'—এ ভাল।

ইদানীং আশেপাশে অনেকের বসন্তরোগ সুরু হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। এখন ডাঃ প্যারীদাকে (নন্দী) ডেকে তাড়াতাড়ি টিকা আনিয়ে সবাইকে টিকা দিয়ে দিতে বললেন। তারপর বললেন—এ ছাড়াও সবাইকে সিকি তোলা কণ্টিকারী শিকড়ের ছাল আড়াইটা গোলমরিচ দিয়ে বেটে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হয়।

তারপর বীরেন ভট্টাচার্য্যদাকে ডেকে সকলে যাতে ঠিকমত ওষুধ পায়, সেদিকে ভালভাবে নজর রাখতে বললেন।

**২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ১৩। ১২। ১৯৫৭)**

প্রাতে—তাম্বুতে। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর ভাল বোধ করছেন না। বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি। কাল বিকালেও এমনটা ছিল। পূজ্যপাদ বড়দাও আজ দু'দিন যাবৎ অসুস্থ। প'ড়ে যেয়ে তাঁর পা মচকে গেছে, ফুলে ব্যথা হয়েছে। তাই আজ দু'দিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতে পারছেন না। শ্রীশ্রীবড়মা আজ সকালে গাড়ী ক'রে যেয়ে পূজনীয় বড়দাকে দেখে এলেন। বড়দা আজ অনেকটা ভাল আছেন। ফোলা ও ব্যথা দুই-ই কম।

শরৎদা (হালদার) এসে বসলেন। নাম ও নামী সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম meaningful (অর্থান্বিত) হয় নামীতে। নামটা তো কেবল একটা শব্দ নয়। নামীর নাম। নামী যদি আমার মধ্যে উদ্ভাসিত না হন তবে তো নাম হয় না। নামীর স্মরণ-মনন না হ'লে নামের স্মরণ-মনন হয় না।

শরৎদা—নামই তো নামীর সত্তা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার নাম যেমন শরৎ। আরো লাখজনের নাম 'শরৎ' থাকতে পারে। সেইজন্য ওটা আপনার নাম নয়। আপনার নাম হ'ল আপনি সত্তাগতভাবে যা'।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—Meaningful (অর্থান্বিত) হওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Meaningful (অর্থান্বিত) হওয়া মানে সেটা সার্থক হ'য়ে ওঠা with attributes and existence (গুণাবলী ও সত্তাসহ)। আমাদের এ নাম হ'ল ধ্বন্যাত্মক নাম—এটাও connotative (অর্থান্বিত) হ'য়ে ওঠা চাই সদ্‌গুরুতে, আচার্য্যে, পুরুষোত্তমে।

শরৎদা—নাম করার সাথে-সাথে নামীর attribute ( গুণ )-গুলিও স্মরণে আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনা থেকেই আসে। নাম-রূপ-গুণ নিয়ে তিনি, আবার নাম-রূপ-গুনেরও ওপারে। এটা আমরা বোধ করতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না। যেমন ধারণ-পালনী সম্বেগ কী তা' আমরা জানি না। কিন্তু জানি যে, এ একটা আছে। একটা আবেগ—তার রূপ নেই, কিন্তু আগ্রহের ভিতর-দিয়ে, action-এর ( কর্ম্মের ) ভিতর-দিয়ে সেটা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। একটা গাছের বীজের মধ্যে থাকে একটা আবেগ, একটা আগ্রহ। তার থেকেই ঐ অতটুকু বীজ থেকে অত বড় গাছ হয়।

দুপুরে আহারাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর শয্যায় উপবেশন ক'রে তামাকু সেবন করছেন। তাঁর সমস্ত তনুখানি দিয়ে স্নিগ্ধতা ও প্রশান্তির লাবণ্য যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে ঝ'রে পড়ছে। প্রতিক্ষণেই তিনি চিরনবীন—এক মুহূর্ত্তের অঙ্গশোভা পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে বিচিত্রতর মনোহারিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। এ কী অদ্ভুত মানুষী লীলা! লেখনীর সাধ্য কী যে সেই অনির্ব্বচনীয় অনিন্দ্যসুন্দর রূপসুধারাশিকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলে! বার-বার দর্শন ক'রেও নয়নে থাকে অতৃপ্তির জ্বালা, তাঁর মধুক্ষরা বাণী নিত্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও শ্রবণেন্দ্রিয় থাকে ক্ষুধার্ত্ত। এ মহতী লীলার কোন উপমা নেই, কোন ইতি করা যায় না এর।

নিত্যদিনের মত আজও এই সময়ে মায়েরা অনেকেই উপস্থিত আছেন দয়াল-সন্নিধানে। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠীমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কালী-ষষ্ঠীকে আমি বোধহয় কোন দিন দুঃখ দিইনি।

কালীষষ্ঠীমা—না, না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কাকে দুঃখ দিছি?

সবাই বলছেন—আপনার কাছে থেকে আবার কে কবে দুঃখ পেলে।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলামার ( হালদার ) দিকে তাকিয়ে বললেন—ওরে বোধহয় দুঃখ দিছি। এই, তুই কষ্ট পেয়েছিস্ কোনদিন আমার কথায়?

সুশীলামা—না, কষ্ট পাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝে-মাঝে কড়া কথা বলেছি। ( একটু থেমে ) তাও বলেছি ভবিষ্যতে যাতে দুঃখ না পাস্ সেইজন্য।

মায়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তিতে ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করার চেষ্টা করছেন দয়াল ঠাকুরের

মঙ্গলপ্রসারী দূরদৃষ্টি। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর শয়ন করলেন। প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলেন সকলে।

সন্ধ্যায় রমণের মা ও অন্যান্য মায়েরা উপস্থিত। সুধীর দাসদা এসে দাঁড়ালেন। আজকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে তিনি রমণের মায়ের জন্য নানারকম খাবার তৈরী করছেন রোজ। প্রতিদিন রাতে লীলাময় শ্রীশ্রীঠাকুর রমণের মাকে সামনে বসিয়ে খাওয়ান। এখন সুধীরদাকে সামনে দেখে বেশ হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কী মাল রে?

সুধীরদা—সাবুর পায়েস, ক্ষীরমোহন, সবই আছে।

রমণের মা—আজ আর খাব না, গলা জ্বলতিছে।

রমণের মা'র রোজকার খাবার বহরের কথা সবার জানা আছে। তাই, এখন তার এই কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলেন। একটু পরে হরিদাসদা (সিংহ) এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। কথায়-কথায় হরিদাসদাকে astronomy-টা (গ্রহবিজ্ঞানটা) ভাল ক'রে প'ড়ে নিতে বললেন। তারপর বললেন—ভাল ক'রে পড়্। বড় খোকা বা মণির গ্রহগুলির সংস্থান যেন সব explained (ব্যাখ্যাত) হয়।

রাত প্রায় নয়টা বাজে। সুধামা এসে বসলেন। তাঁকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই প'চিশটা মোহর জোগাড় কর্। তুই প'চিশটা দে, আর ঐ মণ্টু প'চিশটা দেবেনে। তাহলে সবাইকে দেওয়া যাবেনে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিলাষ হয়েছে—তিনি স্থানীয় গ্রাম্য অধিবাসীদের মধ্যে মোহর বিতরণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেককে মোহর সংগ্রহ করতে বলছেন। ইতিপূর্ব্বে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আসামের নবীন রায়দা তাঁর আদেশে প'চিশখানা মোহর এনে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে আরো সংগ্রহ করার কথা বলছেন। কিন্তু আশে-পাশে গ্রামের লোকসংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সে-কথা মনে ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—এতে কি সবার হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। এরা প'চিশ প'চিশ হ'ল। আবার দেবেনকে (রায়চৌধুরী) ধরাবনে—পঞ্চাশটা দে। চারুকে (করণ) বললে চারু প'চিশটাই পারবেনে।

সুধামা—মানুষ বুঝল না, এটা কী সম্পদ। চাকরী করলে আর এটা পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো একেবারে pauper (দরিদ্র)। (একটু চুপ ক'রে থেকে)

আমি যাদের জন্যে করি, তারা যদি আবার মানুষের জন্যে করত! আমি দশজনের জন্যে করলাম, তারা আবার দশজনের জন্য করল, তাহলে আর দুঃখু থাকত না।

**২৮শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৪।১২।১৯৫৭ )**

প্রাতে—তাম্বুতে। একটু আগে প্রাতঃপ্রণাম হ'য়ে গেছে। নিকটে দাঁড়ানো বীরেন ভট্টাচার্য্যদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বীরেনদা, পঁচিশটা মোহর জোগাড় করেন। আপনাদের মোহর জোগাড় করতে কই, মোহর কাকে কয় তাও তো জানিনে।

বীরেনদা—একটা টাকা-সোনা হ'ল মোহর। আর এগারো-আনা-সোনা গিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোহরই জোগাড় করেন। আপনাদের দিয়ে মানুষ কৃতার্থ হয়। আপনাদের ব্যক্তিত্বই যে দেবার মত। ( পরমেশ্বর পালদাকে দেখিয়ে ) ওরও ব্যক্তিত্ব আছে। একেবারে আপনার second edition ( দ্বিতীয় সংস্করণ )।

সন্ধ্যায়—তাম্বুতে। হাউজারম্যানদা তাঁর মাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে খোঁজ নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পূজ্যপাদ বড়দা পায়ের ব্যথায় অসুস্থ আছেন, সে কথাও জানালেন। ইতিমধ্যে টাবু নামে কুকুরটি মায়ের গায়ের কাছে বসেছে। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় খোকা এই সময়ে আসে কিনা, তাই খোঁজ করছে।

কিছুক্ষণ পরে শরৎদা ( হালদার ) এলেন। শরৎদা শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগুলি ভালভাবে দেখছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতদূর দেখলেন?

শরৎদা—খাতার ষাট পৃষ্ঠা হ'য়েছে। আচ্ছা, যারা একেবারে hardened criminal ( নিষ্ঠুর পাপী ) তাদেরও কি বিবেক ব'লে কিছু থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের বাঁচার বুদ্ধি থাকে। তার থেকে সব হয়। আবার এমনতর হয় যে, একদম change ( পরিবর্ত্তন ) হ'য়ে যায়—ঐ রত্নাকরের যেমন হয়েছিল।

এই সময় একজন সাধু এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। উনি মৌনী। একখণ্ড কাগজে লিখে জানতে চাইলেন—কখন সিদ্ধিলাভ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলা হ'ল কথাটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচারণ কর, আত্মপ্রসাদ লাভ কর। আত্মপ্রসাদই সিদ্ধির পথ। সিদ্ধিলাভের জন্যে তাড়াতাড়ি কিছু নেই। আচরণ ক'রে চল, করণীয়গুলি ক'রে চল।

সাধু সন্তুষ্ট হ'য়ে প্রণাম ক'রে উঠে গেলেন।

## ২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৫ । ১২ । ১৯৫৭ )

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতেই সমাসীন। পূজনীয় পণ্টাই ভাই ( পরম-পূজ্যপাদ বড়দার তৃতীয় পুত্র ) কলকাতা থেকে এলেন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার টেস্ট্ দিয়ে, প্রণাম করলেন। পরীক্ষা কেমন হ'ল, কলকাতার বাসার সব কে কেমন আছে, ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ নিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তারপর পণ্টাই ভাই প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন।

একটু পরে প্রফুল্লদা ( দাস ), স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা ও তাঁর মা এলেন। কথায়-কথায় মা বললেন—আমরা শুধু নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে জীবন কাটাতে চাই না। অপরের জন্যেও ভাবি। এটা কি নিজ choice-এর ( পছন্দের ) উপর নির্ভর করে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো করেই।

মা—সন্তানেরও কি মা-বাবার জন্য চিন্তা করা উচিত নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা-বাপের মধ্য-দিয়ে ছেলে আসে। যদিও মা-বাপ তাকে ভরণ-পোষণ-পালন করে তবুও সে স্বাধীন। স্বাধীন মানে তার নিজের self-কে ( সত্তাকে ) তার নিজেরই ধারণ করতে হয়। কিন্তু যাদের মা-বাপের 'পর টান থাকে, ভালবাসা থাকে, তারা বোঝে কোন্‌টা নেব, কোন্‌টা নেব না। মা-বাপের দুঃখ তারা বোঝে। তারা model ( আদর্শ )। তেমনি আবার Christ-কে ( খ্রীষ্টকে ) নিয়ে যারা চলে, তারা বোঝে তিনি কিসে কষ্ট পাবেন। বুঝে সেইভাবে সাবধান হ'তে পারে। আর, তাঁর প্রতি ঐ-রকম টান থাকার ফলে তারা নিজেরাও moulded ( বিনায়িত ) হ'তে পারে। Good-bad-ও ( ভাল-মন্দও ) তারা বোঝে।

প্রফুল্লদা দোভাষীর কাজ করছেন। মা বাংলা শিখছেন। মধু নামে একটি ছেলে ওঁর ওখানে কাজ করে। সে মায়ের বাংলা বলার চেষ্টা দেখে খুব হাসে। তারপর আবার কথা ঠিক ক'রে দেয়। মা সেই গল্প করলেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা ভাল। Boys are good teachers ( ছেলেরা ভাল শিক্ষক )।

একটু পরে ওঁরা বিদায় নিলেন।······রাতের ভোগের পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের হল্‌-ঘরে আছেন। মায়েরা অনেকে উপস্থিত। কালীষষ্ঠীমা তাঁর বাড়ীর নানা-রকম অশান্তির কথা বলছেন। ব'লে বললেন—আমি এ সংসার আর সহ্য করতে পারি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহ্য যদি না করতে পারবে তা'হলে বাঁশরী নিয়েছিলে কেন ?

কালীষষ্ঠীমা—না ঠাকুর, মাঝে-মাঝে ইচ্ছা হয়, বারায়ে ( বেরিয়ে ) চ'লে যাই। হাজার জনের হাজার কথা— !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আমার অবস্থা কী হয় ?

কালীষষ্ঠীমা—আপনার সাথে আর আমার সাথে তুলনা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও—, তাহ'লে বুঝলাম, আমার আর আশা করবার কিছু নেই।

কালীষষ্ঠীমা—আপনার থাকবি (থাকবে) কেন ? আমার যে দরকার আছে আপনাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সে-কথায় লক্ষ্য না ক'রে)—কিন্তু আমার আশা করতে-করতে এমন হয়েছে যে আশা আর ফুরাতে চায় না। একটা কথা ঠিক রেখো, তোমার রোখ যেমনতরই হোক না কেন, তাঁকে কষ্ট দিও না। সংসারে তাঁকে প্রতিষ্ঠা কর। তোমার আচরণের দ্বারা তাঁর অপ্রতিষ্ঠা ক'রো না। যেমন সতী দেহত্যাগ করল বটে, কিন্তু তার দ্বারা শিবের প্রতিষ্ঠাই ক'রে গেল। অপ্রতিষ্ঠা করল না।

এর পর আর একবার তামাক খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর শয়ন করলেন।

## ২রা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ১৭। ১২। ১৯৫৭ )

প্রাতে—তাম্বুতে। তপোবন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্ষিতীশ সেনগুপ্তদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর গতকাল কুড়িখানা মোহর জোগাড় করতে বলেছেন। ক্ষিতীশদা এখন এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর রে ?

ক্ষিতীশদা—কাল অন্যান্য শিক্ষকের সাথে আলাপ করলাম, কোন response (সাড়া) পাচ্ছি না। দেখি, এখন বাড়ী-বাড়ী যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-চার-পাঁচজনের কাছ থেকে নিবের (নিতে) পার—যদি তারা ইচ্ছা ক'রে দেয়। পাঁচজনের কাছ থেকে পাঁচ ক'রে নিলে পাঁচ-পাঁচে প'চিশ হয়। আর বাড়ী-বাড়ী গেলে, সে তো আমিই পারি। তাহ'লে আর তোমাকে ক'ব কেন ! করার তো অভ্যেস নেই। সেইজন্য আগেই ঘাবড়াও। শরৎদা (হালদার) এর মধ্যে কোথার থেকে জোগাড় ক'রে ফেলায়ে দিল। ছাত্র পড়াও, ছাত্র হও না তো ! তাই, করার কৌশলও ঠিক পাও না। (একটু থেমে) ঘাবড়াস্ নে, ঘাবড়াস্ নে। ঘাবড়ালে কাম হয় না।

ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) পাশে দাঁড়িয়ে। ক্ষিতীশদা তাঁকে বললেন—চলেন যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিস্মিত স্বরে)—কোথায় যাবি ?

ক্ষিতীশদা—বসি গে'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে ছাত্র হ', ছাত্র হ'। ব্রজগোপালদাকে ঐজন্য দিয়েছি। Science (বিজ্ঞান) শিখে নে। তুই তো mathematics (অঙ্ক) জানিস্ ?

ক্ষিতীশদা—ভাল জানি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, কাম তো করবা না। করার কিন্তু ঢের কাম আছে। (ব্রজগোপালদাকে) বশিষ্ঠের আশ্রমে কত ছাত্র ছিল?

ব্রজগোপালদা—শোনা যায়, ষাট হাজার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর বশিষ্ঠ ছিলেন তাদের principal (অধ্যক্ষ)। Professor-ও (অধ্যাপকও) ছিল অনেক। (তারপর ক্ষিতীশদাকে) নিজেকে নিরখ-পরখ কর, আত্মবিশ্লেষণ কর। তুমি যদি কর তবে তো তোমার ছাত্ররাও করবে। তুমি না করলে তারা করবে না।

তারপর সুমধুর সুরে গাইলেন—

"ওরে ছাড়িস্ যদি দাগাবাজী
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারিস্।"

আবার ক্ষিতীশদাকে বলছেন—সকালবেলায় উঠে ব্রজগোপালদার কাছে যাও। যাদের প্রণাম করা উচিত তারা প্রণাম করবে। যাদের নমস্কার করা উচিত তারা নমস্কার করবে। এগুলি করতে হয়। তোমরা যদি কর তবেই তো ছেলেরা তোমাদের দেখে শিখবে।

ইতিমধ্যে তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখ থেকে একটু লালা ঝ'রে চাদরে পড়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে ডাকতে বললেন। সেবাদি এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জামা ও চাদর পালটে দিয়ে গেলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজগোপালদাকে বললেন—আপনিও science-টা (বিজ্ঞানটা) হাতেকলমে শিখে নেন। ওটা ঠিক ক'রে নিতে পারলে আপনি Master of science (বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ) হ'তে পারবেন ডিগ্রী না নিয়েই। আর, এগুলি লাগে পরকে শেখাবার জন্য। অবশ্য আপনারও সুবিধা হবে। (ক্ষিতীশদাকে বলছেন) ষট্কর্ম্ম দৈনন্দিন করা লাগে। যজন-যাজন—নিজে করা আবার অপরকে করানো। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা—অধ্যয়ন হ'চ্ছে কোন শাস্ত্রকে ধারণ করার জন্য যে চলন, আর অধ্যাপনা—অপরকে ঐ রকম করানো। আর হ'ল দান-প্রতিগ্রহ; তুমি ব্রজগোপালদার জন্য করবে, আবার ব্রজগোপালদা তোমার জন্য যা' পারে তা' করবে। এ শুধু নেওয়ার-দেওয়ায় বা খাওয়ায়-খাওয়ানোতেই নয়, সব ব্যাপারেই। আর, তোমরা যদি এভাবে কর তাহলে ছাত্ররাও এগুলি টক্ ক'রে ধ'রে ফেলাবে। সেইজন্য কই, আগে disciple (শিষ্য) হ'তে হয়। নিজে disciple (শিষ্য) হ'লে তবে তো discipline (অনুশাসন) শেখানো যায়।

এর পর ক্ষিতীশদা ব্রজগোপালদার সাথে কথা বলতে-বলতে বাইরের দিকে গেলেন।

সন্ধ্যায় তাম্বুতে। স্পেন্সারদা ও হাউজারম্যানদা মাকে নিয়ে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে। সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর--আমাদের সমাজব্যবস্থা কিরকম ছিল সেটা জানা লাগবে। সমাজ গড়তে আমরা যত রকমই করি না কেন, নিজেদের goal-টা (উদ্দেশ্যটা) ঠিক রাখা লাগবে।

মা—কম্যুনিস্টরা এ-বিষয়ে চেষ্টা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কম্যুনিজম্ মানে আমি বুঝি একটা ideal-এ (আদর্শে) সকলকে unite (একত্র) করা।

মা—It is difficult to unite (একত্র করা শক্ত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Difficult (শক্ত) তো বটেই। কিন্তু একটা common interest (সাধারণ আগ্রহ) আছে—সবাই বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। আর পাঁচজনে যে একসাথে হয় তার factor-টা (উপাদানটা) কী? তারা united (একত্র) হয় common evil-কে combat (সবার অসৎকে প্রতিরোধ) করার জন্য। যেমন war-এর (যুদ্ধের) সময় society formed (সমাজ গঠিত) হয় danger-কে combat (বিপদকে প্রতিরোধ) করার জন্য। যেমন, আমরা Christ-এ (খ্রীষ্টে) united (একত্র) হ'তে পারি। কারণ, তিনি আমাদের bread of life (জীবনের খাদ্য), elixir of existence (অস্তিত্বের শক্তিবর্দ্ধক)। আর, তাঁতে united (একত্র) হওয়ার যে চেষ্টা সেইটাই mission-work (জীবনীয় প্রচারের কার্য্য)। সেজন্য প্রতিটি individual-কে service (ব্যষ্টিকে সেবা) দেওয়া লাগে। Individual (ব্যষ্টি) বাদ দিয়ে তো society (সমাজ) হয় না। প্রতিটি মানুষ যখন তার বিশেষত্ব নিয়ে একপথে চলে তখন society (সমাজ) গঠিত হয়।

মা—মানুষের জীবনে হিংসা-দ্বেষ এ-সব আছে। এগুলি দূর হবে কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও ঐ service (সেবা) দিতে-দিতেই হয়। ও করতে-করতেই এগুলি সব যায়। আর, তারই নাম তো service (সেবা)।

এর পর স্পেন্সারদা ভালবাসা সম্বন্ধে কথা তুললেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সৎসঙ্গে একটা মানুষ ছিল। সে তার বৌকে খুব ভালবাসত। কিন্তু ঐ বৌ তাকে ধ'রে মারত্ও। সে তিন-চারশ' টাকা আয় করত। সবটাই দিত বৌয়ের

হাতে। তারপর বৌ যখন মারা গেল তখন সে একেবারে pale ( বিবর্ণ ) হ'য়ে গেল। আর বিয়েই করল না।

হাউজারম্যানদা—ওতে কী লাভ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার লাভ সে-ই জানে।

তারপর পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন ক'রে বলতে থাকেন—আর একবার দেখেছিলাম। একটা চখা আর-একটা চখী পদ্মার পাড়ে থাকত। একবার একটা শিকারী ওর একটা পাখীকে ধরতে চেয়েছিল। তারপর একটা পাখীকে গুলি ক'রে মারল। তখন আর-একটা এসে আপনার থেকে ধরা দিল। এইরকম কত আছে।

হাউজারম্যানদা—একটা মেয়ে একটা পুরুষকে ভালবাসে। যদি তার সেই ভালবাসা frustrated ( ব্যর্থ ) হ'য়ে যায় তবে তার doomed ( দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ) হ'য়ে ভেঙ্গে পড়া ছাড়া কি কোন উপায় আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাঙ্গে না। যদি ভাঙ্গে তবে বুঝতে হবে, ঐ নারায়ণের লক্ষ্মী সে নয়।

হাউজারম্যানদা—কিন্তু সেখানে তো ভালবাসা ছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' ছিল না। Love-ই ( ভালবাসাই ) ছিল না। যে ভেঙ্গে যায়, তার ও-জিনিস থাকে না।

হাউজারম্যানদা—আর যার ভালবাসা আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অপরকে ভালবেসেই যায়। সে তার ঐ gap-টাকে ( ফাঁকটাকে ) অন্য কিছু দিয়ে fulfil ( পূর্ণ ) করতে চায় না। যদি চায়, then it is not of life ( তাহলে সেটা জীবনীয় নয় )।

স্পেন্সারদা—ভালবাসা থাকলে তখন চলার রকমটা কেমন হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা থাকলে তখন মানুষ ঐ রকমেই চলতে থাকে। যে চ'লে গেছে, তার মঙ্গলের জন্য হয়তো প্রার্থনা করে বা তার যাতে ভাল হয় তাই করতে লাগে।

স্পেন্সারদা—কিন্তু তাতে এর তৃপ্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের তৃপ্তির জন্য সে ব্যস্ত থাকে না। সে অমনি ক'রেই চলে। তাকে সুখী ক'রেই সে সুখী।

স্পেন্সারদা—তাহলে ঐ beating heart ( অস্থির হৃদয় ) নিয়ে সে সারাজীবন কাটাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু গম্ভীর হ'য়ে বললেন—আগে love ( ভালবাসা ) না আগে passion ( প্রবৃত্তি ) ? যদি আগে passion ( প্রবৃত্তি ) হয় তবে সে আর-একটা

বিয়ে করবে। আর, আগে যদি love ( ভালবাসা ) হয় তবে ঐ আগের রকমটা নিয়েই থাকবে।

স্পেন্সারদা—Passion-ই ( প্রবৃত্তিই ) হোক আর love-ই ( ভালবাসাই ) থাকুক, solution ( সমাধান ) তো এতে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু ওটা make up ( সংশোধন ) করতে যেয়ে সে আর-একটা বিয়ে করতেই চায় না।

স্পেন্সারদা—পরস্পরকে ভালবাসার জন্যই তো ঈশ্বর নারী-পুরুষ সৃষ্টি করছেন!

সামনে নিখিলদা ( ঘোষ ) ব'সে আছেন। তাঁকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর, নিখিল মেয়েমানুষ। নিখিলের সাথে তোমার বিয়ে হ'ল। কিছুদিন পরে নিখিল তোমাকে ছেড়ে গেল। বুঝল, এর কাছ থেকে আমার সুখ হবে না, craving ( চাহিদা ) মিটবে না। কিন্তু তুমি যদি ঠিক থাক, তোমার love ( ভালবাসা ) যদি ঠিক থাকে, তুমি হয়তো আর একজনকে যেয়ে ভালবাসলে। তাকে ভালভাবেই ভালবাসলে। এর দ্বারা এই প্রতিষ্ঠা করলে—যাকে ভালবাস, তাকে ভালই বাস। আগের ঐ নিখিলকে তুমি ভালবাসনি।

স্পেন্সারদা—তাহলে বলতে হবে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা ঠিক সেটাই বলতে হবে।

মা—আমাদের ইচ্ছা যত God-এর ( ঈশ্বরের ) কাছে surrender ( সমর্পণ ) করি, তত frustration-এর ( ব্যর্থতার ) solution ( সমাধান ) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন ওর হাত থেকে আমরা বেঁচে যাই।

মা—এ ছাড়া কোন উপায়ই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক-ঠিক, মা ঠিক বলেছেন।

**৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৬৪ ( ইং ২১। ১২। ১৯৫৭ )**

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে আছেন শরৎদা ( হালদার ), সুশীলদা ( বোস ), পরমেশ্বরদা ( পাল ), সুধীরদা ( বক্সী ), ভোলাদা ( ভদ্র ) প্রমুখ।

শরৎদা প্রশ্ন করলেন—'কৃষ্ণপিঙ্গল, বিরূপাক্ষ, বিশ্বপ্রতীক, হে পুরুষ' বলতে কাকে বুঝতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Universe as well as the Acharya ( আচার্য্য-সহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড )।

পরমেশ্বরদা—ভোগাকাঙ্ক্ষাকে জয় করা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত আকাঙ্ক্ষাই থাকুক, you should serve your Ideal with them ( সেগুলি দিয়ে তুমি তোমার আদর্শের সেবা করবে )। আমি কই, আকাঙ্ক্ষার suppression-এর ( অবদমনের ) দরকার নেই। তুমি ইষ্টকে serve ( সেবা ) কর। আর, তাঁর সেবার জন্য নিজেকে সুস্থ রাখতে হয়। তখন খাওয়ার যদি ইচ্ছা হয়, অমনি মনে হবে, বিধিকে অতিক্রম ক'রে খাওয়া ঠিক নয় যাতে তুমি অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পার।

বিহারের প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল বলদেব সহায় আজ এসেছেন। তিনি পূজ্যপাদ বড়দার ওখানেই আছেন। তাঁর কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজগোপালদাকে বললেন—বলদেববাবু এসেছেন। যেই শুনবেন আপনি হেডমাষ্টার, অমনি আপনার পেছনে লেগে যাবেন। খুব cross ( জেরা ) করা অভ্যাস কিন্তু। Cross ( জেরা ) করতে-করতে ঠিক এক ফাঁক বের ক'রে ফেলতে পারে। এরা দু'জনেই আমার বন্ধু —বলদেববাবু আর বিনোদাবাবু ( ঝা )। আগে ছিলেন শ্যামনন্দন সহায় ( বর্ত্তমানে পরলোকগত )। অবশ্য এখনও আছেন মুরলীবাবু ( মুরলীমনোহর প্রসাদ ) এবং আরো কয়েকজন। কিন্তু ঐ দু'জন যেন host ( গৃহকর্ত্তা ) মতন।

সন্ধ্যায় হাউজারম্যানদা মাকে নিয়ে এসেছেন। মা আজ ডন লুটম্যানের কাছে একখানা চিঠি লেখাচ্ছেন। তিনি ব'লে দিচ্ছেন, আর লিখছেন প্রফুল্লদা ( দাস )। শ্রীশ্রীঠাকুরই প্রফুল্লদাকে আদেশ করেছেন ভালভাবে লিখে দেবার জন্য। লেখা শেষ হ'য়ে গেল—

মা—জোনি ( লুটের স্ত্রী ) মাঝে-মাঝে বলে, ঠাকুর তার কথা ভাবেন কিনা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন লুটের কথা ভাবি, তেমনি জোনির কথাও ভাবি। জোনিকে বাদ দিয়ে লুটের কথা ভাবি না।

প্রফুল্লদা ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে মাকে সবটা বুঝিয়ে বললেন। শুনে মা বললেন—Thank you for your interpretation ( তোমার অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ )।

**৯ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৪। ১২। ১৯৫৭ )**

আজ প্রাতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীবিজয় সিং নাহার এসেছেন। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে ঘুরে ফিরে খানিকক্ষণ দেখলেন। ননী চক্রবর্ত্তীদার সাথে আলাপ হওয়ার পরে ননীদা ওঁকে নিয়ে এসে বসালেন শ্রীশ্রীঠাকুরের

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



কাছে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করলেন। কোন কথা বললেন না। তারপর ননীদা ওঁকে নিয়ে গেলেন যতি-আশ্রমে। সেখানে যেয়ে বিজয়বাবু শরৎদা (হালদার) ও ননীদার সাথে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন।

দুপুরে শরৎদার অনুরোধে বিজয়বাবু যতি-আশ্রমেই খাওয়া-দাওয়া করলেন। খাওয়ার শেষে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকাল তিনটার সময় শিমুলতলায় রওনা হ'য়ে গেলেন।

একটু পরে ননীদা ও শরৎদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বিজয়বাবুর সাথে যে-সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা' বললেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার hospice (অতিথিশালা) হ'য়ে গেলে এই সব লোক রাখার খুব সুবিধা হয়।

শরৎদা—আমার আর-একটা কথা মনে হয়। অবশ্য আমার বোঝার ভুল থাকতে পারে। এই যতি-আশ্রমের সাথেই যদি আর চারটা bed (শয্যা) থাকে তাহলে এদের সব ব্যাপারে আমরা নিজেরাই দেখাশুনা করতে পারি। আলাপ-আলোচনারও সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও তা' মাথায় আছে। যতি-আশ্রমের compound (সীমানা) আর একটু বড় ক'রে দিয়ে, চারটা bed (শয্যা) কেন, চারটা room-ই (ঘরই) একেবারে রেখে দেওয়া। কিন্তু আমার এখন হয়েছে কী জানেন? সব কাজে লাগায় দেরী। আর আমার কাজে—কাজ যারা করে—তারা নিজেদের profit (লাভ)-টাই বড় দেখে। নতুবা, সেই পাবনা আমলে কত বড়-বড় বাড়ী আমাদের লোকই তো তুলেছে। আপনিও দেখেছেন, ঐ মনোহর (সরকার) পাবনায় কি-রকম কাজ করত!

কিছুক্ষণ পরে রমণের মাকে দূর থেকে আসতে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলেন—ও রমণের মা, কী খা'বে নে?

রমণের মা—কী আর খাব? দু'খানা নিমকি খাব নে। আর, ঐ ছানার পায়েস না কী বলেন তাই একটু খাব নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননীদাকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন ......

সন্ধ্যা হ'ল, সেবাদির মা ধূপ-ধুনা নিয়ে এলেন। সকলে সমবেতভাবে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। ঘরের ভিতরে ও বাইরের আলোগুলি জেবলে দেওয়া হ'ল সব। একটু পরে মাকে নিয়ে এলেন হাউজারম্যানদা। প্রণাম ক'রে ওঁরা বসলেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পেট ভাল ছিল না। কয়েকবার পায়খানা হয়েছে। এবেলাও অস্বস্তি আছে। তাই বললেন—আমার শরীর ভাল না। মা'র শরীর ?

মা বাংলায় বললেন—ভাল।

তাই শুনে আমি বললাম—আপনি একটু বাংলা শিখেছেন।

মা হেসে বললেন—Oh, this one word ( ওঃ, এই একটি মাত্র শব্দ )।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম করতে-করতেই মা বাংলা শিখে ফেলবে।

মা—ঠাকুরের পেটের অসুখ কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেট এখনও ঠিক হয়নি। এখন আবার এক ধরণের constipation ( কোষ্ঠবদ্ধতা ) চলছে। ( তারপর হাউজারম্যানদাকে ) নাহারের সাথে তোর আলাপ হয়েছে ?

হাউজারম্যানদা—আগে কলকাতায় জনার্দ্দনের ( মুখোপাধ্যায় ) ওখানে দেখা হয়েছিল। এখানে সামনে গেলাম। শরৎদা ও ননীদার সাথে কথা বলছিলেন। আমি যাওয়াতে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমিও করলাম। তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম। কিন্তু আর কথা বলার ফাঁক পেলাম না। উনি কি চ'লে গেছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। ( একটু পরে ) ও—যাক, সে-কথা আর এখন ক'য়ে কী হবে ? এই যে 'বিনোদানন্দ হস্‌পিস্‌' আর 'বলদেব হস্‌পিস্‌' হ'চ্ছে। যার নামে বাড়ী, opening-এর ( উদ্‌ঘাটনের ) সময় সে তিনদিন সেখানে থাকলে ভাল হয়।

তারপর বললেন—মা মধু খান না ?

মা—আমি সাধারণতঃ জেলি খেয়ে থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধু খাওয়া ভাল। মধু বোধহয় আমার কাছে আছে। বড় বৌয়ের কাছে দেখতে হয়।

মা—আমি চাপাটির সাথে গুড় খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুড়ের চেয়ে মধু ভাল।

হাউজারম্যানদা—মধুতে কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে 'মেটাবলিজ্‌ম্‌' বাড়ে।

এর পর মা বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও ডানদিকে কাত হ'য়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে থাকেন।

**১০ই পৌষ, বুধবার, ১৩৬৪ ( ইং ২৫। ১২। ১৯৫৭ )**

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর ভিতরে চৌকিতে সমাসীন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। কাছে এসে বিছানার উপরে রাখা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণযুগলে ভক্তিভরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন।

হাত জোড় করা অবস্থাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সাদরে জিজ্ঞাসা করলেন—শরীর ভাল আছে তো ?

তরুণবাবু—আপনার শরীর কেমন আছে বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল না।

চেয়ার এনে দেওয়া হয়েছে। তরুণবাবু চেয়ারে এসে বসলেন। তাঁর সাথে একটি ভদ্রলোক আছেন, তিনিও তরুণবাবুর পাশেই বসলেন। ইতিপূর্ব্বে গৌর মহারাজ কয়েকবার এসেছেন এখানে। শ্রীশ্রীঠাকুর তরুণবাবুর কাছে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

তরুণবাবু—হ্যাঁ। উনি ভাল আছেন।

এর পর তরুণবাবু আশ্রমের কাজকর্ম্মের উন্নতি সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি খুব চাই। আবার যদি পাবনার মত ক'রে তুলতে চাই তাহ'লে জমির দরকার খুব।

তরুণবাবু—আপনারা যদি হাবড়ায় যেয়ে থাকতেন আমার constituency-র (নির্ব্বাচনী এলাকার) মধ্যে তাহলে আমার খুব ভাল লাগত। একেবারে নিশ্চিন্ত।

সুশীলদা (বসু)—আমরা তো তাই-ই চাই। আমাদের একটু জমি ক'রে দিন না।

তরুণবাবু—এখন বাংলাদেশের বড় সাংঘাতিক অবস্থা। কোথাও জমি নেই।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বেশ ভিড় জ'মে উঠেছে। প্রণাম করতে এসে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ও আলোচনা শুনছেন।

বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু পরে তরুণবাবু বললেন—এ জায়গাটা বড় শান্তির। মানুষজন বাইরে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু একটুও গণ্ডগোল করে না।

শরৎদা (হালদার)—এত লোক এখানে খায়, কিন্তু একটুও uproar (গোলমাল) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদের ক্ষমতা আছে। আগে কত গণ্ডগোল করত। এখন চায়—'ঠাকুর! তুমি সুস্থ থাক। আমরাও সুখী থাকি।'

তরুণবাবু—আমি এখান থেকে যাওয়ার পর অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, তুমি কী বক্তৃতা দিলে? এখন আমার বক্তৃতার মূল্য আমি তাদের কী দিয়ে বোঝাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। জিজ্ঞাসা করা ভাল। জিজ্ঞাসা যে ক'রে তাকে কিছু বলা যায়।

তরুণবাবু—সামনে মহাত্মা শিশিরকুমারের জন্মদিন। আপনি যেতে পারেন না একদিনের জন্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে যাব, সেইজন্যেই তো কই একটু জায়গার কথা।

সুশীলদা—ঠাকুরকে যেতে হ'লে বহু লোক সেখানে যাবেই। কি-রকম ভিড় হয় দেখেছেন তো ?

তরুণবাবু—হ্যাঁ, আপনাদের সকলের জন্য অন্ততঃ গড়ের মাঠে এক ছাউনি ফেলে দিতে হবে।

তারপর আরো দু'এক কথার পর তরুণবাবুরা বিদায় নিলেন।

বেলা ১০-৪৫ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসেছেন। হাউজারম্যানদা তাঁর মাকে সাথে ক'রে নিয়ে এলেন।—ঘরে ঢুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে মা বললেন—Today is Christmas ( আজ খ্রীষ্টমাস দিবস )।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাতজোড় ক'রে প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর হাউজারম্যানদার দিকে ফিরে বললেন—আজ মাকে ভাল ক'রে সেবা ক'রো। Altar মানে কী দেখে আয়।

হাউজারম্যানদা অভিধান দেখে এসে বললেন—যজ্ঞবেদী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Parents ( পিতামাতা ) মানুষের কাছে সর্ব্বজীবনের যজ্ঞবেদী, altar. আর, বেদী মানে যিনি জানেন। বাপ-মা বেদী, কারণ তাঁদের কাছে Christ-এর ( খ্রীষ্টের ) কথা শোনা যায়। আজ 'খ্রীষ্টমাস ডে' তো! তাই মাকে ভাল ক'রে সেবা ক'রো।

মা—Christmas is a family day in America ( আমেরিকায় খ্রীষ্টমাস হ'ল পারিবারিক দিবস )।

আজ হাউজারম্যানদা ও স্পেন্সারদা মাকে একটি কাঠের থালা ও বাটি দিয়েছেন। মা সে গল্প করলেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন হাউজারম্যানদাকে—মাকে সেবা কর, সাজাও, খাওয়াও। মা'র অন্তর যাতে খুশি হয় তাই কর।

এই সময় মিলন-মা ( মুখার্জ্জী ) এসে বললেন—কালী ব্যানার্জ্জীদার বৌয়ের ছেলেমেয়ে হবে। আমাকে ওদের বাসায় যেতে বলেছে একমাসের জন্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যাওয়াই উচিত। পরিশ্রম ক'রে, যত্ন ক'রে, সেবা ক'রে সে যাতে সুস্থ হয় তাই-ই করা উচিত। আর, বামুনের মেয়ে। করার বদলে যদি কিছু দেয় তা' নেওয়া ভাল না। এমনি কিছু দিলে নিতে পার।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



মিলন-মা—ওরা ব্যানার্জ্জী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা কী?

মিলন-মা—মুখার্জ্জী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী হ'ল? ব্যানার্জ্জী হোক, আর মেথরের মেয়েই হোক, করবি সবার জন্যে। কিন্তু সেবার বদলে পয়সা নিলেই কাম সারা হ'য়ে গেল।

মিলন-মা প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। একটু পরে হাউজারম্যানদার মা বললেন—আপনি দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা ভালভাবে ঘুমাতে পারলে সুস্থ হবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ-কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলেন। তারপর হাউজারম্যানদাকে বললেন—সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মাকে ধ'রে নিয়ে নামিস্।

এই সময় মা বিদায় গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও স্নানের সময় হ'ল।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাঙ্গণের তাম্বুতে আছেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী) কলকাতা থেকে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদার কাছে কলকাতার খবর সব জিজ্ঞাসা করছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) মোটরে আসছেন এ-খবর দিয়ে চুনীদা বললেন—কেষ্টদা ও আমরা যাওয়াতে সবাই বেশ প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন তোমরা প্রাণবন্ত ক'রে রাখতে পার তবে তো হয়!

চুনীদা কতকগুলি জ্যোতিষের গ্রন্থ ও একটি ঘড়ি নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘড়িটি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে রাখতে দিলেন আর বইগুলি কেষ্টদার কাছে রাখতে আদেশ করলেন।

সন্ধ্যা প্রায় ছয়টা বাজে। আজ খ্রীষ্টমাস দিবস উপলক্ষে গেষ্ট হাউস্ মন্দিরে সৎসঙ্গ হ'চ্ছে। বিনতি-প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। একটু পরে হাউজারম্যানদা ও স্পেন্সারদা মাকে নিয়ে এলেন।

মা এসে ব'সে বললেন—আজ ওয়াটার ওয়ার্কস্ পর্য্যন্ত হেঁটে গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল, কিন্তু আমি পারি না।

মা—তবুও আপনি অনেক কাজ করেন। আর আমি তো শুধু ব'সে থাকি।

যীশুর প্রথম আবির্ভাব-দিবসে আজকের রাতে ছোট শিশুরা ক্যারল্-সঙ্গীত গেয়েছিল। সেই কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বললেন—তোরা কী গান গেয়েছিলি?

হাউজারম্যানদা—সেই ক্যারল্—!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গা তো।

হাউজারম্যানদা ও স্পেন্সারদা একসাথে ঐ গান গেয়ে শোনালেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

গানের শেষে খগেনদাকে ( তপাদার ) সামনে দাঁড়ানো দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কী খবর রে খগেন ?

খগেনদা তাঁর কাজের বর্ণনা দিলেন কিছু-কিছু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার শরীর কেমন আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ রকম।

শীত পড়েছে। খড়ের ঘরের চারপাশের পর্দাগুলি ভাল ক'রে টেনে দেওয়া হ'য়েছে। একটু পরে জ্ঞানদা ( গোস্বামী ) এখানকার ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার বেদানন্দ ঝাকে নিয়ে এলেন। সাথে আছেন একজন বড় ব্যবসায়ী ও একজন রি-হ্যাবিলিটেশন্ অফিসার। ও'ঁরা সকলে প্রণাম ক'রে চেয়ারে বসলেন।

বেদানন্দ—আমরা এখন একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমাদের এখানকার কমিটিতে আমরা আপনাকে head-এ ( শীর্ষে ) রেখে কাজ করতে চাই।

জ্ঞানদা—সে আমাদের একজন থাকবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর তো ভাল নয়। তাই তাঁর থাকা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি আর বই লেখেননি ?

বেদানন্দ—হ্যাঁ, আরো কতকগুলি বই লিখেছি। শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রগুলি মৈথিলীতে ছাপতে দিয়েছি।

ও'ঁদের যে সভা হবে সে-কথা উল্লেখ ক'রে বেদানন্দ ঝা বললেন—যত লোক আসবে, তাদের আপনি একদিন যেয়ে কিছু ব'লে দেবেন তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' পারিই না। তা' ছাড়া আগে-আগে দেখতে পারতাম। এখন সেটাও পারি না। শরীর খারাপ—।

বেদানন্দ—আপনার আশীর্ব্বাদে সব অবশ্য ভালভাবেই হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার আশীর্ব্বাদে সবাই ভাল থাকুক, সবাই সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক, আমার কামনাই তো তাই।

এর পর ও'ঁরা সকলে উঠে হাত জোড় ক'রে বললেন—এবারে আমরা উঠি—ব'লে বিছানার সামনে নত হ'য়ে প্রণাম ক'রে হাউজারম্যানদার মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ও'ঁদের যতক্ষণ দেখা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর হাত জোড় ক'রে স্নেহল নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

সাতটা বাজল। কেষ্টদা কলকাতা থেকে এসে পে'ঁছালেন। প্রণাম ক'রে উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ওরা খুব খুশি হ'য়েছে ? চুনী বলে তো খুব খুশি।

কেষ্টদা সে-কথা সমর্থন ক'রে কলকাতার অন্যান্য সংবাদ বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ শোনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিন্তু আমার এখানে গল্প করারই লোক

নেই। একজন হয়তো এসে দশ পনের মিনিট থাকল, তার কাছে আমাদের need (প্রয়োজন)-গুলি ভালভাবে put (উপস্থাপিত) করা লাগে, যাতে তাদের কাছেও সেটা palatable (উপাদেয়) হয় এমনি ক'রে। এ-সব কথা আমার কওয়া ভাল না।

কেষ্টদা কলকাতা থেকে অনেক বই নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অমূল্যদাকে (ঘোষ) ডেকে বইগুলি ভালভাবে বাঁধাই ক'রে দিতে আদেশ করলেন। বললেন—খুব ভাল ক'রে বাঁধায়ে দিবি।

## ১১ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৪ (ইং ২৬।১২।১৯৫৭)

আজ সকালে তাস্তুতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরাজী-বাংলাতে কয়েকটি বাণী দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে। একসময় বললাম—অনেকে discipline-এর (শৃঙ্খলার) মধ্যে যেতে অপমান বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Inferiority (হীনম্মন্যতা) থাকে তাই অমনি বোধ করে। ভাবে, এই বুঝি আমার prestige (সম্মান) নষ্ট হ'য়ে গেল।

একটু বেলা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরে এসে বসলেন। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মন্দ মানে যা' আমার existence-কে (সত্তাকে) dull (বোবা) ক'রে দেয়। আর, ভাল তাই যা' তাকে exalt (উদ্দীপিত) ক'রে তোলে। আমার existence (সত্তা) আছে, তার propensity (প্রবণতা) আছে। ঐ propensity-র (প্রবণতার) বশে আমি হয়তো গর্ব্বের কথা কই, অহঙ্কারের কথা কই। কিন্তু তা' এমনভাবে কওয়া লাগবে যা' আমার কাছেও ভাল লাগে, যাকে ক'চ্ছি তার কাছেও ভাল লাগে। আবার দেখেন, স্ত্রী আছে, পুরুষ আছে। স্ত্রী আলাদা, পুরুষ আলাদা। এদের প্রত্যেকের আছে সুরত-সম্বেগ, যার নাম libido. তাই দিয়ে আমি স্ত্রীর কাছে স্ত্রীর মত ক'রে approach করছি (সমীপবর্ত্তী হচ্ছি), আবার সেও ঐ দিয়ে আমার কাছে আমার মত ক'রে approach করছে (সমীপবর্ত্তী হচ্ছে)। আমি তাকে exalt (উদ্দীপিত) করার চেষ্টা করছি, সেও আমাকে exalt (উদ্দীপিত) করার চেষ্টা করছে। তার exalt (উদ্দীপিত) করার চেষ্টা মানে আমি যাতে তৃপ্ত হই। আমাকে exalt (উদ্দীপিত) ক'রে তার আনন্দ। আবার, তাকেও exalt (উদ্দীপিত) ক'রে আমার আনন্দ। তাহলে দেখেন, ধর্ম্ম হ'ল—যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ। সত্তা এক, সত্তাসম্বন্ধী যা' তা' সবারই এক। আর সাত্বত নীতিবিধিগুলিও এক।

কেষ্টদা কূট প্রশ্ন তুললেন—আমার দাঁত তোলা হ'ল। এখন, যেহেতু নীতিবিধি এক, সেইজন্য চুনীরও যদি দাঁত তুলতে হয় তাহলে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো না। সেটা সাত্বত হওয়া চাই। কারো সাথে কারো মিল নেই। কিন্তু সাত্বতভাবে সবাই একই। কতকগুলি common factor (সামান্য সূত্র) আছে। আবার দেখেন, আমার system (শরীর) আছে। System-এর (শরীরের) কতকগুলি অবস্থা আছে। সেগুলি না জানলে পরে আমার system (শরীর)-অনুপাতিক খাদ্য দেওয়া যাবে না। সেইজন্যেই তো বলে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

কেষ্টদা এবারে ভিন্ন প্রশ্ন তুললেন—সঙ্কল্প করার একটা অভ্যাস করা যায় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা' মনে হ'ত, determined (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) হওয়া লাগে। কোন বিষয়ের হয়তো চিন্তা আছে। কিন্তু যখন ঠিক করলাম এটা করা লাগবে, সেটা তখনই করব—তখনই। অন্ততঃ একটা খুঁটিও সরাব সেই purpose-এ (উদ্দেশ্যে)।

কেষ্টদা—একসঙ্গে যদি দশটা কাজ আসে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দশটা আসলেও তার মধ্যে ওটা করবই।

কেষ্টদা—করতে-করতে তখন ওর সাথে পরিচয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ পরিচয়টাই অভ্যেস হ'য়ে দাঁড়ায়। পরিচয়ের মধ্যে আছে, পরি-চি (ধাতু)।

এরপর কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখাগুলি নিয়ে কথা বলতে থাকেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ যে এর মধ্যে Science-এর (বিজ্ঞানের) একটা article (প্রবন্ধ) বেরিয়েছিল। তাতে ছিল একশ' বছর পরে কী কী হবে। ও সবই আমার লেখার মধ্যে কওয়া আছে।

সন্ধ্যায়—তাম্বুতে। শরৎদা (হালদার), চক্রপাণিদা (দাস), অজয়দা (গাঙ্গুলী), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখ উপস্থিত আছেন। হাউজারম্যানদা মায়ের হাত ধ'রে এসে প্রণাম করলেন।

চেয়ারে ব'সে মা জিজ্ঞাসা করলেন—How are you today (আজ আপনি কেমন আছেন)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একরকম।

শরৎদা—একটা বাণীতে দেখলাম, শুধু খাদ্যে পেট ভরে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা গাছকে অন্ধকারের মধ্যে রেখে দেন। খাদ্য দিলেও গাছটা

শুকায়ে যাবে। সে জানে, ঐ সূর্য্যরশ্মিই তার জীবন। তাই, সে এমন কিছু করতে চায় না যাতে সে deteriorate করে (খারাপ হ'য়ে পড়ে)।

হাউজারম্যানদা—Existence মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা, বিদ্যমানতা, থাকা।

হাউজারম্যানদা—Act of being (সত্তার ক্রিয়া) কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' দিয়ে আমি হ'তে চাই।

মা—পরিষ্কার বোঝা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আমরা মা'র পেটে হই। মা'র পেটে হ'য়ে আমরা বাড়ি। আগে একটা পুতুলের মত ছিলাম। আমি যত বড় হ'তে লাগি, আমার environment-ও (পরিবেশও) তত বড় হ'তে থাকে। ছোটবেলায় আমার মনে হ'ত, একটা কঞ্চি দিয়ে আকাশ ছুঁতে পারব। কিন্তু যত বড় হ'তে থাকি, আকাশ তত দূরে স'রে যেতে থাকে।

হাউজারম্যানদা ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রে মাকে সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

মা—Is 'becoming' as same as 'growth' (বর্দ্ধনা আর বৃদ্ধি কি এক কথা) ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ।

মা—Existence (অস্তিত্ব) বলতে কি ঠাকুর এই বোঝেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। Existence (অস্তিত্ব) না হ'লে being-ও (জীবনও) নেই, becoming-ও (বৃদ্ধিও) নেই।

মা—এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কী ?

শরৎদা—অস্তি-বৃদ্ধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচা-বাড়া। আর existence (অস্তিত্ব) হ'ল সবটা নিয়ে।

আলাপ-আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। টাবু নামে একটি কুকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেই থাকে। সে এসে নীচে উপবিষ্ট শরৎদার ঘাড়ের কাছে শুঁকতে আরম্ভ করেছে আর লেজ নাড়ছে। শরৎদা দু'একবার টাবুকে তাড়াতে চেষ্টা করলেন। টাবু ঘুরে এসে আবার শরৎদার ঘাড়ের কাছে শুঁকতে লাগল। শরৎদা অস্থির হ'য়ে প'ড়ে পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপার দেখে হাউজারম্যানদার মা উঠে যেয়ে টাবুর মাথায় হাত বুলালেন। তখন টাবু একটু দূরে সরল। মা ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন। বললেন—Dogs are friends in America (আমেরিকায় কুকুররা বন্ধু)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু এদের চলন-চরিত্র ভাল নয়।

একটু পরে টাবু আবার চক্রপাণিদার গায়ের কাছে ঐভাবে ঘুরতে লাগল। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও বোধহয় কিছু মুড়ি চায়।

একটি দাদা ছুটে যেয়ে দু'পয়সার মুড়ি নিয়ে এসে শরৎদার হাতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ( শরৎদাকে )—ওই দিকে নিয়ে যান।

খানিকটা দূরে যেয়ে শরৎদা টাবুকে মুড়ি খেতে দিলেন পাতায় ক'রে। মুড়ি খেয়ে টাবু খুব খুশি হয়েছে মনে হ'ল। শরৎদা তাঁর জায়গায় এসে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর টাবু আবার লেজ নাড়তে-নাড়তে এসে উপস্থিত। এসে শরৎদার গা শুঁকছে। শরৎদা আর ব'সে থাকতে পারলেন না। উঠতে হ'ল। উঠে টাবুর সারা গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরসহ সকলেই এ ব্যাপার দেখে হাসছেন।

একটু পরে মা প্রশ্ন করলেন—Existence ( অস্তিত্ব ) কি এই life-এর ( জীবনের ) জন্য না life beyond-এর ( পরপারের জীবনের ) জন্য ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই জীবনই আসল কথা। এই জীবনের পরপারে যদি কিছু থাকে তাও বাদ যাবে না যদি আমার স্মৃতিবাহী চেতনা থাকে।

মা—'যদি' বললেন কেন ? তবে কি পরের life ( জীবন ) আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন, আগে আমার পাঁচ বা দশ বছর বয়স ছিল। এখন সত্তর বছর হ'য়েছে। কিন্তু ঐ আগের পাঁচ বছরের আমি আর এখন সত্তর বছরের আমি একই। আমার Consciousness ( চেতনা ) আছে ব'লেই এই continuity-টাকে ( নিরবচ্ছিন্নতাটাকে ) বোধ করতে পারি।

মা—মৃত্যুর পরের জীবনে আমি বিশ্বাসী। সেটা যদি আমি ঠিকমত বুঝতে পারি তো আমার ভাল লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, ভাল। না বুঝি ক্ষতি নেই। এই জীবনটাকেই যাতে extend ( বিস্তৃত ) করতে পারি তার চেষ্টা করতে হয়।

এর মধ্যে বালেশ্বরের সুশীলদা ( দাস ) এলেন।

তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কখন আলি ( এলি ) রে ?

সুশীলদা—এইতো এইমাত্র আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঠিপত্রও লিখলি নে।

সুশীলদা—হ্যাঁ, চিঠি তো দিয়েছি কালীষষ্ঠীমার কাছে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর



শ্রীশ্রীঠাকুর—কই, আমারে তো কিছু কয়নি।

হরিদাস সিংহদা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্যোতিষশাস্ত্র-সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ পড়তে বলেছেন। হরিদাসদা এলেই এই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। আজও জিজ্ঞাসা করলেন—আর কী পেলি রে?

হরিদাসদা—একটা জিনিস পেলাম, দারুণ কর্ম্মযোগ। দারুণ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দারুণ কর্ম্মযোগ মানে খুব কর্ম্মঠ হওয়া। দারুণ মানে কী দেখে আয় তো?

ইতিমধ্যে শ্রীমান টাবু এক-একজনের কাছে যেয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর তিনি কিছু মুড়ি এনে দিচ্ছেন। এইভাবে টাবুকে মোট চারবার মুড়ি দেওয়া হয়েছে। চারবার খাওয়ার পরে এখন সে দয়াল ঠাকুরের সামনে নিশ্চিত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে পরম দয়াল মিষ্টি হেসে বললেন—টাবু রাতের খাওয়াটাও সেরে নিল। এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর হয় হ'ল, না হয় না হ'ল।

অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এক তৃপ্তিতে সবাই উপভোগ করছেন পরমপ্রেমময়ের এই মানুষী লীলা।

হরিদাসদা অভিধান দেখে এসে বললেন—দারুণ মানে অত্যন্ত।

অতুলদা (বসু)—তাহলে নিদারুণ মানে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, ধাতুর অর্থ ঠিকই থাকে। উপসর্গযোগে সেটা বিষয়ান্তরে ব্যবহার হয়। নিদারুণের মধ্যে দারুণ আছে—আরো বেশী দারুণ।

এর পর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। সাতটা বাজল। সামনে উপবিষ্ট বীরেন মিত্রদাকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই ফিলজফিতে এম-এ দিতে পারিস্ নে?

বীরেনদা—চেষ্টা করলে হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফিলজফিতে এম-এ দিয়ে তারপর ইউনিভার্সিটি থেকেই 'এডুকেশন'টা ঠিক করা লাগে।

## ১২ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৬৪ (ইং ২৭। ১২। ১৯৫৭)

আজকাল রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খড়ের ঘরেই থাকেন। প্রত্যূষে ওখান থেকেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে বসেন প্রাঙ্গণের তাম্বুতে। একটু পরেই এসে পেঁছান পূজ্যপাদ বড়দা। তখন সমবেত প্রণাম হয়।

আজও যথারীতি প্রণাম হ'য়ে গেল। পূজ্যপাদ বড়দা তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট বড় কাঁঠালের পিঁড়িটায় বসেছেন। কাছে দাদারা ও মায়েরা অনেকে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর

'উপাসনা'-শব্দের অর্থ দেখতে বললেন। অভিধান দেখে এসে বলা হ'ল—সম্মুখে উপবেশন, নিকটে উপবেশন।

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার সাথে নানা বিষয়ে কথা বলছেন। কথায়-কথায় পূজ্যপাদ বড়দা বললেন—রেবতী (বিশ্বাস) নাকি একবার কাপালিকের পাল্লায় পড়েছিল। ও গল্প করে, সেই কাপালিক নাকি ওকে মেস্‌মেরিজম্‌ ক'রে ওর বুকের উপর উঠে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোর ঠাকুর বড় না আমি বড়?' তখন রেবতী বলে—'আ-আ আপনি বড়'। এ কেমন ক'রে হয় বুঝি নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেস্‌মেরিজম্‌ করলেও যার নিজত্ব হারায় না সেই-ই খাঁটি মানুষ।

বড়দা—আমাকে অনেকে ঐ-রকম করার চেষ্টা করেছে, পারেনি।

আরো কিছু কথাবার্ত্তার পর পূজ্যপাদ বড়দা উঠে গেলেন। তাঁর পায়ের ব্যথা কমলেও এখনও একটু আছে। শ্রীশ্রীবড়মার বাতের ব্যথা আজ আবার কিছুটা বেড়ে গেছে।

বেলা প্রায় আটটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর জাতি ও রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে একটি বড় বাণী দিলেন। বাণী লেখার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), হাউজারম্যানদার সাথে ঐ নিয়ে আলোচনা চলছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ইচ্ছে করে, সব দেশের প্রিমিয়ার বা প্রেসিডেণ্ট যা' কও, তাদের নিয়ে একটা কাউন্সিল হ'ল। সেই কাউন্সিলের আবার একটা প্রেসিডেণ্ট থাকল। এরা সবাই মিলে কৃতিচলনে চলল। এ-রকম যদি থাকে তাহলে আর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অশান্তি কমই থাকে।

## ১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৩৬৪ (ইং ১।১।১৯৫৮)

ঋত্বিক্‌-সম্মেলন চলছে। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে কর্ম্মী-সম্মেলন। বাংলা, বিহার, আসাম, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, বোম্বে, পাকিস্থান, প্রভৃতি স্থানের শত-শত কর্ম্মী এসেছেন। বিভিন্ন অধিবেশনে বহু জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজ সমাপ্তি দিবসে সবাই একটু শুনে যাবেন পরম দয়ালের শ্রীমুখে কিছু নির্দ্দেশ। একে-একে সবাই এসে বসছেন। তাম্বুর সামনেটায় ভিড় জ'মে উঠল বেশ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছাকাছি আসন গ্রহণ করেছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্লদা (দাস), সুরেনদা (বিশ্বাস), বীরেনদা (মিত্র), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), চারুদা (করণ), নিরাপদদা

( পাণ্ডে ) হরিনন্দনদা ( প্রসাদ ), ননীদা ( চক্রবর্ত্তী ) প্রমুখ কর্ম্মিবৃন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। প্রসন্ন বদনে তিনি সবার উপরে বুলিয়ে দিচ্ছেন আশিসদৃষ্টি। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করছেন তাঁদের অন্তরদেবতাকে।

কেষ্টদা কথা তুললেন—দীক্ষা অনেক হ'চ্ছে বটে, কিন্তু বহু মানুষ প'ড়েও যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-দোষ আমাদেরই। আমি হয়তো ঋত্বিক্ আছি, কিন্তু যজমান-দের কাছে আমি যাই না, সমীচীনভাবে তাদের জন্য করি না। মানুষের জীবনযাত্রার অভিযান আছে। আর আপনারাই তার minister ( সাহায্যকারী )—সব দিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে। এখন আমরা যদি তাদের কাছে না যাই তাহলে হবে কি ক'রে? যজমানদের যদি জীবনবোধে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে পারেন, এরাই কিন্তু আপনাদের জীবন্ত অর্থ। আর, তাদের ignore ( অবহেলা ) করা মানে ভাগ্যকে ignore ( অবহেলা ) করা। আবার, ঋত্বিক্দেরও ধ'রে-ধ'রে improved ( সমুন্নত ) ক'রে তোলা লাগে।

কেষ্টদা—আমি হয়তো ২৫০০/৩০০০ দীক্ষা দিয়েছি—

টক করে কথা ধ'রে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিন্তু তাদের সাথে আর আমার সাক্ষাৎ নেই। ২৫০০/৩০০০ হোক কি যাই হোক, তাদের মাটি হ'তে দেবই না। তাদের কখনও inferior ( নিকৃষ্ট ) থাকতে দেব না।

কেষ্টদা—এজন্য তো রীতিমত অনুশীলন করা দরকার—।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যেই ওগুলি ( তপ-অনুণিমা—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ) আমার বলা প্রত্যেক ঋত্বিক্ এটা অভ্যাস করবেই। আবার, তাদের নিয়ে বসতে হয়, দরকার হ'লে জায়গামত যেতে হয়। প্রত্যেকটি ঋত্বিক্দের তপ-অনুণিমা মক্স ক'রে ঐ-রকম হওয়া লাগে।

কেষ্টদা—নিত্য পাঠ করা চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিত্য পাঠ করা এবং কাজে করা। একজনের সাথে কেউ কথা কচ্ছে, কেমন ক'রে কথা কওয়া লাগবে তা' ওটা দেখে ঠিক করবে। আপনার সাথে কেউ হয়তো কথা বলল, কথা ক'লেই তার মনে হবে—বাঃ কী সুন্দর! একেবারে top-most ( সব থেকে উঁচু ) লোক থেকে সবাই যেন এ-কথা ভাবে।

কেষ্টদা—ওতে নামধ্যানের কথা পরিষ্কার ক'রে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে। নিষ্ঠার কথা তো আছে।

কেষ্টদা—শরৎদা আবার বলেন, যজন ঠিকমত না হওয়ার জন্য তপ-অনুণিমার ঐ

অনুশীলনগুলিও ঠিকমত হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা (তপ-অরুণিমা) যদি ঠিক থাকে তাহলে যজন প্রধান হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—কেউ-কেউ বলে, যজনের প্রয়োজন নেই। যাজন করলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(হেসে) তাহলে পাগল হ'লে যা' হয় আর কি। খাওয়া লাগবে না, শুধু খাওয়াব—ব্যাপারটা এইরকম। তাতে আস্তে-আস্তে প'ড়ে যেতে হয়।

কর্ম্মীদের মধ্যেও পরস্পর কথাবার্ত্তা চলছে মাঝে-মাঝে। কেউ হয়তো কোন বিষয় আরো পরিষ্কার ক'রে বুঝে নেওয়ার জন্য আস্তে আস্তে কেষ্টদা বা শরৎদার সাথে কথা বলছেন। তাঁরাও কখনও নিম্নস্বরে, কখনও বা সরবে প্রত্যেকের কথার জবাব দিচ্ছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎদা বললেন—অনেকে বলেন, আমাদের বছরে দু'টি বড় উৎসব থাকার জন্য তার কাজে অনেক সময় যায়, ফলে দীক্ষা ক'মে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব কোন কথাই না। উৎসব আজ থেকে চলছে না। বহুদিন থেকে হ'য়ে আসছে। দীক্ষা তখনও হ'ত।

শরৎদা—আজকাল তো আপনি উৎসবে স্পেশ্যাল ট্রেন আনার কথা বিশেষভাবে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্পেশ্যাল ট্রেনের কথা কই কেন? স্পেশ্যাল ট্রেনে চ'ড়ে সবাই আসে, এ দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। সেইজন্য সুশীলদাকে ও আর সবাইকেই আমি কই—ওটা ক'রে আনাই চাই।

কথার মোড় ঘুরিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর একটা কথা। তোমার সংস্পর্শে যেই আসুক, সে দীক্ষিত হোক আর নাই হোক, কেউ যেন দরিদ্র না থাকে—কি অন্তরে, কি বাইরে। আমাদের চলা লাগবে সাত্বত পন্থায়—প্রত্যেকের existential (সাত্বত) যা'-কিছু সেটাকে exalt (উদ্দীপিত) ক'রে, কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না ক'রে। প্রত্যেকেই যেন পুষ্ট হয় আপনার কাছে এসে। আবার, কেউ হয়তো অন্য জায়গায় দীক্ষিত আছেন, তিনি যাতে সেইদিকে আরো শ্রদ্ধাবান হ'য়ে ওঠেন সে চেষ্টা আমরা করব।

প্রফুল্লদা—কিন্তু যদি কাউকে অসাত্বত পন্থায় চলতে দেখি, যদি তিনি বর্ণাশ্রম না মানেন, প্রতিলোম বিবাহ দেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে যা' করার করব, সাত্বত পন্থায়। তার মানে এই না যে

প্রত্যেকে ঠাকুর ভজবে বা ঋত্বিক্ ভজবে।

পরমেশ্বরদা ( পাল )—আচ্ছা, ঋত্বিকের প্রতি যজমানের কতখানি করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ব্যক্তিগত জীবনের minister ( সাহায্যকারী ) তুমি, এই এতখানি।

পরমেশ্বরদা—কোন ঋত্বিকের যদি অশ্রদ্ধেয় চলন দেখি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাকে ধ'রে ঠিক করবে। আবার যদি দেখ, সে এমন কিছু খারাপ করছে যা' সত্তার পক্ষে ক্ষতিকর এবং মানুষ তা' imbibe ( সাগ্রহে গ্রহণ ) ক'রে নিতে পারে, তখন তার পাঞ্জাটা নিয়ে নেবে। ( শরৎদাকে লক্ষ্য ক'রে ) মনে রাখবেন, ক্রাইস্ট যে shepherd-এর ( রাখালের ) কথা বলেছেন, আপনারা সেই shepherd ( রাখাল )। আপনাদের কাজ হবে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' ( অরি—অসৎ অর্থাৎ সত্তাবিরোধী চলন )।

পরমেশ্বরদা—এক জায়গায় আমি হয়তো একটা চাহিদা পূরণ করার ধান্ধায় ঘুরছি, সেখানে আর একজন আর-একটা চাহিদার ব্যাপার নিয়ে যেয়ে হাজির হ'ল। এতে conflict-এর ( সংঘাতের ) সৃষ্টি হয়।

কেষ্টদা—তোমার চাহিদা না, ঠাকুরের চাহিদা বল।

পরমেশ্বরদা—হ্যাঁ আমি ঠাকুরের চাহিদার কথাই বলছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চাহিদা! আমি খামাকা অনেক সময় চাহিদা জানাই তোমাদের কাছে। তা' করি কেন জান ?—তোমরা যাতে যজমানদের মধ্যে যেয়ে পড়, তাদের সাথে যাতে তোমাদের যোগাযোগ হয়। তা' ছাড়া আমার কোন প্রয়োজনই নেই। খাওয়ার কথা এ পর্য্যন্ত ভেবেছি ব'লে তো মনে পড়ে না। কারণ, তোমরা আছ। আমার টাকা নেই, কিন্তু তোমরা আছ। ধর, আমি তোমাদের কাছে মোহর চাইলাম। এতে দুটি কাজ হবে। তোমরা মানুষের কাছে যাবে, আবার তারাও তোমাদের কাছে আসবে। তাদেরও বাঁচার লোভ আছে। কিন্তু আমি এমন কথা কইনি যে তুমি মানুষের কাঁথা-কম্বল বিক্রী ক'রে এনে আমাকে দাও। ভিক্ষা মানেই হ'ল ভজন, সেবা।

কেষ্টদা—এখানে হেমদার ( মুখোপাধ্যায় ) যখন সেই পেটের ব্যথা উঠল, তখন আপনি তাঁর কাছে আশীটা টাকা চাইলেন। কিছুটা ভিক্ষা তিনি করলেন। পরদিন ব্যথাটা যখন খুব বেড়ে গেল তখন আপনি আমাদের বললেন আশীটা টাকা নিয়ে হেমদাকে দিয়ে আসার জন্য। তারপর হেমদা ভাল হ'য়ে আসার পর আপনি বললেন—'আমি ওর কাছে টাকা চাইলাম। তার জন্য ও ন'ড়ল। আর ঐ ন'ড়ল ব'লেই বেঁচে গেল।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেমের ব্যথার উপরে আমি ছিলাম আর আমার চাহিদাও ছিল। ওর ব্যথার উপরে যদি ও থাকত তাহলে বাঁচাটা obstructed ( প্রতিহত ) হ'য়ে যেত। আমি যেই ওর কাছে টাকা চাইলাম, সেই ও ন'ড়ল। তাতে ঐ obstruction-টা ( ব্যাঘাতটা ) আর আসতে পারল না। পরমপিতার দয়ায় আবার ঠেলে উঠল। আমি যখন কারো কাছে কিছু চাই, বলি 'এই, নিয়ে আয়, নিয়ে আয়' সেইমত চেষ্টা করলেই ওটা একেবারে medicine-এর ( ওষুধের ) মত কাজ করে।

কেষ্টদা—অনেকে আপনার এই টাকা সংগ্রহের আদেশকে চাপ ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাপ যখন সে মনে না করবে তখন তার ঐ সংগ্রহ করাটা তাড়াতাড়ি হবে। ঐ যে বলদেবের ( মিশ্র ) কাছে আমি গাড়ীর কথা ক'লেম। আমার বেড়াবার ইচ্ছার কথা ক'লেম। কিচেন-কার একখানা, চারখানা স্টেশন-ওয়াগন জোগাড় করা লাগবে। সে pick up ( গ্রহণ ) ক'রে নিল ওটা। ওটা ধ'রে নেওয়ার পরে তার আর ঘুম নেই। ঐ impetus-টা ( উদ্যমটা ) তাকে এমন ক'রে বাড়ায়ে দিল যে তা' আর বলার না। কিন্তু সে এটা ধ'রে না নিলেও পারত।

উপস্থিত সবাইকে সতর্ক ক'রে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—এই যে তোদের কাছে গল্প ক'রে ফেললাম, তোরা ওর ঐ ভাব ভেঙ্গে যদি দিস্ তাহলে তো কাম হ'য়ে যাবেনে। আমার এ কওয়া বোধহয় ভাল হ'ল না। এ-সব কথা বললে পরে zeal ( উৎসাহ ) ভেঙ্গে যায়।

কেষ্টদা—আপনি একটা মোহর চাইলে আমি যদি ভাবি, নিশ্চয়ই আমার একটা পেটেব্যথা আসছে—

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তো কাম সারা।

এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গের সূত্রপাত ক'রে কেষ্টদা বললেন—এবার ঋত্বিক্-অধিবেশনে আমরা সঙ্কল্প নিয়েছি, আনন্দবাজারের জন্য প্রত্যেক কর্ম্মী বছরে পাঁচ মণ ক'রে চা'ল জোগাড় করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

ঋত্বিক্‌দের চলা সম্পর্কে কথা উঠল। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইরে move করার ( ঘোরাফেরা করার ) সময় ঋত্বিক্‌দের সব সময় ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার এই সব নিয়ে equipped ( প্রস্তুত ) থাকা উচিত। আবার হয়তো কেউ এমন একটা জায়গায় গেল যেখানে একশ ঘর সৎসঙ্গী আছে, তারা হয়তো তেমন সম্পন্ন নয়, তাদের কাছে যে যাবে না তা' নয়। তাদের কাছে যাবে। তাদের যে-সব অভাব-অভিযোগ আছে সেগুলিও দূর করবে। এই যে গাড়ী-টাড়ী করার কথা কই, সে কি শুধু

শুদ্ধ? গাড়ী থাকলে টক্ ক'রে কাজ করার কত সুবিধা হয়।

হরিচরণদা (গাঙ্গুলী)—ঋত্বিক্ বাইরে তার 'টীম্' নিয়ে ঘুরছে। হঠাৎ বিশেষ কোন কাজ বেধে গেল, এদিকে ঋত্বিক্ তখন অনুপস্থিত। তখন টীমের লোকজন কি ঋত্বিক্ ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করবে কেন? তখন হয়তো শৈলেন সামনে আছে। শৈলেনকে ক'লেম, 'ভাই, দেখ সে খুব অসুস্থ। ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগছে। তুমি যদি এই কাজটা ক'রে দাও।'

কেষ্টদা—আজকাল পুরশ্চরণ ব'লে একটা কথা উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুনঃস্মরণটাকেই পুরশ্চরণ কয়।

কেষ্টদা—দীক্ষা একবার হ'য়ে গেলে পুনরায় দীক্ষা তো হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আমি জানি না। দীক্ষা তো আমি দিই। একটা কুকুরকে দিয়েও যদি দীক্ষা হয়, সে-দীক্ষা তো আমিই দিই।

যতীনদা (দাস)—স্বস্ত্যয়নী করে না অথচ দীক্ষা দেয়, এমনও শুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেয় মানে আপনারা ঠেকান না।

যতীনদা—সে এখানে আসেও না অথচ দীক্ষা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার থেকেই তা' বন্ধ হ'য়ে যাবে।

একজন প্রস্তাব করলেন, এই জাতীয় লোকের নাম আলোচনা-পত্রিকায় ছেপে বের করে দেওয়া দরকার।

যতীনদা—তার নাম পত্রিকায় ছেপে দিলে তার যজমানরা বিগড়ে যেতে পারে বা ক্ষুব্ধ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যদি হয় তবে বোঝা যাবে, সেখানে আমি দীক্ষা দিইনি।

এই সময় কেষ্টদা কর্ম্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। এখন আমাদের ওঠা উচিত।

ইঙ্গিত বুঝে সবাই প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আর একবার তামাক খেয়ে উঠে চ'লে এলেন খড়ের ঘরে। এখন তাঁর স্নান ও ভোগের সময় হয়েছে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে আছেন। কর্ম্মীদের কেউ-কেউ সামনে ব'সে ও দাঁড়িয়ে আছেন। নগেন সেনদা এসে আজ রাতে টাটায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি পাওয়ার পর নগেনদা বললেন—এবার এক সাহেবকে যাজন করতে যেয়ে I (আমি) ও My (আমার)-এর ব্যাপার নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল।

সেই প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—My (আমার) যত extensive (বিস্তৃত), I (আমি) তত expansive (প্রসারিত)।

নগেনদা—কিন্তু My (আমার)-এর বোধ বেশী extensive (বিস্তৃত) করতে গেলে conflict (সংঘাত) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conflict (সংঘাত) যদি না থাকে তবে I (আমি)-টাকে feel (বোধ) করতে পারি না।.........কখনও নিজেকে হীন ভাবা ভাল না। ভাবা ভাল—আমি পরমপিতার সন্তান, সেই ভাব নিয়েই আমার চলা উচিত। এরই নাম আত্মসম্মানবোধ।

নগেনদা—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় আছে—

'আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন,
তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, ওখানেও এ-কথা আছে। আমি পরমপিতার সন্তান, সেইভাবে চলব। আত্মসম্মানবোধ হ'ল self-regarding sentiment. আর আত্মাভিমান—self-conceit. ওটা ভাল না। Self-regarding sentiment (আত্মসম্মান-বোধ) অনেকের আছে না? তারা ভাবে—আমি এই বংশের সন্তান, এমন মা-বাবার সন্তান, কখনও খারাপ কাজ করতে পারি না। ঐ যে শিশিরবাবুর (ঘোষ) বংশে তুষারবাবু, তরুণবাবু, এদের এই রকমটা আছে। তুষারবাবু শিশিরবাবুর কী হন?

জনৈক দাদা—পুত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে ব'লে শিশিরবাবুর বাড়ী আছে, যেখানে ব'সে তিনি 'অমিয় নিমাই চরিত' লিখেছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা হ'ল। কিছুদিন আগে পেটের যন্ত্রণার সময় জ্ঞানহারা হ'য়ে প'ড়ে আমার বাবার (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এখন বাবা সেই কথাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন ক'রে বললেন—আমি ব্যথার চোটে যখন অজ্ঞান হ'য়ে গেলাম তখন যেন মনে হ'চ্ছে একটা আলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। যেতে-যেতে প'ড়ে গেলাম অন্ধকারের মধ্যে। তখন নাম ভুলে গেলাম। নাম ভুলে যেয়ে খুব কষ্ট হ'তে লাগল। তারপর হঠাৎ আপনাকে দেখতে পেলাম। আপনার বাম কাঁধে বড়-বড় ক'রে লেখা আমাদের সৎনাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল দেখিছিস্। অন্ধকার আছেই। তার ওপারে আরো একটা অন্ধকার আছে।

বাবা—আমার মনে হয়, তখন আমার মৃত্যু হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক আছে। তুড়ে কাম কর। যা' বলেছি সেগুলি কর্। (আমাকে) আর ওটা (তপ-অরুণিমা) তোর বাবাকে লিখে দিয়েছিস্?

বললাম—একটা কপি ক'রে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐগুলি ক'রে ফেলা। আমার ইচ্ছে ঐ-রকম।

বাবা—আমার ইচ্ছে করে আপনার চাহিদামত হ'য়ে উঠতে। কিন্তু পারি নে তা' বুঝি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে-করতেই হবে।

বাবা—অন্ধকারের মধ্যে যখন প'ড়ে গেলাম, তখন নাম ভুলে গেলাম কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস কর্। অভ্যাস করতে-করতে আর ভুল হবে না।

সুধামা এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা কী করছে রে?

সুধামা—ঐগুলি লিখছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বাংলা বাণীগুলির ইংরাজী অনুবাদ করতে আদেশ করেছেন। কেষ্টদা এখন সেই কাজে ব্যস্ত আছেন।

পরমেশ্বরদা—ফিলজফিতে Elevative intellectualism ব'লে একটা কথা আছে। ওটার মানে ঠিক বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ওর মানে, to elevate yourself with the environment (পরিবেশ-সহ তোমার নিজেকে সমুন্নত ক'রে তোলা)।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী দিলেন—

মমত্ব যা'র বিস্তীর্ণ,  
অহংও তা'র প্রসারণসম্বেগী।

তারপর আবার ইংরাজীতে বললেন—

Where myness is extensive,  
I--the self—is expansive too.

শরৎদা এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে তাঁকে বাণী দুটি প'ড়ে শোনানো হ'ল।

শরৎদা—অহং কী ক'রে প্রসারণসম্বেগী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ধরেন, আপনার ছেলে মানে আপনির ছেলে। আমার ছেলে মানে আমির ছেলে, আমার বৌ মানে আমির বৌ।

শরৎদা—কিন্তু তার আগে থাকবে না—তাঁর আমি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো আছেই, Thine I ( তোমার আমি )।

শরৎদা—আচ্ছা, আমরা তো চলাফেরায় নামজপ করি। এ-ছাড়া নামধ্যানের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় রাখা ভাল না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, সে তো রাখাই উচিত। ( একটু পরে ) সব সময় যে নামধ্যান করে, সে একেবারে flooded ( পরিপ্লাবিত ) হ'য়ে যায়।

এর পর আর বেশী কথাবার্ত্তা হ'ল না। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে খড়ের ঘরে চ'লে এলেন।

---